INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 15th September, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday the 15th September, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, Deputy Minister and twenty four Members.

OBITUARY REFERENCES

Mr. Speaker : I announce to make Obituary References on the sad demise of Shri Troilokyanath Chakraborty and Shri Panampilli Govinda Menon, Ex-Union Law Minister.

Honourable Members,

You are aware that Shri Troilokyanath Chakraborty popularly known as Maharaja, expired on the 9th August, 1970. On receiving the message of his death I sent a telegram on behalf of this House condolling his death

The text of the telegram is as follows :—

"RECEIVED WITH TREMENDOUS SHOCK NEWS OF DEATH OF TROILOKYA MAHARAJA A LIFELONG REVOLUTIONARIST (.) EVENTFUL LIFE OF MAHARAJA FULL OF STRUGGLE AND SACRIFICE WILL INSPIRE US AND THE YOUNGER GENERATION TO THE SPIRIT OF SELF-SACRIFICE THE MAHARAJA CHERISHED (.) MAY HIS SOUL REST IN PEACE (.) PLEASE CONVEY HEARTFELT CONDOLENCE AND SYMPATHY OF MYSELF AND MEMBERS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY TO THE MEMBERS OF THE BEREAVED FAMILY.

SPEAKER
"TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY"

Now, I shall make the following obituary reference in respect of Shri Troilokyanath Chakraborty.

"A relentless fighter in the freedom struggle spanning over six decades, Maharaja Troilokyanath Chakraborty was born in 1296 (Bengali Era) at

Kapasatia village in Mymensingh District now forming part of East Pakistan.

In his autobiography in Bengali "Jiban Smriti". Shri Chakraborty said of his life in these terms : "I have spent 30 years in Jail of the British Raj and in Pakistan. At the age of 77, I reached Mymensingh jail on September 15, 1965. I am one among those, who have struggled for the freedom of the Country."

It is probably more than a coincidence that death came to the revolutionary leader on August 9 the day on which the banner of revolt was raised in all corners of the country 28 years ago in protest against the arrest of Congress leaders for the "Quit India" resolution.

At the age of 18 Shri Chakraborty became a member of the "Anushilan Samity" a revolutionary organisation in undivided Bengal in 1906.

Two years later, Shri Chakraborty went to jail. This was the first of a series of imprisonment he was to suffer in the course of his long and eventful life.

Shri Chakraborty remained in East Pakistan after 1947 to take up the cause of the minorities in that Country.

His desire to visit India was fulfilled after three years of protracted negotiations with Pakistani authorities. The philosophy that kept him politically "young" till the last day of his life was that, there must be Indo-Pakistan amity in the interest of both countries.

This eventful life came to an end at Delhi at 3-30 A. M. of August 9, 1970. Though Maharaja is no more his example, his sincerity and earnestness will inspire all his followers and countrymen to work for the people. Shri Chakraborty loved the people of this Sub-continent and he sacrificed his life for their cause. After his death he will also live in the minds of people of both the countries of India & Pakistan.

This house keeps on record its deepest respect and devotion to the departed soul and convey the message of condolence to the members of his bereaved family.

I would request the Hon'ble members to stand on their legs for two minutes to show respect to He departed soul.

OBITUARY REFERENCE

Honourable Members,

I would refer to the sad demise of Shri Panampilli Govinda Menon. He was born on October 1st, 1908 at Chalakudy. Panampilli Govinda Menon son of Shri K. Krishnamenon was educated at Thomas College, Trichur, St. Joseph's College, Trichunapalli and Law College, Madras. He

started his carrier as Lawyer and thereafter was elected member at Cochin Legislature in 1935, 1938, 1945 and 1948. He became the minister for food of Cochin State in 1948, Prime Minister of Cochin State in 1946-47 Member, Constituent Assembly of India and Provisional Parliament, member Union Constitution Committee and Steering Committee of Constituent Assembly. He was the Education Minister of Travancore Cochin from 1948-51, elected to Travancore Cochin Legislative Assembly in 1952, became the finance minister of Travancore Cochin in 1952-54 attended I. L. O., Conference at Geneva as representative of the Government of India in 1953. He was the Chief Minister of Travancore Cochin in 1955-66. Member of 3rd Finance Commission 1961, Member Lok Sabha 1962-67, Leader of Indian Parliamentary Delegation to the Inter Parliamentary Conference Belgrade 1963. He was the first Chairman of the Committee on Public Undertakings 1964, Minister of Food January, 1966, Leader of Indian Delegation to the F,O.A., Regional Conference Suel 1966. Before his death he was the Law Minister of Government of India. As a prominent trade union worker he earned reputation in labour movements. He was the author of Agricultural Income Tax Civil Procedure Code.

This House express deep sense of regret at the sad demise of Shri Panampilli Govinda Menon and convey the message of condolence to the members of his bereaved family.

I would request the Hon'ble Members to stand on their legs in silence for one minute.

Mr. Speaker :—

To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned—Starred Question. Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Starred Question No. 114 (Postponed) Sir.

Shri Tarit mohan Das Gupta :—Starred question No. 114 (Postponed) Sir.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

১) বিড়ি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘটের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন মামলা কি চালু আছে ;

২) এই মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকার কোন আবেদন পাইয়াছেন কি ;

৩) ধর্ম্মঘট শেষ হওয়ার দুই বছর পরও এই মামলা চালু রাখার কারণ কি ;

৪) সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করিবেন কি ?

ANSWER

১) হাঁ।

২) শ্রম দপ্তর পুলিশ কেসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

৩) আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকার দরুণ।

৪) এই ব্যাপারে সরকার কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই।

SUPPLEMENTARIES

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই যে বিড়ি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল, তা কবে দায়ের করা হয়েছিল ?

Shri Tarit Mohan Dasgupta :— In the month of April, 1968.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যদি ১৯৬৮ইং সন থেকে মামলা চালু হয়ে থাকে, তাহলে গত দুই বছর ধরে মামলাটা এভাবে পড়ে থাকার কারণটা কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— সেটা আদালতে বিচারাধীন আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই মামলাতে কি সরকার বাদী না কোন ব্যক্তিগত পার্টি বাদী ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বিড়ি শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছিল, তাদের দাবীগুলি কি কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই মামলার বাদী কে, তা কি আপনি বলতে পারেন না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আমি তো বলেছি যে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার !

Shri Jatindra Kr. Majumdar — Starred Question No. 208 (Postponed).

Shri Sachindra Lal Singh—Starred Question No. 208 (Postponed) Sir.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

ক) ১৯৬৮-৬৯, ১৯৬৯-৭০ ইং আর্থিক বৎসরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত জিরানীয়া ব্লক (সদর ইষ্ট ব্লক) অন্তর্গত এলাকায় ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে কতটি আর, সি, সি, ওয়েল করা হয়েছে ;

খ) করা হইয়া থাকিলে ঐগুলির লোকেশান ;

গ) না করা হইয়া থাকিলে, কারণ ;

ঘ) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৬৯-৭০) উক্ত ব্লক হইতে আর, সি, সি, ওয়েল এর জন্য কোন প্রপোজ্যাল আছে কি ?

ANSWER

ক) ১৯৬৮-৬৯ — ২টী।

খ) ১৯৬৯-৭০ — নাই। সদর পূর্ব্ব ব্লক জিরানীয়ার অধীন বুরাখায়

গ) প্রশ্ন উঠে না।

ঘ) সি, ডি, প্রগ্রামে কোন আর, সি, সি, ওয়েল করার কোন প্রস্তাব নাই। কিন্তু জিরানীয়া ব্লকে ১৯৬৯-৭০ ইং সনে সি, ডি, প্রগ্রামের অধীনে ১১টি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সি, ডি, প্রগ্রামে কোন আর, সি, সি, ওয়েল বসাবার প্রগ্রাম নেই। কিন্তু আমি বলছি যে ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট থেকে বসানোর কোন সুবিধা আছে কিনা—ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে ?

শ্রীএস, এল, সিং :—ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টে রিং ওয়েল আছে, টিউব ওয়েলও আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

Shri Ghanashyam Dewan :—Starred Question No.243 (Postponed).

Shri S. L Singh :—Starred Question No. 243 (Postponed) Sir.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য যে চিচিংছড়া ট্রাইবেল কলোনীর ২০০ জুমিয়া প্রার্থির মধ্যে মাত্র ৬৫টী পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়েছে ; এবং

২) অবশিষ্ট ১৩৫ পরিবার ভূমিয়াদের এলট করা ভূমি নন-ট্রাইবেল কর্তৃক জবরদখল হওয়ায় পুনর্বাসনের কাজ বিঘ্নিত হয়েছে ;

৩) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

ANSWER

১) কৈলাশহরের অন্তর্গত প্রস্তাবিত চিচিংছড়া এম, টি, কলোনীতে ১০০ (২০০ শত প্রার্থী নহে) পরিবারের মধ্যে ৬৫টি পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে ;

২) ৫০টি অ-আদিবাসী পরিবার আন-রেজিষ্টার্ড দলিলমূলে ঐ ভূমি পূর্বাহ্নে দখল করায় অবশিষ্ট ৩৫টি জুমিয়া পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার বিঘ্ন হইয়াছে।

৪) ৩৫টি পরিবারকে অন্যত্র বন্দোবস্ত দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই চিচিংছড়া কলোনিতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কোন সনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে সময়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল সেই সময়ে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই চিচিংছড়া কলোনিতে প্রস্তাবিত ১০০ পরিবারের মধ্যে ৬৫টি পরিবারকে ভূমি বন্টন করা হইয়াছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বাকী যে পরিবারগুলিকে দেওয়া হয় নাই, তাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—বাকী ৩৫টি পরিবারকে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কলোনিটা ট্রাইবেল রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যখন এই কলোনিটা করা হয় অর্থাৎ এই কলোনী করার জন্য যখন স্কীম নেওয়া হয়, তখন তার জন্য বাউণ্ডারী ডিমার্কেশান করার ব্যবস্থা হয়েছিল কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—জেনারেলী আগে প্লটিং করা হয়, তার পরে ডিমার্কেশন অব বাউণ্ডারী করা হয়। অতএব এই জায়গাতে ডিমার্কেশান করা হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে প্রশ্ন কর্ত্তা তাঁর ২ নং প্রশ্নে জানতে চেয়েছেন—অবশিষ্ট ১৩৫টি পরিবারের জুমিয়াদের এলট করা ভূমি নন-ট্রাইবেল কর্ত্তৃক জবর দখল হওয়ার পুনর্বাসনের কাজ বিঘ্নিত হয়েছে—এটা ঠিক কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— স্যার, আমি বলেছি যে ১০০টি পরিবারের মধ্যে ৬৫টি পরিবারকে ভূমি দেওয়া হয়েছে। আর ২নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছি—৫০টি অ-আদিবাসী পরিবার আন-রেজিষ্টার্ড দলিলে ঐ ভূমি পূর্ব্বাহ্নে দখল করায় অবশিষ্ট ৩৫টি জুমিয়া পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার বিঘ্ন হইয়াছে, আর ৩নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে ৩৫টি পরিবারকে অন্যত্র বন্দোবস্ত দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— স্যার, উনি আসল প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য যে একটা এরিয়া ডিমার্কেশান করা হয়েছিল তার মধ্যে কোন নন-ট্রাইবেল জবর দখল করে আছে কিনা, এটাই আমি জানতে চাই ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— স্যার, আমি আগে এর জন্য ডিমাণ্ড নোটিশ চেয়েছি। কেন না উনি যে সাপ্লিমেণ্টারী করলেন, তার উত্তর দিতে গেলে আমার পক্ষে ডিটেলস না জেনে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা যখন করা হল তখন তার যে রিলিভেন্ট সাপ্লিমেন্টারী হতে পারে সেটা মন্ত্রী মহোদয়ের জানা থাকা উচিত ছিল এবং এই প্রশ্নটা যখন দেওয়া হল তখন সময়ও অনেক দেওয়া হয়েছে, আর এই সময়ের মধ্যে প্রশ্নটা একটা অংশের উত্তর দেওয়া হল আর একটা অংশের উত্তর না দেওয়ার কারণটা কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— স্যার, প্রশ্ন করলে তার সম্ভাব্য উত্তর আমরা সাধারণত: দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন কর্ত্তা কি কি সাপ্লিমেন্টারী করবেন, সেটা আমাদের কাছে আগে থেকে জানা থাকে না এবং যে সব সাপ্লিমেন্টারীর উত্তর দেওয়া সম্ভব সেগুলি আমরা দিয়ে থাকি আর যেগুলি এই মুহূর্ত্তে দেওয়া সম্ভব হয় না, সেগুলির জন্য আমরা নোটিশ ডিমাণ্ড করি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথা হচ্ছে একটা জুমিয়া পুনর্ব্বাসন কলোনী করা হয়েছে দুইশত পরিবারকে নিয়ে। কিন্তু যেকোন কারণেই হোক একটা অংশকে দেওয়া হয়েছে আর একটা অংশকে দেওয়া হয় নাই উইদিন দি বাউণ্ডারী। ইট ইজ রিলিভেন্ট কোয়েশ্চান। কাজেই যে কারণে বাকী জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া গেল না সেই জায়গার মধ্যে ডিসপুট আছে। প্রশ্নকর্ত্তা এইকথা জিজ্ঞাসা করেছেন।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি বাউণ্ডারী ডিমারকেশন হয়েছে কিনা ইট ইজ নট নোন টু মী। সো ফর স্টাট আই ডিমাণ্ড নোটিশ। তারপর বলা হয়েছে রিলিভেন্ট কিনা। রিলিভেন্ট কি ইরিলিভেন্ট সেটা আপ টু দি স্পীকার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুমিয়া পুনর্ব্বাসনে একটা নিয়ম আছে অর্থাৎ প্রথমে জুমিয়াদের ল্যাণ্ড অ্যালট করা হয়, তার স্কীম হয়, তারপর গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠানো হয়। তারপর টাকাগুলি স্যাংশান হয়। অর্থাৎ জুমিয়াদের অ্যাগেনষ্টে সেটেলমেন্ট হয়। তারপর দেওয়া হয়। এখানে বলা হয়েছে অ্যালটি জমি। কাজেই এটা উইদিন দি বাউণ্ডারী না বাউণ্ডারীর বাইরে সেটা বলতে পারবেন না কেন ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নোটিশ চেয়েছেন ডিমারকেশন হয়েছে কিনা সেটা জানবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং।

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :— Question No. 344. Postponed.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, question No. 344.

QUESTION	ANSWER
1. Is it a fact that there is a Government decision to all the departments and Heads of offices that a 40 point roster should be maintained to ascertain the actual number of scheduled castes and Tribes people employed in Government service and also to determine the vacancies to be filled up from amongst the schedule caste and scheduled tribes ;	1. Yes
2. If so, what is the total number of vacancies which remain to be filled up by candidates of these communities ?	2. Scheduled Tribes—1338. 3. Scheduled castes—115.

The percentage of reservation for scheduled castes and scheduled tribes in the services under Tripura Govt. which are to be filled up on local and regional basis was 7½ and 30% respectively upto 24th March, 1970. The percentage of reservation has been increased to 10.5 and 31.5 percent for scheduled castes and scheduled tribes respectively with effect from 25th March, 1970. The actual representative of scheduled castes and tribes is 115 scheduled castes and 1338 scheduled tribes communities. The actual percentage of scheduled tribes and scheduled castes in services under Tripura Government who filled up in the local and regional basis as on 31.3.69 is as follows :—

Scheduled castes—8.46%
Scheduled tribes—10.35%.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Out of those employed under Government Services what is the percentage in the Secretariat Administration ?

Shri S. L. Singh—I demand notice.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Is it a fact that regarding promotions also this percentages has been categorised ?

Shri S. L. Singh—It is not known to me.

Shri Rajkumer Kamaljit Singh —Is it a fact that Ministry of Home Affairs Govt. of India frequently give direction regarding promotion also for the scheduled castes and sceduled tribes in different years i. e., 1963, 65, 67 & 68 ?

Shri S. L. Singh—I demand notice sir.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—What are the considerations made in regard to promotions for scheduled castes and scheduled tribes under Tripura Government ?

Shri S. L. Singh—I demand notice Sir, because it is very voluminous question.

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal · Question No. 486

Shri S. L Singh Mr. Speaker, Sir, question No. 486.

ক) ইহা কি সত্য যে আগরতলার উপজাতি অভ্যর্থনা কেন্দ্রটি অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত ?

খ) যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত অফিসটি অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা সরকার করিবেন কি ?

গ) ইহা কি সত্য উক্ত কেন্দ্রটিতে বসিবার কোন আসন নাই ?

ঘ) সত্য হইলে উহার কারণ কি ?

উত্তর

ক) ইহা সত্য নহে ।

খ) প্রশ্ন উঠে না ।

গ) ইহা সত্য নহে ।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না ।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বসবার ব্যবস্থা করবেন কিনা যদি সত্য হয়ে থাকে ?

Shri S. L. Singh —The Tribal Reception Cell is situated on the ground floor of the Office building of the District Magistrate & Collector. Some of the sections of the office of District Magistrate & Collector are also situated just adjecent to the Reception Cell. There is a lavatory near the Reception Cell as well as the other offices. But the said lavatory is kept clean and is maintained properly. As such quistion of shifting the Reception Cell elsewhere does not arise for the present.

Shri Ershad Ali Choudhury—Where the place is situated ?

Shri S. L. Singh—I have already said, that the Tribal Reception Cell is situated on the ground floor of the building of the Office of the District Magistrate and Cellocter.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh —Will the Ho'ble Minister be pleased to state, to whom the Reception of the tribal is entrusted ?

Shri S. L. Singh—I demand Notice.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Is it a fact that a Class IV staff has been entrusted to receive all the tribals ?

Shri S. L. Singh :—It is not derogatory whether they are received by the Class IV staff or Class I staff as Class IV staff are also the employees.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh : —Point is this, because tribals are made to know the offices where they are to go. That is why reception Committee has been established here ; if a class IV employee is entrusted here, he may not say the whereabouts of the offices, That is why a responsible man should be entrusted with this work.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—অস্বাস্থ্যকর বলা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি একটা করে দরজা এণ্ট্রেন্সের জন্য এবং বেরোবার একটা দরজা, আর জানালা নেই। এটা কি স্বাস্থ্যকর জায়গা হল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে অস্বাস্থ্যকর জায়গায় নহে। অতএব এই প্রশ্ন উঠে না। এক জানালা থাকলেই বা একটি দরজা থাকলেই যে সেই যায়গা অস্বাস্থ্যকর কিনা তাহলে আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ট্রাইবেল রিসেপশন কমিটি যে আছে তাদের কাজ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তাদিগকে অভ্যর্থনা করা এবং তাদেরকে কোন্ কোন্ কাজের জন্য এসেছে সেটা জানা, ওয়াকিবহাল হওয়া; সে সমস্ত জায়গায় তাদের পৌঁছিয়ে দেওয়া। এটাই সাধারণত করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাসে ঐরকম কয়টি কেস্ আসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার !

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫৬।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫৬ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) ত্রিপুরায় ১৯৬৭, ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ ইং সনের ম্যালেরিয়া রোগীর সরকারী হিসাব সংখ্যা কত ?	
(খ) ইহা কি সত্য যে ম্যালেরিয়া রোগ প্রতি বৎসর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ?	প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ সাপেক্ষ।
(গ) ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি, এবং	
(ঘ) ইহা কি সত্য যে পানিসাগর পি. এইচ, সি হইতে অনেকদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ার ঔষধ দেওয়া হয় না ?	

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬০।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬০।

প্রশ্ন

১। গত বিধান সভা অধিবেশনে এ রাজ্যের যে দোকান কর্মচারী আইন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল তাহা রাজ্য সরকার কার্যকরী করেছেন কি না,

২। যদি কার্যকরী হয়ে থাকে আগরতলার দোকান কর্মচারীরা সেই গৃহীত আইনের বিধান অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা পেতে আরম্ভ করেছেন কিনা এবং

৩। যদি কার্যকরী না হয়ে থাকে উহার বিস্তৃত কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। নিষ্প্রয়োজন।

৩। ১৯৭০ ইং সনের ত্রিপুরা দোকান এবং সংস্থা বিলটি ত্রিপুরা বিধান সভা কর্তৃক ১৯৭০ ইং সনের ১৫ই এপ্রিল গৃহীত হইয়াছে এবং ১৯৭০ ইং সনের ৯ই জুলাই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ইহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত আইনের আওতায় বিধানবলী রচিত হইতেছে এবং ইহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ত্রিপুরা গেজেট প্রকাশিত হইবে তৎপর ইহা যথারীতি কার্যকরী করা হইবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭৪ স্যার।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) নূতন চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে সাব-ডিভিশন্যাল কোটা নির্দিষ্ট করা হয় কি, (খ) যদি করা হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন্ কোন্ ডিপার্টমেন্টের চাকুরী দেওয়ার সময় এইরূপ কোটা করা হইয়াছে, এবং (গ) কিসের উপর ভিত্তি করিয়া (অর্থাৎ মার্কস অথবা সিনিয়রিটি) চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়?	মেটেরিয়্যালস আণ্ডার কালেকশান।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮১।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮১ স্যার।

প্রশ্ন

(ক) খোয়াই মহকুমার আসারামবাড়ী তহশীলের এলাকাতে কোনও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে কি; এবং

(খ) না থাকিলে এই এলাকায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে কি?

উত্তর

(ক) না।

(খ) বর্তমানে এমন কোন প্রস্তাব নাই।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—আসারামবাড়ী তহশীলের বাচাইরামবাড়ী এলাকার শ্রীমনমোহন দেববর্মা সরকারকে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার জন্য ভূমি দান করেছিলেন সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দাশ।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বর ৬৯৪।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৯৪ স্যার।

QUESTION	ANSWER
(a) Whether it is a fact that number of un-employed persons have not been reduced during the last three—Five Year Plans? (b) The target for removing the un-employment problem during 1st, 2nd and 3rd Plans and the extent to which it was served, and (c) The steps taken by the Government to solve the problems in the State.	Materials under collection.

Mr. Speaker :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri P. R. Das Gupta :—Question No. 709.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Question No. 709 Sir.

QUESTION

1. Whether it is a fact that lock-out has been declared in Harendranagar Tea Estate and Benodini Tea Estate with effect from the 25th August, 1970 by the Employers ?

2. If so, the reason therefor ?

ANSWER

1. Yes.

2. The Management has communicated the following reasons for declaring Lock-out : —

(a) The labourers of Benodini Tea Estate have been resorting to illegal detention of Tea from 15. 7. 70.

(b) Before starting this detention of tea the labourers have not served any notice on the management regarding their demands nor have they stated in writing the reasons for their resorting to this illegal detention of Tea.

(c) Owing to illegal detention of Tea clearance—financial arrangement of the garden has been very badly affected. The Management has met the payment of wages and other necessary expenses of the garden with utmost difficulty during the last few weeks Unless the Teas are allowed to be cleared from factory and normal condition is restored, the management is not in a position to meet the payment of wages etc. any further and run the garden.

(d) Due to accumulation of large quantity of Tea, working in the factory has become extremely difficult. As a result Teas are deteriorating in quality considerably. Teas are getting damaged also.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই টী যে বাইফোর্স আটক করে রাখা হয়েছে তার আগে কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিনা। তারা কারা এবং কিজন্য আটক করে রেখেছে ? এটা সত্য কিনা যে পাঁচ টাকা হাজিরা না দিলে পরে চা ছাড়া হবে না এই মর্মে আটক করে রেখেছেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আই হ্যাভ নো সাচ ইনফরমেশান।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই রকম একটা পেম্ফলেট ২০।৪।৭০ইং তারিখে ছাড়া হয়েছিল এবং সেখানে লেখা ছিল 'অস্থকার সভা প্রস্তাব করিতেছে যে ১'৬৫ পয়সার পরিবর্তে ত্রিপুরা চা মজদুরের দৈনিক হাজিরা পাচ টাকা করতে হইবে'। এই রকম পেম্ফলেট একটা আন রেজিষ্টার্ড ইউনিয়ন থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পেয়েছেন কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই রকম একটা পেমফলেট আমি দেখেছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই পেমফলেট্-এর বিষয় বস্তু আপনি পড়েছেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নিশ্চয়ই পড়েছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তারপর এমপ্লয়াররা ট্রিপারটিয়েট কনফারেন্স করে এগ্রীমেন্ট করার জন্য কোন প্রস্তাব লেবার ডিপার্টমেন্টকে দিয়েছিলেন কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এপ্রোপ্রিয়েট জায়গায় সেটা আমি বলব। এখানে আরেকটা সেপারেট কোয়েশ্চান আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দিস ইজ এ্যাপ্রোপ্রিয়েট পেল্স। লক আউটে একটা বাগান রয়েছে, সেখানে ট্রিপারটিয়েট কনফারেন্স ডাকা হয়েছে কিনা সেটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমার কাছে ইনফরমেশান ট্রিপারটিয়েট কন ফারেন্স ডাকা হয় নাই, তবে কনসিলিয়েশান ডাকা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জর দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেই যে জয়েন্ট কনফারেন্স যেটা ৮।৮।৭০ইং তারিখে ডাকা হয়েছিল সেটা কোথায়, বসার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল এবং কয়টার সময় ?

মিঃ স্পীকার :—সেই সম্বন্ধে আপনার একটা সেপারেট কোয়েশ্চান আছে—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৯।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমি এখানে ডেডলক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি স্যার। পাঁচ টাকা হাজিরার কথা নয়, ডেডলকের কথা এবং এই ডেডলক দূর করার জন্য একটা কনফারেন্স ৮।৮।৭০ইং তারিখে ডাকা হয়েছিল কিনা, কোন সময়ে ডাকা হয়েছিল এবং কে সে নোটিশ দিয়েছিল এবং সেই কনফারেনস-এ কাকে ডাকা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি এখানে বলছেন ট্রিপারটিয়েট কনফারেন্স আর মিনিষ্টার বলছেন কনসিলিয়েশন। অনারাবেল চেয়ার উইল ডিসাইড ইট এণ্ড ক্লীয়ার ইট।

মিঃ স্পীকার :—ট্রিপারটিইট এণ্ড কনসিলিয়েশানে ডিফারেন্স আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—কনসিলিয়েশানই ডাকা হউক বা ট্রিপারটিইট কনফারেন্সই ডাকা হউক সেই যে কনসিলিয়েশান সেটা ৮।৮।৭০ইং তারিখে ডাকা হয়েছিল কিনা এবং কোন সময়ে ডাকা হয়েছে, কোথায় ডাকা হয়েছে, কে ডেকেছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমার যতটুকু জানা আছে, সেটা লেবার অফিসে হওয়ার কথা ছিল সেখানে হতে পারে নাই তারপর চীফ মিনিষ্টারের রেসিডেন্সে হয়েছে বলে আমি জানি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে জয়েন্ট কনফারেন্সটা চীফ মিনিষ্টারের রেসিডেন্সে হয়েছিল সেটা কয়টার সময়ে হয়েছিল ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—ফর দ্যাট আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই জয়েণ্ট কনফারেন্সে লেবার অরগানিজেশান এর মধ্যে কাকে কাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরা টি এ্যাসোসিয়েশান এবং ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন কংগ্রেস ভবন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরা টি ওয়ার্কাস ইউনিয়নকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, আর ইউ সিউর অব ইট ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের লেবার মিনিষ্টার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি একটা কন্‌সিলেশান ডেকেছেন। সেই কন্‌সিলেশানে যেসব ইউনিয়ন বা এ্যাসোসিয়েশান যোগ দিয়েছিল, তার মধ্যে কোনটা রেজিষ্টার্ড আর কোনটা আন-রেজিষ্টার্ড তার কোন উত্তর তিনি দিতে চাইছেন না। এই রকম ভাবে আন-প্রিপার্ড হয়ে কোন মিনিষ্টার আসতে পারেন না।

Mr. Speaker :—How can I help yon in this matter ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আপনার প্রটেকশানে তো আমরা আছি স্যার। আপনি দেখাবেন যদি কোন সদস্য বিলিভেণ্ট কোয়েশ্চান করেন, সে তার উত্তরটা মন্ত্রীদের কাছ থেকে ঠিকমত পাচ্ছে কিনা। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে কনসিলিয়েশানে কতগুলি ইউনিয়নকে ডাকা হয়েছে, তার মধ্যে ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন কংগ্রেস ভবনও আছে, আর সেই জায়গাতে আমার প্রশ্ন হল এই ইউনিয়নটা কি রেজিষ্টার্ড না আন রেজিষ্টার্ড। কীবণ ইট ইজ দি রাইট অব দি মেম্বার টু থাভ দি রিপ্লাই কারেকটলী।

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আমি যতটুকু জানি ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন কংগ্রেস ভবন, এই ঠিকানায় যারা আছেন, তাদেরকে ডাকা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেটা কি রেজিষ্টার্ড না আন রেজিষ্টার্ড ?

শ্রীটি, এম, দশাগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন রেজিষ্টার্ড যেটা মোগরা রোডে আছে, সেটাকে ডাকা হয়েছে কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—ডাকা হয় নি।

Mr. Speaker :—Hon'ble member you have asked so many question on this.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—This is the only Industry in Tripura & lakhs of people are involved in this.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেটাতে আজকে একটা ডেড লক সৃষ্টি করা হয়েছে। আজকে লেবার পয়সা পাচ্ছে না, আন এ্যামপ্লয়েড হয়ে বসে রয়েছে। এটা স্যার কতবড় সিরিয়াস ব্যাপার, সেইজন্যই আমি এই কোয়েশ্চানটা এনেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেই জয়েন্ট কনফারেন্সে কোন ফয়সালা হয়েছে কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত : —কোনরকম ফয়সলা হয়নি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মালিকেরা এমন কোন কিছু লিখেছেন কিনা যাতে করে সরকার থেকে ডিক্টেট করে দেওয়া হয় যে কত মজুরী হবে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—Starred Question No. 769.

Shri Tarit Mohan Dasgupta—Starred Question No. 769, Sir.

QUESTION

1) Whether unregistered Tripura Cha Mazdoor Union, Congress Bhavan demanded Rs. 5/- as daily wage of Tea Plantation labourer and provoked the workers to stop by force the clearance of the Tea from the factory of some tea garden without proper notice ?

ANSWER

1) Tripura Cha Mazdoor Union is a Registered Union. Tripura Cha Mazdoor Union, Congress Bhavan demanded Rs. 5/- as daily wage of Tea Plantation Workers. In respect of other part of the question. this department have no information to furnish.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—Whether Tripura Cha Mazdoor Union, Congress Bhavan is an unregistered union —it is a clear question Sir, সেজন্য আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—ফর দ্যাট আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই বললেন ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন হচ্ছে রেজিষ্টার্ড ইউনিয়ন, আবার এখন বলছেন আই ডিমাণ্ড নোটিশ। স্যার, আমার প্রশ্নটার কি-যার উত্তর উনি দিচ্ছেন না। স্যার, উনাকে পরিষ্কার করে বলতে বলুন কোনটা রেজিষ্টার্ড ইউনিয়ন আর কোনটা রেজিষ্টার্ড ইউনিয়ন নয় ?

Shri Tarit Mohan Dasgupta—There are some Intra-Union rivalry and as a result one Cha Mazdoor Union—Tripura Cha Mazdoor Union, Congress Bhavan and there is another Cha Mazdoor Union at Hariganga Basak Road.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই যে ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন, কংগ্রেস ভবন এটা রেজিষ্টার্ড না হরিগঙ্গা বসাক রোডের যে চা মজদুর ইউনিয়ন সেটা রেজিষ্টার্ড, এটাই আমি জানতে চাই ?

Shri Tarit Mohan Dasgupta—Tripura Cha Mazdoor Union is a long before registered union and its registration number is 2.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমি জানতে চাই ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন রেজিষ্টার্ড না ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন, হরিগঙ্গা বসাক রোড রেজিষ্টার্ড ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন, হরিগঙ্গা বসাক রোড ইজ রেজিষ্টার্ড ইউনিয়ন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন, কংগ্রেস ভবন চা শ্রমিকদের জন্য ডেইলী যে ৫ টাকা হারে মজুরী দাবী করেছে এবং এই দাবী না মানলে তারা provoked the workers to stop by force the clearance of the Tea from the factory of some tea gardens এটা সত্য কিনা এবং সত্য হলে কত টাকার চা তারা আটকিয়ে রেখেছিল এবং তার পরিমাণ কত টাকা আমি জানতে চাইছি ?

Shri Tarit Mohan Dasgupta—This department has no information. I have not been furnished any information from the department. So far it is reported by the management that the workers of the following tea gardens have stopped despatch of the tea. Harendranagar Tea garden, Binodini Tea garden, Fatikcherra tea garden, Kalyanpur tea garden, Mekhlipara tea garden, Ranibari tea garden, Payaricherra tea garden, Halflongcherra tea garden, Lakshmilung tea garden and Tufania tea garden.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মালিক পক্ষ ডেসপাস বন্ধ করেছে না ঐসব বাগানের মজদুর ইউনিয়নগুলি আটক করে রেখেছে ?

Shri Tarit Mohan Dasgupta—This information has not been furnished.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—টোটাল কোয়ানটিটি কত ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

Shri Abhiram Deb Barma—Starred Question No. 787.

Shri Tarit Mohan Dasgupta—Starred Question No. 787 Sir.

প্রশ্ন

1) মোট কয়টি শ্রম আইন সংক্রান্ত মামলা বর্ত্তমানে (ক) Labour Court, (খ) Labour Tribunal, (গ) Compensation Court এবং Conciliation Boardএ Pending আছে তাহার বিবরণ।
2) কোন Case কতদিন যাবৎ pending আছে।
3) Hiracherra T. Eএর একটি Trade dispute কি Labour Courtএ পাঠানো হইয়াছে ;
4) যদি পাঠানো হইয়া থাকে তবে উহা আইনসঙ্গত হইয়াছে কি ?

উত্তর

1) ক) লেবার কোর্ট নাই
 খ) লেবার ট্রাইবুন্যাল—৩
 গ) কমপেনসেশান কোর্ট—১
 ঘ) কনসিলিয়েশন বোর্ড নাই

2) ক) পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কাস এসোসিয়েশান এবং মেঃ সাহা ব্রাদার্স ও অন্যান্য একটি মামলা লেবার ট্রাইবুনালে ২৫শে জুন, ১৯৬৯ ইং হইতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

খ) কৈলাসহরের হীরাছড়া চা বাগানের কর্তৃপক্ষ, সিলকোর্ট কোঃ লিঃ এবং ত্রিপুরা টি ওয়ার্কাস ইউনিয়নের একটি মামলা লেবার ট্রাইব্যুন্যালে ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ ইং হইতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

গ) ত্রিপুরা সরকার এবং গভর্ণমেন্ট প্রেস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন একটি মামলা লেবার ট্রাইবুনালে ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ ইং হইতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

ঘ) ওয়ার্কমেন কমপেনসেশান আইন অনুযায়ী ন্যাশনেল প্রজেক্ট কনষ্ট্রাকশন কর্পোরেশন লিঃ এর বিরুদ্ধে একটি মামলা কমপেনসেশান কোর্টে বিচারাধীন রহিয়াছে।

3) এইরূপ কোন মামলা লেবার কোর্টে বর্তমানে বিচারাধীন নাই।

4) নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কোন্ কেস কতদিন পেণ্ডিং আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—তারিখটা যথাসম্ভব দিয়েছি। প্রথমটা আছে ১৯৬৯এর ২৫শে জুন থেকে। এরপর ৮ই সেপ্টেম্বরের, ১৯৭০, আর একটা আছে ৮ই সেপ্টেম্বরের ১৯৭০ থেকে। আর একটা পেণ্ডিং আছে সেভেনটিনথ মার্চ, ১৯৭০ ইং থেকে।

Mr. Speaker :—Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :—Question No. 826.

Shri P. K. Das :--Mr. Speaker, Sir, question No. 826.

১। ইহা কি সত্য যে August '70 তে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য বাসপুর ও বাংমামাটি অধিবাসীদের পক্ষে অমরপুর M. P. Blockএর B. D. C. মেম্বার শ্রীঅনিলকুমার ধর রায় একটি গণ-দরখাস্ত দিয়াছিলেন ;	১। হ্যাঁ।
২। যদি সত্য হয় তাঁহাদের দাবীর বিষয়ে সরকার কি চিন্তা করিতেছেন ?	২। বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাদিন আছে।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 454

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 454.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কল্যাণপুর বাজারে স্নান ও পানীয় জলের ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছে ?

২। টিউবওয়েল ও রিংওয়েল হইতেও জল সঙ্কুলান হয় না ?

৩। এই বৎসর কল্যাণপুর বাজারের পুকুরটিকে সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। ইহা অভিমতের বিষয়।

২। বাজার এবং তহশীল কাছারি এলাকায় ৪টি জলের কল আছে।

৩। না।

Mr. Speaker :—Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder ;—Question No. 641.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No, 641.

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে জিরানীয়া প্রাইমারী হেলথ সেন্টার হইতে একটি Mobile dispensary রাণীরগাঁও নলগড়িয়া এবং রাণীর বাজার আসিয়া দুস্থ ও গরীব রোগীদের ঔষধ দিত ;

খ) সত্য হইলে এখনও ঐ mobile dispensaryর কাজ চলিতেছেন কি ?

উত্তর

ক) হঁ্যা।

খ) জিরানীয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২ জন ডাক্তার ও গাড়ী চালু অবস্থায় থাকাকালীন Mobile Dispensaryর কাজও চালু ছিল।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি তাহলে এখন এটা বন্ধ আছে না চলছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—ব্যাপারটা হচ্ছে গাড়ী থেকে। গাড়ীটা যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন ডাক্তারদের অসুবিধা হয়ে থাকে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—এখন গাড়ী আছে কিনা এবং মোবাইল ডিসপেনসারী চলছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :- এখন গাড়ী নাই।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গাড়ী থাকলে এই মোবাইল ডিসপেনসারীটা চলবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—গাড়ীটা রিপেয়ারে গেছে। নূতন গাড়ী না আসা পর্য্যন্ত হচ্ছে না।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অ্যাস্যুরেন্স দিতে পারেন যে এটা বন্ধ হবে না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি বললাম যে যদি কোন ডাক্তার অসুস্থ হয়ে পড়েন, দুইজন ডাক্তার আছেন জিরানিয়া হসপিটালে, একজন যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে আর একজনকে দিয়ে হাসপাতাল চালাতে হয়, তখন এটা সম্ভব হয় না।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে ডাক্তাররা ৫ মাইলের বেশী না হলে টি, এ, পান না বলেই এটা বন্ধ আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আই অ্যাম নট অ্যাওয়ার অব দিস।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এটা তদন্ত করতে রাজী আছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আই টেক দি ইনফরমেশন।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কবে এই মোবাইল ডিসপেনসারী চালু হয়েছিল এবং কখন বন্ধ হয়ে যায় ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 664.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 664.

প্রশ্ন

১) চড়িলাম সরকারী ডিসপেনসারীর সংলগ্ন টিউবওয়েল কত বৎসর যাবত অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে ?

২। এই অকেজো টিউবওয়েলটি মেরামত করানের জন্য স্থানীয় ডিসপেনসারীর মেডিক্যাল অফিসার ,রাজ্যসরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট কতবার লিখিতভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ; এবং

৩) যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন আজ পর্য্যন্ত মেরামত না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ৩ বৎসর।

২) ২ বার।

৩) পূর্ত্ত বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

Mr. Speaker :—Shri Khitish Chandra Das.

Shri Khitish Chandra Das :—Question No. 815.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 815.

QUESTION

1) Whether it is a fact that the Nurses Union of Tripura has sent a memorandum of demands to the Government :

2) If so, the details thereof ; and

3) the reaction of the Government thereto ?

ANSWER

1) Yes

2 & 3. i) Immediate provision staff car.	There is no provision for this, however arrangements to carry Nurses has been made on payment. Payment of D. A. with arrears.
ii) Payment of increased D. A. with arrear.	The pay scale has been revised on the basis of West Bengal pattern with effect from 1. 4. 61 and action has been taken as per government of India's letter No. F. 24. 7/69-MPT, dated November, 1969.

iii) Revision and removal of anomalies in scales of Pay.	Pay scales of the Nursing staff under this Govt. have already been revised with effect from 1. 4. 1961. Those who opted for the old scale are enjoying the same and those opted for the new scale are in the new scale and there is no anomaly in the pay scales.
iv) Overtime allowance.	The existing rules governing the grant of O. T. allowance do not permit the nursing staff to get O. T.
v) Seniority list, Promotion and recruitment rules.	Seniority lists including Recruitment Rules of all cadres of Nursing staff have already been framed. Seniority, experiency, qualifications etc. are taken into consideration for promotion of Nursing staff to the next higher grade.
vi) Declaration of permanency.	80% of the temporary posts have been converted into permanent ones and 127 posts have been declared permanent and out of these 45 Nurses have been declared permanent and other cases are under examination for eligibility.
vii) Cost of uniform and Washing & Messing allowance.	Messing, Washing and Uniform allowances as per West Bengal rates have already been sanctioned. Majority have already got the benefits and other marginal cases are under examination.
viii) Rural allowances for staff in rural areas.	There is no such provisions
ix) Special allowances	No special allowance has been sanctioned to the Nursing staff by the Govt. so far. Still the matter is under correspondence with West Bengal Govt.
x) House Rent allowance	House Rent allowance has been granted to the Nursing staff who do not avail the facilities of Govt. Quarters.

xi)	Weekly off days.	:	System of weekly off-days for the Nuring staff is in existance.
xii)	Provision of half an hour interval in course of duty.	:	This is under examination.
xiii)	Provision of Cloak room	:	In Big Hospitals like G. B. arrangement for cloak room exists.
xiv)	Provission of sick room	:	Sick room provision already exists in G. B Hospital.
xv)	Proportionate engagement of Nursing staff to patients.	:	In all hospitals the approved ratio of Nurses bed strength is being maintained. No. of beds— 796 No. of Nurses 199 Ratio— 1 : 4 beds. Approved ratio--1 : 5 to 8 beds.
xvi)	Service of Nursing staff not to be utilised beyond their specific duties.	:	The matter is being looked into.

Mr. Speaker :—The Question hour is over. There are nine Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the reply of the unstarred questions and also the Starred questions which were not answered orally.

Shri Abhiram Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার একটা এডজোর্ণমেন্ট মোশান ছিল…………

Mr. Speaker :—I have received a Calling Attention Notice from the following Member Shri…………

(INTERRUPTION)

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার একটা এডজোর্ণমেন্ট মোশান ছিল…………

Mr. Speaker :—I have disallowed the adjournment Motion. I have not given my consent to the Motion of Shri Aghore Deb Barma as the matter is not urgent.

(INTERRUPTION).

Shri Aghore Deb Barma :— ***(NOT AUDIBLE)*** ***

INTIMATION REGARDING PRESIDENT'S ASSENT TO THE BILLS.

Mr. Speaker :—The following Bills received the assent of the President on dates mentioned against each

1. The Appropriation (No. 4) Bill, 1970. (Bill No. 8 of 1970)...	on 20th June, 1970.
2. The Tripura Shops and Establishments Bill, 1970 (Bill No. 5 of 1970)	on the 9th July, 1970.
3. The Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 4 of 1970).	on the 9th July, 1970.
4. The Salaries and allowances of Ministers (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 2 of 1970)	on 10th July, 1970.
5. The Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Amendment Bill, 1970 (Bill No. 3 of 1970)	on 10th July, 1970.

These are for information of all Members.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING DATE FOR DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

Mr. Speaker :—I have received notice from Shri Debendra Kishore Choudhury, Member, desiring to raise discussion on "to authorise the sub-divisional officers to issue the Citizenship Registration Card."

I have admitted the notice. Discussion to be raised on the 16th September, 1970, and

the following notices desiring to raise discussion by Shri Abdul Wazid and Shri Promode Rn. Das Gupta, Members, have been disallowed by me—

1) "Failure of the Government to bring the Bill remitting the Land Revenue upto three standard acres in compliance with the resolution passed in the Assembly."

and

2) "Deadlock in Tea Industry in Tripura."

(INTERRUPTION)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members to take their seats and let me carry on the business of the House.

(INTERRUPTION)

Mr. Speaker :—The House stands adjourned for ten minutes.
(at 12-5 P. M).

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হল আমরা গত ২৮শে জুলাই, ১৯৭০ইং তারিখে গভর্ণরের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে সামনিং অব দি এ্যাসেম্বলীর কথা আছে। সেখানে লেখা আছে— With reference to your letter dated the 9th July, 1970.…………

মিঃ স্পীকার :—আপনি কি পয়েন্ট অব অর্ডার তুলছেন ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—না, যেহেতু আমি কোয়েশ্চান আওয়ারের মধ্যে এটা আনতে পারিনি, সেজন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি এবং আমাদের এ্যাডমিনি-ষ্ট্রেটরের এ্যাসেম্বলী সামনিং এর ব্যাপারে একটা ক্লেরিফিকেশান চাইছি।

মিঃ স্পীকার :—আই থিঙ্ক দীস ইজ নট দি টাইম ফর ক্লেরিফিকেশান।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, আমরা এ্যাসেম্বলী সামন করবার জন্য লেঃ গভর্ণরকে একটা রিকুয়েষ্ট করেছিলাম এবং লে: গভর্ণর আমাদের একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি চীফ মিনিষ্টারের সঙ্গে আলাপ করবেন এবং চীফ মিনিষ্টার স্পীকারের সঙ্গে আলাপ করে তাঁকে জানাবেন এবং পরে তিনি আমাদের জানাবেন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত আমরা উনার কাছ থেকে কোন কিছুই জানতে পারি নি। এখন আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি যে আমরা যে মিটিং এর জন্য বলেছিলাম এটা সেই মিটিং কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—দীস সেসান ইজ অন রুটিন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে ঐ চিঠির আমরা কোন জবাব পাইনি। আপনার মতামতটা সেখানে ইনভল্ব রয়েছে, সেজন্যই আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি যে এটা সেই মিটিং কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—আমি বললাম তো যে দীস ইজ অন রুটিন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে স্যার, সেটা আমাদের জানাবার কোন প্রয়োজন ছিল না ?

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট মাই ডিউটি টু ইনফরম ইউ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে স্যার, আপনার কাছে কোন মতামত চাওয়া হয়েছিল কিনা এই ব্যাপারে এবং আপনি কোন মতামত দিয়েছেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, আমি জানিয়ে দিয়েছি।

COMMITTEE ON GOVT. ASSURANCE

Now, In exercise of the powers conferred by Rule 163(1) of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I do

nominate the following Members to form a Committee on Government Assurances—

1. Shri Umesh Lal Singh, Chairman.
2. Shri Naresh Roy, Member.
3. Smt. Renu Chakraborty, Member.
4. Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal, Member.
5. Shri Bidya Ch. Deb Barma, Member.
6. Shri Radhika Rn. Gupta, Member.

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT

Now, I annouance the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House upto the 18th September, 1970. I call on Shri Monoranjan Nath, Dy. Speaker designated by me to move the motion that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.

Shri Monoranjan Nath :—Hon'ble Speaker Sir, I beg to move that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—স্পীকার স্যার, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয় হাউসের সামনে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির যে রিপোর্ট রেখেছেন, আমি তার উপর একটা আলোচনা করতে চাই।

মিঃ স্পীকার—করুন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—স্পীকার স্যার, আমাদের যে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি আছে তার ফাংশান কি? এই বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির ফাংশান হচ্ছে আমি এখানে কলের বই এর ৬১৬ পৃষ্ঠা থেকে বলছি স্যার, "The function of the Committee is to recommend the time that should be allocated for discussion of the stage or stages of such Govt. Bills or other business which the Speaker in consultation with the Leader of the House may direct to be referred to the Committee. Though the Committee, in practice is used to allot time not only to Govt. business but also to other business, such as No-Day.Yet-Named Motions (Rule 189) Short Duration Discussions (Rule 193) and Statutory Resolutions (Direction 9A), the rule was further amended in 1958 to bring it in line with the current practice and the function of the Committee was laid down to allocate time to "Government Bills and other business" and the term "other business" was defined to mean business other than private members' Bills and Resolutions."

তারপরে এলকেশান অব টাইম সম্পর্কে বলা হয়েছে—allocation of time to private members' Bills and resolution is considered by the Committee on Private Members' Bills and Resolutions and the term other business was defined to mean business other than private members' bills and resolutions. It has been said about the allocation of time of private members bills and resolution sir. এই যে বিজনেস এ্যাডভাইসরি কমিটি আমরা বসিয়েছিলাম সেই সম্বন্ধে আমরা দেখি যে, আমাদের সামনে কোন গভর্ণমেন্ট বিজনেস নাই। আমরা বসলাম সেখানে টেক বাই টেক

টাইম অ্যালোকেট করতে এবং কোনটা আগে কোনটা পরে সেটার একটাও নাই। শুধু আছে কতকগুলি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন এবং মোশন। আদার দ্যান দিস নো গভর্ণমেন্ট বিজনেস কেম টু বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি। কিন্তু কমিটি অন প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউ-শন, সেই কমিটি রিজলিউশন হচ্ছে এইটা। কিন্তু গভর্ণমেন্টের এই যে নেগলিজেন্স এবং এই হাউসের কাছে বিল আসবে কি আসবে না সেটা ৭ দিন আগে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির কাছে আসা দরকার এবং বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি ইজ টু অ্যালকেট দি টাইম। সেটা কোনদিন কমিটি ফীল করে নাই। কিন্তু তার ফাংশন নিয়ে, তার কাজ নিয়ে আমরা বসি নি। অ্যাণ্ড দ্যাট শুড বি সেনসার্ড, দিস গভর্ণমেন্ট শুড বি সেনসার্ড, দিস অ্যাডমিনিস-ট্রেশান শুড বি সেনসার্ড কেন তারা গভর্ণমেন্ট বিজনেস হাউসের সামনে আগে দিচ্ছেন না।

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Point of order sir. The point which our Hon'ble Member has raised, the question of Govt. negligence over the Assembly procedure. So it is not particularly meant for the Business Advisory Committee also. It is particulary meant for Assembly. Small Committees are functioning under the Assembly. So the Government is not properly attending the functions. It is not of the Assembly. The point of our Hon'ble member which has been raised, is not the function of Business Advisory Committee. So whether the discussion on the function of the Business Advisory Committee can arise at all ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি বিয়ের আসরে শ্রাদ্ধের গান গাইছেন। আমি বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির ফাংশনটা বলেছি যে গভর্ণমেন্ট বিজনেস হচ্ছে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির ফাংশন। গভর্ণমেন্ট বিজনেস, বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির সামনে আসে নি যেটা বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতে আসা প্রয়োজন এবং বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি তারজন্য টাইম অ্যালকেট করবে। বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির ফাংশন হচ্ছে এই। কিন্তু এইগুলি বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতে রেফার করা হয় নি। দ্যাট ইজ হোয়াই আই হ্যাভ সেড ইট ইজ দি নেগলিজেনস অব দি পার্ট অব দি গভর্ণমেন্ট, অন দি পার্ট অব দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির যে একটা কর্ত্তব্য আছে সে সেটা পালন করতে পারছে না যেহেতু এইসব বিল বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির কাছে আনা হচ্ছে না। সেইহেতু আমি মনে করি আদারওয়াইজ সেনসার দেওয়া উচিত এবং আমি অনুরোধ করব যে, স্পীকার শুড সিরিয়াসলী টেক আপ দি ম্যাটার উইথ দি গভর্ণমেন্ট সো দ্যাট বিজনেজ অ্যাডভাইসরি কমিটি ক্যান ফাংশান প্রপারলী উইথ ইটস ওন সাবজেক্ট নট অনলী অন দি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন। দ্যাট ইজ মাই সাবমিশান স্যার।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, আপনি তো বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্য। আপনি আজকে যে পয়েন্টগুলি রেজ করছেন সেটা বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতে রেজ করলেই ভাল হত এবং বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি থেকে আমরা গভর্ণমেন্টকে জানাতে পারতাম।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা রেজ করেছি কি না করেছি সেটা উইদিন দি নোলেজ অব দি স্পীকার। আমি প্রসিডিংস ডাইভালজ করতে চাই না। তবে ইট ইজ উইদিন ইওর নোলেজ। তবে আমি হাউসে এনেছি, তার কারণ হল বিজনেস অ্যাডভাইসরিই বলুন আর যাই বলুন সব কমিটিই হচ্ছে হাউসের কাছে রেসপনসিবল এবং হাউসের দ্বারাই তাদের অ্যাপয়েনটেড যদিও আমাদের স্পীকার কমিটিকে নোমিনেটেড করেছেন এবং সেটা হাউসের কাছে আমাদের ড্র ব্যাকটা হাউসের কাছে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির মেম্বাররা জেনেও তারা এটা করছেন না এই জিনিষটাই আমি ফোকাস করতে যাচ্ছি। কেন না হাউসের মেম্বাররা মনে করবেন যে দেখ ওরা বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির মেম্বার। কিন্তু হাউসের কাছে সরকারের কোন বিজনেস আসে নাই। সেজন্য আমি আপনার অ্যাটেনশান ড্র করলাম।

মিঃ স্পীকার—গভর্ণমেণ্ট বিজনেস এসেছিল। তবে সেটা কমিটিতে আসে নাই। ৭ দিন আগেই এসেছিল।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—কিন্তু বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতে আসেনি তো স্যার।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—পয়েণ্ট অব অর্ডার। এই যে গভর্ণমেণ্ট রিজলিউশন, সেগুলি বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির ভিতর দিয়ে না এসে সোজাসুজি হাউসে আসতে পারে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—গভর্ণমেণ্ট বিজনেস সবসময়েই প্রায়রিটি থাকবে।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—মোটেই না। আই সে ইট ইজ নট।

মিঃ স্পীকার :—আই সে ইট ইজ।

Shri U. K. Roy :— I would refer to page 513 of Kaul's book.

"Though no period of notice has been prescribed for Government resolutions, in actual practice Ministers'give notices of their resolutions several days in advance of the date on which the item is proposed to be included in the list of Business. In respect of admission, Government resolutions are subject to the same rules as the private members' resolutions." I repeat—"In respect of admission, Government resolutions are subject to the same rules at the private members' resolutions".

Mr. Speaker :—Hon'ble member, it is being followed now. This is regarding admission.

Shri U. K. Roy .—Next—"Before inclusion of the resolution in the List of Business, the Minister concerned ensures that all relevant documents and literature, where necessary, are circulated to members sufficiently in advance".

Allotment of time and discussion.

"Time for discussion of a Government resolution is allotted by the House on the recommendation of the Business Advisory Committee". Not by the Speaker, nor by the Business advisory Committee. But by the House. "The resolution may be moved by the Minister in charge or, in his absence, by any other Minister on his bebalf". It is to be allotted by the House on the recommendation of the Business advisory Committee.

Mr. Speaker :— I would draw the attention of the Hon'ble Member to Rule 67 of the Rules of Procedure, and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

Rule 67 reads thus—"If the Minister desires to move a resolution he shall give seven days' notice and shall along with it supply a copy of the resolution to the Secretary, who shall have its copies sent to members within forty-eight hours of its receipts :

Provided that the Speaker may allow a shorter notice."

Hon'ble Chief Minister has sent to us seven days' before.

Shri U. K. Roy :—How to include it in the List of Business ?

Mr. Speaker :— Government Business will always have the priority.

Shri U.K. Roy :— No Sir, I have read out the lines from Kaul.

Mr. Speaker :—In the Business Advisory Report also we have allocated time in Sl. No. 8 for the Government Business, if any.

Shri U. K. Roy :—But what I mean to say is that this time is to be allotted by the House itself on the recommendation of the Business Advisory Committee. The Speaker is not competent. This Government Business has not gone through the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker :— We have already mentioned there in Sl. 8 Govt. Business if any and allotted 2-55 hours for the Govt. Business.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—My submission Sir, what is the function of the Business Advisory Committee ? What is the necessity of summoning the Business Advisory Committee if no Business is put in the Committee ?

Mr. Speaker :—You had business.

Shri P. R. Das Gupta :— Not Government business sir.

Mr. Speaker :—But we have got Government business later on and that is according to Rule.

Shri P. R. Das Gupta :— Business Advisory Committee is nothing but a furse.

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, you belong that furse Committee.

Shri P. R. Das Gupta :— Yes Sir, I am sorry for that.

Shri U. K. Roy :— Hon'ble Sir, simply because a motion has been moved by the Minister you can not make it a Government Business. I would again refer to Kaul's book page No. 513.

"The three broad categories under which Government resolution may be classified are described below :

No. 1—Resolutions approving international treaties, conventions or agreements to which the Government is a party. This is one category.

Second category is—Resolution declaring or approving certain policies of the Government : A Government resolution may seek to record approval of the House to an act or policy of the Government. "Illustration Five-Year plan etc. Third category— Resolution approving recommendations of certain committees. For example : Estimate Committee etc. These are the Government Business. Simply because a Member of the Cabinet moves a Resolution does not make it a Government Business. I raise the fundamental point.

Mr. Speaker :—I think any motion or resolution moved by a Minister is a Government Business.

Shri U. K. Roy :— I quoted the admitted authority– the authority in Parliamentary procedure in India of to day.

Shri S. L. Singh :— Hon'ble Speaker Sir, he has raised three points. He categorically explained three points. If it comes within these three categories, then it may be Minister's Resolution i. e. Government business. I would therefore ask him, whether it is only the plan and no other things will come in the House as Government business ?

Shri U. K. Roy :— Not only plan sir, it is only the second category. I have not read out the whole thing. Should I read out the full two pages of the book ?

Mr. Speaker—My point is quite clear. This is Government Business. Five Year Plan of the Govt. of India or International Polices etc. can not be discussed in State Assembly.

Shri U. K. Roy—We have discussed it in the State Legislative Assembly also. I have only mentioned the names of the categories Sir. I have not read out the whole thing. There are so many things—so many illustrations.

Mr. Speaker—I have already given my rulling. This is Government Business.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—অনারেবল স্পীকার স্যার, মিঃ ইউ, কে, রায় এখানে যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে এনি বিজনেস—সরকারীই হউক আর বেসরকারীই হউক, সমস্ত বিজনেস, বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি মারফৎ টাইম এ্যালোটেড হয়ে আসবে। দিস ইজ দি এ্যাকসেপ্টটেড্ প্রসিডিউর ইন এভরি লেজিসলেচার এণ্ড পার্লামেণ্ট অলসো। আমাদের সেটা ভায়লেশান করার কারণ দাঁড়াল যে আমরা বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে টাইম এ্যালট না করে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করব ? Only reference to the Business Advisory Committee can not be justified. Every business will come through the Business Advisory Committee—this is the accepted practice everywhere in India. Why we shall violate it ?

Mr. Speaker—We have followed it.

Shri Sunil Ch. Dutta—No Sir.

Mr. Speaker— As we have no Govt. business at the time of Business Advisory Committee meeting. we have made some provisions in the time table of the House, for Govt. business.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—তাহলে তো বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির মিটিং আর এক দিন ডাকতে পারতেন স্যার।

Mr. Speaker—That time table has already been placed before the House to-day and it is to be passed by the House.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—ফোরটি টু ফোরটি ফাইভ মিনিউটস অন্‌লী ফর দি গভর্ণমেণ্ট বিজনেস।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই একটা রেফারেন্স নিয়ে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। সেটা হলে আমরা এ্যাসেম্বলীতে বহুদিন ধরে মেম্বার হিসাবে আছি। আমি নিজেও এক সময়ে এই বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির মেম্বার ছিলাম শ্রদ্ধেয় মাননীয় সদস্য ইউ, কে, রায় যখন স্পীকার ছিলেন। তখন আমরা দেখেছি যে গভর্ণমেণ্ট বিজনেস যদি হঠাৎ করে হাউসে আসতো, তখন হাউস চলাকালীন অবস্থায় এই বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির মিটিং করা হত এবং তাতে সেই সব বিজনেসগুলি এলট করা হত এ্যাণ্ড দীস ইজ দি রুলস এ্যাণ্ড প্রসিডিউস´। স্যার, আমাকে এখানে অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে হাউসের কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের সিদ্ধান্তই যেন ফাইনাল, এটা আমরাও স্বীকার করি। * * * * কারণ এই ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা ছিল না। হাউস চলাকালীন সময়ে বা তার কিছুটা আগে মাননীয় সদস্যদের সংগে আলোচনা করে এই টাইম টেবল করার কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু উনি সব সময়ে ধরে নিয়ে থাকেন যে যা একটা কিছু এখানে দিয়ে দিলেই হল। উনারও এ্যাসেম্বলীর যে রুল্‌স এ্যাণ্ড প্রসিডিউর আছে, তা মেনে চলা উচিত, * * * এই রকম শুধু একটা ঘটনা নয়, বহু ঘটনা হয়ে গেছে। আজকে দেখা * * * যাচ্ছে যে আমরা কি অপজিশান মেম্বার কি রুলিং পার্টির মেম্বার সবাই এই বিষয় নিয়ে এক সংগে বসে আলোচনা করছি। * * * * * * তারপরে আছে প্রসিডিংসের ব্যাপার। আমরা গত এপ্রিল মাসের সিটিং এ যে সব বক্তৃতা দিয়ে গেছি, সেগুলি আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে জুলাই মাসে কারেকশানের জন্য। তখন আমাদের কেউ থাকেন আর কেউ থাকেন না, কাজেই সেগুলি এতদিন পরে কারেকশান করে পাঠানো আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হয়ে উঠে না। আর এই সম্পর্কে যদি কোন কিছু বলা হয়, তখন বলা হয় যে আপনাদের কাছে তো কারেকশানের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপনারা সেগুলি কারেকশান করে পাঠিয়ে দেন না কেন? কাজেই পরে যখন প্রসিডিংসের বই ছাপানো হয়, তখন তাতে অনেক অসামঞ্জস্য থেকে যায়। কাজেই এদিকে নজর দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। এখন আপনি যদি বলেন তাহলে আমি আপনার চেম্বারে গিয়ে এই বিষয়ে অনেক কিছু দেখাতে পারি।

মিঃ স্পীকার—আপনি সঠিক তারিখটা বলবেন, তাহলে আমি সেটা দেখব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—তারপরে এ্যাসেম্বলীতে যখন কোন কমিটি করা হয় তখন দেখা যায় যে ইলেক্টেড মেম্বারদের মধ্যে যারা সিনিয়র মেম্বার আছেন, তাদেরকে ঐ সব কমিটিতে নেওয়া হয় না, নেওয়া হয় তাদেরকে যারা নাকি নমিনেটেড মেম্বার। কিন্তু যারা ঐ সব কমিটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ আছেন তাদেরকে নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker—Hon'ble member, this is not true. You are making mistake in this matter.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভাবে হাউস চলতে পারে না, এই হাউস পরিচালনা করবার জন্য একটা রুল্‌স এ্যাণ্ড রেগুলেশান রয়েছ এবং তার জন্য অনেকগুলি কনভেনশানও রয়েছে, ইউ আর টু মেনটেইন দোজ কন্‌ভেনশান।

Mr. Speaker—Hon'ble Member you have made a mis-statement. This is not at all true.

শ্রী এস, এল, সিংহ—স্যার, যদি কেউ মিস-ষ্টেটমেণ্ট দেন, তাহলে সেটা হাউসের প্রসিডিংস্ থেকে এ্যাক্সপাঞ্জড্ করে দেওয়া উচিত।

Mr. Speaker—Yes, this portion should be expunged from the proceedings of the House.

* * * * *

(expunged as ordered by the Chair on 15. 9. 70,)

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—স্যার, আপনি যখন রুলিং দেবেন পার্লামেন্টারী বই পত্র দেখে তখন সেটা ঠিক থাকবে, আর আমরা যখন ঐ সব বই পত্র দেখে রেফারেন্‌স ইত্যাদি দেব, তখন আপনি বলবেন ঐগুলি পার্লামেন্টের বই, ঐগুলি থেকে এখানে রেফারেন্‌স দেওয়া যাবে না, কেন না আমাদের এ্যাসেম্বলীর জন্য আলাদা রুল্‌স আছে।

Mr. Speaker—Now, the question before the House is the motion moved by Shri Monoranjan Nath that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.

The motion was put to vote and agreed to.

Mr. Speaker—Now, Government Business (Financial). This is the presentation of the Demands for Excess Grants for 1966-67. Now I call on the Hon'ble Finance Minister to present before the House the Demands for Excess Grants for 1966-67.

Shri Krishnadas Bhattacherjee—Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the Demand for Excess Grants for 1966-67.

Mr. Speaker—Hon'ble members, you are requested to submit your Cut Motions, if any on Demands for Excess Grants for 1966-67 within 5 p. m. on Wednesday, the 16th September, 1970. You are also requested to have your copies of the Demands for Excess Grants for 1966-67 from the Notice Office.

GOVERNMENT BUSINESS (MOTION)

Mr. Speaker :—Next item in the list of business is Government Motion. I call on the Hon'ble S. L. Singh to move his motion that—"The incident at Melagarh on the 20th August, 1970 in which firing took place be taken into consideration."

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that—"The incident at Melagarh on the 20th August, 1970 in which firing took place be taken into consideration."

Hon'ble Speaker, Sir, I moved the motion. I am speaking about the Sonamura Melaghar incident.

সোনামুড়া বেকার সংগ্রাম সমিতি তাদের দাবীগুলি পূরণ হচ্ছে না বলে ২০শে আগষ্ট ১৯৭০ইং ২৪ ঘণ্টার জন্য সোনামুড়া বন্ধের ডাক দেয়। তাদের দাবীগুলি দুই ধরণের। বেকার অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত দাবীগুলি :—

সোনামুড়া বেকারদের চাকুরীর ব্যবস্থা, বেকারগণকে ভাতা দেওয়া, সিনিয়রিটির বেসিসে চাকরী, অর্থাৎ পরীক্ষার নাম্বার বা ডিভিশন নির্বিশেষে যারা আগে পাশ করেছে তাদিগকে আগে চাকরী দেওয়া ও চাকরীতে নিয়োগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহকুমা থেকে কোটা অনুসারে বেকারদের চাকরী দেওয়া। অবিলম্বে ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য সেখানে ত্রিপুরার বেকারগণের চাকুরীর ব্যবস্থা করা। ত্রিপুরার রেল পথের সম্প্রসারণ এবং সেখানে বেকারগণের চাকুরী দেওয়া, চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা শিথিল করা, আসাম অয়েল কোম্পানীর আরও শাখা ত্রিপুরাতে স্থাপন এবং সেখানে বেকারদিগের চাকুরীর ব্যবস্থা করা, আরও ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র খোলা, সেখানে বেকারগণের চাকুরীর ব্যবস্থা, বেকার অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কতগুলি দাবীও সমিতির ছিল। সেগুলি হচ্ছে—

সোনামুড়ায় একটা অগ্নি নির্ব্বাপন কেন্দ্র স্থাপন ও স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা, জল সরবরাহের ব্যবস্থা, গোমতী নদীর গতিপথ পরিবর্ত্তন, স্কুল বাসের প্রবর্ত্তন, সোনামুড়া বাজার স্থানান্তর, সংশোধন, ভূমিহীনদের ভূমি দান। বকেয়া খাজনা মকুব, অবিলম্বে ভ্রাম্যমান ষ্টেশনে বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্থানীয় নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা, স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, সোনামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে উন্নীত করা, ছাত্রদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণের সুযোগ এবং সোনামুড়ায় একটা টাউন হল স্থাপন।

জানা গিয়েছে যে ১২ই মে, ১৯৭০ তারিখে সোনামুড়ার বেকারগণ বেকার সংগ্রাম সমিতি গঠন করে। তারপর থেকে ঐ সমিতি স্থানীয় মহকুমা শাসক অপরাপর অফিসার সহ যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি সোনামুড়া সফরে গিয়েছেন তাদের নিকট, দাবীগুলি পেশ করতে সুরু করেছেন। মহকুমা সফরে গেলে ২৬শে মে, ত্রিপুরার উপমন্ত্রীর নিকট ২৭শে মে উপশিক্ষা অধিকর্ত্তার নিকট, ২৯শে মে ত্রিপুরার জেলাশাসকের নিকট দাবীগুলি পেশ করে। সোনামুড়া বেকার সংগ্রাম সমিতির সম্পাদক শ্রীমিহির রঞ্জন ঘোষ ১২ই আগষ্ট এক লিখিত বিবৃতি পেশ

করেন। ঐ বিবৃতিতে উপরোল্লিখিত প্রত্যেক দফার দাবীগুলির অনুরূপ দাবী উল্লেখ করেন। এইগুলি ছাড়াও বিবৃতিতে স্থানীয় দাবী হিসাবে বর্ণিত নিম্নলিখিত ৭টি দাবী ছিল।

সোনামুড়া অগ্নি নির্ব্বাপন কেন্দ্র স্থাপন, জলসরবরাহের জন্য জলাধার স্থাপন, হসপিটাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ, আধুনিক চালে সোনামুড়া বাজারের উন্নয়ন ও সংশোধন, বকেয়া খাজনা মকুব ও ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বন্টন।

দাবীগুলির ধরণ লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে এইসব দাবী সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করা অত্যন্ত দূরূহ। প্ল্যান ও নন-প্ল্যান প্রকল্পের কাঠামোর মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সরকার করেছেন। ত্রিপুরার উপপ্রান্তিক কৃষকদের জন্য ভারত সরকার একটা প্রকল্প অনুমোদন করেছেন যাতে ২০,০০০ এর উপর ভূমিহীন উপপ্রান্তিক কৃষকগণের পুনর্বাসনের সাহায্য করবে। স্বল্প আয়ী কৃষকদের জন্য আর একটি প্রকল্প অনুমোদন করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ার স্নাতকদের যাতে কর্ম্মসংস্থানের সুবিধা হয় সেজন্য কন্ট্রাক্টের সুবিধাদি তাদের দেওয়া হয়েছে। তাদের কতকজনকে ইণ্ডিয়া অয়েল কোম্পানীর পেট্রল পাম্পের এজেন্সী দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাজার নির্ম্মাণ করে সেগুলি বেকারদের কাছে ভাড়া দেওয়ার একটা প্রকল্প রূপায়ণের কথা সরকার বিবেচনা করছেন। পৌর অধিকর্ত্তা ইতিমধ্যে এমন কতগুলি বাজার নির্ম্মাণ করেছেন এবং সেইগুলি শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। যুবকগণকে সমবায় সমিতি স্থাপন করতে এবং কৃষি ফার্মে পশু পালন, ডেয়ারী প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যবস্থায় নিজেদের নিয়োজিত করতে বলে দেওয়া হয়েছে। ঐসব ক্ষেত্রে সমবায় ঋণ দেওয়া হবে, বেকারী নিরোধক স্কীমে ষ্টিম-রি-রোলিং মিল স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু বিলেট সংগ্রহে অসুবিধার জন্য এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন অগ্রগতি সম্ভব হয় নি। যাই হোক ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যে ত্রিপুরার জন্য বিশেষ ভাবে যেন বিবেচনা করা হয় কারণ এখানে চাকুরীর সুবিধা খুব অল্প। তা ছাড়া এই রাজ্য সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন নূতন ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন। শিল্প পরিচালনায় শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দানের কথা সরকার বিবেচনা করছেন এবং এই ব্যাপারে ভারত সরকারের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। আগরতলা, বিলোনীয়া এবং উদয়পুরে ইতিমধ্যেই অগ্নি নির্ব্বাপক কেন্দ্রগুলি কাজ করে যাচ্ছে। কৈলাসহর ও খোয়াইয়েও অনুরূপ অগ্নি নির্ব্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ত্রিপুরার সকল মহকুমা শহরে অগ্নি নির্ব্বাপক কেন্দ্র স্থাপন করাই সরকারের অভিপ্রায়। অবশিষ্ট ৪টি সহরে এই কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব শীঘ্রই পাঠানো হবে। আশা করা যাচ্ছে এই ভাবে শীঘ্রই সোনামুড়ায় একটি অগ্নি নির্ব্বাপক কেন্দ্র স্থাপিত হবে। জনসংখ্যা ও অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বেশীর ভাগ মহকুমা শহরগুলিতে অগ্নি নির্ব্বাপক কেন্দ্র খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারজন্য বিশেষ কারণ দর্শানো হচ্ছে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যদিও বাইরে মহকুমাগুলিতে অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া সম্ভব নয় তবুও চতুর্থ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে যাতে প্রতিটি মহকুমা হসপিটালে

একটা করে অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া সম্ভব হয় তার একটা পরিকল্পনা রয়েছে। আর সেই অনুসারে চতুর্থ পরিকল্পনাকালের মধ্যে সোনামুড়া একটা অ্যাম্বুলেন্স পাবে। মেলাঘরে ইতিমধ্যেই ইঁদারা এবং নলকূপ করে, একটা জলাধার তৈরীর জন্য একটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং তার হিসাব নিকাশ শেষ হয়েছে। জলাধার তৈরীর কাজ শীঘ্রই সুরু হবে। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় এবং আঞ্চলিক দুরধিগম্যতার বিষয় বিবেচনা করে সরকার তিন বছরের বকেয়া খাজনা মকুব করে দেওয়ার একটা প্রস্তাব করেছেন। সুপরিকল্পিত কর্মসূচী অনুসারে তপশীলভুক্ত জাতি, উপজাতি ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বন্টনের কাজ সুরু হয়েছে। অপরাপর ভূমিহীনদের মধ্যে অনুরূপভাবে সেই জমি দেওয়া হচ্ছে। তবে সমস্ত বাজারগুলিরই উন্নতি করা উচিত। তবে অর্থের অপ্রতুলতা হেতু বিশেষ সময়ে চতুর্থ পরিকল্পনায় এইখাতে মাত্র ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকবে। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে সবগুলি বাজারের উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হবে না। ভারত সরকার যেহেতু বেকার ভাতা প্রদানের মত কোন প্রকল্প অনুমোদন করছেন না, তাই এই সরকারও বেকার ভাতা চালু করার মত কোন পরিকল্পনা নিতে পারছেন না। সমগ্র অঞ্চলটি তিনটি জেলায় ভাগ হওয়ায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আরও কতিপয় সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভারতীয় ভূতাত্বিক সমীক্ষা বিভাগকে সমগ্র রাজ্যকে ভূতাত্বিক সমীক্ষা করে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা এবং তাকে উপযুক্ত কাজে লাগিয়ে নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়টা চিন্তা করিয়াই এটা করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, যত বেশী সম্ভব চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারদের কর্মসংস্থান করাই সরকারের উদ্দেশ্য। এইকথা সকলেই স্বীকার করবেন যে কর্মসংস্থানের সুযোগ ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। এই বিষয়ে বেকার সংগ্রাম সমিতির দাবীগুলি বিবেচনার জন্য সময় দেওয়া হচ্ছে। উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী যে কোন মতামত এবং আলোচনা সরকার সর্বদাই সাদরে গ্রহণ করেন। গত ২০শে আগষ্ট বেকার সংগ্রাম সমিতি হঠাৎ ২৪ ঘণ্টার জন্য সোনামুড়া বন্ধের ডাক দেয়। বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও বন্ধ ডাক দেয়। সোনামুড়া বেকার সংগ্রাম সমিতি আহূত ২০শে আগষ্ট সোনামুড়া বন্ধ একটু অন্য ধরণের ছিল। কেন না আত্মরক্ষার জন্য, সরকারী সম্পত্তি রক্ষার জন্য পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। মেলাঘর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মেলাঘরের সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের অফিস, আর তার প্রধান কার্য্যালয় মেলাঘরে অবস্থিত। ব্লকের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, ব্লক ডেভেলেপমেন্ট অফিসার ঐদিন যথারীতি অফিসে আসেন এবং তার অধঃস্তন কর্মচারীগণও অফিসে আসেন। ঐদিন বন্ধের কতিপয় সমর্থক ব্লক অফিসে এসে কর্মচারীদের জোর করে টেনে বের করবার চেষ্টা করে। সাহায্যের জন্য নিযুক্ত পুলিশ এবং আউট পোষ্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জানানো হয়। আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসের একজন এ, এস, আই, গোবিন্দ সোম, তিনি কয়েকজন কনষ্টেবল, হোমগার্ড সহ ব্লক অফিসে আসেন। তিনি দেখলেন অনেকগুলি ছেলে বি, ডি, ও অফিসে কর্মচারীদের সঙ্গে ঝগড়ার সৃষ্টি করছে। বি, ডি, ও কেও তারা গালাগালি করছে এবং তার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে। ২০০ জনের অধিক ঐ জনতাটি ছিল খুব উত্তেজিত। অবস্থার অবনতি হচ্ছে দেখে কয়েকজন আমর্ড পুলিশ আউটপোষ্ট থেকে ঘটনাস্থলে আসে। জনসাধারণ

পুলিশের উপর আক্রমণ চালায়, আসবাবপত্র ভেঙে ফেলে, তারা অফিস ঘরে আগুন ধরাবার চেষ্টা করে এবং কিছু পুলিশ কর্ম্মচারীর পর পাথর ছুঁড়ে।

পুলিশ কর্ম্মচারী ও আর্মড পুলিশদের গুণ্ডা বলে। দুষ্কৃতিকারীদের এসব কাজে যখন বাধা দিচ্ছিলেন তখন জনতার মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি এ, এস, আই, এর পাকস্থলী লক্ষ্য করে তাকে ছুরিকাঘাত করতে চেষ্টা করে। এ, এস, আই হাত দিয়ে পাকস্থলী ঢাকতে চেষ্টা করে। ফলে তিনি আরও আঘাত পান। ইটের আঘাতে কনস্টেবল আহত হয়। তারপর আর্মড পুলিশ সেখানে কয়েক রাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজ করে। ইহাতে জনতা আরও রুষ্ট হয়ে উঠে এবং তাদিগকে আরও তীব্রভাবে আক্রমণ করে। অন্য কোন পথ না দেখিয়া অবস্থা আয়ত্বে আনতে এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের রক্ষা এবং পুলিশ কর্ম্মচারীদের জীবন রক্ষার্থে এ, এস, আই, গুলি চালানোর আদেশ দেন। আত্মরক্ষার্থে ৭ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়া হয়। কাজল বর্ম্মণ নামে একটি ছেলে মারা যায় এবং অন্য দুইজন আহত হয়। আহত একজনকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। ছুরিকাঘাতের ফলে এ, এস, আই এর আঘাত ছাড়া ৭ জন কনস্টেবল আহত হয়। সংবাদ পেয়ে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং যখন অপরাহ্ন আড়াইটার সময় জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার মেলাঘরের পথে মেলাঘরের আধ মাইল আগে চণ্ডীপুর গ্রামে পৌছেন তখন তারা রাস্তার সেতুটি জ্বলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। আগুন নেভানো হয়। গাড়ীটির উপর জনতা পাথর ছুঁড়ে। মেলাঘরের বি, ডি, ও, অফিসে যাওয়ার পথে ছেলেরা প্রতিরোধ তৈরী করে এবং যেই মাত্র জেলা শাসকের গাড়ীটা রাস্তায় থামে, ছেলেরা ও অন্যান্য লোকজন গাড়ীগুলির উপর পাথর ছুঁড়তে থাকে। অন্যান্য দিক হতেও পাথর ছোঁড়া হতে থাকে। ইট, পাথর ইত্যাদি সজ্জিত ছিল। তারা অবাধ্য ছিল। তাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া পর্য্যন্ত তারা এইভাবে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। আহত দুইজন সহ মোট ২০ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ঐ সমস্ত লোকজনকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশকে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে বলে কোন কোন স্থানীয় পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রেপ্তারের সময় পুলিশকে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে এমন কোন তথ্য সরকারের নিকট নাই। বর্ত্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক এবং তদানীন্তন অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীঅশোক নাথ মেজিস্টারিয়াল তদন্ত আরম্ভ করেছেন।

Mr. Speaker :—Now the House stands adjourned till 2 P. M. The minister speaking will have the floor.

(After recess)

Shri S. L. Singh :—তদন্তের রিপোর্ট শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলে আশা করা যাচ্ছে। যেহেতু ম্যাজিস্টারিয়াল রিপোর্ট শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলে সরকার আশা করছেন সেই হেতু বর্ত্তমানে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী উঠে না। তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর অন্য আর কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

Mr. Speaker : –There is an amendment given notice of by Shri Debendra Kishore Choudhury and Shri Aghore Deb Barma that—after the word

'Consideration' on the subject of incident at Melaghar, the following should be added—

"And having considered the same, the House request the Government of Tripura for Judicial Enquiry."

Now, I would call on Shri Debendra Kishore Choudhury to move his amendment first.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরীঃ—অনারেবল স্পীকার, আজকে মাননীয় চীফ মিনিষ্টার, হাউসের সামনে যে স্টেটমেন্ট রেখেছেন সেই সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে এর চেয়ে নির্ভেজাল অসত্য দুনিয়াতে আর কিছু থাকতে পারে না। আজকে এত বড় ঘটনা ঘটেছে মেলাঘরে যা নাকি সভ্য জগতে কোন জায়গায় কোন ইতিহাসে দেখা যায় কিনা সন্দেহ। আমি আজকে যদি ঘটনাটা বলি তাহলে বুঝতে পারবেন এর কতটুকু গুরুত্ব এবং কিভাবে এই মেজিষ্ট্রিয়্যাল এনকোয়ারী ফার্সে পরিণত হয়েছে এবং কেন জুডিশ্যাল এনকোয়ারী দরকার। আজকে আমরা দেখেছি, যে নির্ভেজাল অসত্য ঘটনা প্রেস নোটে প্রচার করা হয়েছে তাতে মেলাঘরের জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ। আজকে সত্য কথা বলতে গেলে অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত জায়গায় এইরকম অত্যাচার নিপীড়ন হয়, প্রেস নোট বেরুত, আমরা হয়তো ভাবতাম এর মধ্যে সরকারী সত্য কিছুটা অন্ততঃ নিহিত আছে। কিন্তু মেলাঘরের ব্যাপারে প্রেস নোট বেরুবার পর সোনামুড়া সাবডিভিশনের প্রত্যেকটি মানুষ জেনে গেছে সরকার কি চায়। আজকে আপনারা জানেন এই যে চীফ মিনিষ্টারের স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে, যে সরকার-এর গুণ কীর্ত্তন গাওয়া হয়েছে, কি কি করা হয়েছে এবং কি কি করবেন, তা আজকে বছরের পর বছর এই গুণকীর্ত্তন আমরা শুনে আসছি। কিন্তু আজকে বেকার যুবকেরা কি অবস্থা হলে পরে রাস্তায় নামতে পারে এবং সেখানকার জনসাধারণ তা বুঝতে পারে যে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের জীবনের সামনে বাঁচার কোন পথ নেই, কেবল অন্ধকার! তাই আজকে যখন বেকার যুবকেরা শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের ডাক দেয়, সোনামুড়ার জনসাধারণ তাদের সাপোর্ট করার জন্য এগিয়ে এল তখন সোনামুড়া সাবডিভিশনের সর্বত্র হরতাল পালিত হল। সেখানে চারটি মাত্র ছেলে—আমাদের এখানে কোন কলেজ নেই, সব চেয়ে যে বড় স্কুল—মেলাঘর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল তারই একাদশ ক্লাশের ছাত্র এরা। আপনাদের ভাই আছে, ছেলে মেয়ে আছে, আপনারা নিশ্চই জানেন একটা ক্লাশ ইলেভেনে পড়ে ছাত্র কতটুকু তার শক্তি আছে এবং কতটুকু ধ্বংসাত্মক কাজ সে করতে পারে। আপনারা নিজের মনকে আজকে জিজ্ঞাসা করুন। মাত্র চারটি ছেলে সেখানে গিয়ে বলেছিল যে বি, ডি, ও, সাহেব সমস্ত সোনামুড়া আজকে স্তব্ধ, আমাদের জন্য তাদের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছে, আপনার পায়ে ধরি আপনি আজকে অফিস করবেন না। ছেলেরা তার পায়ে ধরেছিল। বি, ডি, ও, সাহেব শুনেছিল তাদের কথা। তিনি সবাইকে বললেন, সমস্ত অফিস যখন কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছে আপনারা চলে যান এবং সমস্ত কর্মচারী চলে গেল। চলে যাওয়ার পর উনি গিয়ে পুলিশকে ইনফরম করলেন পুলিশ আসবার জন্য। পুলিশ আসার পর তিনি যখন বীর-

বিক্রমে এগিয়ে আসলেন অফিস করার জন্য, তখন সবাই তাকে অনুরোধ করলেন, তাকে বললেন আপনি আজকে অফিস করবেন না। কিন্তু তিনি জানেন পিছনে তার পুলিশি শক্তি রয়েছে, তিনি জানেন ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ যে কোন অপকর্ম করতে পারে সুতরাং বি, ডি, ও, সাহেবের ভয় কোথায় ? তিনি বললেন আমি অফিস করব। ছেলেরা বলল না আপনি অফিস করবেন না আমাদের অনুরোধ। তখন পুলিশ থেকে প্রোভোকেশান আসল, পুলিশ তাদের দৌড়ে নিয়ে গেল সংগে সংগে আরও ২৯/৩০টি ছেলে সেখানে আসল। তাদের আসার পর সেই যে বীর পুঙ্গবেরা তখন বি, ডি, ও, সাহেবের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকল, তাদের সামনে বেরিয়ে আসার সাহস তাদের হল না। ছেলেরা তখন ঢিল ছুড়ছিল। সেই সমস্ত ঢিল ঘরের ভিতর ঢুকতে পারেনা কারণ সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ছিল। জানালা বা দরজা তারা ভাংগেনি। কিন্তু সেই বীর পুংগবদের তাদের সামনে আসার সাহস হল না। বেরিয়ে এসে তাদেরকে অনুরোধ করল না তোমরা চলে যাও, তোমরা এইরকম করোনা। তারা জানালা ভেংগে ভিতর দিয়ে গুলির পর গুলি ছুড়ল—২০।২৫ রাউণ্ড গুলি, তার কম নয়, হায়ার সেকেণ্ডারী ছেলেদের মাথা লক্ষ্য করে তারা গুলি ছুঁড়ল। যারা মারা গেছে, যারা উণ্ডেড হয়েছে, প্রত্যেকেরই গুলি লেগেছে গলার উপর। আজকে সরকার শান্তি চায় না, খুন করে রক্তের উপর প্রেত নৃত্য করতে চায় ? ক্লাশ সেভেনে পড়ে কাজল বর্ম্মন, দুই বছর সে পড়াশুনা করতে পারেনি—পয়সার অভাবে। তার বাবা লেবারের কাজ করে। সে লাকড়ি কাটে বাবার সংগে এবং সেই লাকড়ি বিক্রি করে তাদের খাওয়া যোগাড় করতে হয়, তারপর স্কুলে আসে। এই কাজল বর্ম্মন আজকে ক্লাশ সেভেনে পড়ে, তার কত বয়েস হতে পারে এবং তার কতটুকু ধ্বংসাত্মক কার্য করার ক্ষমতা তার আছে ? তার মাথা লক্ষ্য করে প্রথমে যখন গুলি ছোড়া হল, ঢলে পড়ে গেল সেই শিশুটি, তখন ছাত্ররা সবাই অবাক হয়ে গেল যে পুলিশ এরই মধ্যে গুলি ছুঁড়ল ? তারপর ছেলেটাকে তারা নিয়ে গেল হাসপাতালে। বীর পুংগবেরা কিন্তু বেরুলনা দরজা খুলে। 'বি, ডি, ও'র ঘরে বসে বসে তখন তারা করল কি-একজন আরেক জনকে ইট দিয়ে মাথা ছেঁচে দিল, কান ছেঁচে দিল, নিজের শরীর ব্লেড দিয়ে, ছুরি দিয়ে কাটল কারণ তাদের দেখাতে হবে যে তাদের ছুরি মারা হয়েছিল যার জন্য গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল। কিন্তু দরজা জানালা সব বন্ধ, তাদের ছুরি মারবার সুযোগ কোথায় ? তারপর ডেড বডি কোথায় নিয়ে গেল পুলিশ তার খোঁজ করবার দরকার মনে করল না। কারণ তাদের কুকর্ম্মগুলি সেরে আসতে হবেতো। বন্দুকের নল দিয়ে জানালা দরজা ভাংগল, ফাইল টেনে এনে আগুন লাগিয়ে দিল। কারণ তাদের প্রমাণ করতে হবেতো কেন তারা গুলি ছুঁড়েছে। সেই ডেড বডি হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে যখন সোনামুড়া থানায় কেস্ দেওয়া হল, তখন পুলিশের চৈতন্য হল ডেড বডি কোথায় ? তখন কারফিউ জারী করা হল। কিরকমভাবে কারফিউ জারি করা হল আপনারা শুনুন—আপনারা সবাই শিক্ষিত জগতের লোক, বিড়ি ক্যানভাস করা হয় যে চুঙি দিয়ে সেই চুঙি দিয়ে কারফিউ জারী করা হল। হয়তো ৪ কি ৫ বার চুঙ্গা দিয়ে, বলা হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই বীর পুঙ্গবের দল বন্দুক নিয়ে লাটি নিয়ে মানুষকে গরুর মত পিটিয়ে চলছে ! মনে হয়েছে তারা যেন কোন এক শত্রুর দেশ জয় করেছে এখন শুধু অকোপাই করতে চলছে। ঘরে গিয়ে যেখানে নাকি

গর্ভবতী মায়েরা আছে তাদের পেটের মধ্যে লাথি দিল এবং ঘরের দরজা ভেঙ্গে মায়ের বুক থেকে তাদের সন্তানদের নিয়ে ছুড়ে মারলো। আমার মেলাঘরের লোকেরা কি জানে যে কারফিউ কাকে বলে ? তারা কোন দিন এই অশান্তির কথা জানে না, তারা কোন দিন এই রকম ধ্বংসের কাজ করেনি এবং সেই কারফিউ কাকে বলে তারা সেটাও জানে না। চুঙ্গা দিয়ে যদি দুইটি ফুঁ দেওয়ার পর কারফিউ জারি করে এই রকমভাবে গ্রামের পর গ্রাম অধিকার করা হয় শত্রুর দেশ জয় করবার মত, তাহলে সেটা আমাদের শান্তিপ্রিয় সভ্য জগতের মানুষদের বাসোপযোগী ভূমি কিনা, সেটা আপনারা একবার চিন্তা করে দেখেন। মাননীয় সদস্যগণ আজকে আপনারা এখানে এসেছেন মানুষের শান্তির জন্য এবং মানুষকে বাঁচাবার জন্য মানুষের রক্তের উপর নাচবার জন্য নয়। যখন এই ঘটনা ঘটলো তখন মেলাঘর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বোর্ডিং এর ছাত্ররা তাদের সুপারিনটেনডেণ্টকে বললো যে স্যার যা হামলা শুরু হয়েছে পুলিশের, আমরা তো আর এখানে থাকতে পারব না, আপনি আমাদিগকে অনুমতি দিন আমরা যে যার জায়গায় পালিয়ে যাই। এই কথা শুনার পর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বললেন যে এটা একটা স্কুল এবং তার বোর্ডিং এ ছাত্ররা থাকেন কাজেই ওদের এখানে ঢুকতে হলে পারমিশন দরকার হবে। কিন্তু এই কথা বলার পর ছেলেরা তাদের নিজেদের সতর্ক হওয়ার মত সময় পেলো না। ইতিমধ্যে ঐ বর্বরের দল এসে তাদের বোর্ডিং এর দরজা জানালা বুট দিয়ে লাথি দিয়ে ভাঙ্গতে শুরু করে দিল।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য 'বর্বর কথাটা' আন-পার্লামেনটারী।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরীঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর থেকে আর কোন ভাল ভাষা আছে কিনা আপনি আমাকে বলে দিন। স্যার, আপনার নিজেরও তো ছেলে আছে, মেয়ে আছে তাদের কথা আপনি একবার চিন্তা করুন, আর তা না হলে অন্যায় ভাবে তাদের মারধোর করা হয়েছে তাতে করে এই দেশের একটি লোকও বাঁচতে পারবে না। আপনি চিন্তা করুন আপনার সন্তান রাশ সেভেনে পড়ে তাকে আজকে যদি এমন নির্মমভাবে মারা হয়, তাহলে আপনার অবস্থাটা কি হবে। আপনি শুধু এইটুকু চিন্তা করুন তাহলে আজকে আপনি বিচার করতে পারবেন। আজকে যদি আমরা ক্ষমতার লোভে পড়ে আইনের প্যাঁচ খাটিয়ে মানুষকে জাহান্নামে দিতে যাই, তাহলে তার বিচার করবে ইতিহাস, আমরা সেই বিচার পাব না। তারপরে কি হল ? গ্রামের বাড়ী ঘর থেকে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ছেলে, মেয়ে পালিয়ে গেল আর সেই সব বাড়ী ঘরগুলি হা হা করে উঠলো। এই অত্যাচার, এই অবিচার যাকে পায় তাকে নির্মমভাবে প্রহার করবে, যাকে পায়, তাকে বুট দিয়ে লাথি দিবে যাকে পায় তাকে বেটন দিয়ে মারতে মারতে সেই সব গ্রামের মধ্যে যেন একটা ত্রাসের সঞ্চার করা হল। তারপরে তাদেরকে এরেষ্ট করে নেওয়া হল এবং এরেষ্ট করে নিয়ে যাবার পরেও তাদেরকে সেই মারধর থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি। আগে আমরা যে সরকারী প্রেস নোটটি দেখেছি এবং আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাতে দেখেছি যে হুবহু মিল আছে। কিন্তু এতো মিথ্যার বেসাতি। তা নাহলে আজকে যদি সরকার সত্য কথা বলতো, আজকে যদি সরকার বলতো যে না যা হয়ে গেছে,

তা হয়ে গেছে। ভুল তো মানুষেরই হয়ে থাকে। আমরা তো আর শয়তানের রাজত্ব করতে আসিনি, আমরা তো আর দেবতার রাজত্ব করতে আসেনি, আমরা মানুষেরাই রাজত্ব করতে এসেছি, আমাদেরও ভুল হতে পারে। এই কথাটুকু যদি সরকার স্বীকার করতেন যে আমরা ন্যায়বিচার করব এবং আমরাই কাজল বর্মনের মাকে শান্তনা দেব, তাহলে আমার মেলাঘরের মানুষেরা শান্তনা পেত এবং তারাই আবার সরকারের পায়ে এসে পড়ে বলতো যে আমাদের বিচার করে দাও। কিন্তু আজকে যে তুষানলের আগুন জ্বলছে, এই আগুনে কে যে পুড়ে মরবে তা ইতিহাসই সাক্ষ্য দেবে। আজকে আমরা দেখতে পাই, আজকে জনসাধারণ যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ষ্টেটহুডের দাবী করছে এবং এই দাবী একদিন মিটবে. তার জনসাধারণের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। কিন্তু যা করতে যাওয়া হচ্ছে, তাতে করে জনসাধারণ সরকারের কাছ থেকে কি বিচার পেতে পারে? সেখানে সরকারী কর্মচারীরাও ঐ ম্যাজিষ্ট্রিয়েল ইন্‌কোয়ারীর কাছে সাক্ষী দিতে রাজী হচ্ছে না। রাজী হবে কি করে তার পিছনে যে অনেক কিছু আছে এমন কি সেখানকার জনসাধারণও বলছে যে আমরাও সাক্ষ্য দেব না। কারণ এমন ঘটনা ঘটছে যে একজন সরকারী কর্মচারী যদি সাক্ষী দিতে আসে, তাহলে তাকে রীতিমত ধমকানো হচ্ছে যে তোমাকে এই রকম ভাবে সাক্ষ্য দিতে হবে। তারপর সেই কর্মচারী লিখিতভাবে দিয়েছে যে অমুক যদি সাক্ষ্য দেওয়ার সময় প্রেজেন্ট থাকে তাহলে আমি সাক্ষী দেব না। সেখানে সরকারী কর্মচারীরাও সাক্ষী দিতে সাহস পায় না। আজকে যারা শিক্ষিত, যারা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেই শিক্ষিত সমাজের লোকেরাও সাক্ষ্য দিতে চাইছে না। আর দেশের যারা নাকি নিরীহ মানুষ তারা কি করে সাক্ষ্য দেবে। যেখানে পুলিশ বন্দুক উচিয়ে বলবে যে তোমাকে এই করতে হবে এই বলতে হবে তা না হলে দেখিয়ে দেব, মেলাঘরে আবার আগুন জ্বালিয়ে দেব। তাই আজকে কয়েকজন এজেন্ট ছাড়া, কয়েকজন দালাল ছাড়া আপামর জনসাধারণের দাবী জুডিসিয়াল ইনকোয়ারী করতে হবে এবং এই জুডিসিয়াল ইন্‌কোয়ারী যদি না করা হয় তাহলে যে কি হবে, সেটা ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে। কারণ সেই কাজল বর্মণ প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমি এক কাজল বর্মন মরে গেলেও ত্রিপুরার বুকে আরও হাজার হাজার কাজল বর্মণের উদয় হবে এবং তারা দাবী করবে, ধ্বনি তুলবে যে আমরা ন্যায় বিচার চাই, আমরা সত্য বিচার চাই। কিন্তু এখানে যা দেখেছি, তাতে করে মানুষ কি করে ন্যায় বিচার আশা করতে পারে। তারপর আপনারা জানেন যে এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার কয়েকদিন পর গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুলিশ আমাদের হিম্মৎপুরে গুলি চালিয়েছে, তারা সেখানে নিরীহ জনসাধারণের উপর গুলি চালিয়েছে এবং তাদেরকে পিটিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে. ঘরে ঢুকে মেয়েদের হাতের শাঁখা ভেঙ্গে দিয়েছে, তাদেরকে জানালা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আর সেইসব মেয়েদের, পুরুষদের আর্তনাদে গ্রামবাসীরা যখন এগিয়ে আসলো, তখন ঐ পুলিশ বাহিনী তাদের পায়ের মধ্যে গুলি ছুঁড়েছে। তার উপর ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ ছিল ঘরের মধ্যে সেই ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, ঘর থেকে টাকা চুরি করেছে। এই যদি আমাদের প্রতিরক্ষা হয়, তাদের রাজত্বে যদি আমরা শান্তিতে বাস করতে

চাই তাহলে সেটা অলীক কল্পনা। তাই আজকে আমার এই শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে অনুরোধ, মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমার করুণাময় সদস্যদের নিকট এই অনুরোধ যে আজকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য, মানুষের শান্তির জন্য যদি তারা সচেষ্ট থাকেন তাহলে আমার অ্যামেণ্ডমেন্ট গ্রহণ করে জুডিসিয়াল এনকোয়ারী করে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করার যে প্রচেষ্টা সেটা মেনে নেবেন। আজকে যদি আমরা দোষ করি তাহলে পাপ হয় না। কিন্তু যদি দোষকে ঢাকবার চেষ্টা করি তাহলে পাপ হয়। আর দোষ স্বীকার করে সেই দোষ শোধরাতে যাই তাহলে মানুষ আমাদের সম্মানই করবে। তাই আজকে সবার কাছে আমার অনুরোধ, সমস্ত সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ যে আপনারা দয়া করে নিজেরা একজন একজন করে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সবাই সত্য ঘটনা জেনে আসুন। তারপর আপনারা দেখুন কি হয়েছে এবং এর জন্য কে দায়ী এবং কিভাবে সত্য উদ্‌ঘাটন হবে এবং কিভাবে তার ন্যায় বিচার হবে আপনারা সেটা ঠিক করুন। আপনাদের সেই সময় দিতে আমরা রাজী। আজকে আমরা জানি সোনামুড়াবাসীর উপর এই অত্যাচারই শেষ নয়, এই অত্যাচারকে লক্ষ্য করে আবার বেয়নেট উঁচিয়ে লুকিয়ে রয়েছে কালো পর্দার পেছনে। যে কোন সময় হামলা হতে পারে। আজকে ছেলের দল ভয়ে রাস্তায় বেরোতে পারেনা। তাদিগকে ধমকানো হয়—"কি হয়েছে? এইতো মোটে সুরু। আরও দেখ কি হবে।" আজকে এই যদি হয় সরকারী লোকের ভাষণ, এই যদি হয় পুলিশের ভাষণ, যাদের কাছে আমরা শান্তি শৃঙ্খলা আশা করি তাদের যদি এই কথা হয় তাহলে জনসাধারণ কি করে থাকবে। সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তারা বাঁচতে এসেছিল ত্রিপুরা রাজ্যে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যে এইরকম ভাবে বেয়নেট উঁচিয়ে আছে এবং শুধু ভোটের জন্য যে মানুষের জীবন নিয়ে খেলবে এই কথা তো মানুষ বুঝতে পারেনি। তাই আজকে মাননীয় সদস্যদের মনের মধ্যে যে দেবতার চিন্তা লুকিয়ে আছে আমি অনুনয় বিনয় করব যে সবাই মিলে আমার অ্যামেণ্ডমেন্টকে সমর্থন জানিয়ে মানুষকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাঁচতে সাহায্য করুন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আশা করি আমার বক্তব্য আমি বলতে পেরেছি। আবার আমি সদস্য ভাইদের নিমন্ত্রণ করব যে যদি তারা সত্য ঘটনা জানতে চান এবং যা বলেছি তা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে যে কোন শাস্তি আমরা মাথা পেতে নেব। তাই আমি তাদের কাছে আমার বিরাট আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেলাঘর ঘটনার উপর আমার একটা বেসরকারী প্রস্তাব ছিল। সেটা অ্যাসেম্বলীতে ব্যালটিং হয়ে গেছে। যাই হোক, মুখ্যমন্ত্রী এস, এল, সিং এখন প্রগতির চূড়ামনি। তিনি মনে করেছেন মেলাঘরে যে ঘটনা হয়েছে সেই বাহবাটা আমিই নিই। তিনি এনেছেন একটা মোশন। সরকারী প্রস্তাব যদি আনা হয় তাহলে বেসরকারী প্রস্তাবগুলি থাকবার কথা নয়। কেন এই কথা বললাম, তিনি যে একজন প্রগতির চূড়ামনি এই কথা প্রমাণ করবার জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কথা

বলেন। যেমন একদিন উদয়পুরে একজন মৎস্যজীবিকে তিনি বলে উঠলেন জাল যার জল তার। সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক সেটা পরীক্ষা করার জন্য—

মিঃ স্পীকার :—দিস্ ইজ ইরেলিভেন্ট। ইউ শুড নট ওয়েষ্ট টাইম।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—তারপর পুলিশ তাকে অ্যারেষ্ট করে নিয়ে যায়। আর এখানে যদি তিনি এই বাহবাই নিতে চান, এই যদি উনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে যে ঘটনা হয়েছে, এই যে কাজল বর্ম্মণকে অমানুষিকভাবে হত্যা করা হয়েছে তার জন্য তিনি সামান্যতম দুঃখ প্রকাশ করতে পারতেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে সেটা করা উচিত ছিল। এখানে তিনি কি বললেন ? শুধু সরকারের প্রেস্‌টিজ কিভাবে রক্ষা করা যায় সেটাই বলা হয়েছে, সমাজদ্রোহী আখ্যা দিয়ে সেটা চাপা দিতে চান। অর্থাৎ যে ঘটনা ঘটলো. ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক, ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক—অর্থাৎ অন্যায় করলে তার বিচার নাই, দুঃখের লেশ মাত্র নাই। তিনি শুধু সরকারের লোককে রক্ষা করার জন্য একটা স্টেটমেন্ট রেখেছেন। কাজেই আজকে এই মোশনের উপর আমাকে বাধ্য হয়ে একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করতে হয়েছে। সেটা হচ্ছে—The incident at Melagarh on the 20th August, 1970 in which firing took place be taken into consideration". এই কথা বলে তিনি শেষ করছেন। তার পজিটিভ সাইড কিছুই বলা হয় নাই। কি করবেন না করবেন, ইম্পারশিয়াল একটা এনকোয়ারী করা এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি রাজী আছেন, না প্রটেকশান দিচ্ছেন সেইরকম ভাষণ তিনি দিয়েছেন বলে মনে হয় না। কাজেই আমি এখানে অ্যাড করতে চাই—"and this House directs the Government of Tripura to held Judicial enquiry into the matter immediately". এটাই আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট। তিনি এই কথা বলেছেন সমাজদ্রোহীরা এটা করেছে। যদি উনার কথা সত্যি বলে ধরে নিই যে ঘটনা ঘটেছে; যাকে হত্যা করা হল তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজদ্রোহীদের যদি কোন অপরাধ থেকে থাকে সেখানে যে জায়গায় ঘটনা হয়েছে সেই বি, ডি, ও, অফিসের কাগজএ বা টেবিল চেয়ার যদি ভাঙ্গা থাকত বা অফিস তচনচ থাকত তাহলে নিশ্চয়ই এই কথা মনে কবার কারণ থাকতে পারে। হয়ত জনসাধারণ বা ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে অনেক কারণে এইগুলি করতে পারে। কিন্তু তেমন কোন ঘটনা হয়নি, দরজা জানালা ভাঙ্গেনি। কথায় হতে পারে কিন্তু কাজে হয়েছে সেই রকম ঘটনা সেখানে নাই। যদি একান্ত ভাবে তাই ঘটে থাকত তাহলে সরকারের রুলস এণ্ড রেগুলেশন, পুলিশ মেজিষ্ট্রিয়্যাল আইন ইত্যাদিতে আছে যে প্রথমে তাদেরকে সতর্ক করে দিতে হয় টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করতে হয় যাতে সব ডিসপার্সড হয়ে যায়, কিন্তু তা করা হয় নাই, সোজা গুলি—ছাত্রদের মাথার দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়া হয়েছে। আর এই অপকর্ম্ম যারা করলেন তাদের বাঁচাবার জন্য আজকে এই ষ্টেটমেন্ট। আজকে ধরেই নিলাম যে বি, ডি, ও অফিসের সামনে এই ঘটনা ঘটেছে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের লেক বোর্ডিং'এর অনেক ছাত্র যারা সেখানে যায় নাই, বোর্ডিং-এর দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়েছিল, পুলিশ তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে। আমি এই হাউসের প্রত্যেকটি মেম্বারকে অনুরোধ করছি তারা যেয়ে দেখে আসুন প্রত্যেকটি

বোর্ডিং-এর দরজা জানালা ভাঙ্গা ছাত্রদের টেবিল-চেয়ার, বই সমস্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং বই ছিঁড়ে নষ্ট করে দিয়েছে। তারপর ঘটনা সেখানেই শেষ হয় নাই। হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক—উনি একটা বিশেষ জরুরী কাজে বোর্ডিং-এর যে পাচক, তাকে চাবি আনতে তার কোয়ার্টারে পাঠান। যাওয়ার পথে তাকে ধরে খুব মারধর করে। গরু-ছাগলকে পিটানোর মত— নিরীহ মানুষকে এইভাবে দুইজন দুইদিকে ধরে লাঠি দিয়ে অকথ্যভাবে মেরেছে, ছাত্রদের উপর এইভাবে অমানুষিক অত্যাচার করেছে। তারপর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের টিচার্স কোয়ার্টারে যেখানে শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন, সেখানে গিয়ে পর্যন্ত পুলিশ মারধর করে, তাদের সাংঘাতিক সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকতে হয়। এরপর ঘটনা কি ঘটল ? ফায়ারিং হওয়ার পর, বোর্ডিং-তছনছ করার পর, মেলাঘর-বাজারের পশ্চিম দিকে যে সব বাসাবাড়ী আছে, সেখানে নিরীহ জনসাধারণ ঘরে শুয়ে ছিল, হঠাৎ দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে তাদের মারধর করল, গর্ভবতী নারীদের উপর অত্যাচার করল, কয়েকজনকে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে আসল—অর্থাৎ অত্যাচারের সীমা নাই। তারা যদি কোন মিছিলে যোগদান করত, তাহলেও একটা কথা ছিল কিন্তু সেইরকম কোন ঘটনাও নাই। এইভাবে নারী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি এর সঙ্গে যাদের কোন যোগাযোগ নাই, সে সমস্ত নিরীহ লোকের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা হয়। এই হল অবস্থা। এই অবস্থার সমস্যার দিক যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দুই দুইটি জুডিশ্যাল এনকোয়েরী হয়ে গেছে, তার যে রিপোর্ট সরকার আজকে পর্যন্ত এই এসেম্বলীতে পেশ করেননি। কে অন্যায় করল, কি অপরাধ করল সেটা আজ পর্যন্তও আমাদের সামনে উপস্থিত করেননি কিন্তু সেটা করা উচিৎ ছিল। আজকে এই যে ঘটনা হল এই ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য বিশেষ করে চীফ মিনিষ্টার উদ্যোগী হয়েছেন, সেইদিক থেকে আমি মনে করি যে এই মেজিষ্ট্রিয়েল এনকোয়েরী না করে, তার একটা জুডিশ্যাল এনকোয়েরী করা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং কে প্রকৃত অপরাধী সেটা সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আর তিনি যে সমাজদ্রোহীদের কথা প্রায় সব সময় বলে থাকেন, সেই সমাজদ্রোহী কারা ? যারা নিরীহ ছাত্রদের গুলি করে মারল তারা, না যারা বাঁচার জন্য দাবী জানায় তারা ? উনি মুখে সব সময়েই গণতন্ত্রের বুলি ছাড়েন, সমাজতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে অর্থ সংকট, দিনের পর দিন বাড়ছে, মানুষ সেখানে দিশেহারা হয়ে পড়েছে, তার যে কারণ সেগুলি অন্ততঃ উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিৎ। কারণ মানুষ আজকে লেখাপড়া শিখল, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করল, বি, এ পাশ করল, বি, কম পাশ করল কিন্তু তার কি ভবিষ্যতের কোন গ্যারাণ্টি আছে ? আজকের এই বর্তমান সরকার এই যুবকদের সামনে কি জীবিকার কোন গ্যারেণ্টি দিতে পেরেছেন, না তা পারেননি। আজকে ১১/১২ হাজার দরখাস্ত পড়েছে, আমরা জানি সরকারের রুলস এণ্ড রেগুলেশান আছে, ফরমস আছে এবং অন্যান্য ফরমেলিটীজ আছে, কিন্তু সেগুলি লোক দেখানো। সেখানে সিনিওরিটি বেসীসে, এফিশ্যান্সী বিচার বিবেচনা করে নিয়োগ করা হয় না। অর্থাৎ রুলিং পার্টির কর্তাদের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠতা আছে তারই চাকুরীর সুযোগ সুবিধা আছে। এমন ছাত্র আছে যারা ১৯৬৩-৬৪ সনে বি, এ,—বি, কম. পাশ করে বসে আছে, অথচ আজ পর্যন্তও চাকুরী পায় নাই। কাজেই যুবকদের মধ্যে

ফ্রাসটেশান যদি আসে তার জন্য দায়ী বর্ত্তমান সরকার। কারণ তারা তাদের জীবিকার কোন গ্যারান্টি দেখছে না। তার জন্য যদি কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু ঘটনা ঘটে থাকে তার জন্য তারা দায়ী নয়, দায়ী সরকার। সরকার যদি সেটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা আরও অন্যায় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে, মাননীয় চীফ মিনিষ্টার যে মোশান রেখেছেন সেই মোশানের কোন অর্থ হয় না। প্রকৃত যে ঘটনা সেটা এখানে প্রকাশ করা উচিৎ, কিন্তু সেটা তিনি এখানে প্রকাশ করেন নাই। শুধু মেজিষ্ট্রিয়্যাল এনকোয়েরী ইত্যাদি ইত্যাদি বলেছেন। সরকারী পক্ষ থেকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে মেজিষ্ট্রিয়েল এনকোয়েরী তা থেকে যদি বেরিয়ে আসে কে বা কারা প্রকৃত অপরাধী তাদের যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা, তার কোন প্রতিশ্রুতি এখানে দেন নাই। কাজেই সেই দিক থেকে আমি বলব এই যে মোশান তিনি মুভ করেছেন সেটা কেবল গণতন্ত্রের শিরোমণি, নাম কিনবার জন্যই। কাজেই এটা অনেকটা আশার মুখে ছাই পড়ার অবস্থা এবং মিনিংলেস। স্তরাং এদিক থেকে আমি এই মোশানের উপর আমার এ্যামেণ্ডমেন্ট রাখছি।

Mr. Speaker :— Any other Member willing to participate in the discussion ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা। ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২০শে আগষ্ট ১৯৭০ সাল সোনামুড়া বন্ধ, এই বন্ধ আহ্বান করেছিলেন বেকার যুবক সংগ্রাম সমিতি। যেখানে বেকার যুবক সমিতি সোনামুড়া বন্ধ আহ্বান করেছেন তখনই আমরা ধরে নিতে পারি যে তারাই সত্যিকারের বেকার এবং তারা বাঁচতে চায়, তারা কাজের জন্য জীবিকার জন্য সরকার থেকে কিছু আশা করে। তাই তারা তাদের সেই বাঁচার আশা নিয়ে গত ২০শে আগষ্ট সোনামুড়া বন্ধ ডেকেছিলেন। তাদের দাবীগুলি ছিল প্রধানতঃ কাজ পাওয়ার দাবী নতুবা তাদের বেকার ভাতা দেওয়া হউক। কিন্তু ত্রিপুরার যে গণতান্ত্রিক সরকার, ত্রিপুরার যে সমাজতান্ত্রিক সরকার এর পক্ষে সেটা একটা বিরক্তকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কারণ বেকার যারা আছেন তাদের দাবী হল যেখানে তাদেরকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয়, সেখানে যেন তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়। আর যেখানে চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে যেন তাদেরকে বেকার ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু এটা এই ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। নতুবা গত ২০শে আগষ্ট মেলাঘরের মত একটা শান্তি পূর্ণ জায়গা, যেটা নাকি কৃষক প্রধান এলাকা সেখানে এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে না। অথচ সেখানেই ঐ হতভাগ্য কাজল বর্ম্মনকে পুলিশের রাইফেলের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বেকার, যাদের কাজ চাই, তাদেরকে কাজ দেওয়ার মত ক্ষমতা এই সরকারের নেই। কিন্তু এই সরকারের একটা মাত্র ক্ষমতা আছে সেটা হল যারা নাকি কাজের জন্য দাবী জানাবে তাদেরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মত অস্ত্র আছে, আর সেটা হচ্ছে ঐ পুলিশের রাইফেলের গুলি এবং এই পুলিশ বাহিনীই এই সরকারকে একান্ত ভাবে রক্ষা করতে পারে। যেভাবে মেলাঘরের মত জায়গাতে কাজল বর্ম্মনের মত একটা ৭ম শ্রেণীর ছাত্রকে তারা সেদিন এই পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল তা এই সরকারের পক্ষেই স্বাভাবিক। কেননা, আমি এখানে ২০শে

আগষ্টের কথা বলব না, আমরা অতীতের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব যে ১৯৬৬ সালে এই আগরতলা শহরে তিনটি তরুণকে অকালে এই পুলিশের গুলিতেই প্রাণ দিতে হয়েছিল। আমরা আরও দেখেছি উদয়পুর, দেখেছি কমলপুরে, সেখানেও মানুষ কাজের দাবীতে অগ্রসর হয়েছিল, সেখানেও পুলিশ তাদেরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। আজ যারা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের বাঁচার দাবী নিয়ে অগ্রসর হয়ে আসে তাদেরই প্রাণ হরণ করা হয়, তাদেরই উপর অত্যাচার করা হয়। এই মেলাঘরেও আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে ইন্দ্র টিলাতে যোগমায়া নামে এক গর্ভবতী মহিলাকে পুলিশ সেদিন লাঠি পেটা করেছিল এবং তার স্বামী যখন এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তার স্ত্রীকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল, তখনও ঐ পুলিশ তাকে বেদমভাবে রাইফেলের বেল্ট দিয়ে প্রহার করেছিল। এর চাইতে আর কি কলঙ্ক এই গণতান্ত্রিক সরকারের হতে পারে ? যে নাকি গণতন্ত্রের কথা বলে, অহিংসার কথা বলে শান্তিপ্রিয় মানুষদের জীবনকে হরণ করে, এটা তারা গত ২৩ বছর ধরে বলে আসছে। আর সেই দিন ২০শে আগষ্ট আমরা মেলাঘরে দেখেছি যে পুলিশ সেখানে মানুষের উপর কি নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে এবং ছাত্রদের উপর কিভাবে লাঠি চালিয়েছে। যেখানে আইনের দোহাই দিয়ে, গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে এই সরকার গত ২৩ বছর ধরে মানুষের উপর দমনপীড়ন ও অত্যাচার চালিয়েছে সেই সরকারের ভালো করার কোন অধিকার নেই, আছে শুধু গণতন্ত্র প্রিয় মানুষদের স্তব্ধ করে দেওয়ার অধিকার। তাদের আজকে লজ্জা হওয়া দরকার। আজকে যেখানে সারা ত্রিপুরাতে মেলাঘরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে গর্জে উঠছে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাকে চাপা দেওয়ার জন্য এখানে একটা মোশান এনেছেন। এই মোশানের কি সার্থকতা থাকতে পারে, সেটা ত্রিপুরার মানুষের বোধগম্য হবে বলে আমি মনে করিনা। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই পুলিশ মন্ত্রী, নিজেই সেই কাজলের হত্যাকারী। এই হত্যার বিচার কি হবে না, ত্রিপুরার মেহনতী মানুষ কি এই হত্যাকারীর বিচার করবার জন্য এগিয়ে আসবে না ? আমি মনে করি নিশ্চয়ই তারা এই হত্যাকারীর বিচার করবার জন্য এগিয়ে আসবে। সেজন্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্য দেবেন্দ্র বাবু এই ঘটনার উপর একটা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী নিয়ে এসেছেন এবং যে সমস্ত ঘটনার বিবরণ তিনি এখানে দিয়েছেন রুলিং পার্টির সদস্য হয়েও, তা আমাদের আরও বেশী করে আশ্চার্যান্বিত হতে হয়। তাই আজকে মুখ্যমন্ত্রীর এই হাউসে দাড়িয়ে একথা স্বীকার করা উচিত যে আমিই হত্যাকারী, আমিই সেই কা লের হত্যাকারী এবং তার হত্যার জন্য আমিই দায়ী, আমার বর্বর পুলিশই সেই কাজলের প্রাণ হরণ করে নিয়েছে এবং তার জন্য আমিই দায়ী। এবং উনারই এই ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে দাঁড়িয়ে বলা উচিত যে আমার এই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হউক। কিন্তু তিনি সেটা না করে জনসাধারণের দাবীকে চাপা দেওয়ার জন্য এই মোশানটা এনেছেন। আমরা শুনেছি যে তিনি নাকি মানুষকে ফাঁকি দিতে খুবই ওস্তাদ। কাজেই তিনি ওস্তাদের একটা খেল এখানে খেলতে চেয়েছেন। আর তিনি যাতে সেই খেল খেলতে না পারেন সেজন্য মাননীয় সদস্য দেবেন্দ্র বাবু তাঁর মোশানের উপর একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন। সেটা হল মেলাঘড়ে যে ঘটনা ঘটেছে, তার

উপর যেন একটা জুডিশিয়াল ইন্‌কোয়েরী হয়। এই এ্যামেণ্ডমেন্ট এনে দেবেন্দ্রবাবু সত্যি সত্যি একটা বাস্তবোচিত কাজ করেছেন। সেজন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। আজকে যেখানে কাজল বর্ম্মণ নেই, কাজল বর্ম্মণ যেখানে শহীদ হয়েছেন, যোগমায়া, অঞ্জলী সূত্রধর প্রভৃতি মহিলারা যেভাবে এই সরকারের পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন, পুলিশ যেখানে তাদের উপর লাঠিপেটা করতে কসুর করে নি, ইন্দ্রটীলা, রাজঘাট প্রভৃতি এলাকার গ্রামবাসীদের উপর যে অকথ্য লাঠিপেটা পুলিশ করেছিল, তাদের উপরে যেভাবে হামলা করেছিল, এতবড় অন্যায়, এতবড় অত্যাচার যেখানে চলেছে সেখানে রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যদের মধ্যে থেকে কেউ যদি এই অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে মনোভাব পোষণ করে থাকেন এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন তাতে আর দোষের কি থাকতে পারে। আজকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরণের অন্যায় এবং অত্যাচার শুধু মেলাঘর আর সোনামুড়াতেই হচ্ছে না ত্রিপুরার সর্ব্বত্রই হচ্ছে। আজকে শুধু এক কাজল বর্ম্মণ মরেছে, সেই কাজল বর্ম্মণের পরিবর্তে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আরও অনেক কাজল বর্ম্মণের সৃষ্টি হয়েছে এবং হবে এবং তারা এই অন্যায় অত্যাচারকে আর বেশীদিন সহ্য করবে না। তাই এখানে মুখ্যমন্ত্রী যে মোশান এনেছেন তার কোন সার্থকতা নেই। এই মোশান গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেছে এবং মেলাঘরে যে ঘটনা ঘটেছে, তাকে ধামাচাপা দেওয়ার এটা একটা চেষ্টামাত্র। কাজেই এই মোশানের উপর জুডিসিয়াল ইন্‌কোয়েরীর যে এ্যামেণ্ডমেন্ট মাননীয় সদস্য এনেছেন, আমি তাকে আমার সমর্থন জানাচ্ছি। কারণ আমরা দেখেছি যে ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়ে ইন্‌কোয়েরী করালে কি হয়? ম্যাজিষ্ট্রেট যদি ইন্‌কোয়েরী করে তাহলে যে ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়ে ইন্‌কোয়েরী করা হবে, তাকে যেভাবে বলবে, সেই সেভাবে রিপোর্ট দেবে। কিন্তু জুডিশিয়াল ইন্‌কোয়ারী করা হলে সরকার তথা পুলিশের যে অপকর্ম্ম সেগুলি বেরিয়ে আসবে। কাজেই যে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাবাসীদের অহরহ সমাজতন্ত্রের কথা শুনাচ্ছেন, অহিংসার বুলি তাদের কাছে আওড়াচ্ছেন, তাঁর এমন কোন সাহস নেই তিনি এই জুডিশিয়াল ইন্‌কোয়েরীর সামনে এসে দাঁড়াতে পারেন, এমন কোন ক্ষমতা নেই যারা এই গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিকামী মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করেছে. তাদেরকে শাস্তি দিতে পারে। অথচ আমরা দেখেছি আজকে তিনি এখানে গণতন্ত্রের কত বড়বড় কথা বলেছেন, শান্তির কথা বলেছেন তাঁর ঐ ষ্টেটমেন্টের ভিতরে। এই বেকার যুবকদের চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে উনারা গত ২০ বছর ধরে কত কি চেষ্টা করে চললেন যারজন্য আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার বেকারের চাকুরী পাওয়ার যে সমস্যা তার কোন সমাধান করা উনাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে নি। কেন না মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, এটা ভাল করে জানেন যে গদি আটকে রাখতে হলে মানুষকে কোন না কোন প্রকারে ফাঁকি দিতে হবে এবং এই সত্যটা উনি ভাল করে মুখস্ত করে রেখেছেন। কিন্তু আজকে যদি বেকার যুবকদের সামনে তাদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাদের সামনে যদি কোন ভবিষ্যৎ না থাকে, তাহলে তারা স্বাভাবিকভাবেই তাদের বাঁচার ও জীবিকার দাবীতে এই আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসবে। এমতাবস্থায় তাদের কাছে অহিংসার বাণী. তাদের বাঁচার দাবীকে দাবীয়ে রাখতে পারবে না।

তাদের সামনে অহিংসার সেই দিন ভবিষ্যত হয়ে উপস্থিত হবে না। তাদের বাঁচার দাবী আছে, তারা বাঁচতে চায়। তাই তারা শেয়াল কুকুরের মত কোন দিন পুলিশের গুলিতে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ৯ই সেপ্টেম্বরের আগরতলার ঘটনা থেকে আরম্ভ করে যদি জনসাধারণ দাবীদাওয়া নিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মানুষকে হত্যা করবার জন্য পুলিশ নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন সেইভাবে তাদের কাছে গিয়ে তাদের দাবী সম্পর্কে, তাদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন তাহলে এই মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় খুবই সাহসী এবং তিনি মানুষের কাছে উপস্থিত হওয়ার সৎসাহস রাখেন এই কথা বলতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা তো দেখতে পাই নি। এই যে অবস্থা চলছে, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই যে অন্যায় অত্যাচার ত্রিপুরার বুকে চলেছে তার জন্য একটা তদন্ত হোক। এই তদন্তের মাধ্যমে কার অন্যায়, কার দোষ সেটা ত্রিপুরার জনসাধারণ জানুক এবং জানুক যে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী একজন খুনী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ২০শে আগষ্ট থেকে এই মেলাঘর বাজারে যে ঘটনা ঘটেছে তারজন্য জুডিসিয়াল এনকোয়ারীর যে সংসোধনী মাননীয় সদস্য দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী মহাশয় এনেছেন সেটা সমর্থন করে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্তঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসের সামনে মাননীয় চীফ মিনিষ্টার একটা মোশন এনেছেন, সাবষ্টেনটিভ মোশান যে—The incident at Melaghar on the 20th August, 1970 in which firing took place be taken into consideration. সেই সাবষ্টেনটিভ মোশন হিসাবে আমাদের মাননীয় দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী মহাশয় একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন, সেটা হচ্ছে—"and having been considered this House requests the Govt. of Tripura for Judicial enquiry". এই যে অ্যামেনমেণ্ড এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। সেই ঘটনার আনুপূর্বিক সব কথাই আমাদের মাননীয় সদস্য দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী বলে গেছেন এবং তার মধ্যে আমি যাচ্ছি না। শুধু কয়েকটা বিষয়ের এখানে অবতারণা করছি। প্রথম আমরা দেখছি যে সেই যে বেকার যুবকেরা, তারা কিসের দরখাস্ত করেছিল। সেই দরখাস্তগুলির প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে হচ্ছে বেকারদের চাকুরীর বয়ঃসীমা শিথিল, তারপর ল্যাণ্ড টু ল্যাণ্ডলেস, খাজনা মকুব এইসব দাবীগুলি সেখানে ছিল এবং এই দাবীগুলি যে সত্য এবং রিজনেবল সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কারণ একটা ছেলে যদি '৬৩তে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে এবং চাকুরী পাওয়ার আগে যদি তার য়ে ২৫ বছর হয়ে যায় তাহলে সে চাকুরী পাচ্ছে না। তাহলে সেটা কি জন্য রাখা হয়েছে? তার কারণ আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট শিক্ষকদের নিযুক্তির মধ্যে যে পদ্ধতি নিয়েছেন সেই পদ্ধতি বাধ্য করছে বয়ঃসীমা শিথিল করার জন্য। কারণ গ্রামের ছেলেরা আমরা বার বার বলেছি যে তাদের চাকুরী দিতে হবে এবং তারা থার্ড ডিভিশনে পাশ করে প্রাইমারী শিক্ষকের চাকুরী করার যোগ্যতা অর্জন করে। তাদের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সমস্ত বিবেচনা করে তাদের চাকুরী দিতে হবে এবং সেইসব দাবী তারা রেখেছিল। সেসব হয় না বলেই তারা বয়ঃসীমা শিথিল করার দাবী রেখেছে। তারপর এই হাউসে বার বার প্রস্তাব

উঠেছে খাজনা মকুবের জন্য এবং তারজন্য এমনকি সরকারকেও এই কথা স্বীকার করতে হয়েছে যে কৃষক ডিফলটার নয়। ডিফলটার হচ্ছে স্বয়ং সরকার। কারণ ডি, এম,এর সার্কুলার বলে এই খাজনাকে উইথহেল্ড করে রাখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশনের পিরিয়ডের মধ্যে খাজনা নেওয়া হবে না। সেই খাজনা মকুবের যে দাবী তার যথার্থতা সেখানেই। সেটা ইল্লীগেল এবং গভর্ণমেন্ট সেজন্যই ডিফলটার। সেজন্যই বলতে চাই যে এই হাউসে তিন ষ্টানডার্ড একর পর্য্যন্ত খাজনা মকুবের প্রস্তাব পাশ হয়েছে এক বছর আগেই। কিন্তু সেটা কার্যকরী করা হচ্ছে না। তারপর যদি জনসাধারণ এই সরকারের উপর বিশ্বাস হারায় তাহলে তার মধ্যে বলার কি থাকতে পারে। তারপর ল্যাণ্ড টু দি ল্যাণ্ডলেস যেখানে বোম্বে কনফারেন্সে—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি অ্যামেণ্ডমেন্টের উপর বলুন। অ্যামেণ্ড ইজ অন দি জুডিসিয়াল এনকোয়ারী।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমি মূল প্রস্তাব সম্পর্কে বলছি। অ্যামেণ্ডমেন্ট সম্পর্কেও বলছি।

Shri S. L. Singh :—I would request the Hon'ble Speaker that there are so many members to speak.

Mr. Speaker :—For discussion we have alloted two hours 5 minutes. Therefore on the motion a member may speak only for 10 minutes. I request you to try to finish within 10 minutes.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এবং যে ঘটনা সেটা যে কোথায় নিয়ে যাবে বলতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ল্যাণ্ড টু দি ল্যাণ্ডলেস যেটা আমরা গ্রহণ করেছি তাতে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা কয় কানি জমি ল্যাণ্ডলেসকে দিতে পেরেছি? আজকে যদি গ্রামের লোক—

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেমবার দিস ইজ ইরিলিভেন্ট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমাকে বলতে দিন। ইরিলিভেন্ট কি রিলিভেন্ট ইট মে বী ডিসাইডেড আফটারওয়ার্ডস।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার শুড বি অ্যাবাইডেড বাই দি রুলস অ্যাণ্ড রেগুলেশান্স।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—বেকাররা যে দাবী রেখেছে সেই দাবীগুলি পূরণ করা হয় নাই বলে তারা মেলাঘর বন্ধ কল দিয়েছিল। উনি বলেছেন তারা যে দাবীগুলি করেছে সেই দাবীগুলি পূরণ করবার জন্য আমরা বলছি। ল্যাণ্ড টু দি ল্যাণ্ডলেস যেটা টু ইয়ার্সের মধ্যে দেওয়ার কথা সেটা কতদূর দেওয়া সেটা কতদূর দেওয়া হয়েছে? একদিকে বেকার, সে পাশ করে চাকুরী পায় না। আর একদিকে ভবিষ্যত অনিশ্চিত। তার জন্য সোনামুড়া এবং মেলাঘর বন্ধ ডাক দিয়েছিল, হরতালের ডাক দিয়েছিল। তার জাষ্টিফিকেশন হচ্ছে সেখানেই এবং তারপর তারা চেয়েছিল সবাই পারটিসিপেট করুন। সেখানে

তারা অনুরোধ করেছিল বি, ডি, ও অফিসকে সেটা পালন করবার জন্য। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে যে কি হয়েছিল সেসব পাওয়া যাবে না। একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে লাঠিচার্জ করা হয়েছিল কিনা? সে বলল লাঠিচার্জ হয় নি, টিয়ার-গ্যাস ছোঁড়া হয় নি। কিন্তু প্রথমেই গুলি করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেজন্য বলছি আপনি জানেন যে কেন একজিকিউটিভ থেকে জুডিসিয়ারীকে পৃথক করতে বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন যে আমাদের সংবিধানে বলেছে যে একজিকিউটিভ থেকে জুডিসিয়ারীকে সেপারেট করতে চেয়েছে। এই হাউসের মধ্যে প্রস্তাব নিয়েছি যে এক্জিকিউটিভ থেকে জুডিসিয়ারীকে সেপারেট করতে হবে। কেন এই প্রস্তাব নেওয়া হয়? তার কারণ হচ্ছে যে লোক নিজে অর্ডার দেয় তার কাছে সেই বিচার ঠিকমত হতে পারে না। এবং সেখানেই তাদের বাধা— তার নির্দ্দেশ, তার ডিপার্টমেন্ট, তার পুলিশ, তাকে সে ডিফেণ্ড করবে, তাকে ডিফেণ্ড করতে হবে এবং তা করে থাকে। সেইজন্যই যাতে নিরপেক্ষ ভাবে জিনিষটাকে বিচার করতে পারে তার জন্য এমন একজন লোকের হাতে বিচারের ভার দেওয়া দরকার যার সঙ্গে এর কোন রকম সম্বন্ধ থাকবেনা। যাতে স্বাধীন ভাবে সমস্ত জিনিষটাকে বিচার করে দেখবার ব্যবস্থা থাকে। সেটা একজন ডি, এম, এর থাকে না— বিকজ হি ইজ দি এক্জিকিউটিভ হেড। তারজন্য আজকে আমাদের সংবিধানে বলছে এবং আমরাও এই হাউসে একটা রিজলুশান নিয়েছি যে জুডিশিয়ারী থেকে এক্সিকিউটিভকে সেপারেট করা হউক। একমাত্র জুডিশিয়ারীই পারে ঠিক মত বিচার করতে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে যথোপযুক্ত রায় দিতে। যদি ডি, এমকে দিয়ে তদন্ত করা হয় সেই তদন্ত টেম্পার্ড হবে এবং হতে বাধ্য। সেইজন্যই আমাদের মাননীয় দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী মহাশয় এখানে একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন যেখানে লেখা আছে যে— 'The House request the Government of Tripura for Judicial Enquiry.' আমি এই এ্যামেণ্ড-মেণ্টকে সমর্থন করি, এখানে জুডিশিয়াল এনকোয়ারী করতে হবে। কারণ জিনিষটার গুরুত্ব এত বেশী— একটা ছেলে কাজল বর্মণ আজকে সেখানে শহিদ হয়েছে। আমাদের চোখে শহিদ, জানিনা সরকারের চোখে হয়েছে কিনা, তবে আমি বলব সে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছে। তার চোখ দিয়ে গুলি ঢুকে পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে— সেটা কোন দিন হতে পারে না। কারণ আমরা জানি যে নির্দ্দেশ আছে গুলি হাঁটুর নীচে করতে হবে, কিন্তু গুলি করা হয়েছে মাথায়— সেটা কি করে সম্ভব হয়েছিল সেটা আজকে সভ্য জগতের চিন্তার বাইরে। আজকে একজন এস, আই ঘরের জানালার ভিতর দিয়ে গুলি ছুড়ল, কি করে সে এইভাবে গুলি করার আদেশ দিল সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য। এখানে আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি। গণতন্ত্র, ডেমক্রেসী মাত্র পুলিশের উপর নির্ভর করে বাঁচতে পারে না। ডেমক্রেসীকে ধ্বংশ করে পুলিশ। পুলিশ যখন আপার হেণ্ড নেয় তখন দুইটি জিনিষ বুঝতে হবে— হয় গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে, নয়তো ফ্যাসিষ্ট রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে ডেমক্রেসীকে আজকে সংবিধানে অধিকার দিয়েছে রক্ষা করার জন্য সেই অধিকারকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে, মেলাগরে সেই ডেমক্রেসীর সমাধি হয়েছে। আজকে এই ত্রিপুরা সরকার পুলিশের কব্জার ভিতর চলে গেছে, এই সরকার পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, পুলিশের হাতে তাদের বাঁচা নির্ভর করছে। যদি ডেমক্রেসীকে বাঁচাতে হয়, তাহলে জনতার উপর নির্ভর করতে হবে, জনসাধারণের রায়ের উপর নির্ভর করে ডেমক্রেসীকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু আজকে ত্রিপুরাতে ডেমক্রেসী

নেই। পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম থেকে আজ অন্তর্ধান হয়েছে। সেখানে স্থান নিয়েছে আইদার ফ্যাসিষ্ট রাজ অথবা পুলিশ রাজ। তাই আজকে হাউসের সামনে কশান দিচ্ছি, বড় দুঃখের সংগে, ক্ষোভের সংগে বলতে হচ্ছে এই ভাবে যদি সরকার চলে সেই সরকার ধীরে ধীরে নয় এক রকম হয়েই গেছে, হবার আর বাকী কি আছে, ডিক্টেটোরিয়াল সরকারে—একনায়কতন্ত্রের সরকারের দিকে এই সরকার চলেছে, তার জন্য আজকে জনসাধারণের ভাষাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের সংবিধানে আরটিক্যাল ১৯'এ বলেছে— রাইট অব স্পিকিং, রাইট অব এসোসিয়েশান এণ্ড রাইট অব এসেম্বোল্ড— সেই যে ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট, ত্রিপুরার মাটিতে ধূলায় লুন্ঠিত। আজকে আমাদের ভাষা আমরা দিতে পারি না, আজকে যখন বেকার তার ভাষা দেয়, তারা যখন তাদের দাবী করে, তার বিনিময়ে তাকে পেতে হয় গুলি। আজকে আমরা একত্রিত হতে পারি না, আমরা একত্রিত হয়ে ভাবকে প্রকাশ করতে পারি এবং সেটা সংবিধানে স্বীকৃত। কিন্তু আমরা যখন একত্র হয়ে মনের কথা, মনের দুঃখের কথা প্রকাশ করতে চাই, বেকার জীবনের যে অসহ্য জ্বালা সেটা যখন এক্সপ্রেশান করতে চাই, তখনই আসে গুলি। মা, বাবা অনেক কষ্ট করে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করেছে, তার জমি বিক্রী করেছে, সমস্ত কিছু বিক্রী করে আমাকে শিক্ষা দিয়েছে, সেই যে ছেলে সে চাকুরী পাচ্ছে না, তার বাপ মা অনাহারে থাকছে, ছেলে অনাহারে মরছে, তাই যখন আমরা বলতে চাই, তার প্রতিদানে পাই গুলি আর লাঠি। এই কি সরকার? এইভাবে কি সংবিধানের রাইটকে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে না? আজকে আমি প্রত্যেকটি এম, এল, এ-কে আবেদন করব আপনারা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন.................

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, you have taken more than 20 minutes.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :— আমি শেষ করে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন সংবিধানের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট— আমাদের যে বলবার ক্ষমতা দিয়েছে, আমাদের যে ভাষা প্রকাশ করার ক্ষমতা, আমাদের যে একত্রিত হওয়ার ক্ষমতা সেই ক্ষমতাকে লাঠি পেটা করে, গুলি করে— যেভাবে করা হয়েছে মেলাঘরে—উইদ আউট ওয়ারনিং উইদ আউট টিয়ার গ্যাস, উইদ আউট লাঠি চার্জ্জ, যেভাবে প্রথমেই গুলির মোকাবেলা করা হয়েছে, সেটা একমাত্র আয়ুবের দেশেই সম্ভব,

Mr. Speaker :— Any other Member willing to participate? Hon'ble Member, speak for ten minutes only;

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে ২০শে আগষ্টের মেলাঘর, সোনামুড়া সাবডিভিশনের কাজল বর্ম্মণ নামে যে ছেলেটি মৃত্যু বরণ করেছে, সত্যিই সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। একটা শিশু, অকালে মৃত্যু হয়েছে সেটা খুবই দুঃখের বিষয়। তারই জন্য আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসের সামনে ষ্টেটমেণ্ট রেখেছেন এবং মেজিষ্ট্রীয়েল বিচার এবং তদন্ত সুরু করেছেন। এখানে একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে জুডিশিয়্যাল এনকোয়েরী করা হউক। এখন একটা তদন্ত না হতে, একটা বিচার শেষ না হওয়ার

আগে আরেকটা বিচারের জন্য এ্যামেণ্ডমেন্ট আনা, সেটা আমার মনে হয় যেন ঠিক নয়। তারপর আমি বলব যে মেলাঘর আমার সাবডিভিশনের পাশাপাশি। মাননীয় সদস্য এ্যামেণ্ডমেন্টের উপর যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে মনে হয় উনি যেন সেদিন সেখানে সাক্ষাত উপস্থিত ছিলেন এবং স্বয়ং দেখেছেন। তার কারণ উনি যেভাবে এখানে বক্তব্য রেখেছেন, উনার ভাষাতেই আমি বলছি, উনি দেখেছেন, ঘটনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এই কথাই উনার বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ উনি বলেছেন প্রথমে চারজন ছেলে সেখানে ছিল, অতএব মনে হয় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তারপর বলেছেন বি, ডি, ও সাহেবের পায়ে ধরেছে, অতএব তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটা যে বড় দুঃখজনক সেটা আমিও বুঝি। আর এখানে আলোচনা করতে গিয়ে কোন কোন সদস্য যে বলেছেন গণতন্ত্র ধ্বংশ হয়ে যাচ্ছে, আমি সেটা মানি না। কারণ আমি বলব গণতন্ত্র বলতে আপনারা যা করে যাবেন তাই কি গণতন্ত্র হবে, সেখানে কি আমাদের বলার কিছু নেই? সেটা আবার কোন দেশের গণতন্ত্র। একজন সদস্য বলেছেন যে বি, ডি, ও বলেছেন যে কর্ম্মচারীরা সেখানে অফিস করতে গিয়েছিল. আর একদল লোক তাদের বাঁধা দিয়েছে অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি বলব, তারা তো সরকারী কর্ম্মচারী, তারা সেখানে অফিস করতে গিয়েছে তারা কেন অফিসের কাজ কর্ম্ম না করে বেরিয়ে যাবে? বন্ধ ডাকা হয়েছে, যার ইচ্ছা সে এই বন্ধ পালন করবেন, আর যার ইচ্ছা নেই সে পালন করবেন না। কিন্তু কেউ যদি বন্ধ পালন না করে তাহলে তাকে কেন ঠেঙ্গানো হবে? এটা কি তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় না? এই ঘটনা যে অপ্রীতিকর হয়েছে, এটা আমিও জানি। তাই আমি তাদেরই ভাষায় বলব আজকে ত্রিপুরার বুকে এবং পশ্চিম বঙ্গের বুকে যা ঘটছে এবং যারা এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে, তারা কি এই কাজল শিশুর হত্যাকারী নয়? আমি বলব যে সব দুষ্কৃতিকারী এসব পরিচালনা করছেন তারাই হল প্রকৃত দেশদ্রোহী, এটা আমি এখনও বলছি এবং পরেও বলব। উনারা বলেছেন যে নারীদের পিটানো হয়েছে, পুলিশ নারীদের উপর অত্যাচার করেছে। আমিও খবর নিয়েছি যে সেখানে যেমন বন্ধ ডাকা হয়েছিল, তেমনি আমাদের উদয়পুরেও ঐদিন বন্ধ ডাকা হয়েছিল। কারা এই বন্ধ ডেকেছিলেন? ডেকেছিলেন ঐ বেকার যুবক সংগ্রাম সমিতি। কেন এই বন্ধ ডাকা হয়েছিল? তা যদি বলতে হয়, তাহলে আমার অনেক সময় লাগবে কিন্তু এত সময় পাব না। কেন না মাননীয় সদস্য এই হাউসের প্রত্যেক সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। আমরাও বলি যে এটার বিচার হওয়া উচিত, পুলিশ যদি দোষ করে থাকে, তাহলে তার শাস্তি হওয়া উচিত কিন্তু সেই সংগে যারা এইসব ছেলেদের উস্কিয়ে দিয়েছিল, তাদের বিষয়টাও জুডিসিয়াল ইনকোয়েরীর মাধ্যমে বাহির করা হউক। তিনি তার বক্তৃতার মাধ্যমে এক জায়গাতে বলেছেন যে পুলিশেরা দরজা জানালা বন্ধ করে অফিস ঘরে বসে একে অপরের হাত পা প্রভৃতি ব্লেড দিয়ে ছিড়ে ফেলেছেন, তাতে করে আমার মনে হয় তিনিও যেন সেখানে ছিলেন এবং তিনি নিজেই সেটা দেখেছেন। আর একজন বলেছেন যে তিনি পরে গিয়ে দেখে এসেছেন। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হল তারা সকলেই যেন সেখানে ছিলেন এবং এসব নিজেদের স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি কেন এই কথা বলছি, বলছি এই কারণে যে তারা এই ধরণের একটা

হিন্টস দিয়েছেন। তারা আরও বলেছেন যে চীফ মিনিষ্টারের কয়েকজন এজেন্ট আছেন, তারা বাদে আর সবাই এটাকে সমর্থন করবেন। কিন্তু আমি বলছি যে সরকার বেকারদের বেকারত্ব দূর করবার জন্য চেষ্টা করছেন এবং ভূমিহীনদের জন্য ভূমি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেজন্য একটা কমিটিও হয়েছে এবং উনাদের অনেকেই ঐ কমিটির মেম্বার হিসাবেও আছেন। তাছাড়া সরকার এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য নানা রকম পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। সরকার থেকে এমন একটা সার্কুলারও দেওয়া হয়েছে যে খাস জমি যেখানে আছে, ফরেষ্ট থেকে যে জমি বের হয়ে আসবে সেগুলি যাতে স্ব স্ব সাবডিভিশনে যে সব ভূমিহীন আছে তাদের মধ্যে যেন বিলি বন্টন করা হয়। উনারা কিন্তু এসব কথা এখানে বলছেন, বাইরে গিয়ে অবশ্য এসব কথা বলবেন না। কেন না বেকার হচ্ছে আরও হবে এবং সরকারও সেই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করে চলছেন। এসব কারণে এখানে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। সমর্থন করতে পারি না এই কারণে যে তারা একটা নারী বাহিনী তৈরী করেছেন এবং যদি কোথাও কোন ঘটনা ঘটে তাহলে তারা সেখানে ঐ নারী বাহিনীকে এগিয়ে দেবেন। তার কারণ হচ্ছে বে-আইনী কোন কাজ করতে গেলে সেখানে পুলিশ যাবে আর পুলিশ গেলে পরে হয়তো কোন কোন কারণে লাঠি চার্জ করতে হবে, কাজেই যদি এই নারী বাহিনীকে আগে দেওয়া হয় তাহলে পুলিশ তাদের উপর লাঠি চার্জ করবে, তখন তাদের বলতে সুবিধা হবে যে পুলিশ নারীদের উপর লাঠি চার্জ করেছে, নারীদের উপর অত্যাচার করেছেন। এটা ঐসব সমাজদ্রোহীদের একটা রাজনৈতিক চাল আর এমনি ভাবে তারা এখানে সেখানে গোলমাল সৃষ্টি করে চলছে। কেন না যদি সাধারণ মানুষের কাছে বলা হয় যে পুলিশ নারী নির্যাতন করেছে, তাহলে ঐসব সরল মানুষেরা সেটা সহজে বিশ্বাস করে ফেলবে এবং তাদের মনে একটা সরকার বিরোধী উত্তেজনা গড়ে উঠবে। কাজেই মাননীয় সদস্য একজন জনপ্রতিনিধি, তিনি কেমন করে শুনা কথার উপর নির্ভর করে এই ধরণের বক্তৃতা এই হাউসের মধ্যে রাখতে পারেন. সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না এবং এটা উনার পক্ষে বেমানান হয়েছে বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি ঐ এ্যামেণ্ডমেন্টের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে যে একটা ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন তার সংগে সংগে ঐ এলাকার মাননীয় সদস্য যে আলোচনা করেছেন, সেটা যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিবেচনা করে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে সোনামুড়া এলাকাতে কতগুলি বেকার যুবক তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন। তাদের সেই দাবীগুলির মধ্যে আছে তাদের চাকুরী দিতে হবে আর যাদের চাকুরী দেওয়া যাবে না, তাদেরকে বেকার ভাতা দিতে হবে, এটাই হল তাদের প্রধান দাবী। তাছাড়া এমন আরও অনেকগুলি দাবী আছে যেগুলি ঠিক তাদের দাবী হতে পারে না। যেমন ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের প্রবলেম, সোনামুড়া এলাকার উন্নয়নের প্রবলেম আর এমন অনেক দাবী। তারা এগুলি তাদের আন-এমপ্লয়মেন্টের সুযোগে পলিটিক্যালী মটিভায়েটেড হয়ে রেখেছেন।

আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—যেমন ল্যাণ্ড লেসদের কথা, হায়ার সার্ভিসের কথা, হাই স্কুল এ্যাক্সটেনশানের কথা ইত্যাদি তারা তাদের দাবীগুলির মধ্যে রেখেছেন। কিন্তু আমি বলি এই বেকারদের চাকুরার দাবী এবং তাদের বেকার ভাতার দাবী ছাড়া আর যে বাকীগুলি রইল, সেগুলি তাদের কোন উপকারে আসবে ? এগুলির দ্বারা তো তারা সরাসরী কোন উপকার পাবে না। অথচ তারা পলিটিক্যালী মটিভায়েটেড হয়ে এই দাবীগুলি তাদের দাবীর মধ্যে রেখেছেন।

তারপরে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু এখানে বলেছেন কতগুলি ফাউণ্ডেমেণ্টাল রাইটের কথা। যেমন রাইট অব স্পীচ, রাইট টু এ্যাসেম্বল ইত্যাদি গণতান্ত্রিক মানুষের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট। আমি বলব তারা তো তাদের এই রাইট নিয়ে সেখানে বন্ধের ডাক দিয়েছেন এবং তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য জনসাধারণের কাছে যেখানে সেখানে বক্তৃতা রাখছেন এবং তাদের ডিমাণ্ডগুলি সরকারের কাছে পেশ করেছেন এবং সেখানে সোনামুড়াবাসীও তাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। আর একটা জিনিষ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল সরকারী কর্মচারী, দে হ্যাভ অলসো ফাউণ্ডামেণ্টাল রাইটস বাট দে আর ডিউটি বাউণ্ড টু দি গভর্ণমেণ্ট। আজ যেখানে তারা কাজ করতে যাচ্ছে সেখানে যদি কোন যুবক তাদের বাধা দেয় তাহলে সেটাও তাদের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটের উপর বাধা দেওয়া হবে। কেন না কাজ করাটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তাদের এই অধিকারের উপর যদি কেউ বাধা দিতে আসে তাহলে সেখানে যে সরকারী অফিসার আছেন, তাকে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে যাতে করে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ হতে পারে। এসব বলে আমি সেই বেকার যুবকদের ডিমাণ্ডগুলিকে সাপ্রেস করছি এমন নয়, আমি তাদের ডিমাণ্ডগুলিকে সাপোর্ট করছি। কিন্তু তারা পলিটিক্যালী মটিভায়েটেড হয়ে যে সব এ্যাক্টিভিটিস করে চলছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না।

দুঃখের বিষয় তাদের সেই এ্যাক্টিভিটিজ একটা প্রভোকেশন। কেন এটা হল ? সেখানে স্কুলে কিংবা অফিসে সরকারী কর্মচারী তার ডিউটি দিচ্ছে সেখানে যদি কেউ ডিষ্টার্ব করতে আসে এবং সে যদি সেখানে হেল্প বা প্রটেকশান চায় ফ্রম দি গভর্ণমেণ্ট তাহলে গভর্ণমেণ্ট ন্যাচারেল কোর্সে সেখানে স্টেপ নিচ্ছে। তার জন্য যে ইনসিডেণ্ট হয় সেই ইনসিডেণ্ট হওয়া উচিত নয়। তার জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে উপায় নাই এবং তার জন্য রিয়েল ফ্যাক্টসকে বের করার জন্য আজকে গভর্ণমেণ্ট থেকে মেজিস্টারিয়াল এনকোয়ারীর জন্য যে বন্দোবস্ত আমাদের সরকার করেছেন সেটা বের হওয়ার পর যদি ইফ দি পিপল আর নট সেটিস্ফায়েড, আপ টু দ্যাট টাইম দে ক্যান ডিমাণ্ড ফারদার জুডিসিয়াল এনকোয়ারী। আণ্টিল অ্যাণ্ড আনলেস দিস কমিটিস রিপোর্ট ইজ প্রেসড সেটা হতে পারে না। অতএব আমি মনে করি জুডিসিয়াল এনকোয়ারীর কোন প্রয়োজনীয়তা নাই এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now the Hon'ble Chief Minister may exercise his right of reply.

Shri U. K. Roy—Mr. Speaker, Sir, I want to speak.

Mr. Speaker—How much time will you require ?

Shri U. K. Roy—10 minutes. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব লম্বা বক্তৃতা দিবার জন্য দাঁড়াইনি। আমি দাঁড়িয়েছি যে দুঃখজনক ঘটনা, যে শোচনীয় ব্যাপার আলোচনার জন্য উত্থাপন করা হয়েছে তার প্রতি যে আমার সহানুভূতি আছে সেটা দেখাবার জন্য। আজ এখানে আমরা যতই গণতন্ত্রের দিকে বা ডেমক্রেটিক সোশ্যালিজমের দিকে অগ্রসর হচ্ছি ততই দেখা যাচ্ছে এখানে শিশু হত্যার পরিমাণও বাড়ছে। এর আগেও কমলপুরের ফায়ারিংএ শিশু হত্যা হয়ে গেছে, আগরতলাতে হয়ে গেছে, সোনামুড়াতে হয়ে গেল। আবার কোথায় হবে ঠিক নাই। মাননীয় সদস্য দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী মহাশয় জুডিশিয়াল এনকোয়ারীর উপর খুব জোর দিয়ে একটা অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন। আমি ভেবে পাই না যে তাতেই বা কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। কারণ ২' দুটো জুডিসিয়াল এনকোয়ারী হয়ে গেছে এখানে। তাতে কয়েক লক্ষ টাকা গিয়েছে। তাতে আমার মত গরীবেরও সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল। কি হল ? রিপোর্ট হয় নি তো। জুডিসিয়াল এনকোয়ারীর রিপোর্ট বের হয় নি। কাজেই এটাতেও কিছু হবে না। তার অর্থ হল এখানকার সরকার, আমাদের সরকার. কারণ আমিও রুলিং পার্টির মধ্যে আছি কিন্তু আমাদেরও দৃষ্টিভংগী অদ্ভুত রকমের দৃষ্টিভংগী। আমরা আমাদের অফিসারদের সীল্ড করব না। তাদের কাছ থেকে বেষ্ট সার্ভিস আমরা নেব, তাদের কাজের বেষ্ট এপ্রিসিয়েশন আমরা নেব। কিন্তু যেখানে তারা দোষ করবে সেটাও সীল্ড করব, সেটা ঠিক দৃষ্টিভংগী নয়। যদি জুডিসিয়াল এনকোয়ারীর রিপোর্ট টা বের হত, পাবলিক যদি জানতে পারত তাহলে সরকারের কি ক্ষতিটা হত ? মিঃ মুনসীর মত ভেটেরান জজ, তাঁকে নিযুক্ত করে, কমলপুরের কেসে আমাদের এখানকার জুডিশিয়াল ডিসট্রিক্ট জাজকে নিযুক্ত করে, যদি রিপোর্ট বের না করা হয়, তবে এনকোয়ারীর প্রয়োজনটা কি ? যদি যদি প্রমাণ হয় যে এই লোকটার বা অফিসারটার উপর চার্জ আছে তাতে সে দোষী তাহলে তার শাস্তি হোক। তাতে পাবলিকের কনফিডেন্স গভর্ণমেন্টের উপর আসে। আর যদি তিনি নিষ্কৃতি পেয়ে যান তাহলে পাবলিক জানতে পারলো যে গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে সমস্ত কিছু করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কিছুই করা যায়নি, তার দোষ প্রমাণিত হয় নি। তাহলে কি ক্ষতিটা হত ? কিন্তু এই যে ঢাক ঢাক গুড় গুড় তাতে এই যে তিনটি ছেলেকে গুলি করা হল তার কোন কিছু বের না করাতে লোকে কিছুই জানতে পারল না। একটকে করা হল গুলি প্যারাডাইজ চৌমুহনীতে [illegible] কোন ইনসিডেন্স ছিল না। সেখানে তাকে গুলি করে মারা হল। এখন অবশ্য এটা আণ্ডার ট্রায়াল নয়, এটা শেষ হয়ে গেছে। এতে কি সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ছে ? না এই ধারণাই হচ্ছে যে সরকার যত দুষ্কৃতিই করুক সব ধামা চাপা দেওয়া হয়। সরকারকে কি দিয়ে জাজ করবে ? আর মুখ্য মন্ত্রী বা মন্ত্রীরা, তারা নিজেরা হাত দিয়ে কয়টা কাজ করেন ? সবইতো কর্মচারীদের দিয়ে করতে হয়। অফিসারেরা যদি ভালভাবে নির্দোষভাবে কাজ করে তাহলে তো ভালোই। কিন্তু তাদের দোষের জন্য যদি তাদের আমরা শাস্তি না দিই, তাতে একটা কর্ম-

চারীকে আমরা রক্ষা করলাম অন্যায়ভাবে আমি বলব। যদি সে নির্দোষ থাকে তাহলে তাকে একশবার প্রটেকশন দিতে হবে। কিন্তু দোষ হলেও তাকে রাখতে হবে সেটাতো সরকারের একটা ফল্স প্রেষ্টিজ। এটা তো বৃটিশের হেরিটেজ। এটাকে এখনও আমরা কাঁধে নিয়ে বেড়াব কেন। এইটুকু বুকের পাটা নেই কেন আমাদের, এতে ভীত হওয়ার কি কারণ আছে আমাদের? আজকে ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেট এনকোয়ারী করতে গিয়েছেন, কিন্তু জনসাধারণ তাতে সহযোগিতা করছে না, কারণ তাদের বিশ্বাস নাই। সেটা তো আমরাও দেখেছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। আমি নিজে যেখানে সাক্ষী, দুনিয়াশুদ্ধ লোক বললেও মানব না। এম, এল, এ, হোষ্টেলের যে ঘটনা হয়—

Mr. Speaker :— It is irrelevant Hon'bl member.

Shri U. K. ROy :— Not irrelevant, it is absolutely relevant. তখনও পুলিশ মন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট দিলেন সেটা সংগে সংগে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম :—

Mr. Speaker :— No, no, this is irrelevant

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :— এবং আমি বললাম যে আপনি যেখান থেকে ষ্টেটমেন্ট আরম্ভ করলেন তার আগে তো ইনসিডেন্ট হয়ে গেছে, সেটা উল্লেখ করলেন না? তিনি জবাব দিলেন যে আমার পুলিশ রিপোর্টে-এর বেশী কিছু পাইনি। তাহলে তিনি পুলিশ সম্বন্ধে বিচার করবেন, পুলিশের অ্যাকশান সম্বন্ধে বিচার করবেন পুলিশ রিপোর্টের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু আমি নিজে যা বললাম এবং আই অ্যাম দি ম্যান হু ওয়াজ আসলটেড আমার কথাটাই অবিশ্বাস করব। আমি কার কথা বিশ্বাস করব? এই যে মেন্টালিটি, কেন ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেটের সংগে পাবলিক কো-অপারেট করছে না? তা এই মেন্টালিটির জন্য। তাতে কি আমরা সরকারের ভাল করছি না মন্দ করছি এটা বুঝা দরকার। আর এই সময়ে কোন রেসপনসিবল পুলিশ অফিসার সেখানে ছিল? আর একটা কথা মনে উঠে—সেখানে কে ফায়ারিং এর অর্ডারটা দিল? মেলাঘরের যে ফায়ারিং হল হু ওয়াজ দি রেসপনসিবল অফিসার টু গিভ দি অর্ডার অব ফায়ারিং? আর কি হয়েছিল, কি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল ১১/১২ বছরের ছেলেরা? কিন্তু কথা হল এই এখানে তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়েছে। তার আগে দুইটি রিজুল্যাশান দেওয়া হয়েছিল। দেবেন্দ্র বাবুর রিজুল্যাশান এখানে পুরোপুরি ছিল। কিন্তু জানিনা কি হয়েছে। এটা হতে পারে, মাননার মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে এটা সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি, তাই তিনি তাড়াতাড়ি একটা মোশান নিয়ে আসলেন। রিজল্যুশান আনতে হলে নোটিশ লাগে, সেই টাইম নাই, কাজেই মোশান নিয়ে আসলেন। আর সেটা যেভাবে লিষ্ট অব বিজনেসে ইনকলুড করা হল সেটা আরও অশোভনীয় ক্ষিপ্রতা আমি বলব, এটা বিজনেসের লিষ্টে ইনক্লুডেড হয়ে গেল। এতে বুঝা যায় ওটা আগে ডিসকাশন হয়ে যাক—এটা ইনোসেন্ট ডিসকাশন আমি বলব, কারণ এটাতে হাউসের ওপিনিয়ন রেকর্ড করা চলবে না। কাজেই এই যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন তার উপর যে বক্তব্য রেখেছেন. হাউসের ওপিনিয়ন এই সম্বন্ধে রেকর্ড থাকুক। অনেকে ফ্যাক্ট সম্পর্কে বলেছেন, সুতরাং আমি মনে করি এটা রেকর্ড করা উচিৎ এবং মাননীয় সদস্য দেবেন্দ্রবাবু যে জুডিশিয়্যাল এনকোয়েরীর কথা

বলেছেন সেটা হওয়া উচিৎ। তবে ওটা ঐখানে করে তার যে রিপোর্ট সেটা দেওয়া দরকার। যদি সেটা না দেওয়া হয়, তাহলে বৃথা টাকা পয়সা খরচ করে—আর টাকা পয়সা লেভিশলি খরচ হয়, এই ব্যাপারে, সুতরাং সেটা করে লাভ নেই। তাই আমি বলব যে জুডিশিয়্যাল এনকোয়েরী যাতে করা হয় এবং তার রিপোর্ট যাতে দেওয়া হয়, একথা বলে, দেবেনবাবু যে এ্যামেণ্ড করেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি যে জুডিশিয়্যাল এনকোয়েরী করা হউক।

Shri Prafulla Kr. Das :— Mr. Speaker Sir,

Mr. Speaker :— Please speak ten minutes only. Time at our disposal is very short.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা মোশান মুভ করেছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে যে ষ্টেটমেন্ট রেখেছেন—সো ফার ইনফরমেশান গেদার করা গেছে, তার ভিত্তিতে তিনি ষ্টেটমেন্ট রেখেছেন এবং প্রকৃত যে ঘটনা সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য চৌধুরী মহাশয় যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ষ্টেটমেন্টে কার্যকরণ ব্যাখ্যা করে মেজিষ্ট্রিয়েল এনকোয়েরীর ব্যবস্থা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, আমার মনে হয় প্রকৃত ঘটনা—সেটা মেজিষ্ট্রেট অশোকনাথ, যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে এনকোয়েরীর জন্য, কাজ তাতে করেই হবে এবং ঘটনার সত্যাসত্য নিরুপণ করার পক্ষে এটা যথেষ্ট হবে, এর উপর জুডিশিয়্যাল এনকোয়েরীর কোন আবশ্যকতা নেই। সুতরাং তিনি যে এ্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করেছেন এটার সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না।

উনি মেলাঘরের ঘটনা বলতে গিয়ে যেভাবে ঘটনাকে বিকৃত করেছেন সেটা অত্যন্ত দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের। মেলাঘরের যে অবাঞ্ছিত ঘটনা, আমার মনে হয় এই ঘটনা মানুষ হিসাবে সেটা দুঃখজনক এবং এই ব্যাপারে সকলেই এবং চীফ মিনিষ্টার সেই ঘটনায় ছেলে হত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যে ঘটনা এই ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী এবং যারা দায়ী, আজকে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে অনুরোধ করব হাউসে এবং হাউসের বাইরে যে সাধারণ মানুষ, তাদের শুভ বুদ্ধির কাছে আবেদন করব আজকে যেভাবে প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা চাকুরী জীবি, কৃষক, শ্রমিককে এবং জনসাধারণকে অশান্তির মুখে, বিশৃঙ্খলার মুখে ঠেলে দিচ্ছে, এতে মারামারি, হানাহানি বাড়বে, সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা জানি সোনামুড়ার বেকার যুবকেরা সোনামুড়া বন্ধ আহ্বান করেছেন এবং তারা অনেকগুলি দাবীর উল্লেখ করেছেন, সেই দাবীগুলি যদি কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ পাঠ করেন, তাহলে দেখা যাবে তার পিছনে বেকার সমস্যা সমাধানের যতটুকু প্রয়োজন তার থেকে বড় প্রয়োজন হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করা। কোন একটা পলিটিক্যাল পার্টির ভেষ্টেড ইনটারেষ্ট এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। কারণ তারা বেকার সমস্যার কথা বলেননি। এ্যাপলরী, কৃষক, মজদুর, যুবক সমস্ত কিছু এর মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন। তারা দাবী করতে পারেনা যে আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার, এই সরকার যারা গরীবের ছেলে, মেহনতি মানুষের ছেলে, শ্রমিকের ছেলে আছে, সেই সমস্ত এলাকাতে স্কুল স্থাপন করেছে, তাদের ছেলেদের ষ্টাইপেণ্ড দিচ্ছে, বিনা পয়সায় তাদের পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিয়েছে

তাদের উন্নতিকল্পে সরকার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই যে ছেলেরা অক্ষম তাদের ব্যাপক ঢালাও সুযোগ করে দিয়েছে, এটা কি সরকার তাদের মারার জন্য করেছে? যদি মারার জন্য হত, তাহলে আজকে এই ঢালাও ষ্টাইপেণ্ড, বৃত্তির ব্যবস্থা সরকার নিশ্চয়ই করতেন না। কাজেই ছেলেদের, যুবকদের মারার ব্যবস্থা এই সরকার--শচীন সিং সরকার করেছে সেটা ব্যক্তিগত গ্রাজ থেকে বলা যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এছাড়া এই ঘটনার ব্যখ্যা করতে গিয়ে উনারা বলেছেন যে ছাত্ররা এটাতে পার্টিসিপেট করেছিল এবং তারা সেখানে গিয়েছিল সেই বন্ধের আহ্বানকে সাকসেস করার জন্য। কিন্তু আমরা জানি সেখানে বেকার যুবক ছিল, ছাত্র ছিল এবং অনেক রাজনৈতিক মটিভেটেড উদ্দেশ্য প্রণোদিত মানুষও ছিল এবং তাদের প্ররোচনায় এইসব ছাত্র সেখানে পার্টিসিপেট করেছে। উনারা এখানে গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, গণতন্ত্রের অধিকারের কথা বলেছেন, তাতে আছে ফ্রিডম অব স্পীচ, ফ্রিডম অব এসোসিয়েশান, এইসব কথা মাননীয় সদস্যদের কেউ কেউ বলেছেন। তারা তাদের যুক্তি দিয়ে, দাবী দিয়ে তা বলতে পারেন যে, তোমরা আমাদের সমর্থনে বন্‌ধ পালন কর। কিন্তু কি দরকার আছে একজন'এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকারী অফিসে হামলা করার? অফিসে যাওয়ার পুল উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা জানি সেখানে বড় বড় গাছ ফেলে রাখা হয়েছে যাতে মানুষ ব্লক অফিসে যেতে না পারে। এই যে পরিকল্পনা সেটা সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানাতে পারত যদি যুক্তি দিয়ে দাবী জানাতে পারত যে আপনারা বন্‌ধ পালন করুন, তাহলে কি প্রয়োজন ছিল পুল উড়িয়ে দেওয়ার, জোর করে অফিস থেকে বের করে দেওয়ার, কি প্রয়োজন ছিল কাগজপত্র জড় করে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার বা অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে বলে ভয় দেখানোর? সরকারের সম্পত্তি সরকার এষ্টাব্লিশ করেছে, প্রতিষ্ঠা করেছে, অফিসার দিয়েছে মানুষের কাজের জন্য, তাদের রক্ষা করবার জন্য পুলিশ। সমস্ত মেহনতি মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, তাদের ছেলেদের কল্যাণে তাদের প্রয়োজনে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই ব্লক অফিস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে আজকে ঐ অফিসাকে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা ব্যবস্থা করেছিল। কিছু বিভেদকামী, বিচ্ছিন্নকারী সমাজদ্রোহী মানুষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তিকর কাজ করার জন্য ছাত্র, যুবককে সামনে রেখে নিজেদের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তা করেছেন, নতুবা পুল নষ্ট করার কারণ ছিল না। তিনি অনেকগুলি কথা বলেছেন. ব্যক্তিগত গ্রাজ থেকে অতিরঞ্জিত করে বলেছেন। মেলাঘরের জনসাধারণ'এর সংগে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেখানকার জনসাধারণ দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বেকাররা ন্যায্য দাবী করবে, সেইজন্য দোকানপাট জোর করে বন্ধ করে দেবে--উনারা যে ডেমক্রেটিক রাইটের কথা এখানে বলেছেন আমি স্বাভাবিক-ভাবে তাদের জিজ্ঞাসা করব যে এটা কোন ধরণের ডেমোক্রেটিক রাইট। আমার কাছে স্বাভাবিকভাবে আবেদন জানাবে, আমার ইচ্ছা হলে দোকান বন্ধ রাখতেও পারি আবার নাও রাখতে পারি, তার নামই হচ্ছে ডেমক্রেসী, ফাণ্ডামেণ্টেল রাইট বলতে তাই আমরা বুঝি, কিন্তু এই রাইট কারা খর্ব করল? এই সমস্ত ছাত্র, যুবক কতকগুলি সমাজদ্রোহী

মানুষের প্ররোচনায় আজকে মানুষের যে অধিকার—ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট তার উপর হস্তক্ষেপ করতে গেছে। আমাদের মানুষ শান্ত, নিরীহ বলে এই যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে একদল মানুষ তাদের মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেছে, জোর করে অফিস বন্ধ করেছে, স্কুল বন্ধ করেছে, সরকারের জিনিষপত্র নষ্ট করেছে, এই জিনিষটা অন্ততঃ আমাদের সাধারণ মানুষের বুঝা উচিত কারা তাদের ছেলেদের নিয়ে তাদের জান-প্রাণ নিয়ে এইরকম জুয়া খেলা খেলছে? আজকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে আমাদের টাউন-বন্দরে এবং গ্রামে যে সব সরকারী সম্পত্তি আছে তার উপর যেভাবে হামলা চলছে তারজন্য এই সমস্ত সরলমতি ছেলেরা প্রকাশ্যভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে এইসবে অংশ গ্রহণ করেছেন। তার পিছনে যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না থাকতো তাহলে এই ধরণের নিরীহ ছেলেরা এইসব অবুঝ অল্প বয়সের ছেলেরা এই কুকর্মে লিপ্ত হতে পারত না। আজকে সারা দেশের মধ্যে একটা ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে এবং সারা দেশের মানুষের মধ্যে একটা দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা ভবিষ্যৎ ভেবে নিজেদের বিরতবোধ করছে। আজকাল আমাদের ছেলেরা যেভাবে দুষ্কৃতিমূলক কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাতে যেমন কিছু সংখ্যক বেকার আছে, তেমনি আবার কিছু সংখ্যক ছাত্রও আছে। আমরা যদি গত কয়েকদিনের কথা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যা অনেকদিন আগে ঘটেছে. বিশেষ করে যুক্তফ্রণ্টের আমলে তারা যেভাবে বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কাজে উস্কানী দিয়েছিল, এখন সেই স্রোত যেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এসে গেছে।

মিঃ স্পীকার—আপনি এ্যামেণ্ডমেন্টের উপর আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—স্যার, আমি এখানে যে কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা উঠেছিল সেগুলির জবাব দিতে চেষ্টা করছি। যা হউক আপনি আমাকে যে ১০ মিনিট সময় এ্যালট করেছেন, তার মধ্যেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চেষ্টা করছি। কাজেই বন্ধুগণ, এই স্রোত আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে এসে লেগেছে। আমাদের ত্রিপুরা একটা গরীব রাজ্য তারমধ্যে অনেক গরীব উপজাতি এবং অ-উপজাতি ছেলে-মেয়েরা রয়েছে, তাদের শিক্ষার প্রসারের জন্য আমরা অতি কষ্টে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলাম, কিন্তু আমরা দেখছি যে, বাপের বা অভিভাবকের আহ্লাদের ছেলেমেয়েরা সেগুলিকে ধ্বংশ করে দেওয়ার কাজে লেগেছে। তার পিছনে বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য আছে। আমাদের মাননীয় সদস্যরা সেইসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা না করে তারা অতি-রঞ্জিত করে বলেছেন যে, জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে ছেলেদের, মেয়েদের, শিশুকে, বৃদ্ধকে এবং অন্যান্য মানুষকে। আজকেই মাত্র উনার মুখ থেকে এইসব কথা শুনলাম, এর আগে মেলাঘরের কোন লোকের মুখ থেকে এসব কথা শুনিনি। কাজেই আমার মনে হয় তিনি যেন রাগের চোটে তাঁর যুক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, এবং তাঁর কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। তারপর আর একজন মাননীয় সদস্য যখন তাঁর বক্তৃতা রাখতে উঠেছিলনে, তখন তিনি অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটের কথা বলতে গিয়ে একেবারে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি এমনভাবে রেগে গেছেন এক

জায়গাতে তিনি বলেছেন যে কে কি খেয়ে এসেছেন। তাতে আমার মনে হয় যে তাঁর একটা যে মিনিমাম কার্টেসী দেখাবার কথা সেটাও তিনি মনে হয় দেখাতে পারেন নি। কাজেই বন্ধুগণ আমি উনার এই সব কথার প্রতিবাদ করে বলছি যে উনারা এখানে এসব কথা বলতে পারেন না।...

(ইন্টারাপশান)

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি এখানে বলেছেন যে কে মদ খেয়ে এসেছে ? এটা তো বসে আলোচনা হয়েছিল এবং এটা রেকর্ড করা হয়নি। কাজেই তিনি এসব কথা এখানে কি করে বলতে পারেন, উনার এটা উইথ ড্র করে নেওয়া উচিত।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ড্র দি এটেনশান অব দি অনারেবল স্পীকার এ্যাবাউট দি ভার্শান অব দি অনারেবল মেম্বার—মদ খেয়ে এসেছেন। কে মদ খেয়ে এসেছেন এই কথা তিনি বলেন নি।

মিঃ স্পীকার :—তিনি বলেছেন কে কি খেয়ে এসেছেন, এই কথা তিনি বলেন নি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, যে কথা রেকর্ড করা হয়নি, সেকথা তিনি এখানে কেন বলবেন ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :—আমার মনে হয় সেই দিন মেলাঘরে যে ঘটনা ঘটেছে তারাই সেখানে প্রসেশানকে লীড করেছিল, তারাই ধ্বংশাত্বক কার্য্যকলাপকে লীড করেছিল আর আজকে তাদেরই সেই প্রতিধ্বনি আমরা এই হাউসে শুনতে পাচ্ছি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাকে ভিতরে রেখে। আজকে তারা মেলাঘরের ঘটনাকে সামনে রেখে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে চাইছেন। কেন না তিনি এখানে যে একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী ল্যাণ্ডলেসদের কথা বলেন, কিন্তু তিনি তাদের জন্য কি করেছেন ? আজকে আমাদের এই ত্রিপুরাতে যে লাখ লাখ লোক আসল, তারা পাকিস্তান থেকে ল্যাণ্ড নিয়ে আসেনি আমাদের এই সরকারই তাদেরকে এখানে ল্যাণ্ড দিয়েছেন এবং টাকা দিয়েছেন যাতে করে তারা ভালভাবে পুনর্বাসন পেতে পারেন। আমরা আরও জানি যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ১৯ হাজার জুমিয়া পরিবারকে সরকার থেকে ল্যাণ্ড দেওয়া হয়েছে, টাকা দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের এর আগে কোন জমিজমা ছিল না। কিন্তু সরকার তাদেরকে জমিতে সেটেল্ড করেছে। এটাই তো প্রমাণ করছে যে কোথায় মেলাঘরের ঘটনা আর কোথায় ভূমিহীনদের পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা। আজকে এই কথাগুলি বলার আমার কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু আমাকে বলতে হচ্ছে এই কারণে যে তারা এখানে এসব অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারগুলি তুলে ধরেছেন। কাজেই বন্ধুগণ, আজকে ডেমোক্রেসীকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে বলে মাননীয় সদস্য যে ভাবে উত্তর দক্ষিণে হাত নেড়ে নেড়ে বলছেন অভিনয়ের ভঙ্গিমায় যে উত্তর, দক্ষিণে, পূর্ব, পশ্চিমে ডেমোক্রসী শেষ হয়ে গেছে। আজকে যদি সত্যি ডেমোক্রেসী শেষ হয়ে যেত তাহলে তিনি নিশ্চয় এ ভাবে এই হাউসের মধ্যে দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিমায় বলতে পারতেন না। যেহেতু আমাদের ডেমোক্রসী আছে সেহেতু উনার পক্ষে এভাবে বলা সম্ভব হয়েছে। ডেমোক্রেসী আছে এবং থাকবেও, কারণ আমরাই হচ্ছি এই ডেমোক্রেসীর ধারক ও বাহক এবং আমরা এই ডেমোক্রেসীকে রক্ষা

করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে চলছি। অথচ উনারা এই ডেমোক্রেসীকে ধ্বংশ করতে চাইছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসে আমার মোশান রেখেছি এবং সেই সঙ্গে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে, তার বিরোধীতা করছি। কেন বিরোধীতা করছি? তার জবাব দিতে গিয়ে এখানে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেছে। সেটা হল যে সমস্ত গরুর পাল তার গরুর শ্রী বৃদ্ধি করবার জন্য চেষ্টা করে, সেই অনুসারেই সেটা বর্ধিত হয়. সুন্দর হয়। কিন্তু একদল লোক আছে, তারা গো জাতিকে হত্যা করে, বিষ খাইয়ে মারে। কেন মারে? মারে তাদের নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করবার জন্য। তাই এ' অজ্ঞান ছেলে মেয়েদের মেরে যদি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহলে তাদের লোকসান হওয়ার কথা তো নয়, আর তারাই হল এই ধরণের লোক। কাজেই যারা নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গরু মারে, তারা হয়তো তার চামড়া থেকে কিছু উপকার পাবেন, এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এসব করেন। ঠিক এমনিভাবে তারা সেই শিশুকে এবং যুবককে যারা নাকি আমাদের সমাজের একটা বিরাট সম্পত্তি, তাদেরকেও সেভাবে পয়েজন করেন, পয়েজন করেন এজন্য যাতে তাদের চামের উপর দিয়ে সব কিছু চলে যায়। কারণটা যেমন আমি নিজেও জানি, তেমনি উনারাও জানেন। আমি কেন এই কথা বলছি, বলছি এই কারণে আমরা প্রায়ই এক ধবণের পাখীকে আকাশে উড়তে দেখতে পাই, যার নাম হল শকুন। সেই শকুন যতই আকাশে উড়ে বেড়াক না কেন, তার দৃষ্টি হল নীচের দিকে, যেখানে নাকি মরা জীব আছে এবং মরা দেখলেই তার ভীষণ আনন্দ হয়। সে জন্য আমার মনে হয় তারা যখন তাদের বক্তৃতা রাখতে ছিলেন, তাদের এ্যামেণ্ডমেন্টেব পক্ষে কিছু বলতে ছিলেন তখন কোন একজন মাননীয় সদস্য আমাদের এই ষ্টেটের সরকারকে ফেসিষ্ট সরকার বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ফেসিষ্ট সম্পর্কে তার কোন ধারনাই নাই। তাই তাদের যে ফ্যাসিষ্টরূপ সেটাকে যখন রুখতে যাওয়া হচ্ছে তখন তারাও ফ্যাসিষ্ট শক্তি দিয়ে, সমাজ বিরোধী শক্তি দিয়ে, কন্‌ষ্টিটিউশান বিরোধী শক্তি দিয়ে সেখানে ক্ষেপে উঠেছিল। কেন না তারাই আবার এখানে বলেছেন এবং চেলেঞ্জ করছেন। কিন্তু আমরা জানি যে ত্রিপুরার মানুষ গণতন্ত্রকে ভালবাসে এবং গণতন্ত্রকে স্নেহ করে। আজকে আমরা তাদের এ' স্নেহ ও ভালবাসা নিয়েই এখানে আছি এবং যেদিন তাদের স্নেহ আমাদের প্রতি থাকবে না, তাদের ভালবাসা আমাদের প্রতি থাকবে না, সেদিন আমাদের আর এখানে থাকবারও কোন সম্ভাবনা থাকবে না। তাই তাদেরকে এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ইলেকশানের সময়ে, সেই ইলেকশান একটা নয় দুইটা নয়, চারটা ইলেকশান এখানে হয়ে গেছে এবং সেই ইলেকশানগুলির মাধ্যমে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষেরা আমাদেরকে স্নেহ করে ভালবাসা দিয়ে এখানে এনেছেন, তাতে যদি তাদের রাগ হয়, তাহলে আমিও নাচার, আমার এর চাইতে আর বলার কিছু নেই। কিন্তু তারা চাইছে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবার জন্য সেজন্য একটা শক্তি এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কারণ তাদের যে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা, তাদের যে কার্য্যকলাপ সেটা প্রকৃত গণতন্ত্রের বিরোধী। অতএব গণতান্ত্রিক মানুষ যারা তাদের কাছে আমি আবেদন রাখছি যে আমরা যেন চিন্তাধারা ঠিক রেখে

তাদের ফাঁদে পা না দিই, আমরা যেন গণতন্ত্রকে বিপন্ন না করতে চেষ্টা করি। কাজেই আমার যে বক্তব্য এখানে পেশ করেছি এবং সেই সাথে সাথে আমি পেশ করেছি যে ম্যাজিস্টা-রিয়াল এনকোয়ারী হবে এবং যদি কেউ দোষী হয় তাহলে নিশ্চয়ই তার শাস্তি হবে। এইযে একটা ব্যাপার হয়েছে শিশু তো দোষী নয়, তার মা তো দোষী নয়—দোষী হচ্ছে যারা গণতন্ত্রকে আঘাত করছে শিশুকে সামনে নিয়ে এবং নিজেরা পেছনে থেকে শিশুকে লেলিয়ে দিচ্ছে, হয়ত বেকারকে লেলিয়ে দিচ্ছে। বেকারীর সমাধান করতে হবে। শ্লোগান কি? 'বন্ধ কর'। দোকান পাট বন্ধ কর, তাহলে বেকারী সমাধান হবে। তাদের কথা হচ্ছে আমি যখন চাকরী পাই না তখন কোন লোককে কাজ করতে দেব না। দুধ ওয়ালাকে দুধ বেচতে আমি দেব না, ফল ওয়ালাকে ফল বেচতে দেব না, তরকারী ওয়ালাকে তরকারী বেচতে দেব না। এ কি রকমের বেকারী ঘুচাবার পরিকল্পনা? অতএব আমার যখন চাকরী নাই তখন কাউকে রোজগার করে খেতে দেব না। আর যদি কেউ খায় তাকে ঠেঙ্গাব। সেটা সমাজ কোনদিন মানবে না; মানতে পারে না। সে জন্য এ' সমস্ত চিন্তাধারা নিয়ে ষড়যন্ত্রস্বরূপ যারা কাজ করতে চায় ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের সেই দাবীকে মানে না, মানতে পারে না। ত্রিপুরার মানুষ গণতান্ত্রিক মানুষ। অতএব আমি তাহা বিশ্বাস করি। এক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কর্মচারীকে সীলড্ করা হচ্ছে। যদি কোন কর্মচারী অন্যায় করে তাহলে নিশ্চয় তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সান্ড কোন্খানে করা হয়েছে তা যদি তিনি বলতে পারতেন তা হলে বুঝতাম। তিনি বলেছেন হোষ্টেল অ্যাফেয়ার্স। সেখানে তার অন্তর্দাহ হচ্ছে। তার বিবৃতি আমি দিয়েছি, তা কনডেম করেছি এবং তাদের কাছে আমি অপরাধ মার্জনা চেয়েছি, এখনও হাউসে বলছি। কিন্তু তবু তাতেও তাদের অন্তর্জ্বালা প্রশমিত হয়নি। সুতরাং বুঝা যায় যে অন্তর্জ্বালা থেকেই এই কথাটি হচ্ছে। অ্যামেণ্ডমেন্টকে সাপোর্ট করার জন্য নয়। তিনি বলেছেন মিনিস্টারিয়াল মোশন কি হবে। এখানে তিনি তিনটা কথা পড়েছেন। এই মোশনটা হল তাদের গাত্রদাহের একমাত্র কারণ। কেন যে সেটা হল তা আমি বুঝলাম না। কেন মিনিস্টারিয়াল মোশন হবে না, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে রেফার করব না। উই আর আণ্ডার দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট, উই আর আণ্ডার দি লেফটেনান্ট গভর্ণরস রুল এটা আমি মাননীয় বন্ধুগণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এবং প্রত্যেকটি অ্যাফেয়ার্সে আমাদের পার্লামেন্টকে উত্তর দিতে হবে। ষ্টেট অ্যাফেয়ার্স অথবা সেনট্রাল অ্যাফেয়ার্স হোয়াটেভার ইট মে বী। অতএব সেই জায়গাতে নানারকম চিন্তা করছেন, ভাবছেন। তিনি কি বলছেন? যে ঘৃণা, বিদ্বেষ রেখে অন্তরে কোনদিন সত্য পথে বা গণতান্ত্রিক পথে চলা যাবে না। বুদ্ধিবৃত্তি সেইপথে চলে না। কারণ যখন মানুষের ক্রোধ হয় তখন সে তার বিচার বিবেচনা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। তাই আমার মনে হচ্ছে যারা অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন তারা ক্রোধোদীপ্ত হয়ে সেটা এনেছেন এবং ক্রোধোদীপ্ত হয়ে তারা কোথায় যাচ্ছে, তারা চিন্তা হারিয়ে ফেলছেন। তারা বলছেন ফ্যাসিজম। হ্যাভ ইউ সীন ফ্যাসিজম? হোয়াট ইজ ফ্যাসিজম? আর উই সাপোর্টিং দি কলোনীয়াল পাওয়ার? কাকে উল্লেখ করে বলছেন? ডেমক্রেটিক একটা গভর্ণমেন্টকে বলছেন? তা হলে মনে হচ্ছে এই যে তারা যে ফ্যাসিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই পরিকল্পনা এই সরকার মানবে না,

মানতে পারে না। তাদের ইচ্ছাই ইচ্ছা, তাদের কথাই কথা। যদি আমার কথা না শুনতে চাও তাহলে তোমাকে ঠেঙ্গাব। এইরকম একষ্ট্রিমিষ্টকে জনসাধারণ দাবাবে, তাদিগকে আমরা ধ্বংস করব, তারা গণতন্ত্রের শত্রু। একষ্ট্রিমিষ্ট যারা, নকশালাইটস যারা, এ রকম অ্যাকটিভিটিজ করবে people আর টু টেকেল দেম, people আর টু এনিহিলেট দেম, people আর টু ইরাডিকেট দেম। সমস্ত ত্রিপুরায় জনসাধারণ এই ব্যবস্থা করবে এবং সেই অনুসারে চলবে। কারণ আমরা জানি যে তারা গণতন্ত্রের শত্রু, সমাজের শত্রু। অতএব মাননীয় যারা সদস্য আছেন তাদিগকে আবার চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব যে মেজিষ্ট্রিরিয়াল এনকোয়ারী মানে এই নয় যে এটা প্রেজুডাসিয়াল। তাদের সেটা চিন্তা ধারা হতে পারে, তারা তা ভাবতে পারে। কিন্তু মেজিষ্ট্রিরিয়াল এনকোয়ারী হচ্ছে সব জায়গায় টু এনকোয়ার অ্যাবাউট দি ফ্যাক্ট। কোথাও বলা হয়েছে যে তাদের আমরা সাজা দেব না? তারপর বলা হয়েছে দু-দুটো জুডিসিয়াল এনকোয়ারী হয়ে গেল! জুডিসিয়াল এনকোয়ারী আমরাই করিয়েছি তার প্রসিডিউর আছে। সেই প্রসিডিউর অনুসারে কি মানা করেছি যে সেটা দেব না? তবে সেটা কেন বলছেন? বলছেন এই জন্য যে নন্-ডেমক্রেটিক যে পাওয়ার তাকে উত্তেজিত করা, সেই একষ্ট্রিমিষ্ট যারা, দেশের যে শত্রু তাদের উস্কিয়ে দেওয়ার জন্য, মানুষ মারার মেশিনটাকে উস্কিয়ে দেবার জন্য এবং ডেমক্রেসীকে ধ্বংস করার জন্য। তারা তা করছেন তাই এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। ত্রিপুরার বুকে যে ডেমক্রেটিক গভর্ণমেণ্ট আছে তাকে আঘাত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চিন্তাধারা নিয়ে এনেছেন। সেজন্য এটার বিরোধিতা করছেন। এর দ্বারা গণতন্ত্র বিপন্ন হবে, যারা এন্টি সোস্যালিষ্ট তাদের পাওয়ার শক্তিশালী হবে। অতএব সেজন্য আমি বন্ধুদের কাছে আবেদন করব ডেমক্রেসিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়ে, এই অ্যাড-জোর্ণমেণ্ট মোশন আনা হয়েছিল আগে। তারপর আনা হয়েছে এটা। সেজন্য আমি গণতান্ত্রিক প্রত্যেক মানুষের কাছে আবেদন করব, রাগের বশে, হিংসার বশে, বিদ্বেষের বশে অন্ধ হয়ে যাতে আমরা গণতন্ত্রকে আঘাত না করি। সেই আবেদন করে আমি অ্যামেণ্ডমেণ্টের বিরোধিতা করছি এবং এই মোশনে ষ্টিক করছি।

Mr. Speaker :—Now I am putting the amendment to vote. The question before the House is that the amendment moved by Shri Debendra Kishore Choudhury and Shri Aghore Debbarma after the word 'consideration' on the subject of the incident at Melaghar the following should be added— 'and having considered the same the House requests the Government of Tripura for Judicial Enquiry' Now as many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice— AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(Voice-NOES)

Noes have it. NOES have it, NOES have it. The amendment is lost.

Shri Debendra Kishore Choudhury and some others:—'AYES' have it Sir.

Mr. Speaker :— I am satisfied that NOES have it.

The amendments moved by Shri Debendra Kishore Choudhury and Shri Aghore Deb Barma are lost.

Mr. Speaker :— There is another motion of the Hon'ble Sachindra Lal Singh. I would call on Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion that incident at Dumbur area regarding Mizo attack on 2nd July, 1970 be taken into consideration. Hon'ble Chief minister, I have allotted half an hour for this motion.

শ্রী এস. এল. সিংহ—গত ২রা জুলাই বেলা তিন ঘটিকায় আনুমানিক ১৫০ জন মিজো বিদ্রোহীর একটি দল গোমতী প্রকল্প জল বিদ্যুৎ এলাকার অন্তর্ভুক্ত তীর্থমুখ, রামভদ্রবাড়ী, যতনবাড়ী, নূতনবাজার এই চারটি জায়গায় এক সাথে আক্রমণ চালিয়েছিল। এই আক্রমণ পরিচালনার ব্যাপারে মিজো বিদ্রোহীগণ পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তাদের সাহায্য পুষ্ট এবং তাদের দ্বারা তারা পরিচালিত হয়েছিল। এন, পি, সি, সি'র সম্পত্তি এবং সরকারী সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ চার লক্ষ টাকা। আক্রমণ কারীরা নিজেদের চারটি ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিল। এক একটি দল পৃথক পৃথক ভাবে তীর্থমুখ, রামভদ্রবাড়ী, যতনবাড়ী, নূতনবাজারে আক্রমণ চালায়। তারা আক্রমণ চালিয়েছিল এক সাথে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পূর্ব্বোক্ত জায়গাগুলি পূর্ব্ব দিকে পাকিস্তানের সীমানা থেকে দূরত্ব হচ্ছে ৭, ৫, ৯ এবং ১০ মাইল। জানা গিয়েছে যে ১লা জুলাই সন্ধ্যার কোন এক সময়ে আক্রমণকারীরা ভগবান টীলা এবং ঋষ্যবাড়ীর মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে সীমান্ত পার হয়েছিল। পাহাড় এবং জংগল পেরিয়ে তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে মিলিত হয় তারপর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় তারা আনুমানিক ২-৩০ মিনিটের সময় পৌঁছে ছিল বলে মনে হয়। একই সাথে আক্রমণ চালাবার মতলব তাদের ছিল এবং তীর্থমুখে চারটি জেনারেটারের মধ্যে যে একটি দ্বারা যতনবাড়ী এবং তীর্থমুখ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত, সেটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছিল এবং চারটি জেনারেটারের মধ্যে একটিকে বিকল করে দিয়ে তীর্থমুখ'এ বাতি নিভিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ইহার পর দ্রুত তারা নির্বিচারে গুলি চালায় এবং লুটতরাজ করতে থাকে।

চারদিক থেকে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল বলে রাত্রির অন্ধকারে তাদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই। তীর্থমুখ পাওয়ার হাউসে হাল্কা মেসিনগান এবং রকেট যোগে আক্রমণ চালায়। পাওয়ার হাউসের মধ্যে দুইটি—প্রত্যেকটি ১০০ কে, ভি শক্তি সম্পন্ন এবং দুইটি, প্রত্যেকটি ৫০ কে, ভি শক্তি সম্পন্ন জেনারেটার ছিল। দুইটি ৫০ কে, ভি শক্তি সম্পন্ন জেনারেটোরের মধ্যে একটিতে তারা অগ্নি সংযোগ করেছিল যার ফলে বিদ্যুত পরিচালনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এক সাথে সমস্ত আলো নিভে যায়। গোমতী বিদ্যুত প্রকল্প এলাকায় সীমান্তের উপর আমাদের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী জোয়ান রয়েছে। গোমতী এলাকার সন্নিকটবর্তী নূতন বাজার এলাকায়ও আরেকটি সি, আর, পি প্লাটুন ছিল। এ এলাকার বিস্ফোরক মজুদ ভাণ্ডার এবং এ এলাকা পাহারা দেওয়ার জন্য। তাছাড়া যতন-

বাড়ীতে একটা পুলিশ ফাঁড়ি ছিল এবং তার নিকটে একটা আর্মড পুলিশের প্ল্যাটুন ছিল। তাহারা রামভদ্রবাড়ীর বিস্ফোরক মজুদ ভাণ্ডার এবং যতন বাড়ীর সরকারী ক্যাশ ঘরটি রক্ষা করেছিল। কর্ম্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য যতনবাড়ী ক্যাশ ঘরে তিন লক্ষ টাকা ছিল। আমাদের পুলিশ বাহিনী বাধা দানের ফলে সরকারী টাকা সম্পূর্ণ রক্ষা হয়েছে। আক্রমণ-কারীরা হালকা মেশিন গান এবং রকেট থেকে পর্যাপ্ত ভাবে গুলি বর্ষণ করায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর রাইফেলের দ্বারা গুলি বর্ষণ কার্যকরী হয় নাই। হানাদাররা ২ ইঞ্চি ব্যাস কতকগুলি জলন্ত মরটার নিক্ষেপ করেছিল এবং তার ফলে কতকগুলি দোকান পুড়ে যায়।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে আক্রমণকারীরা অতি আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করেছিল। তারা প্রায় ১০,০০০ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করেছিল। তার মধ্যে ৩.৫ রকেটস এবং দুই ইঞ্চি ব্যাস মরটার ব্যবহার করা হয়েছিল। তাদের পরিত্যাক্ত প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র শস্ত্রের খালি বাক্স, ও পাঁচটি ফিল্ড রকেটের পরিত্যাক্ত পিছনের অংশগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। আক্রমণকারীরা পলাইবার সময় দুইটি মাইনমও ফেলে যায়। সেইগুলি ডুমরে বাড়ীতে পাওয়া গিয়েছে।

গোলামাধ্বাড়ীতে কয়েকটি সিগারেট কেস্, নস্যের কৌটা পাওয়া যায়। সেগুলি পাকিস্তানিদের দ্বারা লুণ্ঠিত বলিয়া প্রমাণিত হয়।

আক্রমণকারীরা তীর্থমুখের একটি জেনারেটার নষ্ট করে দেয়। তাদেরকে যারা বাধা দিতে এগিয়ে আসে, তাদের প্রতি তারা নির্ম্মম হয়ে উঠে এবং এর ফলে আমাদের চারজন খালাসি প্রাণ হারায়। তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়েছে। তীর্থমুখের কয়েকটি অস্থায়ী আবাসে হানাদাররা আগুণ ধরিয়ে দেয়। হানা-দারেরা যতনবাড়ী এবং করইছেরার যন্ত্রপাতির কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে নাই। আক্রমণ কারীরা এক সংগে হ্যামিলটন ব্রীজ এবং পাওয়ার হাউসের কিছু যন্ত্রপাতি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

তীর্থমুখে চারজন নিহত খালাসী ছাড়াও আরও সাতজনকে আহত অবস্থায় যতনবাড়ী প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ১০ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই আক্রমণে ৫৯৮ জনের ১২০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়। ক্ষয় ক্ষতির যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাতে দেখা যায় ১৭,৯০৫ টাকা নগদ এবং ১,৩০,২২৫ টাকার বেসরকারী সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। প্রাথমিক হিসাব মত এন, পি, সি, সি'র সম্পত্তি সহ সরকারী সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ৪ লক্ষ টাকা।

জনসাধারণের মনোভাব পুনরুদ্ধারের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আক্রমণের দিন অর্থাৎ ২রা জুলাই থেকে ত্রাণকার্য্য সুরু হয়ে যায়। এই পর্য্যন্ত ৬,৪৫০ টাকা ক্ষয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া চার জন মৃত ব্যক্তির পরিবারকে প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, ইতিমধ্যে তাদের সাহায্য হিসাবে ৫০০ শত টাকা প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে এবং বাকী টাকা পাঁচটা কিস্তিতে দেওয়া হইবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ঋণ হিসাবে ৩৯,৫০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়েছে। উপরিউক্ত চারজন মৃত ব্যক্তির পরিবারের মধ্যে তিনটি পরিবারের

একজনকে শিক্ষকের পদে এবং দুইজনকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ব্যাপকভাবে এলাকা ঘুরিয়াছেন এবং জনসাধারণের মনোবল পুনরুদ্ধারের জন্য সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে কয়েকজন স্থানীয় ব্যবসায়ী বিপন্নদের সাহায্যের জন্য চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়ে অবিলম্বে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন এবং তাদের সাহায্য করেছিলেন। তার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ত্রিপুরা ও পূর্ব পাকিস্থানের সীমান্ত বরাবর যে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ফাড়ি ছিল ১৯৬৯-৭০ সনে, ১৯৬৯ সনে বুলংবাসা আক্রমণের পর আরও দুই কোম্পানি সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সেখানে যোগ করা হয়েছিল। সেখানে একটি সি, আর, পি প্লাটুনও ছিল এবং প্লাটুনটি বিস্ফোরক দ্রব্যাদি রক্ষা করিয়াছিল। তাছাড়া সেখানে ত্রিপুরা আর্মড পুলিশের একটা প্লাটুন এবং অস্ত্র বিহীন একটি পুলিশ ফাড়িও তার কাছাকাছি ছিল। তদুপরি কাছাকাছি একটি ছোট্ট পুলিশ ফাড়িও ছিল। আক্রমণকারীরা তাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তা-না হলে তারা আরও অগ্রসর হতে পারত এবং আরও ক্ষতি সাধন করতে পারত।

এই লুঠতরাজের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে . লা শাসক এবং পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং একসাথে সেখানে রক্ষী বাহিনীও পাঠান হয়। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর দুইজন কমাণ্ডারকে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং প্রকল্পের কাছাকাছি যে কমাণ্ডার ছিলেন তাকে নিজস্ব কোম্পানী সহ অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। ২রা জুলাই সীমান্ত পুলিশ ফাড়ি ঐ এলাকাটা তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালায়। রাইমা অঞ্চলের একটা পেট্রল পার্টি লুঠতরাজের খবর পেয়ে সকাল আটটায় রওয়ানা হয়ে ১২টার মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌছায়। বৃষ্টির জন্য এবং নূতনবাজার এবং অমরপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুইটি ফেরি পার হতে তাদের বিলম্ব ঘটে। যাই হউক তারা অফিসার সহ এই পার্টি বেলা ১২টার সময় যতনবাড়ী পৌছায়। এই জায়গায় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ছাড়াও আরও অতিরিক্ত জোয়ান সেখানে দেওয়া হয়েছে। একটা পৃথক ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সেখান বসানো হয়েছে। যতনবাড়ীতে একজন এস, আই, একজন এ, এস, আই এবং ১২ জন কনস্টেবল সহ একটা পুলিশ ক্যাম্প চালু করা হয়েছে। তীর্থমুখেও অনুরূপ একজন এস, আই এবং ছয়জন কনষ্টেবল সহ একটী আউট পোস্ট বসানো হয়েছে। পশ্চিম বংগের নিরাপত্তা আইন বিধান অনুসারে সমস্ত গোমতী জল বিদ্যুত এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী সরাসরি মিজো বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছে। এমন কি এই লুঠতরাজের সময় তারা সংগে ছিলেন। তাই ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারের নিকট নিম্নলিখিত প্রতিবাদ পত্রটী ১।৭।৭০ ইং তারিখে প্রেরণ করেন।

"২রা জুলাই ভোরে প্রায় তিনটার সময় পাকিস্তান ট্রেনিং সম্পন্ন প্রচুর সংখ্যক মিজো বিদ্রোহী পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে গোমতী জল বিদ্যুত এলাকায় প্রবেশ করে। এই বিদ্রোহীগণ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। তারা ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ করে এবং অগ্নি সংযোগ করে। এমন কি জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অভ্যন্তরে যে

সমস্ত রোগী ছিল তাদের লক্ষ্য করে পর্যাপ্ত পরিমানে গুলি ছুঁড়েছে। আক্রমণকারীরা যাবার সময় পাকিস্তানী সিগারেট কেস এবং নস্তের কৌটা রেখে যায়। পাকিস্তানের এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং আক্রমণের ফলে সাংঘাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। আমরা পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত এবং প্ররোচিত মিজোদের এই ধরনের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই।"

গত ৯ই জুলাই প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে এখনও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। সম্পত্তি এবং জীবন হানির দরুণ ক্ষতিপূরণের দাবী করার সম্পূর্ণ অধিকার এই সরকারের আছে।

আক্রমণকারীদের সাথে নকসাল পন্থী বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের যোগসাজসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও এমন কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যাতে বুঝা যায় যে স্থানীয় কিছু লোক তাদের সাহায্য করেছে। কিছু সংখ্যক লোককে বন্দী করা হয়েছে।

গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্প আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারে সেটা সরকার অবহিত ছিল। ১৯৬৯ইং সনে বুম্বাসা ঘটনার পর সরকার সাধ্যানুযায়ী গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুই কোম্পানী প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। যতনবাড়ী এবং গোমতীর মধ্যবর্তী এলাকায় দুই প্লাটুন রাখা হয়েছে। এই পুলিশের বাধা দানের ফলে গোমতীর বিস্ফোরক মজুদ দ্রব্যাদি এবং যতনবাড়ীর তিন লক্ষ টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছে।

আমাদের বর্তমান ভৌগলিক অবস্থায় সীমান্তবর্তী যে কোন এলাকাই আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু হতে পারে। রাজ্যের সমস্ত সীমান্ত এলাকাকে পরিপূর্ণ নিরাপদে রাখা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। আমাদের সমস্ত মহকুমা শহরগুলিই সীমান্তের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। ঐ অঞ্চল দুর্গম হওয়ায় এখানে যে কোন বিদ্রোহীর পক্ষে লুকিয়ে থাকা অতি সহজ। অন্যান্য স্থানে একান্ত প্রয়োজন থাকা সত্বেও ভারত সরকার অবশ্য আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সংকুলান করেছেন। আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। এই বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রশ্নটা বিবেচনা করা হয়েছিল। প্রকল্পের নিরাপত্তা এবং সীমান্তের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলে বিবেচিত হওয়ায়, অনুরূপ একটা তদন্ত হওয়া উপযুক্ত নয় বলে সরকার মনে করেন। অবশ্য সরকার এমনিতে গোপন তদন্ত করেছেন এবং নিরাপত্তা আরও জোরদার করার ব্যবস্থা করেছেন।

ত্রিপুরা সীমান্তের অন্যান্য জায়গায় অনুরূপ ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সম্প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিষয়ে আমরা সতর্ক এবং সজাগ রয়েছি।

Mr. Speaker— Any member like to participate in the debate ? Shri Bidya Ch. Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—স্যার, এই মোশানটার উপরে আমার একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট ছিল, আমি তার উপর কিছু বক্তব্য রাখতে চাই।

Mr. Speaker— Your amendment motion has been disallowed.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই মোশানটার উপর

একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছিলাম যাতে করে এই সরকারের কুকর্মগুলি এখানে প্রকাশ করা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার—আপনার এ্যামেণ্ডমেন্ট ডিস-এ্যালাউ করা হয়েছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা— সেটা আমি জানি স্যার। কাজেই এই সরকার সেখানকার মানুষের নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল যেখানে নাকি এই ডম্বুর প্রজেক্ট এর উপর আমাদের সারা ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কারণ আমরা বিগত ২০ বছরে দেখে আসছি যে ধর্ম্মনগর, কাঞ্চনপুর, ছাঁমনু এবং বলংপাশা প্রভৃতি বর্ডার অঞ্চলে একের পর এক মিজো ও সেংক্রাকদের আক্রমণ ঘটে চলছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই শাসক গোষ্টির পক্ষ থেকে, যারা নাকি মানুষের কাছে নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবী করে আসছে, নিজেদের সমাজবাদী বলে দাবী করে আসছে, তাদের নিরাপত্তার তেমন কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি। আমরা জানি না এই সরকার সেইসব অঞ্চল থেকে গত দুই বা তিন বছরে কতজন সেংক্রাককে আটক করতে পেরেছে এবং কতজন মিজোকে আটক করতে পেরেছে এবং সেইসব অঞ্চলে আমাদের যে সব নিরীহ নাগরিক বসবাস করছে তাদের ঐ মিজো ও সেংক্রাকদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কোন প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে কিনা, সেটাও আমরা জানি না। কিন্তু পক্ষান্তরে আমরা দেখে আসছি যে ডম্বুর প্রজেক্ট এরিয়াতে যে সব লোক বসবাস করছে তারা গত ২৫শে মার্চ্চ তারিখে সেখানকার প্রজেক্ট অফিসারের কাছে এবং ত্রিপুরা সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছে যে আগামী কিছু দিনের মধ্যে সেই সব জায়গাতে মিজো এটাক হতে পারে। কিন্তু সরকার এই ধরণের খবরাখবর জানা সত্বেও সেই ডম্বুর প্রজেক্ট এরিয়াতে আমাদের যে সব কর্মিরা কাজ করছেন বা সেই এরিয়াতে যে সব লোকজন বসবাস করছেন, তাদের রক্ষার জন্য কোন প্রয়োজনীয়তাই মনে করেন নি। তাদের রক্ষার পরিবর্ত্তে সরকার সেখানে যে সব সরকারী কর্ম্মচারী আছেন, তারা তাদের বাঁচার দাবীতে যে আন্দোলন করছেন, তাদেরকে ঠেঙ্গাবার জন্য সেখানে অবশ্য কিছু পুলিশকে মোতায়েন করেছেন। কিন্তু সেই পুলিশদের হাতে কোন বন্দুক পর্য্যন্ত সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তুলে দিতে চান নি, তাদেরকে কিছু লাটি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই পুলিশেরা সেখানে প্রতিবাদ করেছিল যে আমরা শুধু লাটি দিয়ে কর্মচারীদের আন্দোলনকে রুখতে পারব না, আমাদের বন্দুকও দিতে হবে। একজন এস, আই, পুলিশ আমার কাছে এইসব কথা বলেছেন। তাই আমি সরকারকে হুসিয়ার করে দিতে চাই যে আমাদের সেখানে যে পরিকল্পনার কাজ চলছে, সেটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে সেজন্য সেখানে যে সব লোকজন কাজকর্ম করছেন তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যেন করা হয়, আর তা না হলে আমাদের সেই পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেওয়ার উপক্রম হবে। আমি যখন সেখানে যাই তখন সেখানকার প্রজেক্ট অফিসারও বলে ছিল যে এখানে একটা আক্রমণ হবে, সেটা আমরা আগে থেকেই জানতে পেরেছি এবং সরকারকেও সেই ভাবে জানিয়ে দিয়েছি। এই কথাটা সেখানকার এস, ডি, ওকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সরকার সেখানকার নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করেন নি। আমি যখন সেখানে যাই তখন নুতনবাজারে কয়েকজনকে বলতে শুনেছি যে এই আক্রমণ থেকে কংগ্রেসীদেরও রেহাই হবে না। কাজেই এই সরকারের কার্যাকলাপ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মধ্যে একটা বিরাট অনাস্থার

ভাব গড়ে তুলছে এবং তাতে করে তাদের জনপ্রিয়তা মানুষের মধ্যে কতটুকু আছে সেটা তারা অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারবেন। কাজেই সরকার এই ধরণের আক্রমণের সংবাদ জেনেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করাতে আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে যে ক্ষতি হয়েছে এবং সেখানে মিজোদের আক্রমণে যে কয়জনের প্রাণ দিতে হয়েছে, সেজন্য সরকারই দায়ী। তারপরে সেখানে যে লোকটার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না বলে সরকার বলছিলেন তাকে সেইখানেই পাওয়া গেছে প্রায় ৭ দিন পরে। সেই লোকটার একটা অংশ পুড়ে গেছে, আমি নিজেও সেদিন সেখানে ছিলাম। আমি যেদিন গিয়ে পৌঁছি সেখানে গিয়ে দেখি যে সেখানে যারা ওয়ার্কার তারা টিনগুলি ওল্টাতে ওল্টাতে ডেড বডিটা পায়।

মিঃ স্পীকার :— আশা করি আপনি বক্তব্য শেষ করেছেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— দুই মিনিট। আমি যখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম তখন ডি. এম. সাহেব গিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম যে যাদের বাড়ীঘর আক্রমণ করেছে তাদের রিলিফের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু তিনি তা না করে যা কিছু ছিল তাই দিলেন—কাউকে ৫০ টাকা কাউকে ১০০ টাকা। সেখানে গিয়ে দেখলাম দুর্নীতির একটা প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কোন অফিসারকে প্রশ্ন করলাম যে আপনাদের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে গভর্ণমেন্টের। তিনি বললেন যে আমার কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারপর আমি তীর্থমুখে চলে যাই। এইভাবে তারা জনগণের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। নতুনবাজারের কাছাকাছি একজন ডাক্তার তার শরীর পুড়ে গেছে। তিনি এখনও মরেননি, হাসপাতালে আছেন। কিন্তু এর জন্য এই শাসকগোষ্ঠীর কোন সদস্য তাদের বোঝাবার জন্য বা তাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ পর্যন্ত করেন নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি শেষ করুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— শেষ তো করবই। সারাদিন চালার এই কথা তো বলছি না। আপনাদের ত্রুটি যদি বলতে হয় তাহলে ১০ মিনিট কেন আরও বেশী বলব। আমরা একটু আগে বার বলেছিলাম বলে আপনি প্রতিবাদ করেছিলেন। লজ্জায় মুখ একেবারে রাঙা হয়ে উঠে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— কে অপরাধ করল, কে অপরাধ করল না সমস্ত কিছু আলাপ আলোচনা করবার জন্য আমরা এখানে এসেছি।

শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার :— পয়েন্ট অব অর্ডার। তিনি মাননীয় স্পীকারের দিকে লক্ষ্য না করে মাননীয় সদস্যদের দিকে কাঠ পেন্সিল দেখিয়ে বলছেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— যাই হোক এখানে আমি বক্তব্য শেষ করছি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন নাই এবং সমগ্র ত্রিপুরার উন্নতি চাননা তাদের অবশ্য সায়েস্তা করতে হবে। সে জন্য ভবিষ্যতের জন্য শাসকগোষ্ঠীকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে যাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিজো আক্রমণ বলে ডুম্বুর প্রজেক্টের উপর যে আক্রমণ হয়েছে সেই আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। আমি বলব যে আমরা যেটা বলছি মিজো আক্রমণ—ইহা গতিকারের মিজো আক্রমণ কিনা এটাই আমাদের দেখবার বিষয়। মিজো পাহাড় অমরপুর সীমানার কাছে নয়। আমরা দেখছি তারা সরাসরি নিশ্চয় পাকিস্তান থেকে এসেছে অথবা কয়েকদিন আগে আসতে আসতে এসে ত্রিপুরার যে সব পঞ্চম বাহিনী আছে তাদের যোগাযোগে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ করবার জন্য ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। এই দুয়ের একটা সত্যি হবে। আমার মনে হয় অমরপুরের কাছে পাকিস্তান থেকে তারা অনুপ্রবেশ করেছে। এই অনুপ্রবেশের পেছনে ভারতীয় কোন পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ রয়েছে কিনা তাও আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার এবং পাকিস্তান সরকারের কাছে এই ব্যাপারে নিয়ে একটা তীব্র প্রতিবাদ—

Mr Speaker :— Border security matters cannot be discussed in the House. This is a matter relating to the border.

Shri S. L. Singh :— Speaker, Sir, I have given a statement and in that statement I have narrated facts and on that fact member may be permitted to speak.

Mr. Speaker :— He may narrate the incident. But he is dealing with the border.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি পাকিস্তানের কোন অনুপ্রবেশকারী আছে কিনা সেগুলি অনুসন্ধান করার জন্য। শুধু অমরপুর অঞ্চলে নয়, বিলোনীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিলোনীয়ার শহরাঞ্চলে, বিলোনীয়ার গ্রামাঞ্চলে এইভাবে একটা ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। যদি পাকিস্তান থেকে না আসত তাহলে হয়ত এই ত্রাসের সঞ্চার হত না। ত্রিপুরার জনসাধারণের মধ্য থেকে এই ত্রাসের সঞ্চার হত না। মিজোর নাম করে পাকিস্তানের রাইফেল বাহিনীকে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের উপর হামলা চালিয়ে আমাদের ধন, প্রাণ নাশ করে চলে যাচ্ছে, আর লুটপাট করে চলে যাচ্ছে। শুধু তারা ত্রাসের সঞ্চার করে যাচ্ছে না, লুটপাট করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে। আমি সেইজন্যই বলছি যে এই আক্রমণ মিজো আক্রমণ নয়। কারণ মিজোরা মিজো পাহাড়ে থাকে, তারা ভারি ভারি অস্ত্রশস্ত্র কোথায় পাবে! ভারতবর্ষের এক অঞ্চল থেকে আরেকটা অঞ্চলে আক্রমণ করছে। তারা এ ভারী অস্ত্রশস্ত্র কোথায় পাবে? কিন্তু আমরা দেখছি ভারি ভারি অস্ত্রশস্ত্র এবং কিছু কিছু আধুনিক ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও আক্রমণ করছে বলে শুনা যায়। তাতে মনে হচ্ছে এই অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তান.........

মিঃ স্পীকার :— অনারাবল মেম্বার উওর টাইম ইজ ওভার.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— আর দুই মিনিট বলব। পাকিস্তান থেকে এসব অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে এবং সেইসব লোকজনকে পাকিস্তানীরা ট্রেনিং দিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সেইদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং

দরকার এবং প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার এবং বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা দরকার ভারতের তথা ত্রিপুরার অভ্যন্তরে এই জাতীয় পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ করার মত দল গড়ে উঠছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— Now I would request the Hon'ble Member to take his seat. You have spoken more than 10 minutes. Your time is over.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে আমি বলেছিলাম যে এ্যাসেম্বলী কি জন্য ডাকা হয়েছে, আপনি বলেছিলেন যে রুটিন ওয়ার্কের জন্য

মিঃ স্পীকার :— অনারাবল মেম্বার...

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। ঠিক এই পয়েন্টের উপর মাননীয় স্পীকার একবার মতামত দিয়েছেন। একই ব্যাপার নিয়ে তিনি পুনঃ আলোচনা করতে পারেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :— এই বিষয়ে আপনার সংগে পরে আলোচনা করব।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা মোশান এনেছেন, সেটা হচ্ছে—"the incident at Dumbur area on 2nd July, 1970 regarding Mizo attack be taken into consideration." তার সাথে আমার একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে—

"And having considered the same the House requests Government of Tripura for Judicial Enquiry." আমার এ্যামেণ্ডমেন্টটা রিজেক্ট করা হয়েছে—this Motion is a substantive mation. Substantive motion'এর উপর substitute motion হিসাবে আমি সেটা এনেছি। কিন্তু কেন সেটা হাউসে আনা হয় নাই, তার পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, strictly speaking it is not a substantive Motion. I would request you kindly to take your seat. I shall discuss on this with you in my chamber.

(Interruption)

Shri P. R. Das Gupta :— It is substantive Motion. তার উপর substitute motion আসতে পারে।

Shri S. L. Singh :—After the ruling of the Speaker whether any Member can speak or not.

(Interruption)

Shri Aghore Beb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে আমার একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট ছিল। ......(গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :—সেটা ডিসএ্যালাউড হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—সেটা ডিসএ্যালাউড হয়েছে, আমাকে তার উপর সুযোগ দেওয়া হলনা। এইভাবে হাউস চলতে পারেনা......

(গণ্ডগোল)

শ্রীপি. আর. দাশগুপ্ত :— ……(নট অডিবল)।

Shri S. L. Singh :—I would draw the attention of the Speaker wheather the Members should be named.

Mr. Speaker :—I would name the Members.

(Interruption)

Shri P. R. Das Gupta :—I shall leave the House

C. M. :—I move the motion that Sarbasri P. R. Das Gupta and Aghore Deb Barma be suspanded for the rest of the day.) The motion being put to vote was accepted)

Mr. Speaker :—I would request you to withdraw your selves from the House (Sri Aghore Deb Barma did not withdraw).

Shri S. L. Singh :—I would request the Hon'ble Speaker totake necessary steps.

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Member to withdraw himself from the House.

(Interruption)

Shri Aghore Deb Barma :— ……(Interruption)

Mr. Speaker :—I would request you to abide by my decision. His speech should be expunged from the proceedings of the day.

(Interruption)

GOVERMENT RESOLUTION.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Government Resolution. I would call on Shri Sachindra Lal Singh to move his Resolution that

(Interruption)

"While expressing statisfaction at the decision made by Smt. Indira Gandhi, Prime Minister of India to raise the status of the Union Territory of Tripura to that of a State and while appreciating that this action of the Prime Minister of India is in the interest of the development of Tripura and a step forward towards advancement of democratic socialism in India as a whole, this House requests the Ceneral Government to bring necessary Bill to that effect in the next session of the Parliament along with the case of Himachal Pradesh with a view to early implementation of the decision of the Prime Minister."

Mr. Speaker :—Please do not threaten me (towards Shri Aghore Deb Barma).

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker Sir, I beg to move that—

"While expressing statisfaction at the decision made by Srimati Indira Gandhi, Prime Minister of India, to raise the status of the Union Territory of Tripura to that of a State and while appreciating that this

action of the Prime Minister of India is in the interest of the development of Tripura and a step forward towards advancement of democratic socialism in India as a whole, this House requests the Central Government to bring necessary Bill to that effect in the next session of the Parliament along with the case of Himachal Pradesh with a view to early implementation of the decision of the Prime Minister."

(Interruption)

অনারাবল স্পীকার স্যার, এইখানে আমি একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। এই জন্য উত্থাপন করেছি যে এটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষের বাঁচার দাবী, অধিকারের দাবী। আজকে যারা এখানে চীৎকার করছেন এবং প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন না, তারা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের বিরোধী এবং তাদের সামনে যে আজকে এতবড় একটা দাবী রাখা হয়েছে যেটা ত্রিপুরার জনগণের বাঁচার প্রয়োজনে আনা হয়েছে, সেটা উত্থাপনে, যারা বাধা দিচ্ছেন তাতে আমি মনে করব তারা ত্রিপুরার স্টেটহুড চান না; তারা চায় না ত্রিপুরার জনসাধারণ রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা পান, কারণ তারা জানেন যে ত্রিপুরায় ষ্টেটহুড হলে পরে তারা যে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা ভীত। তাই আজকে তারা একসঙ্গে, একযোগে সংঘবদ্ধভাবে চিৎকার করে চলেছেন সেটকে বানচাল করার জন্য। কাজেই আমি ত্রিপুরার মানুষের কাছে আবেদন রাখব, আপনারা তাদেরকে চিনে রাখুন। তাদের ত্রিপুরার মানুষ ভুলবে না, ভুলতে পারে না। তারা আজকে ষ্টেটহুডের বিরোধিতা করার জন্য একযোগে এক সাথে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের বিরুদ্ধে বাধা দান করছেন। তারা চায় না ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হউক, তারা চায় না ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার জন্য এগিয়ে আসুক, ত্রিপুরার ২০ লক্ষ লোক রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হউক। এই ষ্টেটহুড ত্রিপুরার মানুষের প্রাণ ধারণা, তাদের বাঁচার দাবী। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের নিকট আবেদন রাখছি যে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে শক্তিশালী করার জন্য যে প্রস্তাব, তাকে সমগ্রভাবে একযোগে একসাথে সমর্থন করে এবং ইন্দিরা গান্ধীর যে ঘোষণা, সেই ঘোষণাকে জয়-যুক্ত করার জন্য হিমাচলের সাথে এক সাথে যাতে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন সেইজন্য আবেদন রেখে এই ঘোষণাকে সার্থক করুন। একথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে রিজলিউশানটা এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে আমি আমাদের ত্রিপুরাবাসীদের পক্ষ হতে আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর এই যে চেষ্টা আমাদের ত্রিপুরাকে একটা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া, তারজন্য তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর সেই সঙ্গে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে এই দাবী পূরণের জন্য ত্রিপুরার জনসাধারণ বহুদিন পূর্ব থেকে আন্দোলন করে আসছিল। আজকে আমাদের সেই দাবী পূরণ হতে চলেছে। বন্ধুগণ আজকে যখন আমরা ত্রিপুরার জন্য স্টেটহুডের দাবী করছি, এই স্টেটহুডের দাবী হচ্ছে ত্রিপুরার জনতার দাবী, ত্রিপুরার জনতার প্রাণের দাবী। আর এই দাবীকে ফলপ্রসু করার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে আমরা যে মোশনটা এনেছি, তাকে যখন আমা-

দের এই হাউসের সবার সমর্থন করার কথা এবং আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন, তার সেই পদক্ষেপকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের যখন আনন্দ প্রকাশ করার সময়, তখন আমাদের এই হাউসের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যেভাবে কেচ্ কেচ্ আরম্ভ করছেন, তাতে আমরা দুঃখিত না হয়ে পারি না। আজকে আমরা যখন আনন্দ প্রকাশ করছি আমাদের এই দাবী পূরণের জন্য, তখন আমাদের এই দাবীর বিরোধীতা করে স্টেটহুডের বিরোধীতা করে এই যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, যাদের আমাদের এই দাবীকে সমর্থন করার কথা তারাই আমাদের এই দাবীকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য এই হাউসের মধ্যে ক্রমাগত হৈ হল্লা করে চলছে। তাদের এই চক্রান্ত ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক জনসাধারণ বুঝতে পারে। আজকে আমরা এই গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক এবং আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এরা এই গণতন্ত্রের ধ্বংসকারী, তা আমাদের এই জনসাধারণ জানতে পারবেন। আজকে তারা সত্যিকারের গণতন্ত্রকে চান না, আজকে তারা সমাজতন্ত্রকে চান না। আজকে যখন আমাদের এই দাবী মেনে নেওয়া হল, তখন আমরা এই মোশনের মাধ্যমে ভারত সরকারকে অনুরোধ করতে যাচ্ছি যে হিমাচল প্রদেশের জন্য যখন পূর্ণ রাজ্যের বিল আগামী পার্লামেন্টের অধিবেশনে আসবে তখন যেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার বিলও ঐ একই সঙ্গে আসে।

এটা আমরা কেন করছি? তার কারণ হল এই, পূর্ণ রাজ্যের দাবী হল আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ লোকের প্রাণের দাবী এবং কেন না এটা হল গণতান্ত্রিক অধিকার আর তারই জন্য আজকে এখানে এই মোশান এনেছি। কিন্তু ঐযে তারা, যারা নাকি গণতন্ত্রের ধ্বংসকারী তারা আমাদের এই দাবীকে নস্যাৎ করবার জন্য, ইন্দিরা গান্ধীর হাতকে দুর্বল করার জন্য তারা এই হাউসে হৈ-হুল্লা আরম্ভ করে দিযেছে। তাই আমি এই হাউসের কাছে বলতে চাই যে তারাই হল আমাদের গণতন্ত্রের শত্রু এবং গণতন্ত্রের ধ্বংসকারী। কাজেই আজকে আমরা বুঝতে পারি না যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে মিটিং করে তারা কি করছে? আমরা যখন আজকে আমাদের প্রাণের গণতান্ত্রিক অধিকার পেতে চলেছি তখন তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা আঞ্চলিক কমিটি চাইছে শুধুমাত্র ট্রাইবেলদের জন্য। তারা সেখানে দাবী করছে যে ট্রাইবেলদের জন্য এখানে ফিফথ সিডিউল চালু করা হউক। কাজেই তাদের এই দাবী ত্রিপুরার জনতাকে একটা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। বন্ধুগণ,— আজকে আমরা ত্রিপুরার জনতাকে বুঝাতে পারব যে যারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলছে, সমাজবাদের কথা বলছে, তারা আসলে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র চায় না। আর যদি তা হত তাহলে তারা অন্যের বাক্-স্বাধীনতাকে এবং অন্যের মৌলিক অধিকারকে এমনি ভাবে নষ্ট করত না। কাজেই তারা কোন দিনই গণতন্ত্রের ধারক বা বাহক হতে পারবে না। তারা এখানে যেটা কায়েম করতে চায়, সেটা হল বৈদেশিক সমাজবাদ এবং এটাকে জোর করে এখানকার জনতার উপর চাপিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমরা তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে তারা যে ভাবে এদেশের মাটিতে অন্য দেশের সমাজবাদ জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়, তাতে করে এদেশে যে গণতন্ত্র চলছে, এদেশে যে সমাজবাদ চলছে তার পথকে তারা কোন দিনই রোধ করতে পারবে না এবং এটাকে বানচাল করাও যাবে না। তাই আমরা আশা করব এই যে গণতন্ত্র ধ্বংশকারীরা, আমাদের

ষ্টেটহুডের বিরোধীতাকারী, তারা আজকে জেনে নিক, বুঝে নিক যে আমরা নির্ব্বাচনে যেমনি করে গত নির্বাচনে আমাদের লিফলেটের মাধ্যমে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমাদেরকে যদি ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করা হয় তাহলে আমরা তোমাদেরকে ত্রিপুরার জন্য পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা আন্দোলন করে এনে দেব। আজকে আমরা আমাদের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে চলেছি এবং আশা করব যে আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে আমরা আমাদের জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেটাকে বাস্তবে রূপায়ন করতে পারব। বন্ধুগণ,— আজকে আমাদের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমরা অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেছি এবং বাকীটুকু যাতে অনতিবিলম্বে বাস্তবায়িত হয় তারই প্রচেষ্টা আমরা এই রিজলিউশানের মাধ্যমে করতে যাচ্ছি। তাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে যখন চাপ দিতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে আমাদের এই প্রাণের দাবী যাতে কার্য্যকর না হয় সেজন্য তারা এখানে এত চীৎকার, এত হৈ চল্লা শুরু করে দিয়েছে। কাজেই বন্ধুগণ, ত্রিপুরার জনতা তাদেরকে আগেও চিনতো এবং জানতো এখনও তারা ঐ গণতন্ত্র ধ্বংসকারীদের চিনতে পারবে এবং বুঝতে পারবে। কেন না, তারা ত্রিপুরার জন্য ষ্টেটহুডের চাইতে ঐ ফিফথ সিডিউলকে বেশী করে শ্রেয়ঃ মনে করছে। তাদের এই ধোকাবাজী জনতার কাছে শীঘ্রই ধরা পড়ে যাবে। আজকে ত্রিপুরার মানুষ ফিফথ সিডিউল চাইছেনা, তারা চাইছে ত্রিপুরার জন্য ষ্টেটহুড, এটাই ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের প্রাণের দাবী এবং এই দাবী আমাদের সংবিধানগত দাবী এবং এটা আমাদের সংবিধানগত অধিকার। এই দাবীকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমরা ত্রিপুরার ২০ লক্ষ লোক আজ বদ্ধপরিকর কিন্তু এখানে আমাদের বিরোধীপক্ষ যেভাবে হামলা আরম্ভ করেছে তাতে আমরা তাদেরকে গণতন্ত্রের শত্রু ভিন্ন আর কি আখ্যা দিতে পারি সেই ভাষা আমি এই মুহূর্ত্তে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি আশা করব, হাউসের মাননীয় সদস্যগন এই সত্যতা উপলব্ধি করে যে রিজলিউশান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মুভ করেছেন, তাকে আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করবেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ষ্টেটহুডের দাবীকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের মুখ্য মন্ত্রীর হাতকে আরও শক্ত করে তুলবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমুনসর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় যে রিজলিউশানটা মুভ করেছেন আমাদের ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে, তাকে আন্তরিকতার সহিত আমি সমর্থন জানাচ্ছি। কিন্তু বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যরা এই হাউসের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে ২০ লক্ষ মানুষের যে গণতান্ত্রিক দাবী তার শুধু বিরোধীতা করাই নয়, তাকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য যেভাবে হৈ হল্লা শুরু করে দিয়েছে, তাতে যে কোন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষই বেদনা বোধ না করে পারে না। তারা আজকে যেটা শুরু করেছে সেটা মানুষের গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেওয়ার একটা চেষ্টা মাত্র। এই বুঝি আপনাদের গণতন্ত্র ? এই বুঝি আপনাদের বড় বড় বুলি ? ত্রিপুরার কম্যুনিষ্টরা শুধু বিরোধিতাই করে না তারা মানুষের তোয়াক্কা রাখে না। ত্রিপুরার ২০ লক্ষ লোক এই কথা তাদের জিজ্ঞাসা করবে। জনসাধারণের কাছে আমরা বিচার দিলাম। জনসাধারণকে যে অধিকার আমরা দিয়েছি সেই অধিকারকে এই হাউসের মধ্যে, এই বিধানসভার মধ্যে অনর্থক হৈ চৈ করতে এসেছে তারা। এই আমার বক্তব্য।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে জনতার যে দাবী সেটা বাঁচার দাবী। তাই ২০ লক্ষ মানুষের সেই দাবীতেই ত্রিপুরাকে পুর্ণ রাজ্য দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে ঘোষণা করা হয়েছে যে ত্রিপুরা পুর্ণ রাজ্যের দাবী নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছে। সেটা মেনে নিতে কি বাধা আছে জানি না। তারা কেন এখানে চীৎকার করছেন, কেন এটাকে নিয়ে আলোচনা হতে দিচ্ছেন না, তা আমি জানি না। তারা দেশের শত্রু, এই প্রস্তাব যাতে হাউসে পাশ হতে না পারে সেজন্য হাউসের মধ্যে তারা হৈ চৈ আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পার্লামেন্টে ত্রিপুরার এই দাবী রাখছি। আর ত্রিপুরাবাসীর কাছে বলব এই কম্যুনিষ্ট পার্টি জনতার দাবীকে ধুলিস্যাৎ করতে চেয়েছিল। তারা আজকে পুর্ণ রাজ্যের দাবী সমর্থন করছে না।

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister may please give his reply.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার আইন করার কোন ক্ষমতা নেই। তাই ত্রিপুরার ষ্টেট কংগ্রেস তার ভিত্তিতে কৈলাসহরের রাজকুমার বনিক মহাশয়ের নেতৃত্বে ত্রিপুরার গণ অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে ত্রিপুরার বুকে গণতন্ত্র কায়েম করার জন্য ত্রিপুরা ষ্টেট কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলন চালায়। (নয়েজ) আর কম্যুনিষ্ট পার্টির তারা এই আন্দোলনকে বাধা দিচ্ছে, আজকে যে প্রস্তাব এসেছে, পার্লামেন্টে ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে ভাষণ দিয়েছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবে তারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের সেই পুর্ব্বেকার চেষ্টা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ ব্যর্থ করেছে, তারা আমাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। (নয়েজ)

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা মহাশয় আপনার চেয়ারে উঠে আপনার মাইক জোর করে ইউজ করেছেন। সেটা আমি মনে করি হাউসকে অপমান করা হয়েছে এবং স্পীকারের অধিকারকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে এবং তাঁর অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলে আমি তার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশন মুভ করছি।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members to withdraw from the House. (The Members did not listen to the order of the Speaker.) Hon'ble Member I have no other alternative than to name you two. I name Shri Abhiram Deb Barma & Shri Bidya Deb Barma.

Chief Minister—I move that the Members so named be suspended from the services of the House for the remaining period of the day.

The motion was put to vote and carried.
(The member concerned did not withdraw).

Mr. Spaaker :—I would request you to withdraw yourselves from the House,

(After the Speaker's repeated request failed, he ordered the Marshal to remove them from the House by force and accorningly they were removed by the Marshal.)

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এই প্রস্তাব ত্রিপুরার মানুষের বাঁচার দাবী, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার দাবী, সেইজন্য আবেদন রাখব এই হাউসের প্রত্যেকটি মেম্বার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের বাঁচার দাবী, অধিকারের দাবীকে ত্রিপুরার পক্ষে প্রতিষ্ঠা করুন এবং ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণাকে যাতে অতি সত্বর পার্লামেন্টের মধ্য দিয়ে পাশ করিয়ে নেওয়া চলে তার জন্য আমরা পার্লামেন্টকে অনুরোধ করব যে তার ঘোষণাকে জয়যুক্ত করার জন্য হিমাচলের সাথে এই বিলটা এনে তাকে সার্থক করুন এবং রূপায়িত করুন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Resolution moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh that—While expressing satisfaction at the decision made by Shrimati Indira Gandhi, Prime Minister of India, to raise the status of the Union Territory of Tripura to that of a state and while appreciating that this action of the Prime Minister of India is in the interest of the development. of Tripura and a step forward towards advancement of democratic socialism in India as a whole, this House requests the Central Government to bring necessary Bill to that effect in the next session of the Parliament along with the case of Himachal Pradesh with a view to early implementation of the decision of the Prime Minister.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes,

No voice.

I think, Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it.

The Resolution is Passed.

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Wednesday the 16th September, 1970.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX—"A"

STARRED QUESTION NO. 593.

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

Wili the Hon'ble Minister-In-Charge of Labour Department be pleased to state :—

১) আগরতলার রিক্সা শ্রমিক ও রিক্সা মালিকদের মধ্যে কোন শ্রম বিরোধ আছে কি ; যদি থাকে তবে উহার কারণ কি ?

২) ইহা কি সত্য যে অনেক রিক্সা মালিক বে-আইনীভাবে রিক্সা শ্রমিকদের নিকট হইতে দৈনিক দুই টাকার বেশী রিক্সা ভাড়া আদায় করিতেছেন ;

৩) যদি সত্য হয়, সরকার ঐ বে-আইনী আদায় বন্ধ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

উত্তর

১) না, রিক্সা চালক এবং রিক্সা মালিকদের মধ্যে বর্ত্তমানে কোন শ্রম বিরোধ নাই।

২) কয়েকজন রিক্সা মালিক দৈনিক ২ টাকার বেশী মুজুরী দাবী করিয়াছেন।

৩) আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসকের হস্তক্ষেপে গত ১১-৮-৭০ ইং উক্ত বিরোধ এইরূপে মীমাংসা হইয়াছে যে রিক্সা মালিকগণ রিক্সা চালকদের নিকট হইতে দৈনিক দুই টাকা হারে ভাড়া পাইবেন।

STARRED QUESTION NO. 642.

By—Shri Jatindra Kr. Majumder.

ক) ত্রিপুরা রাজ্যের চা শ্রমিকদের হাতের কাজ যথা বাঁশ বেতের কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য সরকার কোন অর্থ ব্যয় করেন কি ; এবং

খ) করিলে কোন্ কোন্ চা বাগানে ঐ ব্যবস্থা আছে ?

উত্তর

ক) হাঁ।

খ) ফটিকছড়া, কালাছড়া, মেঘলিবান্ধ, রায়দুর্লভপুর, মনুভেলী, চাফলং ছড়া ও মহেশপুর চা বাগানে ঐ ব্যবস্থা আছে।

STARRED QUESTION NO. 746.

By—Shri Aghore Deb Barma

QUESTION

1. Whether the Government has any scheme to open any Primary Health Centre at Rajnagar within the current financial year : and
2. If so, when the work can be expected to be started ?

ANSWER

1. No.
2. Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 767.

By—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Labour Department be please to state :—

1) Whether it is a fact that the Tripura Cha Mazdoor Union under the Secretaryship of Shri Amarendra Chakraborty is affiliated with I. N. T. U. C, and

2) Whether the authority of the central I. N. T. U. C has informed the Labour Department, Govt. of Tripura accordingly ?

ANSWER

1) Tripura Cha-Mazdoor Union under the secretaryship of Shri Amarendra Chakraburty is affiliated by the I. N. T. U. C, Assam Branch.

2) Yes.

UNSTARRED QUESTION NO. 118

By **Shri Bidya Chandra Deb Barma,** M. L. A.

QUESTION

১। আগরতলার বেকার যুবকরা সাম্প্রতিক বিধানসভা অভিযানের সময় কোন স্মারকলিপি সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন কি ;

২। যদি পেশ করিয়া থাকেন তাহাব সাবমর্ম ; এবং

৩। ঐ বেকাব যুবকদের দাবী সম্পর্কে সবকারী বক্তব্য কি ?

ANSWER

বেকার যুবকদের কাছ হইতে সরকার কোন রকম স্মারকলিপি পায় নাই। কিন্তু বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারীভাবে কিছু কিছু ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। শিক্ষিত বেকার দ্বারা খুচরা বিপনি খোলা ;

২। কারিগরি স্নাতকদের/ডিগ্রীপ্রাপ্তদের পূর্ত বিভাগের ঠিকাদারী কাজের কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ;

৩। সমবায় ভিত্তিক কৃষি/উদ্যান সংরক্ষন বিষয়ক খামার স্থাপন করা ;

৪। বেকার ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপন করা ;

৫। চাকুরী সম্বন্ধীয় সাক্ষাৎকারের জন্য বা পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আসা যাওয়া বাবত ভ্রমন ভাতা দেওয়া (প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে)।

৬। শিক্ষিত বেকারদের দ্বারা পরিচালনার জন্য কিছু বাজার তৈরী করা হইতেছে ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

UNSTARRED QUESTION NO. 361

By **Shri Suresh Chandra Choudhury** M. L, A

QUESTION

১। মুহুরীপুর মৌজায় কতটা আদিবাসী পরিবার আছে এবং আদিবাসীদের কি পরিমাণ ভূমি আছে ?

ANSWER

১। ৯৩টী।

২।৪৪১ কানি।

UNSTARRED QUESTION NO. 508
By **Shri Abhiram Deb Barma**, M. L. A.

QUESTION

১। ১৯৫৯ হইতে ১৯৬৯ইং এর মধ্যে কোন বছর Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward classes এর জন্য কতটাকা বাজেট বরাদ্দ হয় এবং কোন বছর কত টাকা খরচ হয় ;

২। কোন বছর সম্যক টাকা খরচ না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

১।

পরিশিষ্ট 'ক'এ দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট 'ক' RS. IN LAKHS.

Year.	Provision.	Expenditure Incurred,	Earing.	Reason for Shortfail.
1	2	3	4	5
1. 1959-60.	Rs. 21,000	Rs. 20,370	Rs. 0,370	
2 1960-61.	Rs. 33,000	Rs. 31,220	Rs.1,780	a. Construction of bridges culverts could not be completed due to non-availability of building material in the interior places. b. Family selected for payment of grants under the Jhumia Settlement Scheme did not fulfill the requisite conditions.
2. 1961-69.	Rs. 22,440	Rs. 20,164	Rs. 2,076	a. Due to non-completion of construction of Boarding Houses. b. Construction of bridges and culverts taken up in interiors could not be completed due to non availability of requisite building materials.
4. 1962-63.	Rs. 24,930	Rs. 24,708	Rs. 0,132	Survey negligible.
5. 1963-64.	Rs. 22,000	Rs. 21,194	Rs. 0,876	-do-
6. 1964-65.	Rs. 27,095	Rs. 27,180	Nil.	Nil.
7. 1965-66.	Rs. 31,920	Rs. 26,692	Rs. 5,228	Reasons are given below. 1. Due to non completion of construction works of boarding house.

				2. Due to lesser number of tribal students for receipt of stipends. 3. Non completion of bridge and culverts due to non availability of materials in deep interiors, both in colonisation and communication scheme. 4. Family selected for giving grants for settlement both jhumia and landless did not fulfil the requisite condition.
8. 1966-67.	Rs. 30,000	Rs. 31,538	...	...
9. 1967-68.	Rs. 33,846	Rs. 30,157	Rs. 3,689	Resons are given below. a. Due to non completion of boarding house. b. The Animal Husbandry Officer could not procure birds and annimal etc: within 31st March, 1968. c. Due to lesser number of tribal girls for Dhai training. d. Construction of bridges and culverts taken up in the interior could not be completed for non-availability of materials. f. Family selected for giving grants for settlement could not fulfil the requisite condition.
10. 1968-69.	Rs, 30,286	Rs. 26,079	Rs. 4,207	a. Construction work in Tulshibati H. S. School could not be completed by the P. W. D: b. Construction of Supervisor quarters, link and internal roads taken up in interior could not be completed due to non-availability of materials,

c. i. Animal Husbandry Deptt. could not take up constructional work of pig breeding farms. ii) due to decrease rate of subsidy on the reclamation and minor irrigation scheme under T. D. Block.

d. ii. Construction of few Nos. of roads and culverts taken up during last part of the year could not be completed.

UNSTARRED QUESTION NO. 597.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। সদরের সিমনাছড়া এবং ব্রহ্মকুণ্ডা চা বাগান বর্তমানে কাহার পরিচালনাধীন আছে তাহার নাম ও ঠিকানা।

২। এই দুইটি বাগান পরিচালনার দায়িত্ব কেহ গ্রহণ না করায় শ্রমিকরা তাহাদের বকেয়া হইতে বঞ্চিত হইতেছেন ইহা কি সত্য ; এবং

৩। যদি সত্য হয়, পরিচালকের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

উত্তর

১। যেহেতু সীমনাছড়া ও ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগানের স্বত্বাধীকারী "মডার্ণ টী কোং লিঃ" লিকুইডেশনে গিয়াছে, ঐ বাগানগুলি কলিকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারী লিকুইডেটারের তত্বাবধানে রহিয়াছে। সরকারী লিকুইডেটারের নাম ও ঠিকানা জানা নাই।

২। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে ;

৩। নিষ্প্রয়োজন।

UNSTARRED QUESTION NO. 598.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। বোনাস আইনের ত্রিপুরার কোন্ কোন্ চা বাগানের কর্তৃপক্ষ আট মাসের বেশী বোনাস বকেয়া রাখিয়াছেন তাহাদের নাম ?

২। কোন কোন বাগান কর্তৃপক্ষকে ত্রিপুরা সরকার বোনাস বকেয়া রাখার সময় বাড়াইয়া দিয়াছেন তাহাদের নাম এবং সময় বাড়াইয়া দেওয়ার কারণ ;

৩। যাহারা বে-আইনী ভাবে বোনাস বকেয়া রাখিয়াছেন, ত্রিপুরা সরকার তাহাদের কাহার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। (১, ২, ৩) প্রশ্নোত্তরের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 599.
By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৬ সাল হইতে ১৯৭০ এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ত্রিপুরার কোন কোন চা বাগানে কত স্থায়ী এবং অস্থায়ী শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছে তাহার বাগান ভিত্তিক হিসাব ;

২। এই শ্রমিক ছাঁটাই এর কারণ কি ?

উত্তর

১। (১, ২) বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 605.
By Shri Bidya Chandra Beb Barma.

প্রশ্ন

১। আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কি গত জুলাই মাসে Agartala Municipalityর Administrator এর নিকট কোন দাবীর তালিকা উপস্থিত করিয়াছেন ? যদি করিয়া থাকেন তাহার বিবরণ ; এবং

২। ঐ বাজার উন্নয়ন ও আগরতলার অন্যান্য বাজার উন্নয়নের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ১৯৭০ ইং সনের জুলাই মাসে মহারাজগঞ্জ বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি নিম্নোক্ত কাজের জন্য কতগুলি দাবী পেশ করিয়াছিলেন।

(ক) বাজারের রাস্তাগুলির পুনর্নির্মাণ ও মেরামত কার্য্য সম্পাদন।

খ) জল নিষ্কাশন, পায়খানা ও প্রশ্রাবাগারের ব্যবস্থা করা (গ) বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সম্পাদন করা (ঘ) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা (চ) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদিগকে ঋণ দেওয়া (ছ) মদের দোকান সরাইয়া নেওয়া (জ) রাস্তার পার্শ্বের ছোট দোকান সমূহের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

২। মহারাজগঞ্জ বাজার ও ধলেশ্বর বাজারের রাস্তা ও ড্রেইনের উন্নয়ন কার্য্য ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হইতেছে। হকার্স কর্ণারের ড্রেইনের কাজ সম্প্রতি সমাধা হইয়াছে। বটতলা বাজারের রাস্তা সমূহের উন্নয়নের কাজও চলিতেছে। মহারাজগঞ্জ বাজারে হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রের হকারদের জন্যও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য অস্থায়ী গৃহ নির্মাণের কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ হইবে।

UNSTARRED QUESTION No. 686.
By Shri Suresh Chandra Choudhury.

QUESTIONS	ANSWER
১। ১৯৭০ ইং সনে ত্রিপুরায় সরকারী চাকুরীতে কতজনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, কোন মহকুমা হইতে কতজন বেকার চাকুরী পাইয়াছে এবং	৩৭৯ জন নিযুক্ত হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক কোন হিসাব রক্ষিত হয় না।
২। বন বিভাগের চাকুরীর জন্য কতজনকে interview কার্ড দেওয়া স্থির হইয়াছে কোন পদের জন্য কতজন এবং কোন মহকুমা হইতে কতজন interview কার্ড পাইবে?	ফরেষ্টারের পদের জন্য ৫০৮ জন এবং ফরেষ্ট গার্ডের পদের জন্য ২৯৭ জনের নামে interview কার্ড দেওয়া হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক interview কার্ড দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই।

UN-STARRED QUESTION NO. 818
by Shri Kshitish Chandra Das.

QUESTION

ক) ইহা কি সত্য যে কৈলাসহরের স্কুল হেল্‌থ অফিসার কমলপুর মহকুমার কোন স্কুলই পরিদর্শন করেন না ; এবং

খ) সত্য না হইলে গত ১৯৬৭-৬৮, ১৯৬৮-৬৯ ইং, ১৯৬৯-৭০ ইং আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত কমলপুরের কোন্ কোন্ স্কুল পরিদর্শন করেছেন, সেই স্কুলের নাম ?

ANSWER

ক) না।

খ)

বৎসর	পরিদর্শিত স্কুল সংখ্যা।	পরীক্ষিত ছাত্র সংখ্যা।
১৯৬৭	২	৩১০ (চন্দ্রাইপাড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং হালাহালি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়)
১৯৬৮	১	৮০ (সেলেমা এস্-বি স্কুল।)
১৯৬৯	—	

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

16th September, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 16th September, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 3 Ministers, the Deputy Minister, Dy. Speaker and 24 Members.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা গতকল্য আপনাকে আমাদের সীট এ্যালটমেন্টের জন্য যে চিঠি দিয়েছিলাম, সেটা কি আজকে সম্ভবপর হবে ?

মিঃ স্পীকার :—কালকে দেখব।

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Short Notice Question. Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Short Notice Question No. 863.

Shri Krishnadas Bhattacherjee:—Short Notice Question No. 683, Sir.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে বিশালগড়—পানিসাগর বেসিক ট্রেনিং কলেজের ট্রেইনীগণ ক্লাশ বর্জন করিতেছেন ;

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তার কারণ কি ;

৩। তাহাদের কোন দাবী থাকিলে উহা কি এবং উহা পূরণ করার জন্য কি ব্যবস্থা হইতেছে ?

ANSWER

১। না, কয়েকদিনের জন্য করিয়াছিলেন এবং বর্তমানে আবার ক্লাশ করিতেছেন।

২। তাহাদের চার দফা দাবী পূরণের জন্য।

৩। ক) সরকারের মঞ্জুরীকৃত ১২ মাসের ষ্টাইপেণ্ড প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষার্থীকে দিতে হইবে।

খ) আকস্মিক বিদায় বা অন্য কোন ছুটিতে ষ্টাইপেণ্ড কর্ত্তন করা চলিবে না।

গ) শ্রেণীকক্ষ এবং হোষ্টেলগুলিতে অবিলম্বে বৈদ্যুতিক পাখা ও আলো চালু করিতে হইবে।

ঘ) দীর্ঘদিনের অকেজো শৌচাগার এবং স্নানাগারগুলি ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিতে হইবে।

(ক) ও (খ) দাবী সম্পর্কে মতামত অধ্যক্ষ মহাশয়কে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(গ) ও (ঘ) দাবী সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

Mr. Speaker :—Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan:—Starred Question No. 74.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Starred Question No. 74. Sir.

QUESTION

১। অমরপুর মহকুমায় কয়টি single teacher school আছে ;

২। ঐ সব single teacher স্কুল হইতে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ শিক্ষা বৎসরে কতজন ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য Transfer certificate নিয়াছে ?

ANSWER

১। ৫৭টি

২। ৯ জন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ৫৭টি স্কুল থেকে মাত্র ৯ জন পাশ করে উচ্চতর স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য ট্রেন্সফার সার্টিফিকেট চেয়েছে, তার কারণটা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—৯ জন পাশ করেছে, তাই তারা ট্রেন্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ৫৭টি স্কুল থেকে মাত্র ৯ জন পাশ করলো, আর অন্যেরা পাশ করতে পারলো না, তার কারণটা কি, সেটাই আমি জানতে চেয়েছি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এখানে প্রশ্ন আছে—ঐসব সিঙ্গেল টিচার্স স্কুল হইতে ১৯৬৯-৭০ শিক্ষা বৎসরে কতজন ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য ট্রেন্সফার সার্টিফিকেট নিয়েছে ? সেখানে আমি বলেছি যে ৯ জন ট্রেন্সফার সার্টিফিকেট নিয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমি জানতে চেয়েছি, তার কারণটা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কেন তারা নিয়েছে, সেটা আমি কি করে বলব ? তাদের সুবিধার জন্য তারা ট্রেন্সফার সার্টিফিকেট নিয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই সমস্ত সিঙ্গেল টিচার্স স্কুলগুলিতে যখন টিচারেরা তাদের অসুস্থতার জন্য বা অন্য কোন কারণে ছুটিতে যায়, তখন তাদের জায়গায় বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা হয় কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—যদি কেউ দীর্ঘদিনের জন্য ছুটি নিয়ে যান, তাহলে সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই সব স্কুলগুলিতে বছরের মধ্যে অনেক দিনই কোন ক্লাশ হয় না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— তা, আমার জানা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এইসব স্কুল গুলিতে মোট ছাত্র সংখ্যা কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—দীস ইজ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ৫৭টি স্কুল থেকে মোট কতজন ছাত্র গত বছরে পাশ করেছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—দীস ইজ অলসো এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—স্পীকার স্যার, কোন কোয়েশ্চানটা রিলিভেন্ট বা রিলিভেন্ট নয় অথবা হোয়েদার ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান অর নট, এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঠিক করতে পারেন ?

মিঃ স্পীকার :—না, স্পীকার উইল ডিসাইড ইট।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি তদন্ত করে এই হাউসে জানাবেন কি যে এইসব স্কুলগুলিতে বছরের মধ্যে কতদিন ক্লাশ হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ ফর দীস।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং।

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Starred Question No. 90.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Starred Question No. 90, Sir.

QUESTION

1. **How many Inspectorate of schools are at present under the Education Department of Tripura ?**

2. **How many Asstt. Inspectors and Sub-Inspectors of Schools are under each Inspectorate ?**

3. **What is the number of the schools under each Sub-Inspector of Schools and Inspectors ?**

ANSWER

1. 11
2.

Inspectorate	No. of Asstt. Inspector	No. of Sub-Inspector
Sadar—A	2	3
Sadar—B	2	4
Kailashahar		3
Sabroom		2
Kamalpur		3
Belonia		3
Udaipur		3
Amarpur		2
Dharmanagar		4
Khowai		3
Sonamura		2

3. Number of schools under a Sub-Inspector of Schools varies from Inspectorate to Inspectorate depending upon the number of Sub-Inspectors and schools under an Inspoctorate, the average being about 47. All schools under an Inspectorate are under the control of the concerning Inspector of Schools.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Hon'ble Minister will you please state that—the policy of the Government for recruitment of Inspectors of Schools and Sub-Inspector of Schools ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Policy about the recruitment সেটা recruitment rules অনুযায়ী করা হয়ে থাকে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—অন হোয়াট বেসিস দাস পোস্টস আর টু বি ক্রিয়েটেড ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ডিপেণ্ডিং অন নাম্বার অব স্কুলস, এই সমস্ত বিভিন্ন ফেকট ইত্যাদি দেখে এই সব করা হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই যে ইন্সপেক্টার অব স্কুলস এ্যাণ্ড সাব-ইন্সপেক্টার অব স্কুলস রিক্রুট করা হয় সেখানে একটু আগে যে প্রশ্নটা উঠেছে সিঙ্গেল টিচার স্কুলের, সেখানে কোন স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ৪০ কিন্তু টিচার মাত্র একজন আবার কোন কোন স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ৮০—এগুলি দেখবার জন্যই তো এই সব ইন্সপেক্টার অব স্কুলস এবং সাব ইন্সপেক্টার অব স্কুলস রিক্রুট করা হয়ে থাকে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— নিশ্চয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—তা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেগুলি দেখবার জন্যই এই সব ইন্সপেক্টার অব স্কুলস এবং সাব ইন্সপেক্টার অব স্কুলস রিক্রুটেড হয় কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— হাঁ, তা করা হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—করা হয় না বলেই সমস্ত জায়গায় চীৎকার উঠে। কোনখানে মাষ্টার নাই, কোনখানে স্কুল নাই, কোন খানে মাষ্টার বেশী, কোনখানে ছাত্র বেশী এই কথাই স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা সব জায়গায় নয়। কোন কোন জায়গায় হতে পারে বিভিন্ন কারণে সাময়িকভাবে এবং সেটা কিছুদিনের মধ্যে আবার ঠিক করে নেওয়া হয়।

Mr. Speaker:—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 337.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 337.

Question

১। শিলাছড়ির হাজাছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলটি কতদিন যাবৎ বন্ধ আছে এবং কি কারণে বন্ধ আছে ;

২। ইহা কি সত্য যে ঐ স্কুলের ট্রাইবেল বোর্ডিং সহ সমস্ত ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, যদি সত্য হয় কবে ভাঙ্গিয়াছে এবং মেরামতের জন্য কি ব্যবস্থা হইয়াছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে ঘর না থাকায় স্কুলের অনেক জিনিসপত্র খোয়া গিয়াছে ;

৪। ইহা কি সত্য যে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ আছে ; এবং

৫। সত্য হইলে ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ?

Answer

১। হাজাছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল কোনও কাজের দিনে কখনো বন্ধ ছিল না, কাজেই প্রশ্নের পরবর্তী অংশ উঠে না।

২। হাজাছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলে কোন অনুমোদিত ছাত্রাবাস নাই। স্কুলের একটি কাঁচা ঘর ১৯৬৯ সালের জুন মাসে এক ঝড়ের ফলে পড়িয়া গিয়াছিল এবং উক্ত স্কুল ঘরটি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ মেরামত করা হইয়াছে।

৩। না।

৪। হঁ্যা।

৫। অভিযোগগুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তদন্ত করা হইয়াছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন শিলাছড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের যে হেডমাষ্টার তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে সেগুলি কি কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১২।৩।৭০ইং তারিখে শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা এম, এল, এ, মহাশয় ডিরেক্টার অব এডুকেশনের কাছে একটা অভিযোগ পাঠান সেখানকার হেডমাষ্টারের বিরুদ্ধে। সেখানে বিভিন্ন অভিযোগ ছিল এবং তার মধ্যে ছিল যে

সেই হেডমাষ্টার একজন দুর্নীতি পরায়ণ লোক এবং তিনি দাদন অর্থাৎ ঋণ টিন দেন। আর নানা রকম ব্যবসায়ে তিনি জড়িত এবং পুলিশের সাহায্য নিয়ে গরীব লোককে তিনি নির্যাতন করেন এবং তিনি স্কুলের সম্পত্তি লীজ আউট করেন সেটাও এর মধ্যে ছিল। ইনস্পেক্টর অব স্কুলস, সাক্রম ১১।৫।৭০ইং তারিখে ১০টায় এই বিষয়টি তদন্ত করেন এবং দেখা যায় যে শ্রী সাহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ ছিল সেগুলি উপযুক্ত ভাবে প্রমাণিত হয়নি। আবার অনেকেই ইনস্পেক্টরের নিকট শ্রী সাহার বিরুদ্ধে বলেছেন আবার অনেকে শ্রী সাহা একজন ভাল লোক এবং তিনি স্কুলের উন্নতির জন্য সচেষ্ট এই কথাও বলেছেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই স্কুলটা কোন্ ক্লাশ পর্যন্ত চলছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— এটা জুনিয়ার বেসিক স্কুল। সুতরাং ক্লাশ এইট পর্যন্ত চলার কথা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— ইহা কি সত্য যে এই স্কুলটাকে গত ইলেকশনের পূর্বে ক্লাশ নাইন খোলার জন্য ইনস্পেক্টর বলেছিলেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলি ক্লাশ নাইনের জন্য আবেদন করলেও করতে পারে। তারা করেছে কিনা অবশ্য আমি জানি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে স্থানীয় জনসাধারণ হেডমাষ্টারের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ সাব-ইনস্পেক্টরের কাছে রেখেছিলেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমি বলেছি যে কেউ কেউ হেডমাষ্টারের বিরুদ্ধে বলেছেন, আর কেউ কেউ হেডমাষ্টারের পক্ষে বলেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—অভিযোগগুলি কি ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— অভিযোগগুলি ছিল শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা মহাশয়ের। ইনস্পেক্টরের রিপোর্টে দেখা যায় দাদনের ব্যবসায় সম্বন্ধে বলেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— যদি অভিযোগগুলি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ নিতে যায় তাহলে যে অভিযোগ করেছে তাকে কোন ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে কিনা ? তিনি যখন এনকোয়ারী করতে যাবেন তখন তাকে জানানো হয়েছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমার কাছে সেই ইনফরমেশন নাই। যদি মাননীয় সদস্য জানতে চান তাহলে আমি পরে জানাতে পারি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বৎসরে কয় হাজার টাকা এই হেডমাষ্টার মহাশয় দাদন খাটান ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— তিনি যে ব্যবসা করেন সেইরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সেটা আমি বলেছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যখন স্কুল মেরামতের কাজ চলে তখন স্কুলের আসবাবপত্র কোথায় ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে হেডমাষ্টার দাদন খাটান বলে অভিযোগ করা হয়েছে। কারা কারা বলেছে তিনি নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমার কাছে যে তথ্য আছে তার মধ্যে এইগুলি নাই। অবশ্য এর মধ্যে বিন্দা দেববর্মা একজন। তিনি লিখিতভাবে বলেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন এই অভিযোগগুলির কোন ভিত্তি নাই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—অভিযোগগুলির ভিত্তি নাই বলেই তো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যখন সাব-ইনস্পেক্টর তদন্ত করতে যান তখন অভিযোগ কর্ত্তা বিন্দা দেববর্ম্মা মহাশয়কে জানানো হয়েছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এটা আমার জানা নেই। শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তাকে উত্তর দিয়েছি যে জানানো হয়েছিল কিনা সেই বিষয়ে আমি পরে জানাতে পারি যদি জানতে চান।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এ কথা স্বীকার করবেন যে ঘটনাকে চাপা দেবার জন্যই মাননীয় সদস্য বিন্দা দেববর্ম্মাকে জানানো হয় নাই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ঘটনাকে চাপা দেওয়ার কোন উদ্দেশ্য ইনস্পেক্টরের ছিল না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে যে কম্‌প্ল্যান করে তাকে খবর দেওয়া উচিত এনকোয়ারীর সময়ে এই কথা তিনি স্বীকার করবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা অবস্থা অনুযায়ী করা হয়।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath:—Question No. 386.

Shri Krishndas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 386.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৬।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৬ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বর্ত্তমান বৎসরে ত্রিপুরায় সর্বমোট কতজন গৃহ বিজ্ঞানের ছাত্রী হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার পরিক্ষার্থিনী ;	৩২১ জন।
খ) ত্রিপুরার কোন্ কোন্ কলেজে গৃহ বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ আছে ;	বর্ত্তমানে কোন কলেজে এই ব্যবস্থা নাই।

প্রশ্ন	উত্তর
গ) যদি পড়ার সুযোগ না থাকে, তাহলে অবিলম্বে ঐ শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে কি ?	না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলবেন কি এই যে ৩২১ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিল, তাদের ভবিষ্যতের কি ব্যবস্থা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ—তারা যদি হোম সায়েন্সে পড়তে চান তাহলে কলিকাতা যেয়ে পড়তে পারে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে এত টাকা খরচ করা হচ্ছে, অথচ হোম সায়েন্স সেকশান না খোলার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বর্ত্তমানে যে মহিলা কলেজটি রয়েছে তাতে গৃহ বিজ্ঞান সেকশান খোলার জন্য এফিলিয়েশান চাওয়া হয়েছিল এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটি অথরিটি সেটা ইনস্পেকশান করে বলেছেন এটাতে এফিলিয়েশান দেওয়া যাবে না। যদি ত্রিপুরা সরকার মনে করেন তাহলে কলিকাতা বিহারীলাল কলেজের মত একটা আলাদা কলেজ গৃহ বিজ্ঞানের জন্য খুলতে পারেন। সুতরাং এই কারণে আর গৃহ বিজ্ঞানের সেকশান খোলা সম্ভবপর হয় নাই। আমাদের যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাতে গৃহ বিজ্ঞানের জন্য নতুন কোন কলেজ স্থাপন করার স্কীম করা হয় নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে জায়গাতে এখানে ছাত্রীদের কলেজে পড়ার কোন সুবিধা নেই সেই জায়গাতে স্কুলে এই সেকশান খোলার কি কারণ থাকতে পারে এবং সেই সেকশান খোলাব পূর্ব্বে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ছাত্রীরা সকলেই জানেন যে এখানে গৃহ বিজ্ঞানের কোন কলেজ নেই।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যারা বাইরে পড়তে যাচ্ছে তাদের প্রত্যেককে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ইলিজিবিলিটি থাকলে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—তাদের এখানে পড়ার কোন সুযোগ নাই কাজেই তারা যদি বাইরে যেয়ে পড়তে চায়, সরকার যদি তাদের সাহায্য না দেয় তাহলে তারা কি করে পড়বে

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—গৃহ বিজ্ঞানের ছাত্রী যে অন্য লাইনে পড়তে পারবেনা এমন কোন কারণ নেই। ইলিজিবল যদি হয়, গৃহ বিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে তারা ষ্টাইপেণ্ড পায়। কিন্তু গৃহ বিজ্ঞান নিয়ে যারা পড়ে তারা যদি কম নম্বর পায়, তাহলে যে তারা আরটস, অথবা অন্য কোন লাইনে পড়তে পারবেনা এমন কোন বাধা নিষেধ নাই। যেমন সায়েন্স নিয়ে যারা পড়ে তারা আরটস বা কমার্সে পড়তে পারবেনা এমন কোন নিয়ম নেই। যারা কম নম্বর পেয়ে সায়েন্সে পাশ করে তারা কলেজে সায়েন্সে পড়তে পারেনা অতএব আরটস বা কমার্সে ভর্তি হয়ে যায়। তেমনি গৃহ বিজ্ঞানেও তারা অন্য বিষয়ে পড়তে পারে সেখানে কোন বাধা নিষেধ নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব বাংথল।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৮ স্যার।
শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর।
১। ইহা কি সত্য যে অম্পিনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল, তৈদু সিনিয়র বেসিক স্কুল, রাঙ্গামাটি সিনিয়র বেসিক স্কুল, রাইমা সিনিয়র বেসিক স্কুল ও গণ্ডাছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল (অমরপুর) গুলিতে ঘর দরজা (এ্যাকমডেশান) কম থাকায় ঐ স্কুলগুলিতে শিক্ষার যথেষ্ট ব্যাঘাত হইতেছে,	না।
২। যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে ঐ স্কুল-গুলিকে সম্প্রসারণ ও সংস্কার করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করিবেন কি?	প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬০।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬০ স্যার।

QUESTION	ANSWER
১) সরকারী কর্মচারীদের মোট কতটি পেন্‌সন প্রস্তাব ২৮।২।৭০ ইং পর্য্যন্ত পেণ্ডিং আছে? এবং	মোট ১৫৪টি পেন্‌সন প্রস্তাব পেণ্ডিং আছে।
২) উহাদের মধ্যে কতটি প্রস্তাব এক বছরের উপর পেণ্ডিং আছে?	উহাদের মধ্যে ৭২টি পেন্‌সন প্রস্তাব এক বছরের উপর পেণ্ডিং আছে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সরকার পেনশান দ্রুত দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইন কানুন আরও সহজতর করেছেন তা সত্বেও এতগুলি পেনশান প্রস্তাব পেণ্ডিং থাকার কারণ কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কাগজ পত্র ঠিক ঠিক ভাবে না পেলে পেনশান দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—ইহা কি সত্য যে এক বছর আগে সমস্ত কাগজপত্র গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রেরণ করতে হয়?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—রুলস যা আছে, যথাসম্ভব সেটা পালন করা হয় এবং সার্ভিস পার্টিকুলারস যেগুলি আছে সেইগুলি যদি ঠিক ভাবে না দেয়, দিতে না পারেন তাহলে পেনশান পেতে বিলম্ব ঘটে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—এই বিলম্ব ঘটবে বলেই রিটায়ার করার সাথে সাথে যাতে পেনশান অর্ডার ইস্যু করা যায়, সেই জন্যই এক বছর আগে থেকে প্রিপারেশান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেটা যে নেগলেক্টেড হচ্ছে তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—পেনশান দেওয়া না দেওয়া আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে না। পেনশান প্রপোজাল পাঠিয়ে দিলেই যে এ, জি, সেটা মঞ্জুর করে পাঠিয়ে দেবেন তা নয়। এ্যাট লিষ্ট তারা ফিফ্‌টি পারসেণ্ট এনকোয়েরী করেন। অতএব এটার উপর বিলম্ব হওয়া না হওয়া নির্ভর করছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ১৯৬৮ অডিট রিপোর্টে এ, জি, এই মন্তব্য করেছেন যে সময় মত কাগজ না পাওয়ার দরুন পেনশান কেস্‌গুলি সেটেল করা যাচ্ছে না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে ১৯৭০ সনের এখন ১৯৬৮ সনের প্রশ্ন এর সংগে আসতে পারে কিনা আমি জানিনা।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রশ্নটার দিকে তাকালে দেখবেন সেখানে লেখা আছে 'পেণ্ডিং' সেটা ১৯৭০ সালের পেণ্ডিং নয়, পেণ্ডিং অব দি পেনশান কেসেস। কত সাল হইতে পেণ্ডিং জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্ন ছিল সরকারী কর্মচারীদের মোট কতটি পেনশান প্রস্তাব ২৮।২।৭০ ইং পর্যন্ত পেণ্ডিং আছে, তার উত্তরে আমি বলেছি যে ১৫৪টি, দ্বিতীয় প্রশ্ন হল উহাদের মধ্যে কতটি প্রস্তাব এক বৎসরের উপর পেণ্ডিং আছে ? তার উত্তরে আমি বলেছি ৭২টি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—তার মধ্যে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কতটি পেণ্ডিং আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৯৭০ সালের অডিট রিপোর্টেও এ, জি'র এইরূপ মন্তব্য আছে স্বীকার করেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অনিবার্য কারণে পেনশান পেতে যদি ছয় মাসের বেশী দেরী হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ছয় মাসের বেতন দেওয়া হবে সেইরকম আশ্বাস সরকার দিতে পারেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩২ স্যার

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩২ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সদরের জিরানীয়া ব্লক এলাকায় গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন এডুকেশান সার্ভে হইয়াছে কি,	না।
খ) না হইলে অতি সত্বর সার্ভের কাজ আরম্ভ হইবে কি ?	বর্ত্তমানে এইরূপ কোন প্রস্তাব নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৯০।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৯০।

প্রশ্ন	উত্তর
বেসরকারী কলেজগুলি সরকারের নেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?	না।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—এই বেসরকারী কলেজগুলির কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বা কলেজ পরিচালনা কমিটি এই কলেজগুলি চালাতে অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে সেইজন্য সরকারীভাবে এইগুলি গ্রহণ করার জন্য যে আবেদন করেছেন, সেটার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সরকার থেকে স্পনসরড কলেজ রুলস তৈরী করে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার এ্যাপ্রুভেলের জন্য পাঠান হয়েছে। যদি সেটা এ্যাপ্রুভড হয়ে আসে তাহলে কোন প্রাইভেট কলেজ যদি সেই স্পনসরড কলেজ রুলসের আওতায় আসতে চায়, তাহলে তারা আসতে পারবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কলেজগুলিকে স্পনসরড কলেজ রুলসের আওতায় না নিয়ে সরকারী ভাবে গ্রহণ করতে কি অসুবিধার কারণ আছে বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সরকারী ভাবে কলেজগুলি গ্রহণ করতে নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে যেমন স্টাফ এ্যাবজরবশান, সিনিয়রিটি ইত্যাদি। সেইজন্য সরাসরিভাবে কলেজগুলি নেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—ষ্টাফ এ্যাবজর্ভশান এর ব্যাপারের কোন ডিমাণ্ড যদি কোন কলেজের না থাকে, তাহলে সেই কলেজকে নিতে সরকারের কি অসুবিধার কারণ আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—বেশীর ভাগ কলেজই এই রকম ডিমাণ্ড করছে বলে সরকার এই স্পনসর্ড কলেজ রুলস্ তৈরী করেছেন।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—যদি কোন কলেজ যেমন আমাদের বিলোনিয়া কলেজ এর যদি এই ধরনের কোন ডিমাণ্ড না থাকে, তাহলে সেটাকে আলাদাভাবে সরকারের গ্রহণ করতে কি অসুবিধা আছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—একটা করে কলেজ আলাদাভাবে গ্রহণ করতে অসুবিধা আছে বলেই সরকার সেটা গ্রহণ করছেন না।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—এই স্পন্সর্ড কলেজ রুলস্ এ্যাপ্রুভাল হয়ে আসতে কতদিন সময় লাগবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করছেন, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এটা সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে আমরা সরকার থেকে এটার জন্য বিশেষভাবে তদ্বির করছি, এটা এখন এডুকেশান মিনিষ্ট্রি থেকে ফিনান্স মিনিষ্ট্রিতে গেছে। আশা করা যাচ্ছে যে খুব সত্বরই সেটা আসবে।

শ্রীএরশাদ আলী চৌধুরী :—এই স্পন্সর্ড কলেজ রুলস এ্যাপ্রুভালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কবে পাঠিয়েছিলেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—তারিখটা ঠিক আমি বলতে পারছি না, তবে কয়েকমাস আগেই পাঠানো হয়েছিল।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—স্পনসর্ড কলেজ রুলস্ হলে বর্ত্তমানে কলেজগুলিতে যে সব অসুবিধা আছে, সেগুলি দূর হবে কিনা বা তার দ্বারা ঐ সব কলেজের কি ইম্প্রুভমেন্ট হবে, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—স্পনসর্ড রুলসটা সম্পূর্ণভাবে এ্যাপ্রুভড না হয়ে আসলে এই ব্যাপারে সঠিক কিছু বলা মুস্কিল। কারণ আমরা যে সমস্ত প্রপোজাল দিয়েছি সেগুলি যদি পুরাপুরি এ্যাক্সেপ্টেড হয় তাহলে কলেজগুলির অনেক সুবিধা হবে। আর এর মধ্যে কোন কিছু কাট ছাঁট করা হয় তাহলেও বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে না। সে জন্য বলছি যে সেটা এ্যাপ্রুভড না হয়ে আসা পর্য্যন্ত কি সুবিধা হবে বা হবে না, তা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট থেকে যে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গেছে এবং তাতে যে সমস্ত সর্ত্ত দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করলে বর্ত্তমানে যে গ্রাণ্ট-ইন-এড রুলস্ আছে তার আওতায় যে সব কলেজ আছে, তাতে কি ইম্প্রুভমেন্ট হবে সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেণ্ট পার্সেণ্ট গ্রাণ্ট-ইন্-এডের প্রপোজাল আমরা দিয়েছি।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—সেণ্ট পার্সেণ্ট গ্রাণ্ট-ইন-এড তো রেকারিং গ্রাণ্ট।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—নো, আমি বলছি গ্রেণ্ট-ইন্-এড।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—তাহলে আমি কি বুঝব যে এন্টায়ার ফিনান্সিয়েল রেস্পন্সিবিলিটি অব দি কলেজ উইল বি রেষ্ট অভার দি গভর্ণমেন্ট ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমাদের প্রস্তাবে তাই আছে।

Mr. Speaker :—Sri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Starred Question No. 727.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Starred Question No. 727, Sir.

Question

১। শিক্ষা দপ্তরের Accounts Officer কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের হিসাব পত্র পরীক্ষা করিয়া কোন রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন কি ; করিয়া থাকিলে ঐ রিপোর্টের সারমর্ম ; এবং

২। যদি ঐ রিপোর্টে সরকারী অর্থ অপচয়ের কোন অভিযোগ থাকে তবে ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?

Answer.

১। হ্যাঁ, সরকার হইতে মঞ্জুরীকৃত বিভিন্ন অনুদান ও ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে আদায়ীকৃত অর্থ কোন কোন ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যয় হয় নাই।

২। রিপোর্ট হইতে জানা যায় কলেজ কর্তৃক ক্রীত ৪০৯ বস্তা সিমেন্ট যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার জন্য জমিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছে ৪০৪৫·০০ টাকা। রিপোর্ট হইতে ইহাও জানা যায় Governing Body এই জমাট সিমেন্ট নীলামে বিক্রী করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন। এবং এই ক্ষতির জন্য কাহাকেও দায়ী সাব্যস্ত করেন নাই।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 741.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Starred Question No. 741, Sir.

Questions

১। ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৬৭ ইং সন থেকে টি, টি, আই প্রাথমিক শিক্ষকদের Craft ট্রেনিং এর ব্যবস্থা বন্ধ করে বর্তমানে তিন মাসের Refresher course চালু করা হয়েছে এবং

২। যদি সত্য হয় পুরাণ নিয়ম বন্ধ করে নূতন নিয়ম চালু করার কারণ কি ?

Answer

১। ১৯৬৭ইং সন নহে, ১৯৬৯ইং সনে প্রাথমিক শিক্ষকদের Craft ট্রেনিং বন্ধ করা হইয়াছে এবং ১০-৭-৬৯ ইং তারিখ হইতে ৩ মাসের Refresher course চালু করা হইয়াছে।

২। Craft Teachers' Training Institute এ Full Course Craft Training চলা কালীন বহু সংখ্যক শিক্ষকদের Craft Training দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যাহাতে Craft বিষয়ে নূতন পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে আরও দক্ষতার সহিত শিক্ষাদান করিতে পারেন তাহার জন্য Refresher Course চালু করা হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই নূতন নিয়ম চালু করার পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কতজন শিক্ষক এই রিফ্রেসার কোর্সে ট্রেনিং দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই রিফ্রেসার কোর্সে স্বেচ্ছায় শিক্ষকেরা আসেন না বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ থেকে তাদেরকে সিলেকশান করে পাঠানো হয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাদেরকে সিলেকশান করে পাঠিয়ে থাকেন। তা না হলে তারা ষ্টাইপেণ্ড পাবেন কি করে?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই ক্রাফটে টিচার্স ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউটের কাছে বড় একটা দালান তৈরী করা হয়েছিল যাতে সেখানে যে সব শিক্ষক ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আসবেন তারা থাকতে পারেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—হ্যাঁ, একটা হোষ্টেল তৈরী করা হয়েছিল।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেটা এখন কি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলতে পারেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—যারা রিফ্রেসার কোর্সে ট্রেনিং দিতে আসবেন তারা এখন সেখানে থাকবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—বর্ত্তমানে সেখানে কতজন শিক্ষক আছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ ফর দিস।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—ইলিজিবিলিটি ফর দি রিফ্রেসার কোর্স কি করে ঠিক করা হয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—অনলী ফর দি ক্রাফ্‌ট টিচার্স, তারাই এই কোর্সে ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—ক্রাফ্‌ট টিচার্স যারা আছেন, তাদেরকে আপনারা যে ফার্ষ্ট গ্রেড সেকেণ্ড গ্রেড করেছেন। এখন এইসব ক্যাটাগরীর কোনটা থেকে তাদেরকে সিলেকশান করা হয়, সেটা বলতে পারেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সবাইকে এই সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ত্তমানে এই নূতন নিয়ম চালু করায় কোন শিক্ষক ট্রেনিং নিতে আসেন না, ইহা কি সত্য?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আসেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোন ইয়ারে কতজন এসেছেন বলতে পারেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma and Shri Bidya Ch. Deb Barma bracketed.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 745.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 745.

QUESTION

১। বর্ত্তমান বৎসরে এম, বি, বি, কলেজ, আগরতলা মহিলা কলেজ, নাইট কলেজ, রামঠাকুর কলেজ ও কৈলাসহর কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য মোট কতজন ছাত্রছাত্রী দরখাস্ত করেছিল ;

২। দরখাস্তকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কলেজভিত্তিক মোট কতজন ছাত্রছাত্রীকে ভর্ত্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং মোট কতজনকে ভর্ত্তির সুযোগ দেওয়া হয় নাই ;

৩। এই সম্পর্কে আগরতলার ছাত্র প্রতিনিধিগণ শিক্ষামন্ত্রীর নিকট কোন দাবী দাওয়া পেশ করেছিল কিনা ?

ANSWER

১। }
২। }

কলেজের নাম	মোট দরখাস্তকারী ছাত্রছাত্রির সংখ্যা।	ভর্ত্তি করা হইয়াছে এমন ছাত্রছাত্রীব মোট সংখ্যা।	ভর্ত্তি করা হয় নাই এমন ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা।
১। এম, বি, বি, কলেজ	১০৩৫	৬৪৩	৩৯২
২। উইমেন্স কলেজ।	৪৯৯	৪৬৩	৩৬
৩। বি, বি, ইভিনিং কলেজ।	৭৮১	৫৫৪	২২৭
৪। রামঠাকুর কলেজ।	৩৫০	১৬০	১৯০
৫। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়।	৪০৬	৩৬৯	৩৭

৩। না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই যে অতিরিক্ত ছাত্র যারা ভর্ত্তি হতে পারল না তাদের পড়াশুনার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সকাল বেলায় একটা সেকশান খোলা হয়েছে সাহিত্যের জন্য।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে ধর্মনগর, খোয়াই এবং উদয়পুর প্রভৃতি জায়গায় কলেজ না খোলার ফলে এই ছাত্র ভর্ত্তির ভীড় চলছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এটা কলেজ না খোলার জন্য যে চলছে তা নয়। ছাত্র ভর্ত্তির ভীড় থাকবেই এবং আমাদের বাইরের কলেজগুলি যে আছে বিলোনীয়া এবং কৈলাসহরে সেই কলেজগুলির ক্যাপাসিটি আমাদের বাড়াতে হবে। সেই কলেজগুলির ক্যাপাসিটি এখন কম। সেই কলেজগুলির ক্যাপাসিটি যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে ভীড় থাকবে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে যারা উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলেজে ভর্ত্তি হতে পারছেনা তাদের জন্য কোন চাকুরীর ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—চাকুরীর যে নিয়ম আছে, প্রসিডিউর আছে সেই অনুযায়ী তারা চাকুরীর দরখাস্ত করতে পারেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কৈলাসহর এবং বিলোনীয়া কলেজে ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—চতুর্থ পরিকল্পনায় আমরা এই কাজে হাত দেব।

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri P. R. Dasgupta :—Question No. 812.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, question No. 812.

QUESTION

1) Whether it is a fact that Education Minister assured the people of Kalagachia at a meeting of Mohanpur, Sadar North in the year 1969-70 to upgrade the Kalagachia Senior Basic School to a High School ; and

2) If so, the step taken ?

ANSWER

1) No such assurance was given.

2) Does not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কলাগাছিয়া থেকে কোন রিপ্রেজেনটেশান দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমি রিপ্রেজেনটেশান পেয়েছি। তারা হাই স্কুল দাবী করেছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই সম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্ত কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—বর্তমানে কোন হাই স্কুল সেখানে করার পরিকল্পনা নাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই সম্বন্ধে কোনরকম সার্ভে রিপোর্ট আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ইনস্পেক্টরেট থেকে কোন এনকোয়ারী রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Dasgupta and Shri Suresh Ch. Choudhury braketed.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Question No. 766.

Shri S L. Singh :—Mr. Speaker Sir, question No. 766.

QUESTION	ANSWER
1. Whether any survey has been made by the Government on the Industrial Potentialities in Tripura ; and	1. The Government did not undertake any survey directly on the Industrial Potentiality of the entire territory.
2 If so, the findings thereof ?	2. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরায় কি কি ইণ্ডাষ্ট্রি হতে পারে তার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিপার্টমেণ্ট থেকে কোন রকম সার্ভে করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সার্ভে তো নিশ্চয়ই একটা করে। সেজন্য বললাম যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পটেনসিয়ালিটির জন্য ডাইরেক্ট কোন সার্ভে করা হয় নাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিপার্টমেণ্ট যে সার্ভে করেছে ইণ্ডাষ্ট্রির সম্ভাবনা সম্বন্ধে সেটা সম্বন্ধে কি রিপোর্ট ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—ত্রিপুরাতে সরকারীভাবে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সরকারের কাছে প্লাই উড ইণ্ডাষ্ট্রি খোলার পারমিশনের কোন দরখাস্ত আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—পারমিশনের জন্য অনেক আগে ছিল এবং সেটা এখনও হয় নি। এটা সরকারীভাবে নয়, প্রাইভেট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—সেটা কি অবস্থায় আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—গ্লাস ফ্যাক্টরী বা পটারী খোলার মত কোন পটেনসিয়ালিটি ত্রিপুরাতে আছে কিনা, এটা অনুসন্ধান করেছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—পটেনসিয়ালিটি সম্বন্ধে ডোমেস্টিক ইউটেনসিলস, বা কেটস, কাটালারী অ্যাগ্রিকালচার্যাল ইমপ্লিমেণ্ট, বাণ্ড ওয়ার, অটোমবাইল রিপেয়ারিং, ব্রিকস গ্লাস ওয়্যার, উডেন ফার্নিচার, অফিস ষ্টেশনারী, টিম্বার সোয়িং, টেনিং, ফুট ওয়ার এই সম্বন্ধে একটা সম্ভাবনা আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি গ্লাস, প্লাই উড, এই সম্বন্ধে সরকারের চিন্তাধারা গত সেসনে অ্যাডমিনিসট্রেটার তাঁর ভাষণে বলেছিলেন কি না এবং কি ভিত্তিতে বলেছিলেন ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ভাষণ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিনিসট্রেটরের ভাষণের উত্তর আমাদের অ্যাসেম্বলীতে আলোচনা হয়। তার ভাষণটা ঠিক করেন কেবিনেট। সেই সম্বন্ধে আলোচনা এবং তার উপর যদি ভোটাভোটি হতে পারে তাহলে তার উপর যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তার উপর আমি জিজ্ঞাসা করছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি ভাষণের একতিয়ার সম্বন্ধে বলিনি। উনি কোথায় কি বলেছেন সেই সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার এই বৎসর লিখিত ভাষণ দিয়েছেন। সেই ভাষণটার মধ্যে স্পষ্ট বলা হয়েছে এবং তার উপর আলোচনা হয়েছে এবং গ্লাস ফ্যাক্টরী এবং সেটাতে প্লাই উড সম্বন্ধে পরিকল্পনা সরকারের আছে সেই ভিত্তি সম্বন্ধে আমি জানতে চেয়েছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রকারা, গ্লাস ওয়ার, এই সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—গ্লাস ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে যদি বর্তমানে কোন দরখাস্ত প্রাইভেট সেকটারে থাকে অথবা ষ্টেট সেকটারে থাকে তার কোন পরিকল্পনা কিংবা প্ল্যান এষ্টিমেট করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যদি প্রাইভেট করে তাহলে করতে পারে। গভর্ণমেন্টের এই সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা নাই। গভর্ণমেন্টের গ্লাস ফ্যাক্টরী করবার কোন পরিকল্পনাই নাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—প্রাইভেট সেকটার কোন দরখাস্ত দিয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বিশ্রামগঞ্জের এলাকাতে গ্লাস ফ্যাক্টরী করার জন্য কোন প্রাইভেট পার্টি সরকারের কাছে পরিকল্পনা পেশ করেছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—পরিকল্পনা নয়, একটা প্রাইভেট পার্টি এসেছিল এবং সেখানে স্যাণ্ড যা আছে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং সেটা গ্লাসের উপযোগী বলেই প্রকাশ। অতএব যদি কোন প্রাইভেট ফার্ম্ম করতে চায় তাহলে করতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন সনে এবং কত তারিখ এই প্রাইভেট পার্টি প্রস্তাব করেছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—গত বৎসরেই মোষ্ট প্রবেবলী।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সেই পরিকল্পনার অবস্থা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেই পার্টির আর কোন প্রস্তাব নাই, সো ফার আই নো।

শ্রীরাজকুমার শ্রীকমলজিত সিং ঃ- মে আই আসক দি অনারেবল মিনিষ্টার হোয়েদার এনি পার্টি হ্যাজ মেড এনি সাণ্ডে ইন কলাবরেশান উইথ দি গভর্ণমেণ্ট ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তারা রিপ্রেজেণ্ট করেছেন। সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৮১।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৮১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বর্ত্তমান বা আগামী আর্থিক বৎসরে শালগড়া তহশীলে কোন হাই বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হওয়ার সম্ভাবনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ? এবং	হ্যাঁ।
২) বিবেচনাধীন থাকিলে কোথায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে ?	এখনও স্থির হয় নাই

মিঃ স্পীকার :—শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২০।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) স্কুল মাদার, গ্রামলক্ষ্মী ইত্যাদি চাকুরীয়াগণের বেতন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ত্রিপুরা সরকার পাইয়াছেন কি ;	না
২) পাইয়া থাকিলে সংশোধিত বেতনের হার কত ?	প্রশ্ন উঠে না ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বেতনের হার অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কাগজ পাঠান হয়েছিল বলে বলা হয়েছিল, ঐ কাগজ যে ফেরত আসে নাই, সেইজন্য তদ্বীর করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তদ্বীর করা হয়েছে এবং তার রিপ্লাইও বোধ হয় এসে গেছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—তাদের বেতনের হার কত ত্রিপুরা সরকার রিকম্যাণ্ডেশান করেছেন টু দি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—৬০ টাকা।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২৮।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে সহ শিক্ষক নিযুক্তির policyতে কতজন লোক সংখ্যার অনুপাতে ১ জন সহ শিক্ষক ধরা হয়েছে ;

২। স্থিরিকৃত policy সব মহকুমাতে কার্যকরী করা গিয়াছে কি ? কার্য্যকরী না করা গেলে কোথায় এবং কেন ;

৩। যে মহকুমায় কার্যকরী হয় নাই সেখানে কতটা post alloted হইয়াছিল এবং ঐ মহকুমায় কতজন বেকারমুক্ত হইয়াছে ?

উত্তর

১। ক) উপজাতি প্রতি ৩৮৭০ জনে ১ জন।

খ) তপশীল প্রতি ৭৯৯১ জনে ১ জন।

গ) সাধারণ প্রতি ৭৮১৭ জনে ১ জন।

২। ক) না।

খ) অমরপুর
কৈলাশহর
কমলপুর
খোয়াই
সাব্রুম
— সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রার্থী না থাকায়।

৩।

	Alloted			Offerred
	তপশীল	উপজাতি	সাধারণ	
অমরপুর	--	১১	৫	৫
কৈলাশহর	২	১০	১৭	১৯
কমলপুর	৪	৫	১০	১৫
খোয়াই	৪	১৬	১৮	৩৫
সাব্রুম	২	৬	৫	১২

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯১।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, আগরতলা রামঠাকুর কলেজ এবং বিলোনীয়া কলেজকে স্পনসরড কলেজ-এ পরিণত করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ?	না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭০ স্যার।

প্রশ্ন

(ক) পেচারতল Sr. Basic স্কুলের Boarding house এর seat সংখ্যা বৃদ্ধি ও Boarding house extension করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

(খ) উক্ত স্কুল বোর্ডিং-এ কোন পাচক নিযুক্ত আছে কি ;

(গ) উক্ত স্কুলে পানীয় জলের জন্য Ring well এর ব্যবস্থা করা হবে কি ;

(ঘ) উপরোক্ত দাবীগুলি পূরণের জন্য কোন representation পাওয়া গিয়াছে কি , এবং

(ঙ) পাওয়া গেলে প্রতিকারের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

(ক) বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

(খ) রান্নার কাজের জন্য একজন লোক নিয়োগ করার জন্য দর্শনগরের বিদ্যালয় পরিদর্শককে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) ন্যায্য ও জরুরী প্রয়োজনগুলি মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রিংওয়েল কবে হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—Plan and estimates for a ringwell has been prepared by the Engineering Cell of the Education Department and the necessary sanction for the purpose should be issued as early as possible.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, এখানে কোন ট্রাইবেল ষ্টুডেন্ট বোর্ডিং-এ সীট না পাওয়ায় পড়া ত্যাগ করেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেইরকম আমার কিছু জানা নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুসন্ধান করে দেখবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য্য :— অনুসন্ধান করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪৮।

শ্রীএস. এল. সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪৮ স্যার।

QUESTION	ANSWER
1) Is it a fact that the weaving centre at Ompi (Amarpur) is not functioning ; and	No.
2) If so, the reasons therefor ?	Does not arise.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩৯

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭৯

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ত্রিপুরার চা বাগানগুলিতে কোন বাগোয়ারী বিদ্যালয় আছে কি ;	না।
খ) থাকিলে কোন কোন চা বাগানে ঐগুলি অবস্থিত এবং	প্রশ্ন উঠেনা।
গ) বৎসরে গড়ে কতজন ছেলে মেয়েকে ঐ সকল বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপনান্তে প্রাইমারী বা জে, বি, স্কুলে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত করা হয় ?	প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৪৪।

শ্রীএস. এল. সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৪৪ স্যার।

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে অরুন্ধতীনগরের ম্যাচ ফেক্টরী বহুদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে ; এবং

২। যদি সত্য হয় ইহার কারণ কি ?

ANSWER

১। ত্রিপুরা ম্যাচ কোম্পানীর মালিক ১৫।৭।৭০ইং তারিখে এক নোটিশে ১৮ই জুলাই ১৯৭০ইং হইতে সম্পূর্ণরূপে এবং স্থায়ীভাবে ম্যাচ ফেক্টরীটি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

২। মালিক কাঁচামালের অভাব, আর্থিক অক্ষমতা, অনবরত অসুস্থতা ও আর্থিক ক্ষতি সহ বহু কারণ দর্শাইয়াছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই মালিককে তার ইণ্ডাষ্ট্রি চালিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার পক্ষ থেকে কোন সাহায্য বা কোন রকম প্রটেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি না ?

Shri S. L. Singh :—Every sort of protection was given.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই ম্যাচ ফ্যাক্টরীকে সরকার ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল লোন দিয়েছেন কি না ?

Shri S. L. Singh :—Previous owner took industrial loan for Rs. 69,000/-

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই লোন সম্বন্ধে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ঠিক করেছেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সরকার অলরেডি প্রসিডিউর নিয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ঐ ম্যাচ ফ্যাক্টরীর কতজন শ্রমিক আজকে বেকার হয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

Mr. Speaker :—The question hour is over. There are 13 Unstarred questions to-day. The Ministers may lay on the table of the House the reply of the Unstarred question and also the starred question which were not answered orally.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—I have received a Calling Attention Notice.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটা রিজলিউশান এনেছিলাম কিন্তু আমার সেই রিজলিউশানটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার রুল ৫(১) দ্বারা অনুসারে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার্স রুলে বলা আছে যে—"No resolution shall be moved which relates to any matter which affects the functions of the Administrator in so far as he is required by the Act to act in his discretion." সেখানে আমার রিজলিউশানটা ছিল অমরপুরের ইন্সিডেন্টের জন্য জুডিসিয়াল ইনকোয়েরীর উপর। কিন্তু আপনি যে কারনে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার্স রুলস ৫(১) দেখিয়ে আমার রিজলিউশানটা বাতিল করে দিয়েছেন, আমি সেখানে বলছি যে এই হাউসে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে মোশানটা এনেছেন—"Incident at Dumbur area on 2nd July, 1970 regarding Mizo attack be taken into consideration." এটাও ঐ একই কারনে আসতে পারে না। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার্স রুলস এর ৪ পৃষ্ঠায় ৬নং এ লেখা আছে যে—The provision of rule 5 shall apply to all motions and motions for adjournment of the business of the Assembly for the purposes of discussing any matter of urgent public importance, as they apply in relation to resolution আমার রিজলিউশান যদি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার্স রুলস ৫(১) অনুযায়ী বাতিল হয়ে থাকে তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে মোশানটা এই হাউসে এনেছেন, সেটা কেন ঐ একই কারনে বাতিল হবে না যেখানে নাকি এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার্স রুলস ৫(১) দ্বারা এ্যাপ্লিকেবল। কিন্তু এটা কি ভাবে আসলো? আমার মনে হয়, হয় আমার মেম্বার হিসাবে যে রাইট আছে সেটাকে কার্টেল করা হয়েছে, আর না হয় এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার্স রুলসকে ইগনোর করে সেটাকে এই হাউসে আনা হয়েছে। যখন মোশানস ফর কনসিডারেশন অব দি হাউস আসে তখন কনসেন্ট অব দি হাউস নিতে হয় না, এ হচ্ছে ওপিনিয়ান। সেখানে কোন ভোট নেওয়া হয় না। সেখানে কি হয়, সেটাকে আলোচনা করার জন্য নেওয়া হয় লাভ অব দি হাউস। এই রিজলিউশানটাকে কনসিডার করবার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার্স রুলস যেখানে বাধা সেখানে এটা কি ভাবে আসতে পারে। তাই আমি বুঝতে পারছি যে হয়তো আমার যে রাইট আছে, সেটাকে কার্টেল করা হয়েছে আর যদি কার্টেল করা না হয়ে থাকে, যদি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার্স রুলস এ্যাপলিকেবল হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব যে চীফ মিনিষ্টার এর যে মোশানটা আনা হয়েছে, তা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের যে ডাইরেকশান তা ইগনোর

করে আনা হয়েছে। সেজন্য উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু দি চেয়ার আমি বলব যে এটা পক্ষপাত দোষে দোষী বলে আমার মনে হয়।

Mr. Speaker :—You are making wrong interpretation of the Act.

Shri S. L. Singh :—I draw the attention of the chair that Shri Promode Ranjan Dasgupta only for his remarks that Chair is partial should be named.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— স্পীকার স্যার, তাহলে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারকে যে রাইট দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে this should have been included in the business of the House with the approval of the Administrator .. (pendamonium).

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble member to withdraw himself from the House for the rest of the day.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মি: স্পীকার স্যার, আমি হাউস থেকে উইথড্র করছি কিন্তু আপনার এ্যাকটিভিটিস নো কন্‌ফিডেন্স কে আনয়ন করবে।

* * * * * * * *

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল আপনি আমার বক্তব্যের উপর বাধা দিয়েছিলেন। এরপর আমাদের সদস্যদের কোন বক্তব্য বলতে দিলেন না। তার জন্য আমি প্রতিবাদ রাখছি এবং আপনি মাননীয় সদস্যের অধিকার ভংগ করার জন্য আমি পাঁচ মিনিটের জন্য ওয়াক আউট করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—গতকাল আমারও নিজো অ্যাটাকের উপর বক্তব্য ছিল। এটা একটা জরুরী বিষয়। কিন্তু সেই সুযোগ না দেওয়ার ফলে আমরা সেই অধিকার গ্রহণ করতে পারি নাই এবং এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারি নাই। তারই প্রতিবাদে আমি এই সভাকক্ষ পাঁচ মিনিটের জন্য ত্যাগ করছি।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, এখানে দেখলাম অনারেবল মেম্বার পারশিয়াল না ইম্পার্শিয়াল একটা কথা বলেছেন। এর উপর আপনি অবজেকশন দিয়েছেন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন 'পক্ষপাতিত্ব'। উনি বলছেন যে কি বলেছেন না বলেছেন এটা তিনি বলতে পারেন না। সো হি ইজ স্পাকিং এগেনস্ট দি রুলিং। সো আই ড্র দি অ্যাটেনশান অব দি চেয়ার টু নেম হিম ফর ডিফায়িং দি রুলিং অব দি চেয়ার।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—রুলিং তো আমি ডিফাই করছি না। একটা ক্ল্যারিফিকেশন চাচ্ছি। কথা হল, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চীফ মিনিষ্টার নেম করলেন এবং উনি যা করেছেন সেটা এক্সেপশান নিলেন চীফ মিনিষ্টার। তিনি নেম করলেন এবং অনারেবল স্পীকার তাঁকে সাসপেণ্ড করলেন ফর দি রেস্ট অব দি ডে। এই নেম করার ক্ষমতা কি চীফ মিনিস্টারের আছে না স্পীকারের আছে। সেই নেমটা কে করবে? রুল কি বলে?

* * * Expunged under orders of the Speaker.

Mr. Speaker :—The Hon'ble Chief Minister drew my attention.

Shri S. L. Singh :—I drew the attention of the Chair to name him.

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notices from the following members—Shri Debendra Kishore Choudhury and Shri Bidya Ch. Deb Barma on the subjects (1) incident of the 5th September, 1970 Concerning Shri Ganamohan Sarkar of Himmatpur, Sonamura regarding oppression by B.S.F personnel, (2) Arrest of leaders of students and labourers on the 25th August at Kailashahar. I have not given my consent to the motions of Shri Choudhury and Shri Deb Barma.

PRESENTATION OF THE REPORTS OF THE COMMITTEES :

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is the presentation of the Reports of the Committees :—

(i) COMMITTEE ON PETITIONS.

I would call on Shri Umesh Lal Singh, Chairman to present before the House the Sixth Report of the Committee on Petitions.

Shri Umesh Lal Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the Sixth Report of the Committee on Petitions.

(ii) COMMITTEE ON PRIVILEGES.

Mr. Speaker :—I would call on Shri Monoranjan Nath Chairman, Ex-officio, to present before the House the Tenth Report of the Committee on Privileges

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker Sir. I beg to present before the House the Tenth Report of the Committee on Privileges.

(After presentation)

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir. I beg to move that the time for placing the report regarding the following privilege case, be extended upto the next session of the Assembly—

(i) Alleged breach of privilege by the Editor, 'Dainik Sambad'.

(ii) Alleged breach of privilege by Shri Ajoy Roy, the Editor, 'Tribeg' and 'Sandhani'.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by Shri Monoranjan Nath, that the time for placing the report regarding the following privilege cases be extended upto the next session of the Assembly—

(i) Alleged bre ach of privilege by the Editor, Dainik Sambad'.

(ii) Alleged breach of privilege by the Editor, 'Tribeg' and 'Sandhani'.

As many as are of that opinion will please say 'AYES.

(Voice —AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No voice)

Mr. Speaker :—I think 'AYES' have it. 'AYES' have it. 'AYES' have it. The motion is carried.

Members are requested to collect their copies of the Reports of the Committee on Petitions and Privileges from the Notice Office.

DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION :

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is the discussion on matters of urgent public importance for short duration on—

"to authorise the sub-divisional officers to issue the Citizenship Registration Card",

Notice has been given by Shri Debendra Kishore Choudhury. Now 9 call on Shri Choudhury to start discussion.

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য বিষয় হল যে এতদিন আমরা দেখেছি যে সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারেরা সিটিজেনশিপ কার্ড ইস্যু করতে পারতেন। এই যে হাজার হাজার লোক পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমাদের দেশে এসেছে তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য অন্যান্য সরকারী সাহায্যের জন্য ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্যাপারেই সিটিজেনশিপ কার্ডের দরকার হয় এবং তা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের জনসাধারণ এত গরীব যে সে তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য এটা সহজে পাচ্ছে না এবং তার জন্য তাদের লেখাপড়া হচ্ছে না। কিন্তু আজকে ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয়েছে, তাদের লেখাপড়া শেখাতে হয় এবং তার জন্য সিটিজেনশিপের দরখাস্ত করতে হয়। প্রত্যেক কাজেই সিটিজেনশিপ কার্ডের দরকার হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি আজকে দুই মাস যাবত সরকার সাবডিভিশন্যাল অফিসারদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন এবং এ, ডি, এম, এর হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমাদের এই গরীব দেশের লোকের যারা নাকি সাবডিভিশন্যাল টাউনে এসে পয়সার অভাবে সিটিজেনশিপ কার্ড করতে পারেনা তারা পয়সা খরচ করে সদরে এসে সিটিজেনশিপ কার্ড করে নেওয়া সম্ভব মনে করে না। হাজার হাজার লোক এভাবে কষ্ট পাচ্ছে। এবং সবচেয়ে বেশী কষ্ট ভোগ করছে ছাত্ররা যারা কলেজে ভর্তি হতে সিটিজেনশিপ কার্ডের দরকার বোধ করে এবং স্টাইপেণ্ড পেতেও এটা দরকার হয়। এই সমস্ত কারণ বিবেচনা করে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে অনুরোধ করছি যে উনারা সিটিজেনশিপ কার্ড যাতে ইস্যু করতে পারেন সেই ক্ষমতা যেন তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাতে জনসাধারণের সুযোগ সুবিধা হবে এবং অহেতুক লাঞ্ছনা যাতে তারা না পায়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :— অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহকুমা অফিসারদের অথরাইজড করা হয়েছিল। আজ দুই মাস পর্যন্ত সাব-ডিভিশনাল অফিসারগণ এই সিটিজেনশিপ কার্ড ইস্যু করতে পারেন না। কারণ ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট যে পাওয়ার অথরাইজড করেছিলেন বা ডেলিগেট করেছিলেন, সেই পাওয়ার উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন যার ফলে বিভিন্ন মহকুমায় শত শত সিটিজেনশিপ কার্ডের জন্য পিটিশান পেন্ডিং রয়ে গেছে আজ ৭৪ বৎসর পর্যন্ত। এমনকি ১৯৬৫, ৬৬, ৬৭ সালে যেসব পিটিশান করা হয়েছে সেই সব কেসও পেন্ডিং রয়ে গেছে। ১৯৬১ পরে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তাদের সকলের পক্ষে এই সিটিজেনশিপ কার্ড করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। আজ বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রয়োজনে এই কার্ড না পাওয়াতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি ১৯৫০-৫১ ইংরেজীতে যে সমস্ত উদ্বাস্তু এসেছে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট ছিল বলে সিটিজেনশিপ কার্ড করা হয়নি। আজকে তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে। কলেজে পড়বার সময় যখন এটার প্রয়োজন হয় তখন তাড়াহুড়া করে এইগুলি করতে গিয়ে তারা হয়রাণ হচ্ছে। এই কাজ এখন ডিষ্ট্রিক্ট হেড-কোয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়েছে। তাতে তাদের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আমি অনুরোধ রাখব এটা যাতে পূর্বের ন্যায় মহকুমা অফিসারদের হাতে পুনরায় দিয়ে দেওয়া হয় যাতে যেসব পেন্ডিং কেস রয়ে গেছে সেইগুলি নিয়ে সমস্ত সার্টিফিকেট সুষ্ঠুভাবে ইস্যু করা যেতে পারে। বিশেষ করে ছাত্রদের ষ্টাইপেন্ডের জন্য যাতে তাদের অসুবিধা না হয় সেই অসুবিধা দূর করার জন্য অতি সত্বর পূর্বের ন্যায় যাতে তাড়াতাড়ি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট পাওয়া যেতে পারে সেজন্য মহকুমা অফিসারদের সেই ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সিটিজেনশিপ কার্ড এটা খুবই মূল্যবান এবং দরকারী। অনেক সময় দেখা গেছে যে আমরা ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি কিন্তু তারা যে সিটিজেন অব ইন্ডিয়া সেই হিসাবে তাদের যদি সিটিজেনশিপ কার্ড না থাকে তাহলে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্বেও তাদের আমরা ভূমি দিতে পারছি না। এটা হল ভূমিহীনদের ব্যাপারে। আরও এমন অনেক আছে তার যদি সিটিজেনশিপ কার্ড না থাকে তাহলে তার চাকুরীর ক্ষেত্রেও দেখছি নানা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। হয়তো একজন এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে, সে সিটিজেনশিপ কার্ডের জন্য দরখাস্ত করল, এস, ডি, ও'র কাছে ক্ষমতা থাকতে এটা ত্বরান্বিত হতে পারত, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পুলিশি তদন্তের দরকার হচ্ছে। এই পুলিশি তদন্ত বড় মারাত্মক ব্যাপার। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে পাঁচ ছয় মাস, দুই বছর পর্যন্ত পুলিশের তদন্তের জন্য হয়তো হাজার হাজার ফরম পড়ে আছে থানাতে। অনেক সময় অনেক রেসপন্সিবল পারসন তাদেরকে অনুরোধ করেছে, থানাতে গেছে, কিন্তু তার ফল হয়েছে ঠিক বিপরীত, তারা এতে কর্ণপাতও করেনা। এই জন্যই আমি মনে করছি এই তদন্তের ভার পুলিশের হাতে না দিয়ে এস, ডি, ও'র কাছে যদি দেওয়া হয়, তাহলে ভাল হবে। আমরা দেখছি যে এখন আমাদের তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার হচ্ছে—দক্ষিণ অঞ্চল, উত্তর অঞ্চল এইভাবে ভাগ হয়েছে। ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট সেখানে যাবে হয়তো, কাজেই

সেই সেই অঞ্চলে তদন্তের ভার যদি তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে এটা ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু এই পুলিশি তদন্ত অত্যন্ত মারাত্মক। কাজেই কাজটা যাতে ত্বরান্বিত হয়, সেইজন্য যদি এস, ডি, ও'র হাতে ক্ষমতা থাকে, তাহলে আমার মনে হয় কাজটা তাড়াতাড়ি হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সেটা হয়, সেটাই ভাল। অনেক সময় মানুষ থেকে সিটিজেনশিপ কার্ড করে তাদের দরকার হবে। সেটা যাতে ভালমত পেতে পারে এবং সময় মত পেতে পারে সেইজন্য সরকারী তরফ থেকে যেন নজর দেওয়া হয়, সেজন্য আমি এখানে অনুরোধ রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— এনি আদার মেম্বার উইলিং টু পার্টিসিপেট।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিটিজিনশিপ ব্যাপারে এখানে যে রিসলিউশান আনা হয়েছে তার মধ্যে এত দুর্নীতি চলছে সেটা বলার নয়। কারণ আমরা দেখছি যে বহুদিন ধরে বিলোনিয়ার করুণা কুমার বসাক নামে এক ব্যক্তি এখানে' ৫০ সাল থেকে বসবাস করে আসছে সে আজ পর্যন্তও দরখাস্ত করে সিটিজেনশিপ কার্ড পাচ্ছেন না। তিনি বহু দরখাস্ত করেছেন, বহু অনুনয়, বিনয় করেছেন কিন্তু এখনও তিনি কার্ড পান নাই। এছাড়া গত নির্ব্বাচনে যারা ভোট দিয়েছেন, অনেক ছাত্র আছে যারা আজ পর্য্যন্ত কোন রকম সিটিজেনশিপ কার্ড পান নাই। কাজেই সেই দিকে অন্ততঃ নজর দেওয়া দরকার। যারা বহু দিন ধরে এইগুলি পাচ্ছেন না তাদের সিটিজেনশিপ পাওয়া দরকার। কিন্তু এইগুলি তদন্ত করে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। ত্রিপুরা রাজ্যে পাকিস্থান থেকে হাজার হাজার লোক আসছে। তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে ত্রিপুরা সরকারের। তারা যাতে ইন্ডিয়ার মধ্যে বসবাস করতে পারে তার জন্য তাদের নাম রেজিষ্ট্রি করা দরকার। কাজেই সেই-দিকে যাতে এই কাজগুলি শৃঙ্খলা ভাবে হতে পারে, তারা যাতে সিটিজেনসিপ কার্ড পায় এবং সেটা পেতে হলে কি কি দরকার সেটা তদন্ত করে সেই জিনিষ যাতে সুশৃঙ্খল ভাবে নাম দেওয়া হয়, সরকারী ভাবে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু আমরা গত নির্ব্বাচনে দেখেছি ভোট পাওয়ার জন্য শাসক গোষ্ঠির পক্ষ থেকে যারা দুই এক দিন হয় এসেছে তাদের কার্ড দেওয়া হয়েছে এই রকম চিন্তা করে যদি সিটিজেনশিপ কার্ড দেওয়া হয়, তাহলে সেটা সাংঘাতিক ফল হবে। আমরা দেখছি নিজেদের ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য এই সমস্ত পরিকল্পনা বা বিশেষ প্লেন নিয়ে থাকেন। কাজেই এই সমস্ত প্ল্যান যদি নেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে সেটা সাংঘাতিক মারাত্মক ফল হবে। এমনিতেই আমরা দেখি যে এখানে যে জমি আছে তার তিন ভাগের এক ভাগ হচ্ছে সমতল ভূমি আর দুই ভাগই টিলা ভূমি। কাজেই সেখানে যদি নানা রকম সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তারজন্য দায়ী হবেন সরকার। জমি টেনে বাড়ানো যাবে না, রাবারের মত, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ঠিক ঠিক মত যাতে সিটিজেনসিপ কার্ড বহুদিন ধরে পাচ্ছে না তারা যাতে তরাতারী সিটিজেনশিপ কার্ড পায় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে সেটা করতে হবে। পূর্ব্বের মত করা হলে তাতে প্রতিবাদ আসবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। কাজেই শৃঙ্খলা ভাবে যাতে সিটিজেনশিপ কার্ড দেওয়া হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমার বাক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সিটিজেনশিপ সম্বন্ধে আজকে হাউসে আলোচনা হয়েছে। এই ব্যাপারে আগে যে ব্যবস্থা ছিল সেটা হচ্ছে মহকুমা শাসক সেটা দিত, বর্তমানে সেটা পুলিশের তদন্তের জন্য দেওয়া হচ্ছে। আমার মনে হয় তার মধ্যে আমাদের যে একটা পঞ্চায়েত রয়েছে গ্রাম প্রধান রয়েছে, গ্রামের লোকের সংগে এক সঙ্গে তারা বাস করে, কাজেই একটা লোক গ্রামে কবে এল, কবে থেকে বাড়ী ঘর করে সেখানে বসবাস করছে সেটা গ্রামের লোকই ভাল করে জানেন। কিন্তু এটা হঠাৎ করে পুলিশের কাছে দেওয়া— সেটা যেমন আমার কেমন মনে হয়। আমরা দেখি যে একটা পিটিশন এস, ডি, ওর অফিসে দেওয়া হয়, তার যে একটা ফরম সেটা ইংরেজীতে। কৃষক হচ্ছে গ্রামের সাধারণ মানুষ, তারা ইংরেজী জানেনা। অনেকবার আমি এই হাউসে বলেছি যে ফরমটা যাতে বাংলায় করা হয়, কিন্তু জানিনা সেটা বাংলায় করতে কি অসুবিধা আছে। সেটা ইংরেজীতে হওয়ায় সেটা ফিল আপ করার জন্য মহুরীর কাছে আসতে হয় বা যারা লেখাপড়া জানে তাদের কাছে আসতে হয়। যদি সেটা বাংলায় হত, সাধারণতঃ যারা গ্রামের মধ্যে সামান্য লেখাপড়া জানে তাদের দিয়ে করিয়ে আনতে পারত। কাজেই আমি এখানে সাজেশান রাখছি যাতে সেটা বাংলায় করা হয়। আরেকটা দিক যেটা নাকি আরেকজন মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন, অনেক সময় দেখা যায় যে সিটিজেনশিপ কার্ডের ফটো তুলতে হয়। তার জন্য তার ২/৪ টাকা খরচ হয়। গ্রামের লোক গরীব, কোন রকমে বহুদিন ধরে সেখানে বাস করছে, কাজেই তাদের যদি ফটো তুলতে হয় তাদের দিতে হয় ২/৪টাকা আবার মহুরীকে দিয়ে ফরম ফিল আপ করতে হলে পরে তাকে দিতে হয় ২/৪ টাকা এই কারণেই তারা সেটা করতে পারে না এবং তারা সেইজন্য সিটিজেনশিপ কার্ড পায় না। তারজন্য বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। তারপরও ভদ্রলোক হয়তো ফরম ফিল আপ করে এস, ডি, ও অফিসে জমা দিয়ে আসল, সে মনে করল এখানেই বোধহয় শেষ। ২/৪ মাস পরে খুঁজতে এল, তখন জানা গেল সেটা পুলিশের কাছে গেছে। এই রকম লোকও আছে যারা পুলিশের কাছে যেতে ভয় পায় কারণ, তাদের কাছে অর্থাৎ দারোগাবাবুর কাছে যেয়ে যে বলতে হবে আমার একটা সিটিজেনশিপ কার্ডের দরখাস্ত আছে, সেটাও তাকে ইংরেজীতে বলতে হবে, কাজেই অনেকে যেতে চান না। কেউ যদি যান, তাহলে হয়তো দারোগাবাবু তাকে বলে দিলেন দয়াকরে এখন যান, সেটা অনেক খোঁজতে করতে হবে। তখন সে হয়তো চলে গেল। আবার দুই চার মাস পরে সেখানে গেল। এই যে একটা হয়রানি, তার থেকে একমাত্র রেহাই পাওয়া যেতে পারে যদি সেটা এস, ডি, ওর হাতে থাকে। কারণ আমি দেখছি যে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আণ্ডারেই থাকছেন একজন এস, ডি, ও। সেই মহকুমা শাসক সার্টিফিকেট দিতে কোথায় আপত্তি হতে পারে সেটা আমি বুঝিনা। অনেক সময় হয়তো নেশানালিটি করলে ট্রাভেল পাওয়ার জন্য, বা একটা জায়গা কিনবার জন্য, এই রকম অনেকগুলি সুবিধা পাওয়ার জন্য এটা করতে হয়। লোকেরা সাধারণতঃ গ্রামেই বেশীর ভাগ থাকে কাজেই এটা যদি গাঁও প্রধান বা পঞ্চায়েতকে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অনেকটা ভাল হতে পারে, কেননা তারাই গ্রামের লোক সম্বন্ধে

অনেক বেশী জানে বা খবরা-খবর রাখে। আর সিটিজেনশিপ ফরমে একটা কলাম আছে যেখানে নাকি লেখা আছে যে কেউ যদি অন্য দেশ থেকে আসে তাহলে তাকে অন্তত: ৬ মাস কাল এখানে বসবাস করতে হবে তাহলে সিটিজেনশিপ পাওয়ার যোগ্য হবে। কিন্তু দেখা গেছে ৬ মাস কেন তার পরবর্ত্তী ৬ বছরেরও বেশী সময় এখানে বসবাস করেও সেই লোকে তার সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট পাচ্ছে না। কাজেই এই সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দেওয়ার পদ্ধতিটাকে আরও সহজ করা দরকার। আমার মনে হয় এটার ভার যদি গ্রাম পঞ্চায়েৎকে দেওয়া হয় তাহলে তারা অনেক অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজটা করতে পারবে। কিন্তু এই কথাটা বলতে গিয়ে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা অনেকটা যেন ভয় পেয়ে গেছেন। তারা এখানে বলছেন যে গত ইলেকশানের সময়ে শাসক গোষ্ঠি চালাও সিটিজেনসীপ সার্টিফিকেট দিয়ে ভোটে জয়ী হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে কেউ ভোট দিতে চায়না, আর সেজন্যই তারা ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু তাদের তো অনেকটা পকেট এখনও আছে, সেখানে তো তারা ভোট পেতে পারতেন, কিন্তু সেখানেও তারা এবারের ইলেকশানে মার খেয়েছে তাই তাদের ভয় হচ্ছে যদি ভোটার লিষ্টে ভোটার সংখ্যা বেড়ে যায়, তাহলে আর আগের মত ভোট পাবেনা। তাই তাদের বেশী লোক দেখলেই ভয় হয় আর সেজন্য তারা এখানে বলেছেন যে এত লোক এখানে এলে পরে ত্রিপুরার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। এই কথা এখানে উনি বলেছেন—আর সেজন্য আমি বলেছি যে তাদের মানুষ দেখলেই ভয় হয়। কিন্তু সেই সংগে আমি এখানে আর যেকথা বলতে চাই সেটা হল ভোটাররা ভোট দেবেন তাদের পছন্দমত লোককে বা তাদের মনোনীত পার্থীকে, তাদের কথায় তো কেউ আর তাদের ভোট দেবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হল একটা আইনগত দিক, এতে শাসক গোষ্টীর বা কমিউনিষ্ট গোষ্টির কারুই কোন কিছু আসে যায় না। এখন ভোটারেরা যদি তাদের পছন্দমত কোন লোককে বা পার্টিকে ভোট দেয়, তাহলে যদি তাদের এর জন্য রাগ হয়, তাহলে আমার আর বলার কিছু রইল না। অতএব তারা এখানে যে যুক্তি দেখিয়েছে, তার থেকে আমরা শুধু এইটুকু বুঝলাম যে তারা শুধু মানুষকে ভয় পায়, আর সেই জন্যই তারা এখানে তাদের যুক্তিহীন বক্তব্য রেখে আসর মাত করতে চায়। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ তাদের এই চীৎকারে আর সাড়া দিবে না এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিটিজেনসীপ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই হাউসের সামনে যে ডিসকাসানটা এনেছেন, আমি মনে করি এই সিটিজেনসীপ পাওয়ার ব্যাপারটা যাতে আরও ইজিয়ার হয় তারজন্য আমি নিজেও একমত। এটা যাতে আন-নেসেচারী ডিলে না হয় এই ব্যাপারে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি থাকা দরকার। কিন্তু আগে এস, ডি, ওদের হাত থেকে সিটিজেনসীপ সার্টিফিকেট নেওয়ার যে সুবিধা ছিল, সেটা এখন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে ট্রেন্সফার করা হয়েছে। আমার মনে হয় এটা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে ট্রেন্সফার হওয়াতে হয়তো অনেকে ভাবছেন যে সিটিজেনসীপ সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য যে সব প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক কাগজপত্র বা প্রমাণাদি দেওয়ার জন্য উনাদের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে আসতে অনেক অসুবিধা হবে। যেমন আজকে সাবরুম বা ধর্মনগর থেকে মানুষকে

আসতে হয় আগরতলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে, এতে করে তাদেরকে একটা আন-নেসেসারী ডিলের মধ্যে পড়তে হবে বা তাদের কিছুটা হেরাসড হতে হবে বিভিন্ন দিক দিয়ে। কিন্তু আমার মনে হয় এই জন্য আতঙ্ক হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা আজকে আমাদের ত্রিপুরাকে তিনটা ডিষ্ট্রিক্টে ভাগ করা হয়েছে, কাজেই এই সব ডিষ্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার ত্রিপুরার দূরবর্তী সীমান্ত থেকে যেটা নাকি আগরতলাতে ছিল, তা অনেকটা নিয়ারেষ্ট হয়ে গেছে। তাই ঐসব দূরবর্তী অঞ্চল থেকে এই সিটিজেনসীপের জন্য মানুষকে আর আগরতলাতে আসার কোন প্রয়োজন থাকছে না। তারা তাদের নিজেদের এলাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে গিয়ে এই সিটিজেনসীপ সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এ্যাপ্লিকেশান বা কাগজপত্র সাবমিট করতে পারবেন যা আগে এস. ডি. ওদের অফিসে সাবমিট করতেন। তখন এস. ডি. ওরা আগের মত প্রয়োজনীয় ইনকোয়েরী ইত্যাদি করে ডি. এমের কাছে তাদের রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন এবং সেই অনুসারে সিটিজেনসীপ কার্ডও ইস্যু হয়ে যাবে। কাজেই ডি. এমের অফিসে আসা যাওয়া করার কোন প্রয়োজনীয়তাই তখন আর থাকবে না। আর একটা কথা অনেকেই বলেছেন যে এই ব্যাপারে পুলিশ ইনকোয়ারী যাতে না হয়, আবার অনেকেই বলেছেন যে এই ব্যাপারে পুলিশ ইনকোয়েরী না হওয়াই উচিত। আমি মনে করি পাকিস্থান থেকে যে সব লোক আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে আসছেন, তারা হল আমাদের কাছে ফরেইনার্স, কেননা পাকিস্থান আমাদের কাছে একটা ফরেইন ষ্টেট এবং এই পাকিস্থানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটাও বেশ কিছু মধুর নয়। কারণ বর্ত্তমান রাজনৈতিক ডেভেলাপমেণ্টে পাকিস্থানের সঙ্গে আমাদের বৈরীভাবই বিদ্যমান এবং জানি যে পাকিস্থান শুধু আমাদের সঙ্গে বৈরীভাবই পোষণ করে না, তারা যে কোন অজুহাতে আমাদের দেশের নিরাপত্তার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং তারা কোন দিনই এ ব্যাপারে পিছ পা হয়নি। আমরা এখনও ১৯৬৫ সালের ভারত পাক যুদ্ধের কথা ভুলে যাইনি, যখন তারা আমাদের মাতৃভূমিকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। তাই আজকে যারা পাকিস্থান থেকে আসছেন তারা যদিও বলছে যে আমরা ভারতে বসবাস করতে এসেছি, কিন্তু এই নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে আমরা যদি সেটা ভালভাবে তদন্ত না করে দিয়ে দেই, তাহলে হয়তো সেটা কোন সময়ে আমাদের দেশের নিরাপত্তার পক্ষে একটা ধাক্কিলাতির সামিল হবে। তাই আমাদের দেশের নিরাপত্তার দিক থেকে আজকে পাকিস্থান থেকে যারা আসছেন বসবাস করবার জন্য, তবুও আমাদের তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নেওয়া উচিত যে তারা কেন এখানে আসছে, তাদের ভিতরে কোন অসৎ—উদ্দেশ্য আছে কিনা বা তারা আমাদের দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে পাকিস্থানের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত আছে কিনা, এই সব দেখে বা তদন্ত করে তাদেরকে আমাদের এই সিটিজেনসীপ সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত। আর এই তদন্তের ব্যাপারে মাননীয় এক সদস্য বলেছেন যে সিটিজেনসীপ পাওয়ার জন্য যারা সত্যিকারের যোগ্য তারা নিশ্চয়ই পাবেন কিন্তু তদন্তের ব্যাপারটা যেন গাঁও প্রধানদের দিয়ে দেওয়া হয়, যেহেতু তারা গ্রামে থাকে এবং গ্রামের লোকদের সম্বন্ধে তারা বেশী করে জানে বা খবরা খবর রাখে। আমি কিন্তু এই জিনিষটা সর্বক্ষেত্রে মেনে নিতে পারছিনা। তার কারণ হল আজকে পাকিস্থান থেকে যে এল তার পাষ্ট এ্যাকটিভিটিজ কি, সে হয়তো সেটা জানবে না, কাজেই ঐ লোকটা আমাদের

দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে জড়িত, সে হয়তো আমাদের দেশের গোপনীয় অনেক কিছু পাচার করে দেওয়ার ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে পারে, তার যোগসাজস থাকতে পারে। গ্রামের লোকের পক্ষে তার সম্বন্ধে এতগুলি বিস্তারিত বিষয় জানা কোন সময়ে সম্ভব নয়। তাছাড়া এখন পর্যন্ত গাঁও সভাকে আইনগতভাবে এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি বা কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে সেই লোকটা পাকিস্থানে কি করতো, কেন বা এখানে আসল, কোন দুস্কৃত কার্য্যে লিপ্ত ছিল কিনা প্রভৃতি খোঁজ খবর নেওয়ার কোন এক্তিয়ারই দেওয়া হয়নি। সুতরাং একটা মানুষকে সিটিজেনসীপ সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত জিনিষ অনুসন্ধান করতে হয়, সেগুলি গ্রাম প্রধানদের না জানারই কথা। সে ক্ষেত্রে আমাদের যে পুলিশ বা আই, বি, সেল আছে তার সাহায্য নেওয়া আমাদের উচিত। পাকিস্থানের সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরার প্রায় ৫২০ মাইল সীমান্ত আছে এবং তারই ভিতর দিয়ে পাকিস্থান থেকে বহু লোক দিনরাতে আমাদের এই ত্রিপুরাতে আসছে এবং যাচ্ছে আর তাদের কার ভিতরে কি আছে বা নেই, বিশেষ করে পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট আমাদের যে লিবারেল অ্যাটিচিউড যে উইদাউট ভেরিফিকেশন সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া সেটার সুযোগ নিতে চাইছে। এভাবে সার্টিফিকেট দিতে গেলে হয়ত পাকিস্থানের কোন স্পাইকেও দিয়ে দেওয়া হতে পারে যারা নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বা সাব-ভারসিভ অ্যাটিচিউড নিয়ে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেটের সুযোগ নিয়ে সরকারী চাকরীতে ঢুকে গেল, ডিফেন্সের চাকরীতে ঢুকে গেল, পুলিশের চাকরীতে ঢুকে গেল এবং আমাদের নিরাপত্তার সব তথ্য পাকিস্তানে পাচার করে দিল। সাধারণ পাকিস্থান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসেন তাদের নাগরিক অধিকার দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের আছে। বর্ত্তমান আজকের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে পাকিস্তানের সংগে আমাদের সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে কিছু কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ডিষ্ট্রিক্ট ভাগ হবার পর থেকে এস, ডি, ও, দের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া হলেও মানুষের হ্যারাসমেন্টের কোন সংগত কারণ নাই। যখন সে ডি, ও দের হাতে ক্ষমতা ছিল তখনও তারা একা সেগুলি করতে পারতেন না। তখনও আরও অনেক লোক কর্মচারী ছিল এবং ১৩জন অফিসারকে রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল বা অবশ্য ১৩ জনকেও এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার অর্ডার অনুযায়ী যেটা করা হয়েছিল। সেটা যখন বেশী রাস ছিল তখন করা হয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে রাস কমে গেছে, এখন সেগুলি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন সেটার রাস গ্র্যাজুয়ালি কমে আসছে। ত্রিপুরাতে এখন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকেও সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমার মনে হয় যে এটা একটা বড় অবজেকশান তাদের ফিজিক্যাল ডি, এম, বা এ, ডি, এম, এর কাছে আসতে অসুবিধা হবে। আমার মনে হয় যে আমরা যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি তাতে মানুষের কোন অসুবিধাই হবে না। আর যদি কোন মাননীয় মেম্বার আন-নেসেসারী হ্যারাসমেন্টের কোন কেস দিতে পারেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেটা দেখব বা কেস ডিলেড হচ্ছে কিনা এই ধরণের কোন ঘটনা যখনি আমরা জানব তখন নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করব।'

এই মোশনের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় বিল্লা দেববর্মা মহাশয় একটু মেকী দরদ দেখাতে গিয়ে তাদের মনের যে একটা চাপা অসন্তোষ, মনের যে একটা চাপা বিরোধ ভাব সেটা গোপন করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন যে সিটিজেনশিপের ব্যাপারে যারা এ দেশ থেকে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছেন তারা যেন সেখানেই রেজিষ্ট্রেশান করেন। এখানে যেন তারা রেজিষ্ট্রেশান না পায়। যারা পাকিস্তান থেকে এখানে আসে তাদের প্রতি বিশেষ করে তাদের মনোভাব বন্ধুসুলভ নয়। এরা যেন তাদের কাছে অবাঞ্ছিত মানুষ। যারা পাকিস্তান থেকে আসছেন তারা ভিকৃটিম হয়ে আসছেন। তাদের প্রতি আমাদের একটা মানবতার প্রশ্ন আছে। আমরা ভারতবর্ষের লোকেরা তাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম একটা নৈতিক প্রশ্ন নিয়ে তাদের জন্য আমরা বাঁচার ব্যবস্থা করেছিলাম সমানভাবে। কিন্তু আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যখন উদ্বাস্তরা আসতে লাগল তাদের জান প্রাণ বাঁচানোর জন্য, নারীর ইজ্জত বাঁচাবার জন্য তখন আমরা দেখেছি ভারত গভর্ণমেন্ট উদার হস্তে ঢালাও ঋণের ব্যবস্থা করে সরকারের সহায়তায় তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। পুনর্বাসনের কাজে তখন তারা একটা ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল রাজনৈতিক কারণে। আমরা জানি পাকিস্তান থেকে যারা আসে তাদের প্রতি তারা একটা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেন, একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করেন। সেই ভাব থেকে তারা উদ্বাস্ত পুনর্বাসনকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা দেখল আমাদের সরকারের যে পরিকল্পনা তাকে বাধা দেবার মত তাদের দলের শক্তি নাই, তাদের শক্তি নাই সেই পরিকল্পনাকে বানচাল করার মত। তারা ফেল্যুর হল। তারপর তারা দুমুখো নীতি গ্রহণ করল যে তাদের সাহায্য আমাদের পেতে হবে। কিন্তু তাদের সাম্প্রদায়িক ভাব, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, সেটা ব্যর্থ হয়ে গেছে। কাজেই মাঝে মাঝে তারা মেকী দরদ দেখাতে চায় এবং পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তদের প্রতি তারা দরদ দেখাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহলেও রাজনৈতিক একটা মীননেস তাদের প্রকাশ পেয়ে যায়। আজকের সভাতেও তা প্রকাশ না হয়ে পারে নি। কিন্তু তারা মনের কথা বললেই পারে যে এই রাজ্যে তাদের জায়গা হবে না। কিন্তু এই যে একটা ষড়যন্ত্র, আমরা মুখে বলব যে তাদের প্রতি দরদ আছে আর ভিতরে ভিতরে তাদের সর্বনাশ করব, এটা ঠিক নয়। তাদের মধ্যে যারা উদ্বাস্তদের সিটিজেনশিপ পাওয়ার পক্ষে নয় তারা যখন পুলিশ এনকোয়ারী করতে যায় তখন তারা একটা ভেজাল লাগিয়ে দেয় যে এ লোকটা পাকিস্তান থেকে এসেছে খারাপ উদ্দেশ্যে। কাজেই আমার মনে হয় যে এইসমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব তাদের আছে। কিন্তু আমরা আশা করব যে তারা পুলিশকে সাহায্য করবে যাতে ভালভাবে ইনফরমেশন তারা নিতে পারে। এই কথা বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— Now, I think discussion on matters of urgent public importance for short duration is over Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Radhika Ranjan Gupta to move his Resolution that— এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ

করিতেছে যে, ফটিকরায়, কল্যানপুর, তেলিয়ামুড়া, টাকেরজলা ও বগাফা এই পাঁচটি অঞ্চলে ৫টি ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট ব্লক (টি, ডি, ব্লক) স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত— অনারেবল স্পীকার স্যার, আমি এই বিধানসভায় প্রস্তাব রাখছি যে – এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, ফটিকরায়, কল্যাণপুর তেলিয়ামুড়া, টাকেরজলা ও বগাফা এই পাঁচটি অঞ্চলে ৫টি ট্রাইবেল ডেভেলেপমেন্ট ব্লক (টি, ডি, ব্লক) স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

অনারাাবল স্পীকার স্যার, আদিবাসী উন্নয়নের জন্য আমরা এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে আদিবাসীদের উন্নয়নমূলক পরিবেশের আওতায় নিয়ে আসব এবং এটা আমাদের প্ল্যান এবং সেই প্ল্যান অনুযায়ী ত্রিপুরার মধ্যে পাঁচটি টি, ডি, ব্লক স্থাপন করা হয়েছে এবং এই সমস্ত টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে ত্রিপুরার আদিবাসীদের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ জন ঐ আওতায় এসেছেন এবং তার মারফত রাস্তাঘাট, পানীয় জলের, চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু হয়েছে। কাজেই ত্রিপু-রায় আরও যারা আদিবাসী বিশেষ করে শতকরা ৮০ ভাগ রয়েছেন তারা আজকে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার আওতার বাইরে আছেন। কাজেই এই পাঁচটি এলাকার কথা আমি বলেছি। এই সমস্ত এলাকা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। আমি এখানে ফটিকরায় এলাকার কথা বলব। রাজকান্দি, পশ্চিম রাতাইছড়া, গংগানগর ফটিকছড়া এমবাবাসা, পশ্চিম কাঞ্চনবাড়া এই যে অঞ্চল একটা বিরাট আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। তিন তিনটি পরিকল্পনার পরও এইসব এলাকাতে বলতে গেলে এক কথায় বাস্তা বা কোন টিউবওয়েল দেখা যাবেনা। স্বাধীনতার পর এই যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী —তার মারফত আজকে এদের কিছুই করা হয় নাই। তার জন্য কিছু করা প্রয়োজন এটা আমাদের দায়িত্ব—রাজনৈতিক এবং নৈতিক দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব দ্রুত পালন করতে হবে এবং সেই নিমিত্তই আমি এখানে প্রস্তাব রেখেছি। যদি এই পাঁচটি ব্লক স্থাপন করা হয়, তাহলে দেড় লক্ষ আদিবাসীকে এইসব উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর আওতায় আনা যাবে। কল্যাণপুরে একটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক আছে, সেখানে শতকরা ৪৫ জন আদিবাসী। তার মধ্যে কাজ করা প্রয়োজন। তাদের গ্রামীন জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। বগাফাতেও তাই। সেখানে যদিও একটা সি, ডি, ব্লক আছে, সেটা আদিবাসীদের প্রয়োজন মিটাতে পারে না। সেইজন্য আমি অনুরোধ করব এই পাঁচটি টি, ডি, ব্লক করা হউক তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য। তারই জন্য এই প্রস্তাব। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে আদিবাসী উন্নয়নের জন্য আমাদের যে প্রতিশ্রুতি, সেই প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য অবিলম্বে এই পাঁচটি টি, ডি, ব্লক খোলার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত আমি অনুরোধ রাখছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য রাধিকাবাবু যে প্রস্তাবটা এনেছেন এই প্রস্তাব এমনিতে দেখতে গেলে খুবই ভাল প্রস্তাব এবং ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণের যাতে চেতনার মান, সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করতে পারে তার জন্য আরও পাঁচটি ট্রাইবেল ডেভলাপমেন্ট ব্লক স্থাপনের জন্য এই প্রস্তাবটা তিনি

উপস্থাপিত করেছেন। এখানে আমাদের সামনে বা ত্রিপুরায় যে পাঁচটি টি, ডি, ব্লক রয়েছে, সেই পাঁচটির অবস্থাটা কি আমাদের তা একটু দেখতে হয়। প্রথমে যদি আমরা দেখি ধর্ম্মনগর, কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লক'এর প্রতি —ধর্ম্মনগর উপজাতীদের রাস্তাঘাট, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করাবার জন্য এই টি, ডি, ব্লক প্রথমে স্থাপন করা হয় এবং তখন ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে একথাই বলা হয়েছিল যে এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণের সুযোগ সুবিধা করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আমরা এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে কি দেখি? যেখানে বাগান করার জন্য টাকা লোন দেওয়া হয়, সেখানকার টি, ডি, ব্লক এলাকার কতজন উপজাতি এই সুযোগটা গ্রহণ করতে পেরেছেন এবং যেখানে রাস্তা ঘাটের কথা আছে সেই এলাকায় কয়টি রাস্তা হয়েছে যে রাস্তায় মানুষ চলাফেরা করতে পারে, যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে? সেখানে সার, বীজ প্রভৃতি দিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ সৃষ্টি করার কথা আমাদের ভাবতে হবে। সেখানকার উপজাতি জনসাধারণ এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে এই সার, বীজ নিয়ে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতটুক উৎসাহিত হয়েছে বা উপকৃত হয়েছে? তারপর আমাদের দেখতে হবে সেই সমস্ত এলাকার মধ্যে যে সকল উপজাতি জমিতে বসবাস করছিল, এই টি, ডি, ব্লক হওয়ার পর সেখানকার উপজাতিদের শতকরা কত ভাগ জমি অ-উপজাতির হাতে চলে গেছে। আরও দেখতে হবে ঐ এলাকার মধ্যে মহাজন শোষণ বন্ধ হয়েছে কিনা না সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ সমস্ত এলাকার উপজাতি, মহাজনের কবলে পড়ে আরও ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে। আমরা আরও দেখতে পাই যে সেখানকার উপজাতি জনসাধারণ জুমিয়া, জমিজমা কিছুই ছিলনা। তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা, জমি দিয়ে, টাকা দিয়ে তাদের জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যবস্থাটা কি রকম করা হয়েছে এবং যারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছে তারা জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারল কিনা। যদি এইগুলি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব কাঞ্চনপুর ত্রিসীমা ট্রাইবেল কলোনী, সেখানকার জুমিয়াদের জমি মহাজনদের হাতে চলে গেছে এবং তারা যে ঋণ নিয়েছে সেই টাকা এখন তাদের শোধ করবার ক্ষমতা নেই। মুখে উপজাতি দরদী সেজে এই কথাগুলি বলা হয়েছে, কিন্তু এতে ত্রিপুরা উপজাতি জনসাধারণের মূলতঃ কোনরকম সুবিধাই হবে না। আমাদের আরও দেখতে হবে এই উপজাতি জনসাধারণ শিক্ষায় অনগ্রসর, শিক্ষার দিকে তাদের উৎসাহ নেই। তাদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে হলে সেখানকার স্কুলগুলির উন্নতি করা দরকার। সেই দিক থেকে দেখলে পরে আমরা দেখতে পাব সেখানকার স্কুলগুলির কি অবস্থা। এই স্কুলগুলিতে যদি সুব্যবস্থা না থাকে শিক্ষাক্ষেত্রে এই উপজাতিদের আকৃষ্ট করা যাবে না এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ আমরা দিতে পারব না। ছৈলেংটা ব্লকে একটা কলোনী আছে। সেখানে আমরা কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম। সেখানে ছয় মাইলের মধ্যে এমন কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই যেখানে মানুষ চিকিৎসা পেতে পারে। এইতো অবস্থা। তারপর ছৈলেংটা ব্লকের তারাবন কলোনীর মধ্যে বিরাট একটা রাস্তা করার জন্য টাকা বরাদ্দ

করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে এমন কোন একটা পরিষ্কার রাস্তা দেখলাম না যে রাস্তায় মানুষ চলাফেরা করতে পারে সেখানে একটা ব্রীজ দরকার। সেই ব্রীজ আজ পর্যন্ত করা হয় নাই। এমনি করে একটা উপজাতি জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার কথা বলে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা যাবে না।

তারপর আমরা দেখছি বুলংবাসায় এক ফারলং রাস্তা আমরা করতে পারি নাই গত কয়েক বছরের মধ্যে। একটুকু মাত্র রাস্তা আছে বাইমা সর্দ্দা থেকে পায়ে হেঁটে চলার মত রাস্তা, এই ছাড়া কোন রাস্তা করতে পারেন নাই সেখানকার টি, ডি, ব্লক। এইতো হচ্ছে উন্নয়নের অবস্থা। এখন প্রশ্ন হল তাদেরকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে এই উপজাতি জনসাধারণকে টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে রক্ষা করা যাবেনা। এই অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, যে পাঁচটি টি, ডি, ব্লক আমাদের রয়েছে, এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে তাদের রক্ষা করা যাবে না। মাহাজনের শোষণ বন্ধ করা, তাদেরকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহিত করা বা সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের শিক্ষার মান, চেতনার মান উন্নত করা, ইত্যাদি ধরণের কোন কাজ হাতে নিয়ে এই টি,ডি ব্লক অগ্রসর হতে পারে নাই। যদিও সুযোগ সুবিধার কথা বলে টাকাগুলি আসছে, সেইগুলি নিজেদের লোকের মধ্যে বিলি বন্টন হয়ে যায় এবং বীজ সার প্রভৃতির জন্য টাকাগুলি তাদের পকেটে চলে যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমি এখানে বলছি। তারাবন কলোনির মধ্যে একটা ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে। তার সেক্রেটারী হচ্ছে একজন কংগ্রেস পাণ্ডা। ছৈলেংটা বাজারের অ-উপজাতি হয়েও তিনি নিজের নামে কনট্রাক্টগুলি নেন এবং কনট্রাক্টগুলি নিয়ে যে মুনাফা বা লাভগুলি হয়, সেটা ভোগ করেন এবং কাজকর্ম্মগুলি চালিয়ে যান ট্রাইবেল ডেভলাপমেন্ট কলোনীর নামে। সেখানে তিনি এমন কোন একটা রাস্তা শেষ করতে পারেন নাই বা সম্পূর্ণ করতে পারেন নাই যাতে বলা যেতে পারে এই রাস্তা সম্পূর্ণ হয়েছে।..........................

Mr. Speaker—Hon'ble Member, time is over. The House stands adjourned till 2 P. M. The member speaking will have the floor.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে টি, ডি, ব্লকের দাবী এখানে উঠেছে এর দ্বারা ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কোন দিনই হতে পারে না, তার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত। কারণ আমরা দেখেছি যে এই উপজাতি সম্প্রদায় অভাবের সময়ে তাদের যে কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা, বিশেষ করে কৃষি দাদন, যেটা নাকি তাদের ৫০ টাকা করে দেওয়ার কথা, সেখানে তাদেরকে ১০ থেকে ১৫ টাকা দিয়ে বিদায় করা হচ্ছে। আমরা গত বছরও দেখেছি যে এই উপজাতি জনসাধারণের মধ্যে যেন অভাবটা সবচেয়ে বেশী করে দেখা দেয়। বিশেষ করে আমরা দেখেছি ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর এবং ছামনু প্রভৃতি এলাকাতে একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেখানে এই টি, ডি, ব্লক সেই এলাকার ট্রাইবেলদের সাহায্য করবার জন্য অগ্রসর হয়ে আসতে পারে নি এবং তাদের অগ্রসর হয়ে আসার কোন ক্ষমতাও ছিল না। তাদের সেখানে টেষ্ট রিলিফ

দেওয়ার কথা এবং এই টেষ্ট রিলিফ দিয়ে সেইসব এলাকার উপজাতিদের রক্ষা করার যা তাদেরকে বাঁচাবার কথা, সেটা তারা করতে পারে নি এবং তা করবার মত তাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। সেখানে আমরা আরও দেখেছি যে সেখানকার উপজাতিদের জন্য যে সব রিং ওয়েল এবং টিউবওয়েল করার কথা, তা তারা সেখানে প্রয়োজন অনুসারে করতে পারে নি। সেখানে তারা ২/১টি রিংওয়েল বা টিউবওয়েল দিয়ে একটা দায় সারার মত ব্যবস্থা করেছিল, কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সেখানকার লোকদের পানীয় জলের কোন সুবন্দোবস্তই এই টি, ডি, ব্লক করতে পারে নি। তাই আজকে যদি এই উপজাতিদের উন্নতি করতে হয়, তাদের যদি রক্ষা করতে হয়, তাদের যদি তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করতে হয় তাহলে সংবিধানের ৫ম তপশীল সাময়িকভাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করে তাদের রক্ষা করতে হবে এবং এটাই হবে তাদের রক্ষা করার একমাত্র পথ। তারপরে আমরা দেখছি যে এখানে আর একটা দাবী উঠেছে। সেটা হল আজকে এই উপজাতিরা যেভাবে দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের সেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে, তাদেরকে বাঁচাতে হলে এই ত্রিপুরাতে তাদের জন্য একটা আঞ্চলিক পরিষদ তৈরী করতে হবে। এই দাবীতো আমাদের পক্ষ থেকে উঠে নি, এই দাবী উঠেছে প্রশাসন সংস্কার কমিটির তরফ থেকে, তারা এই উপজাতিদের রক্ষা করবার জন্য এই আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ করেছেন। কাজেই ত্রিপুরা সরকার যদি তাদের এই সুপারিশকে গ্রহণ করে তাকে কার্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে ত্রিপুরাতে এই উপজাতিদের ধ্বংসের হাত থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এটা ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষের দাবী এবং তারা উপজাতিদের রক্ষার জন্য এই দাবীকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আজকে যে ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা দেওয়ার দাবী উঠেছে, তাও ত্রিপুরার জনসাধারণের দাবীর ভিত্তিতে উঠেছে। আর এই দাবীকে যদি আমরা পূর্ণতা দিতে চাই, চালু করা হয় এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশের মানুষের অধিকার যদি কায়েম করতে হয় তাহলে সেই সঙ্গে এই উপজাতিদের অধিকার কায়েম করবার জন্যও এই আঞ্চলিক পরিষদ চালু করা উচিত। আর এই পরিষদ চালু করে তাদের অধিকার কায়েম করা সম্ভব হবে বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা আছে। আর এটা হবে ত্রিপুরা রাজ্যের সংগ্রামী জনসাধারণের একটা সাফল্য। যতদিন পর্য্যন্ত এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে একটা বিরাট অংশ উপজাতি রয়েছে, তাদের রক্ষা করবার ব্যবস্থা না করা হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা পেলেও ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষের উন্নতির আশা এবং তাদেরকে দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার আশা করা একেবারেই বৃথা। কেন না সমাজের একটা অংশকে বাদ দিয়ে, সমগ্র সমাজের কোন উন্নতিই করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে যে একটা বিরাট অংশ পিছিয়ে পড়ে আছে, তাদের উন্নতির জন্য, আমরা যারা এখানে সদস্য আছি তাদের দলমত নির্বিশেষে এই দাবীকে পূর্ণ রাজ্যের দাবীর সঙ্গে একত্রিত করে দেখা উচিত। তাহলে পরে এই পিছিয়ে পড়া উপজাতিকে

আমরা সাময়িকভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব, অন্যথায় তাদের উন্নতি করা আমাদের পক্ষে কোন সময়েই সম্ভব হবে না। কাজেই আজকে এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব এসেছে সেটা যদি আমরা এমনিতে দেখতে যাই, তাহলে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে, আমাদের ত্রিপুরাতে যে ৫টি টি, ডি, ব্লক রয়েছে, সেখানে মানুষেরা যেভাবে অভাব অনটনের মধ্যে পড়ে মারা যাচ্ছে, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। সেখানে যারা জুমিয়াদের জমি নিয়ে বা তাদেরকে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে তাড়াতাড়ি মহাজন হয়ে যাচ্ছে এবং দিনরাত তাদের যেভাবে শোষণ করে চলেছে, তাতে করে সেখানকার এই উপজাতি সম্প্রদায় তাদের বাঁচার পথ আর খুঁজে পাচ্ছে না এবং তাদের মধ্যে না খেয়ে অনেকের প্রাণ হারাতে হচ্ছে। এই অবস্থার ভিতর আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা আঞ্চলিক পরিষদের দাবী উঠেছে। সেটা সেই ৪ লক্ষ মানুষকে সাময়িকভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে এবং তাদের অনেক উপকারে আসতে পারে, তাদের বাঁচার ক্ষেত্রে, তাদের নিজেদের জাতিকে উন্নত করার ক্ষেত্রে। কাজেই এখানে ৫টি টি, ডি, ব্লক স্থাপন করার যে প্রস্তাব উঠেছে, তা বাস্তব অবস্থার দিক থেকে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত এইখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবে যে কি অর্থ হয় এটা আমার পক্ষে বুঝা কঠিন। কারণ ত্রিপুরার মধ্যে উপজাতীয় উন্নয়ন সংস্থা আছে, যেমন কাঞ্চনপুরে বা ছামনু বা সাতচান্দ ইত্যাদি আরও এলাকা আছে। কিন্তু উপজাতি উন্নয়ন যে সংস্থা তার আসল উদ্দেশ্য হল চিন্তায়, চেতনায়, বুদ্ধি, বিবেচনায় অনগ্রসর এই জনগণের অংশটাকে একজায়গায় কনসেন্ট্রেট করে বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা তাদের অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করা। এটাই যদি আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরার মধ্যে যে সমস্ত এলাকায় টি, ডি, ব্লক করা হয়েছে সেই সংস্থাগুলির মাধ্যমে ত্রিপুরার যারা অনুন্নত উপজাতি সম্প্রদায় সেগুলির উন্নতি হয়েছে কি না তার একটা রিভিউ করে দেখা উচিত। আমরা বাস্তবে দেখতে পাই. যেমন ধর্মনগরে কাঞ্চনপুর এলাকা—ইট ওয়াজ এ ট্রাইবেল কমপ্যাক্ট এ্যারিয়া। আজকে টি, ডি, ব্লক করার পর সেখানে কমপ্যাক্ট অ্যারিয়া আছে কি না সেটা বিচার করে দেখা উচিত। ছামনুরও একই অবস্থা, সাতচান্দ ব্লকেরও একই অবস্থা। যদি সরকারের এই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে কনসেনট্রেট করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হবে তাহলে আমরা কি দেখি? যেমন প্রজেক্ট একজিকিউটিভ অফিসার, হয়ত কেউ কেউ বলবে পার্সোন্যাল গ্রাজ করে বলছি, কিন্তু আমার কোন গ্রাজ নেই, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উঠেছে উনার নেতৃত্বে সমস্ত উপজাতি জায়গাগুলি অন্যান্য লোকদের, যেমন টি, ডি, ব্লকের এমপ্লয়ীদের এলট করে দেওয়া হয়। সাতচান্দ ব্লকের বাউণ্ডারীর ভিতরে এটা নিয়ে আমি নিজেই লেখা-লেখি করেছি। সেখানে ব্লকের একজন এমপ্লয়ীর একটা জায়গার উপর লোভ হল। সেখানে একজন মগ অনেকদিন যাবত ছিল। শেষ পর্য্যন্ত তাকে উচ্ছেদ করে জায়গাটা অকুপাই

করে নেওয়া হল। পরবর্তী সময়ে আমরা আপত্তি করি যে, এই ব্লকে এই কাজ হচ্ছে। কিন্তু এমনিতে তো আর নিতে পারে না, তাই সরকারের মাধ্যমে সে নিয়েছে। এখন সেই এমপ্লয়ী সেখানে বাড়ীঘর করে আছে। আর একটা ঘটনা—রামদয়া নামে ১৯ নং মনু তহশীলে এক মগ একটা খাস জায়গা দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থাৎ যেখানে যেখানে টি, ডি, ব্লক করা হয়েছে সেখান থেকে ট্রাইবেল কমপ্যাক্ট এ্যারিয়া ভেঙ্গে ট্রাইবেলদের বিতাড়ণ করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তাতে সেখানে বহু আদর দেখানো হয়েছে, আর আদরের দরকার নাই। যদি কোন মাননীয় সদস্য দেখাতেন যে টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে আমরা এই করেছি তা হলে একটা কারণ থাকত। বরং যেখানে যেখানে টি, ডি, ব্লক করা হয়েছে সে সম্বন্ধে, এই হাউসের মধ্যে স্বীকৃতি আছে, মাননীয় মিনিষ্টারই বলেছেন যে একটা অংশ গেছে আসামের হাফলং টিলায় এবং আরও কোন কোন জায়গায়। এই প্রশ্ন যখন হাউসে উঠেছে মাননীয় মিনিষ্টার তখন স্বীকার করেছেন। এই হল টি, ডি, ব্লকের অবস্থা। কাজেই আর সেখানে আদর দেখতে চাই না। বহু দেখানো হয়েছে। কাজেই ঐ দিক থেকে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যদি মিলিয়ে দেখি তাহলে দেখতে হবে এটা মিনিংলেস। যাদের জন্য এই ব্লক তারাই সেখানে থাকতে পারছে না। ধেবর কমিশন তার রিকমেণ্ডেশনে উল্লেখ করেছেন। যেমন ত্রিপুরায় উপজাতীয় একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। তারা প্রশ্ন করেছিলেন যে যদি উপজাতীর উন্নতির জন্যই এই ডিপার্টমেন্ট হয়ে থাকে তাহলে উপজাতীরা কেন এই ডিপার্টমেন্টে চাকুরী পায় না। কিন্তু তবুও একটিও উপজাতি নাই। থাকতে পারে সুপারভাইজার, থাকতে পারে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার। কিন্তু একজিকিউট করার কোন ক্ষমতা তাদের নাই। যদি রাজ্য সরকারের উপজাতিদের উন্নতি করার ইচ্ছা থাকতো তাহলে যারা ট্রাইবেল তাদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাদের মনের মধ্যে কনফিডেনস্ ক্রিয়েট করার মত কি করা হয়েছে? রাজ্য সরকারের সবার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। কিন্তু যেভাবেই হোক তাদের উন্নতিকে যেন প্রতিরোধ করা চাই, এটাই যেন সরকারের মনোভাব। কতগুলি বজ্জাত অফিসার আছে. যোষ্ট অ্যানটি-ট্রাইবেল, তাদের উদ্দেশ্য হল যেভাবেই হোক ট্রাইবেলদের বিতাড়ণ করা চাই। এই হাউসের মধ্যে, আমি প্রস্তাব এনেছিলাম, পার্লামেন্টে যে কমিটি, হনুমন্তিয়া কমিটি নামে যেটা পরিচিত, তারা বলেছে রিজন্যাল অটোনমাস কাউন্সিল করা দরকার। এটা অত্যন্ত ক্লিয়ার। সেখানে আমতা আমতা ভাব নাই। কিন্তু রাজ্য সরকার এইভাবে উপজাতিদের বিতাড়ণ করতে করতে কোথায় যে নিয়ে গেছে সেটা আমার জানা আছে। এই সম্পর্কে অনেকবার আলোচনা করেছি। কাজেই বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছা নাই। যদি করতে হয় তাহলে পার্লামেন্টারী কমিটির মেম্বারগণ রিকমেণ্ডেশন রেখেছেন সেগুলি কার্য্যকরী হত। তারা চিন্তায়, চেতনায় সমাজের মধ্যে একটা দুর্বল অংশ। তদুপরি ঐতিহাসিক কারণেই হোক বা যে কারণেই হোক তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু চাকুরীর ক্ষেত্রে তারা কি প্রটেকশান পায়? পায় না। আর একটা ঘটনা আমি বলতে পারি যে উপজাতিদের রক্ষা করা যদি রাজ্য সরকারের ইচ্ছা থাকত তা হলে অন্ততঃ রাজ্যার

আমল থেকে যে আইন চলে আসছে এবং বর্তমানেও সেটা বলবৎ আছে, উপজাতি রিজার্ভ আইন, সেটা নিশ্চয়ই মেনে চলত। কিন্তু তাদের সেই ইচ্ছা নেই, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজাতিদের কম্পেক্টনেস ভেঙ্গে দেওয়া। এটাই তাদের উদ্দেশ্য। আজকে তাদের মধ্যে যে ফ্রাষ্ট্রেশান দেখা দিয়েছে, সেটার জন্য তাদের দোষ দেওয়া যাবে, সরকারের যত অপকর্ম তাদের ঘাড়ে চাঁপিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে বা যে প্রতিক্রিয়া জনজীবনের মধ্যে দেখা দিয়েছে, একটা অস্থিরতা বিশেষ করে ট্রাইবেল এডুকেটেড ইওথের মধ্যে, তার জন্য দায়ী এই সরকার। কারণ চাকুরীর বাজারে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে রাজ্য সরকার যদি মনে করেন যে তাদের উন্নতি অগ্রগতি করা দরকার, তার যে দায় দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া দরকার। অর্থাৎ তাদের মনের মধ্যে একটা কনফিডেন্স ক্রীয়েট করতে হবে। যদি সেটা না পারা যায়, তাহলে সকলেই জানেন ফ্রাষ্ট্রেটেড পিপল কি করে না করে। কাজেই সেইদিক দিয়ে গভীরভাবে রাজ্য সরকারের চিন্তা করা দরকার। যদি তা না করেন অবস্থা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে আমি জানিনা। আমি সেইদিকে সরকারকে রিকোয়েষ্ট করব যে, শুকনা আদরের দিন চলে গেছে, সেটা না করে অন্ততঃ হনুমন্তিয়া কমিশনের যে রিপোর্ট, সেখানে যে রিকম্যাণ্ডেশান রেখেছে সেই রিকম্যাণ্ডেশান কার্যকরী করা দরকার। অর্থাৎ ট্রাইবেল কম্প্যাক্ট এলাকাগুলির মধ্যে রিজিওন্যাল অটনমাস কাউন্সিল করা দরকার। এই সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেন, তারা মনে করেন যে উইদিন কাউন্সিল এরিয়া যেখানে অটনমাস কাউন্সিল করা হবে সেখানে বাঙ্গালী থাকতে পারেন। নানাভাবে এই অপপ্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়। কিন্তু আইনে সেইরকম কিছু নেই। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের প্রশাসনের মধ্যেই তারা থাকবে। রেভিন্যু কালেকশান করা, ল'এণ্ড অর্ডার মেনটেইন করা. ইন্টারনাল সিকিউরিটি, এইগুলি প্রশাসন কতৃপক্ষের অর্থাৎ রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে। শুধু এই কাউন্সিলের হাতে থাকবে একসপেন-ডিচার বাজেট, ডেভলাপমেন্ট কাজের জন্য যে সমস্ত কাজ যেমন রাস্তাঘাট করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, শিক্ষার ব্যবস্থা করা, নিজেদের সমাজকে উন্নত করা। এই সমস্ত মামুলি কাজগুলি আকড়ে রাখা কোন অর্থ নাই। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকত তাহলে অন্ততঃ তাদের উন্নতি করার দায় দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দিত, কিন্তু সেই ইচ্ছা নাই। সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া; তাই আমি আজকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে একটা বিরাট সম্প্রদায়, ইতিহাসের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে তারা বেঁচে আসছে, আজও তারা বাঁচবে, তাদের মারবো বললেই মারা যায়না। হয়তো অনেক অঘটন ঘটবে। কাজেই সেইদিক থেকে আমি বলব ডিটারমিণ্ড ওয়েতে এই রাজ্য থেকে উপজাতাদের বিতাড়ণের যে একটা চেষ্টা, একটা ষড়যন্ত্র, রাজ্য সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন সেটা বন্ধ হওয়া দরকার। তা না হলে রাজ্যের ক্ষতি হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিকভাবে উন্নতি অগ্রগতির কথা যদি চিন্তা করতে হয়, তাহলে এই একটা বিরাট সমাজকে বাদ দিয়ে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি অগ্রগতি করা অসম্ভব, কাজেই

সেই কনসিডারেশানে অন্ততঃ তাদের উন্নতি অগ্রগতির, তাদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপার তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। অনেক নজীর দিয়ে এখানে আমি বলতে পারি যে এই ব্লকের মাধ্যমে তাদের উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়, কিন্তু আমি বিস্তারিতভাবে বলতে চাই না, কাজেই এই কন্সিডারেশানে বলছি, মাননীয় সদস্য যে উদ্দেশ্য নিয়েই প্রস্তাবটা মুভ করে থাকুন, এই প্রস্তাব অন্ততঃ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে, এটা অর্থহীন, এর দ্বারা উপজাতীদের কোনরকম উন্নতি অগ্রগতি হবে না। বরঞ্চ কাঞ্চনপুর, ছামনু. ছৈলেংটা সাঁতচাঁদ ব্লকে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কাজেই এই প্রস্তাব আনার কোন অর্থ নাই, তাই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রী বিনয়ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জিঃ—মিঃ স্পীকার স্যার আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীরাধিকা বাবু—"এই বিধান সভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, ফটিকরায়, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া, টাকেরজলা ও বগাফা পাঁচটি অঞ্চলে ৫টি ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট ব্লক (টি, ডি, ব্লক) স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক" এই একটা প্রস্তাব এনেছেন, আমি এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার মন্তব্য প্রকাশ করছি। আজকে একথা সত্য ত্রিপুরায় এই যে আদিবাসী, যে সমস্ত জনসাধারণ আছে তাদের প্রতি এই সরকার তথা আমরা যারা জনসাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়ে এই বিধান সভায় এসেছি তাদের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ববোধ থেকে আমি বলব ভারত তথা ত্রিপুরার উন্নয়ন আমরা যদি চাই, ত্রিপুরার জনজীবনে যারা পেছনে পড়ে আছে, তাদেরকে আমাদের সমসাথী করে আনতে হবে। আমি একজন উন্নত সমাজের মানুষ, আমার সঙ্গে একজন আদিবাসীর একটা বিরাট ব্যবধান যে রয়েছে, সেটাকে দূর করা এর দ্বারা সম্ভব হবে, এই চিন্তা থেকে আমি বিশ্বাস করি মাননীয় সদস্য ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে, আদিবাসীর উন্নয়নকল্পে এই টি, ডি, ব্লক স্থাপনের কথা উপলব্ধি করেছেন এবং তার থেকেই এই পাঁচটী ব্লক স্থাপন করার কথা বলছেন এবং মনে করি এই পাঁচটি ব্লক প্রয়োজন। ত্রিপুরার অনুন্নত আদিবাসীদের উন্নতি সাধনকল্পে ত্রিপুরার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং ভৌগলিক পরিস্থিতির দিকে এবং জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে ধেবর কমিশনের সুপারিশ মতে টি, ডি, ব্লক এর কথাই আমরা কল্পনা করতে পারি তার বিকল্প ব্যবস্থা ফিফ্‌থ সিড্যুলের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না। কাজেই পাঁচটি টি, ডি, ব্লক স্থাপন করা হউক। তবে মাননীয় সদস্য যে কয়টি জায়গার কথা এখানে উল্লেখ করেছেন এই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লক, যার এরিয়া হবে ৬০।৭০ মাইল, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আনন্দবাজার পাক-বর্ডার, মিজো বর্ডার দামছড়া এই যে বিরাট অঞ্চল সেই অঞ্চলে কম করে বলতে গেলে পেচারথল থেকে দামছড়া নিয়ে একটা আলাদা ব্লক যদি করা হয়, তাহলে সেখানকার আদিবাসীদের উন্নয়নে সুবিধা হবে। কারণ সেখানকার আদিবাসীদের যে অনগ্রসরতা আমাকে সেটা ব্যথা দেয়। কাজেই এখানে যে নাম দেওয়া হয়েছে, তার থেকে একটা টি, ডি, ব্লক সেখানে হওয়া দরকার। এর সাথে সাথে আমাদের বিরোধী দলের সদস্য সেই যে বন্ধুগণ তারা এখানে ট্রাইবেল্ দরদী হয়ে যে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছেন. তাদের

দেখলে আমার হাসি পায় এই কারণে যে যারা নিজের জাতি এবং সমাজকে অনুন্নত রাখার জন্য আকাঙ্খিত এবং সেই চিন্তা ধারায় পুষ্ট হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তারা কি কখনও তাদের সমাজ জীবনকে, জাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যেভাবে কাজ করা উচিত ছিল, কাজ করা দরকার ছিল, সেভাবে কাজ করেছেন? তা তারা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে জুয়া খেলার, দাবা খেলার গুটিস্বরূপ ব্যবহার করেছেন। কারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের যে স্টেপ বেয়ে উঠতে হয়, তাদের সেই স্টেপ বানিয়েছে এই উপজাতিদের। তারা জানে যে যেখানে আবর্জনা সেখানেই তাদের জন্ম নিতে সুবিধা হবে। ভারত তথা ত্রিপুরার জন-জীবণকে সুস্থ করে, ত্রিপুরার নাগরিককে সুখী করতে হবে। কারণ ভারতের একটা অংশকে দুর্ব্বল রেখে এবং বিশৃঙ্খল, অক্ষম, দারিদ্রতার মধ্যে রেখে দিয়ে অন্যান্য যারা আছে তারা শান্তি পেতে পারে না। যারা তাদেরকে ভালবাসেন, যাদের উন্নতি করতে চায় সেই যে মন্ত্রী পরিষদ তারা সে কথা ভাবতে পারেন না। আমি তাদের চ্যালেঞ্জ দিতে পারি যে সরকারী সাহায্য না পেলে পরে তাদের মনে সেই মিশিনারী স্পিরিট না আনলে পরে যারা টাক্কুল সম্বল করে জীবন যাপন করছিল, তারা আজকে বুঝতে পেরেছে যে কি করে ফাইট করে সমাজে বসবাস করা যায় কিভাবে তাদের উন্নতি করা যায়। বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ যদি দয়া করে আমার সঙ্গে যান তাহলে আমি তাদের দেখাতে পারি। সরকারী সাহায্য পেলেই হবে না, তাদের মানসিক প্রস্তুতি দরকার। যারা আজকে অনুন্নত, শিক্ষায়, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে, ব্যবসায় বাণিজ্যে, সম্যকভাবে তাদের গড়ে তুলবার মত যে মানসিক উন্নয়ন, সেটা তাদের প্রয়োজন ছিল। তাহলে আজ তাদের পাশে গিয়ে তাদের মানসিক অবস্থার উন্নতি করার প্রয়োজন ছিল। আমি দেখছি তাদের যদি এভাবে মনকে পুষ্ট করা যায়, বিশেষ করে ত্রিপুরাতে তাদের যে শক্তি আছে, তাদের বাহুতে যে বল আছে, তাদের মনে যে সৎ সাহস আছে, তাদের কৃষিতে কাজ করার যে ইচ্ছে আছে, সেটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের এই ত্রিপুরার একটা বিরাট মঙ্গল এবং ভবিষ্যত সৃষ্টি করা সম্ভব হত। আমি জেনেছি যে সরকারী সাহায্য ছাড়াও তারা ঐ এলাকাতে বিরাট বিরাট বাগান করেছে। তারা এখন বুঝতে পারছে যে তাদের কথা শুনে তারা অনেক ভুল করেছে এবং সেজন্য তারা নিজেরা আজ অনুতপ্ত। সরকার তাদেরকে ডোল দিয়েছে, এবং এই ডোল তারা গ্রহণ করেছে কিন্তু ডোল নিয়ে তাদের যে জায়গা আবাদ করার কথা ছিল, সেটা তারা করেনি এবং সেই জায়গা এখনও অনাবাদী রয়ে গেছে। আজকে তাদের মধ্যে এই যে দুর্ব্বলতা দেখা দিয়েছে, তা ঐ কমিউনিষ্টদের জন্যই। এই কমিউনিষ্টরা তাদের নিজেদের সমাজের প্রতি অনেক ব্যাভিচার করেছে আর এই ব্যাভিচারের জন্য তারা আজ হীন দুর্ব্বল। আজকে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের অনেক পরিশ্রম এবং ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে সরকার যেটুকু সাহায্য করছে, তাদের ঐ অবস্থার থেকে মুক্তি নেওয়ার জন্য। তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের নিজেদের সমাজের ভাই বন্ধুদের, যারা নাকি তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলে অহোরাত্র তাদেরকে ব্যবহার করেছে এবং তাদের কথায় বিশ্বাস করে আজ তারা চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে ত্রিপুরা রাজ্যের এই কমিউনিষ্ট আন্দোলন ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী ভাইদের, সমাজের মধ্যে যারা সবচেয়ে নিরীহ তাদের যে ক্ষুধা আছে,

সেই ক্ষুধার কাতরতার সুযোগ নিয়ে একটা রাজনৈতিক খেলা হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের সুযোগ সুবিধা, নিজেদের উন্নতি নিজেরা বুঝিয়ে নিয়েছে। তাই গত নির্ব্বাচনের ফলাফল যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে এই আদিবাসী ভাইরা তাদেরকে আজ অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আর তাদের জন্য আজকে আবার তাদের মায়াকান্না দেখে সত্যি আমার হাসি পায়। তারা কি চেয়েছিল? তারা চেয়েছিল এই যে আদিবাসী, এই যে বাঙ্গালী তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা মনোভাব গড়ে উঠুক যে মনোভাব গড়ে উঠলে পরে আমরা আমাদের উন্নতি করতে পারব। কিন্তু তারা সেদিকে না গিয়ে তদেরকে এমনভাবে দূর্ব্বল করার চেষ্টা করল যে তারা দূর্ব্বল থাকলে পরে তাদের মধ্য দিয়ে তাদের সরকারে যাওয়ার একটা চিন্তাধারা সেটা হয়তো সম্ভব হবে। আর সেজন্যই তাদের কাছে তারা সব সময়ে একটা লোভনীয় কথা প্রচার করতে থাকে, তারা সেখানে তাদের কাছে বলে যে আমরা তোমাদের জন্য সব কিছু করছি, তোমাদের সুখ শান্তির জন্য এই করছি, ঐ করছি। এই সব কথা বলে ঐসব নিরীহ সরলমতি আদিবাসী ভাইদের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করেছেন যে সরকার যেন তাদের জন্য কিছুই করছে না। কিন্তু আমাদের সরকার এই ত্রিপুরাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন, বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য সহযোগীতা করার পরিবর্ত্তে তারা একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সবাই ভাল নাও হতে পারে, সমাজ জীবনের মধ্যে সব মানুষই যে ভাল হবে, এমন নয়, সেখানে কিছু কিছু খারাপ লোকও থাকতে পারে কিন্তু তারা দেশকে গড়ে তুলতে চায়। তাই তাদের কাছে অনুরোধ করব যে আর হানাহানি না করে আপনারা প্রথমে নিজেরা, নিজেদের দেশকে ভালবাসুন, তাকে গড়ে তুলুন এবং নিজেদের সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের সমকক্ষ করে উন্নতির দিকে নিয়ে যান। তারা বলেছেন যে এই সব সম্প্রদায় স্থানান্তরে চলে যায়। কিন্তু তারা কেন চলে যায়? চলে যাওয়াটা তাদের স্বভাব। তারা টাক্‌কালের উপর নির্ভর করে জুম চাষ করতে অভ্যস্ত। কাজেই এই যে টাক্‌কলের দ্বারা জুম চাষ করা, এটাও তাদের কাছে একটা বিপ্লব। আর এই বিপ্লবের চিন্তাধারাই তাদেরকে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। সেজন্য আজকে আমরা তাদের মধ্যে বেশ একটা লক্ষ্যণীয় উন্নতি লক্ষ্য করছি। কাজেই তাদের নিজেদের বাঁচার অধিকার যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে প্রথম কর্ত্তব্য হবে তাদের মানসিক প্রস্তুতিকে গড়ে তোলা। তারপরে তারা যে কৃষিতে বিপ্লব আনতে চায়, কেন না এই কৃষি কাজের সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িত আছে, সেদিকে তাদেরকে পরিচালিত করবার জন্য সহযোগিতা করবেন। কিন্তু আমরা জানি, তাদের জন্য এদের কোন দরদ নাই। তাই আমি বন্ধুদের অনুরোধ করব, তারা যেন আর তাদের জন্য কুম্ভিরাশ্রু না ফেলে এই বিধান সভায় তাদের জন্য আর দরদ না দেখিয়ে প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সরকার যেটুকু সাহায্য করে আর বাকীটুকু নিজেরা করে এই যে পিছু পড়া উপজাতি সমাজ তারা যাতে তাদের প্রতিবেশী বাঙ্গালী যারা নাকি শিক্ষায় দীক্ষায়, চিন্তায় চেতনায় উন্নত তাদের সমকক্ষ হতে পারে, তাদের সমান উন্নতি করতে পারে সেদিক দিয়ে যেন তাদেরকে পরিচালনা করেন এবং ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে যাতে আরও সুদৃঢ়ভাবে গঠন করে তুলেন এই কামনাই আমি করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

ট্রাইবেলের উন্নতি যদি চায় তাহলে তাদের অধিকার হরণ করা উচিত নয়। সেজন্য দেখছি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার কাজ যে সফল হতে চলেছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সবাই বলছে যে এইখানে যদি আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন না হয় তাহলে তাদের অধিকার হরণ করা হবে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে গভর্ণমেন্ট পারেননি হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করতে। সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলছেন, হিন্দি কেউ বলেন না। কাজেই জোর করে কিছু করা যায় না। তাদের অধিকার রক্ষার জন্য যেখানে ত্রিপুরার মানুষ সমস্ত জায়গায় বলছে যে তাদের অধিকার হরণ করেছে, তাদের অধিকার নাই সেখানে জনপ্রতিনিধি নিয়ে যদি কমিটি গঠন না করা হয় তাহলে তাদের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। তারা যে সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়ণ করার কথা বলছেন সেটা সম্ভব হবেনা এই ব্যবস্থা না করলে। এখানে টি, ডি, ব্লকে আমরা কি দেখেছি ? সেখানকার লোক কি উন্নত হয়েছে, সেখানে কি হাইস্কুল হয়েছে, না সেখানকার লোক শিক্ষিত হয়েছে, নাকি সেখানে দালান বাড়ী উঠেছে ? যখন দুর্ভিক্ষ লাগে তখন ত্রিপুরার মধ্যে প্রায় ২০০ জন আদিবাসী মারা গেছে। সেই জিনিষটা দেখা দরকার। এমন কি সরকার কোন তদন্তের প্রয়োজন মনে করলেন না। মহাজনী শোষণ তো আছেই। সরকার যে জমিটুকু নেন তার ক্ষতিপুরণ পর্যন্ত তারা পায় না। যেমন যতনবাড়ীতে একজনের জমি নেওয়া হয়েছে গভর্ণমেন্টের প্রয়োজনে। কিন্তু তার ক্ষতিপুরণ পায়নি। যারা শাসক তারা বলে সমাজতন্ত্রবাদের ভিতর দিয়ে অনুন্নতদের রক্ষা করতে হবে। কিন্তু রক্ষা করা তো দূরের কথা, এই শহরের মধ্যে কয়টা ট্রাইবেল আছে, আর আগে কয়টি ছিল। সেই জিনিষটা চিন্তা করে দেখুন। ত্রিপুরার যেখানে যেখানে টি, ডি, ব্লক হয়েছে সেখানে কয়টা জমি হস্তান্তরিত হয়েছে এবং কয়টা তারা ফিরে পেয়েছে ? গত সেসনেও আমি দেখিয়েছিলাম যে অনেক লোক পরচা পায় নাই, তাদের জুমিয়া পুনর্ব্বাসন করে রেকর্ড করিয়ে তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আসল লোকেরা আজ পর্যন্ত টাকা পায়নি। কিন্তু যারা দালাল, যাদের জমি নাই, দলিল নাই তারা সেই সমস্ত টাকা পেয়েছে। কাজেই এইরকম ভাবে কি ট্রাইবেলদের উন্নতি হতে পারে ? ট্রাইবেলদের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে সমাজতন্ত্রের বুলি যারা মুখে এনে জনসাধারণের সামনে এসে দাঁড়ায় তাদের অবশ্য চিন্তা করা দরকার যে এই ট্রাইবেলদের কিভাবে ভবিষ্যতে আমরা উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারি। আমরা জানি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ট্রাইবেলরা একটা ফেরোশাস জাতি। তারা কোনদিন হারবে না। কাজেই সমাজতন্ত্রের কথা যারা বলেন তারা সব সময়েই ট্রাইবেলদের উচ্ছেদ করে ফেলে দিতে চান। তারা যেন তাদের মুখোস খুলে সমাজতন্ত্র যাতে ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত হয় বাস্তবে তার জন্য অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখানে মাননীয় রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাব হাউসে এনেছেন ফটিকরায়, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া, টাকেরজলা ও বগাফা, এই পাঁচটি অঞ্চলে ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট ব্লক খোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। টি, ডি, ব্লক কি ও কেন ? টি, ডি, ব্লক হল এই, যে অঞ্চলে ট্রাইবেল বেশী সেখানে টি, ডি, ব্লক করা হয় এবং তার উদ্দেশ্য হল

ট্রাইবেলদের দ্রুত আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে আকৃষ্ট করে তাদের সমাজ জীবনের উন্নয়ন। বিশেষ ভাবে আমরা যখন দেখি ট্রাইবেলরা শিক্ষায় দীক্ষায় অনুন্নত, কৃষিকার্যে তারা অনগ্রসর এবং হাজার হাজার বছর ধরে যারা জুম জীবনে অভ্যস্ত তারা এই জমি দিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারেনা তখন এই সরকারের প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টা সরল উদ্বাস্তুদের উন্নততর জীবনের দিকে উদ্বুদ্ধ করাই হল এই টি, ডি, ব্লকের কাজ। শুধু কৃষি কাজই নয়, তাদের শিক্ষার বিস্তার করা, অনুন্নত এলাকায় যেখানে রাস্তাঘাট ছিলনা সেখানে রাস্তাঘাট করা, বাজার ডেভেলাপমেন্ট করা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাতে তারা সুন্দর ঘর করতে পারে, তারা যাতে আধুনিক সভ্য সমাজে অংশ নিতে পারে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে তারা সকলের সাথে সমতালে চলতে পারে সেটাই টি, ডি, ব্লকের উদ্দেশ্য। মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, আমি সেই কথাগুলি সমর্থণ করতে পারি না। আমরা দেখি যে ট্রাইবেল এরিয়ার মধ্যে অনেক স্কুল আছে। এমনও জায়গা আছে যেখানে একটা স্কুলে ৫ জন ছাত্র নিয়ে একজন শিক্ষক আছেন। একমাত্র ট্রাইবেল এরিয়ার মধ্যেই ৫ জন ছাত্র নিয়ে সরকার স্কুল দিয়ে লেখাপড়া শেখায়। কিন্তু আর কোথাও সরকার ৪।৫টা ছাত্রের জন্য স্কুল করে লেখাপড়া শেখান না। সরকারের নীতি হল প্রতিটি স্কুলে ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক। কিন্তু ট্রাইবেল এরিয়ার মধ্যে প্রতি ৪।৫ জন ছাত্রের জন্য একটা শিক্ষক। আমরা দেখছি যে ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা বিনা বেতনে ক্লাশ ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত পড়ছে এবং ছেলেমেয়েরা বিনা পয়সায় কাপড় চোপড় পরছে। শুধু তাই নয়—আমরা আরও দেখি এই যে উপজাতি ছাত্রছাত্রী আছে তাদের জন্য কতরকমের ব্যবস্থা সরকার করেছেন। আমরা দেখছি ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা যারা ওয়ান, টু, থ্রি, এবং ক্লাশ ফোরে পড়ছেন তাদের বিনা পয়সায় কাপড় চোপড় দিচ্ছেন এবং শুধু তাই নয় তারা প্রাইমারী স্কুল থেকে মিডল ষ্টেজ'এ যায়, হায়ার ষ্টেজে যায়, কলেজে যায় যারা সমস্ত আদিবাসী ষ্টাইপেণ্ড পায়। এই যে এতগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সেটা প্রত্যেক আদিবাসী ছেলেমেয়ে পাচ্ছে। সুতরাং শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের আদিবাসীদের জন্য ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করছেন এবং ব্যয় করছেন সেটা অভাবনীয় এবং অকল্পনীয়। শিক্ষা যেভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে ট্রাইবেল এরীয়াতে আমি বিশ্বাস করি আরেকটা প্ল্যানের মধ্যেই ট্রাইবেল এরীয়াতে শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে যাবে। আমাদের যেখানে প্রাইমারী স্কুল আছে, সেখানে হাই স্কুল হবে, যেখানে হাইস্কুল আছে সেখানে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হবে। আমরা দেখছি যে কাঞ্চনপুর ব্লকে হাইস্কুল হয়েছে, অমরপুরে হয়েছে, ছামনুতে হাইস্কুল হয়েছে। যেখানে ছাত্র সংখ্যা বাড়বে সেখানে হাই স্কুল হবে। যদি সেইরকম ছাত্র সংখ্যা থাকে তাহলে কলেজও হতে পারবে। স্বাস্থ্যের জন্য আমরা দেখি প্রত্যেকটি ব্লকে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার হচ্ছে এবং ডিসপেন্সারী হচ্ছে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে হচ্ছে। মনুবাড়ীর মধ্যে আমরা ডিসপেন্সারী পাচ্ছি এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে ঔষধের বরাদ্দ করেছেন। দশদার মধ্যে ডিসপেন্সারী হয়েছে, শিলাছড়ি এই যে দুর্গম অঞ্চল সেখানে একটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং সরকার আমাদের যেখানে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ রূপায়ণে অগ্রসর হচ্ছে, সেখানে ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল ভেদাভেদ রাখেন না। সরকার চায় প্রত্যেকটি দুর্ব্বল অনুন্নত সম্প্রদায়কে অর্থ নৈতিক এবং কৃষির দিক

থেকে উন্নত করা। এবং সেই যে টি, ডি, ব্লক তার মধ্য দিয়ে তাদের বীজ, সার ইত্যাদি বিনা পয়সায় বিতরণ করা হয়, আলুর বীজ, সব্জীর বীজ তাদের মধ্যে বিনা পয়সায় দেওয়া হয়, যাতে ট্রাইবেলরা নূতন পদ্ধতিতে কৃষি করায় উৎসাহিত হয়। তাছাড়া তাদেরকে বিনা পয়সায়, সাবসিডিতে মুরগ, শুকর ইত্যাদি দেওয়া হয় যাতে ট্রাইবেলেরা এইসবের চাষ করে বাঁচতে পারে। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট থেকে ট্রাইবেলরা সুযোগ সুবিধা পায় যাতে তারা আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ কৃষক হতে পারে এবং কৃষির উপর নির্ভর করে জীবন চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য সরকার সাহায্য করছেন। বিভিন্ন সাবডিভিশনে সরকারী কর্ম্মচারী আছেন, ব্লকের মধ্যে অনেক সরকারী কর্ম্মচারী আছেন। সমস্ত কর্ম্মচারীই ঠিক ঠিক ভাবে তাদের কর্ত্তব্য পালন করেন একথা আমি বলবনা, কিন্তু নন ট্রাইবেল হলেই ট্রাইবেলদের প্রতি তাদের দরদ থাকবেনা বা তাদের কর্ত্তব্য পালন করবেন না, একথাও ঠিক নয়। সুতরাং এই যে উন্নয়ন ব্লকগুলি আছে, তার সংখ্যা যতই বাড়বে আমি বিশ্বাস করি তার দ্বারা ট্রাইবেলরা আরও উপকৃত হবে এবং ট্রাইবেলরা কৃষি কাজের জন্য যারা জুম করে আছে তারা জুম থেকে পরিবর্ত্তনশীল চাষ যেখানে ঘুরে ঘুরে ডেভলাপমেন্ট ওয়েতে চাষ করতে হয়, সেখানে স্থায়ী ভাবে বাস করতে উৎসাহিত হবে। জম্পুই পাহাড়ের মধ্যে আমরা দেখছি যে লুসাই, মিজো ফলের বাগান চাষ করে বসবাস করছে যেমন আমরা দেখছি কৈলাসহরের ফটিকরায় অঞ্চলে ট্রাইবেল বস্তির মধ্যে প্রচুর আনারসের চাষ করে তারা ভালভাবে জীবন যাপন করছে। সবাই শুধু লুংগা জমির মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে তা নয়, পাহাড়ের মধ্যেও ভাল কৃষি করে বসবাস করতে ট্রাইবেলরা সচেতন হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের আদিবাসীদের সরল নিরীহ পেয়ে বিভিন্ন দল, যারা গণতন্ত্রকে পছন্দ করেন না, যারা একনায়কত্ব পছন্দ করে ঐ লোকগুলি তাদের পাশা খেলার গুটির মত তাদের ব্যবহার করছে, তাদের মধ্যে সরকার বিরোধি মনোভাব জাগিয়ে তুলছেন যাতে তাদের সমাজ জীবনের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যাতে তারা উন্নতশীল জাতিতে পরিণত না হতে পারে, ক্রমে ক্রমে তারা যাতে নিঃস্ব হতে পারে, সেইভাবে তাদের উস্কানী দিচ্ছেন, তজ্জন্যই ট্রাইবেলদের যত দ্রুত উন্নতি করা উচিত ছিল, ততটুকু আমরা করতে পারি নাই। ইহার একমাত্র কারণ হল আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে সমাজ বিরোধি যারা আছেন তাদের সক্রিয়তা। পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে তাদের চেলা চামুণ্ডারা বেড়ায় কিন্তু এই আদিবাসীদের শিক্ষায়, স্বাস্থ্যের, যোগাযোগের দিকে উন্নয়নের জন্য তারা কোন সহায়তা করে না। আজকে আমাদের প্রয়োজন, আমাদের সরকার যে নানাবিধ প্ল্যান প্রগ্রাম নিয়েছেন, সেগুলিকে কার্যে রূপায়িত করার কাজে সকলের সহযোগিতা করা, যাতে সেগুলিকে সাক্সেসফুল করা যেতে পারে সেইভাবে আত্মনিয়োগ করা। যারা আজকে সমাজবিরোধী আছেন, যারা আজকে আদিবাসীদের বন্ধু বলে ভাবেন, তারা যদি সরকার বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে, সক্রিয় সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন, তাহলে আমার বিশ্বাস এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে ট্রাইবেলদের উন্নতি সম্ভব। কেন সম্ভব নয়? আমি জানি এমন অনেক ট্রাইবেল আছেন যারা ফলের চাষ করে, আলুর চাষ করে, মৎস্য চাষ করে ভালভাবে বাড়ীঘর তৈরী করে বসবাস করছে। তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে লেখাপড়া শিখতে পারে। যে সমস্ত আদিবাসী এই সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, স্কুল কলেজ কম নয়,

আদিবাসী মেয়েরা পর্যন্ত আজকে পড়াশোনা করছে এবং আজকে শিক্ষয়িত্রির পদে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে এবং তাদের সরকারী চাকুরী সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, চাকুরীতে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য রিজার্ভেশন-এর ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যদি উপযুক্ত ক্যাণ্ডিডেট পায়, সরকার তার যথোপযুক্ত ভাবে চাকুরীর সংস্থান রেখেছেন। কাজেই আদিবাসীদের জন্য সরকারের দরদ নেই তাদের উচ্ছেদ করতে চায়, সেই কথাটা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক। এই মনোভাব আমাদের সমাজ-তান্ত্রিক দেশ ত্রিপুরার রাজ্যের মধ্যে থাকা উচিত নয়। যদি এটা থাকে সারা আসামের মধ্যে যে রকম মিজোদের উশৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে আসতে পারে। সেই মনোভাব যদি ত্রিপুরা ট্রাইবেলদের মধ্যে আসে তাহলে ত্রিপুরার আদিবাসীদের সমাজ জীবন ভেঙ্গে পড়বে, তাদের কৃষি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, তাতে কি হবে আমাদের ত্রিপুরার আদিবাসীরা দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্রতর হবে, শিক্ষায় অনগ্রসর হবে, অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে নেমে আসবে। মানবতা বোধ যাদের আছে, ট্রাইবেলদের জন্য তাদের চিন্তা করা উচিত। তাদের কাছে যেয়ে তাদেরকে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করা এবং সরকার-এর যে পরিকল্পনাগুলি আছে যাতে সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা যায় তাদের যাতে উন্নতি করা যায়, স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, এবং কৃষির দিকে, সেই কাজ আমাদের করা দরকার। সরকার আদিবাসীদের দিচ্ছেন, যদি খাস জায়গা থাকে তাহলে তারা সেখানে যেতে পারেন। এমন কি রিজার্ভের মধ্যে, সরকারী এলাকা ফরেষ্ট রিজার্ভ যে আছে, সেই ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে আমরা সেখানে দেখছি যে হাজার হাজার জুমিয়া জুম কৃষি করছে অথচ রিজার্ভ রয়েছে, আইন আছে সবই আছে কিন্তু ট্রাইবেলরা জুম চাষ করছে। জুম করে কি করছে মূল্যবান বৃক্ষ, মূল্যবান বাঁশ যেগুলি আছে সেগুলি পুঁড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে এই অস্থায়ী চাষের জন্য। তাই আজকে তারা যাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে, সেখানে ফলের চাষ করতে পারে সেইদিকে তাদের উদ্বুদ্ধ করা উচিত। ত্রিপুরা সরকারের এই পরিকল্পনা আছে যে আদিবাসীদের যে সমস্ত জায়গা জমি অনাবাদি আছে, লুঙ্গা আছে, সেখানে তাদের চাষে উৎসাহিত করার জন্য জলসেচের ব্যবস্থা সরকারের করেছেন।
সুতরাং আমরা ত্রিপুরাতে কি করছি। আমাদের উচিত যারা জুমিয়া আছেন, তারা যদি জুমের মধ্যে সীমিতভাবে জুম চাষ করতে চান এবং সেখানে যদি তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান, তাহলে আমাদের তাদেরকে সেদিক দিয়ে সহযোগিতা করা উচিত। এবং আমরা এও জানি যে আমাদের ত্রিপুরা সরকার এ জন্য অনেকগুলি পরিকল্পনা নিয়েছেন, যেখানে নাকি আদিবাসীদের জায়গা জমি আছে, সেগুলি যদি অনাবাদি থাকে, সেখানে যদি কোন লুঙ্গা থাকে তাহলে সেগুলিকে আবাদী করে তাতে জল সেচের ব্যবস্থা করে তাদের সেই সব জমিকে নূতনভাবে চাষোপযোগী করে তোলা হয়েছে, যাতে করে তারা কৃষি কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। কাজেই বন্ধুগণ যারা এখানে ট্রাইবেলদের পক্ষ হয়ে যেসব কথা বলেছেন সেগুলি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। তারা এই হাউসের মধ্যে বড় বড় কথা বলে, ট্রাইবেল-দের দরদী সেজে তাদেরকে ব্লেক মেইল করে তাদের কোন উন্নতি করতে পারবে না। তাদের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চলে গিয়ে, তাদের মনোভাবের পরিবর্তন করে তাদেরকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আমি মনে করি এখানে

যে ৫টি ব্লক স্থাপনের জন্য যে প্রস্তাব এসেছে, তা ট্রাইবেলদের মঙ্গল করার জন্যই এসেছে। আমরা আরও জানি যে আমার কমলপুরের মধ্যে আম্বাসা শিকারীবাড়ী, হরিনচড়া প্রভৃতি যে অঞ্চল যে একটা জুমিয়া অঞ্চল আছে সেখানে একটা টি, ডি ব্লক করা যায়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ৫টি কেন, আরও ৭টি ব্লক করা যেতে পারে। যেখানে ট্রাইবেলরা আছে, সেখানে তারা যখন তাদের উন্নতি করার জন্য এগিয়ে আসতে চায়, তখন সেখানে আরও বেশী করে ব্লক করা যেতে পারে। সেখানে কোন বাধা নেই, কোন অসুবিধা নেই। কারণ আমাদের সরকার চাইছে যে ট্রাইবেলদের উন্নতি হউক এবং সরকার চায় ট্রাইবেলরা কৃষিতে কাজ করুক এবং তাদের উন্নতি তারা করুক। কাজেই তাদের যে শুধু কৃষিতে কাজ করতে হবে এমন নয়, তাদেরকে আমাদের শিল্পী করে গড়ে তুলতে হবে, তাদেরকে কামার, কুমারের কাজে ট্রেনিং দিতে হবে, সুতার মিস্ত্রীর কাজে ট্রেনিং দিতে হবে এবং এসব কাজে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুললে পরে তারা তাদের ভবিষ্যত জীবিকার পথ বেছে নিতে পারবে। আজকে একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করছি, সেটা হল শিক্ষিত যুবকেরা শুধু চাকরী করার জন্যই চাকুরী চায়। আমি জানি যে আমাদের সেখানে যদি ধর্মনগর বা কৈলাশহর থেকে করাতি না আনা হয়, তাহলে সেখানকার কোন লোক তার প্রয়োজনীয় কাট চিরাতে পারেনা। কিন্তু গত ৫/৬ বছর যাবত দেখছি যে ট্রাইবেলরা সেখানে করাতির কাজ করছে, তারা এই কাজ শিখে ফেলেছে। তাই আমি বলছি যে ট্রাইবেলদের শুধু কৃষির পিছনে থাকতে হবে, এমন নয়, তাদেরকে আমাদের শিল্পীর কাজেও শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তাদেরকে বাঁশ বেতের কাজে নিয়োগ করতে হবে। সেজন্য আমাদের তাদের জন্য কো-অপারেটিভ করে দিতে হবে, আমি জানি যে লালছড়াতে ১০০ পরিবারকে নিয়ে এই রকম একটা কো-অপারেটিভ ফার্ম করা হয়েছে এবং তারা গত ১০ বছর যাবত সেটাকে ভালভাবে চালিয়ে আসছে। সেখানে সব রকমের কর্মচারী আছে। সেই ফার্মে তারা আলুর চাষ করছে, ধানের চাষ করছে, মটরের চাষ করছে, বেগুনের চাষ করছে এবং তামাকের চাষ করছে। সুতরাং ট্রাইবেল হলে যে কাজ করতে পারবে না বা কিছু করতে জানবে না, তেমন কোন নেই। তাদেরকে যদি প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেওয়া যায়, তাহলে তারাও উপযুক্ত কর্মচারী হয়ে উঠবে। আমরা এও জানি যে আজকাল লোকে চাকুরী চায় না। আমি জানি যে কোন একজন মাষ্টারকে চামনুতে ট্রেন্সফার করা হল কিন্তু তার এই ট্রেন্সফারটা মনঃপুত হল না, সেই চায় টাউনে বন্দরে থাকতে কাজেই সে হরিচড়া বাজারে বসে থাকে, তাকে সরকার যে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন সে কাজ সে সেখানে থেকে করতে চায় না। কাজেই আমাদের এমন ছেলেকে নিয়োগ করতে হবে যে নাকি ট্রাইবেল এরিয়াতে গিয়ে, সেবামূলক মনোভাব নিয়ে তাদের কাজ করতে পারে এবং ব্লক এলাকায় যে সব কর্মচারী তাদেরকে সেভাবে ট্রেনিং দিতে হবে। আমি এমন বলছি না যে সব কর্মচারীকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে তাদেরকে সেখানকার ট্রাইবেলরা মোটেই পছন্দ করেন না, ট্রাইবেলরা কর্মচারীদের শত্রু নয়। আমি বলছি তারা চাকুরী চায় তাদের নিজেদের বাঁচার জন্য, নিজেদের উন্নতির জন্য অন্যের উন্নতির জন্য তারা চাকুরী করতে আসে না। কাজেই যেখানে এই সব টি, ডি, ব্লক হচ্ছে, আমি সরকারকে অনুরোধ করব, মাননীয় স্পীকারের

মারফতে যে ব্লকের মধ্যে আমাদের যে সব কর্মচারী আছে, তাদের যাতে উপযুক্তভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং তাদেরকে যখন নিয়োগ করা হবে তখন এমনভাবে বাছাই করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে সেবার মনোভাব থাকে এবং দেশের ও দশের সেবা করবার মনোবৃত্তি নিয়ে, সেবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা যেন কাজ করে যান। আর তাহলে পরে আমি মনে করি যে আমরা যে সব টি, ডি ব্লক স্থাপন করব, সেগুলির দ্বারা আমরা অতি সত্বর কিছু পাব। এই বলে প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাখাল ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় সদস্য রাধিকা বাবু আরও ৫টি ট্রাইবেল কলোনী স্থাপন করবার জন্য যে প্রস্তাবটি এনেছেন তা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাচ্ছি এই জন্য যে আদিবাসীদের উন্নতি করতে হলে এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে করতে হবে। আর টি, ডি, ব্লক যদি আরও বেশী পরিমাণে স্থাপন করা হয় তাহলে আমাদের আদিবাসী ভাইদের উন্নতি আরও বেশী করে হবে, এই বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করছেন দেখে, আমি মোটেই অবাক হয়নি, কারণ হল, তারা প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীদের কোন উন্নতিই চায় না। তারা চায় সব সময়ে তাদেরকে অভাবের মধ্যে রাখতে এবং তাদের যদি উন্নতি না হয় তাহলে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবেনা এবং এই সব আদিবাসীদের দিয়ে তাদের রাজনৈতিক খেলা খেলতে সহজ হবে। তাছাড়া তাদের যে নীতি, সেটা হচ্ছে বিদেশীদের নীতি। এই নীতি দিয়ে আমাদের দেশের বা সমাজের কোন উপকারই হবে না। কাজেই আমাদের এই বিরোধী দলের সদস্যরা তাদের কোন উন্নতি চায় না, তাদের উন্নতি হলে তাদের পার্টির অনেক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবং তাদের পার্টিকে টিকিয়ে রাখা যাবেনা। তারা এখানে একটা কথা বলেছেন যে অনেক আদিবাসী নাকি এখান থেকে অন্যত্র চলে গেছে। আমি তাদের এই কথাটা সত্য বলে মনে করি না। তার কারণ হল আমাদের ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার আদিবাসীদের মঙ্গলের জন্য যে সব ব্যবস্থা নিয়েছে, এবং সেগুলিকে কার্যে রূপায়িত করবার জন্য যে সব পরিকল্পনা নিয়েছে, তাতে আমাদের আদিবাসী ভাইদের উন্নতি না হয়ে পারে না। কাজেই তারা এখানে যে সব কথা বলছে, সেগুলি না জেনে শুনে বলছে বলে আমার ধারণা হচ্ছে। কেন না আমি কিছু দিন ত্রিপুরার বিভিন্ন আদিবাসী এলাকা ঘুরে এসেছি এবং সেখানে এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে যে সব রাস্তাঘাট করা হয়েছে, আদিবাসীদের জন্য যে পানীয়জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে করে সেই সব এলাকার আদিবাসী ভাইরা অত্যন্ত খুসী হয়েছে। কিন্তু তারা এই সব জায়গাতে না গিয়ে না দেখে এখানে এসে ভুল তথ্য পরিবেশন করে আমাদের মধ্যে এবং আদিবাসী ভাইদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি তাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে এসব করে তারা আর বেশীদিন তাদের পার্টিকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না। তার কারণ হল, গত নির্বাচনেই ত্রিপুরার আদিবাসীরা তাদেরকে সেই শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে। এই বলে প্রস্তাবটীকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত মহাশয় বিধানসভায় যে প্রস্তাবটি এনেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাই। সমর্থন করি এই জন্য যে আমরা দেখেছি ত্রিপুরাতে ট্রাইবেল ডেভেলেপমেন্ট ব্লক যেখানে রয়েছে সেই ট্রাইবেল ডেভেলেপমেন্ট ব্লকের মাধ্যমে ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করার যে প্রচেষ্টা সেটা চলছে পূর্ণোদ্যমে। তারই জন্য আমি এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করি। আরও যে পাঁচটি জায়গায় ব্লক খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে সেই ৫টি টি, ডি, ব্লক হওয়া দরকার। কারণ আমরা দেখেছি দুর্গম অঞ্চলে যে সমস্ত আদিবাসীরা আছে তাদের সার্বিক উন্নতি করতে হলে টি, ডি. ব্লকের প্রয়োজন আছে এবং বাজেটেও এই ব্যাপারে টাকা ধরা আছে। তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা, রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং কৃষি, সবদিক দিয়ে তাদের যাতে উন্নতি করা যায় সেজন্য অর্থ বরাদ্দ থাকে টি, ডি, ব্লকের জন্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের মাননীয় সদস্যরা —বিদ্যা দেববর্মা, অভিরাম দেববর্মা এবং অঘোর দেববর্মা, রুলিং পার্টি থেকে কি বক্তব্য আছে সেটাও শোনবার প্রয়োজন মনে করেন না। তারা নমঃ নমঃ করে বলে বগলে ব্যাগ নিয়ে তাদের বাড়ীতে চলে যান। তাতেই আমরা বুঝতে পারি প্রস্তাবগুলির সারবত্তা কি আছে, প্রস্তাবগুলি কেন আসে সেই সম্পর্কে তাদের কোন চিন্তা নাই। তাদের পুঁথিগত বিদ্যা যা আছে সেগুলি বলার জন্য তারা অ্যাসেম্বলীতে অ্যাটেণ্ড করেন। মাননীয় বিদ্যা দেববর্মা জনসাধারণের ভোটে বিধানসভায় এসেছেন। তিনি বলেছেন ট্রাইবেলরা হিংস্র। তিনি বলেছেন ফেরোসাস জাতি তারা। আমি বলছি তারা ফেরোসাস হতে পারে তার কাছে। কিন্তু আমাদের কাছে তারা শান্ত শিষ্ট এবং গণতান্ত্রিক পথে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। শিক্ষার দিক দিয়ে তারা এগিয়ে যেতে চায়, কৃষির দিক দিয়ে তারা এগিয়ে যেতে চায়। কারণ ত্রিপুরা সরকার যেভাবে টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কীম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তাদের তাতে লাভ হচ্ছে। আর সেখানে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে—ট্রাইবেলরা ফেরোসাস জাতি। মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত নাই। না হলে শুনতেন যে কেন তারা ফেরোসাস বলেন। আসল কথাটা হচ্ছে তাদের মনে মধ্যে একটা আতংক। তাদের মনের ভাবটা প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের সেই ভাব ট্রাইবেলদের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। অঘোরবাবু বলেছেন টি, ডি, ব্লকের কোন অর্থ নাই, তার দ্বারা কোন উন্নতি হয় নাই। কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি জানি ডুম্বুর নগর টি, ডি, ব্লকে প্রায় ৩৯,০০০ টাকা এবারও খরচ হচ্ছে এবং বুদ্ধংবাসা থেকে কয়েকটা রাস্তা হয়েছে। কাজেই তারা শুধু নাম কেনার জন্য এবং দরদ দেখানোর জন্য যে বক্তৃতা করেন তা আমাদের হাউসের সদস্যরা বোঝেন। আর একটা জিনিষ তারা বার বার উল্লেখ করেন যেটা একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে তিক্ততার সৃষ্টি করতে চায় যে অউপজাতিদের কাছে নাকি ট্রাইবেলদের জমি চলে যাচ্ছে। আমি বার বার এই হাউসে বলেছি যে এইগুলি জোর করে তাদের কাছ থেকে যাচ্ছে না। কারণ উপজাতিদের মধ্যে এমন কতগুলি লোক আছে যাদের দ্বারা এই কাজগুলি হচ্ছে। আমি কয়েকটা উপজাতিকে জানি তাদের বাবার শ্রাদ্ধের জন্য, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য তাদের যদি এক গণ্ডা জমি বিক্রি করতে হয়, সেগুলি পারমিশান নিয়ে তারা বিক্রি করে এবং সেইগুলি অউপজাতিদের কাছে যায়। কম্যুনিষ্ট

পার্টির কয়েকজন বড় বড় জোতদার আছে, তাদের কাছে তারা জমি বিক্রি করতে যায়। তখন তারা বলে যে আমার তো জমি কেনার দরকার নাই। কিন্তু তার অর্থের দরকার আছে, মেয়ের বিয়ের জন্য তাকে টাকা যোগাড় করতে হবে। তখন যে জমির দাম ১০০০ টাকা সেটা ২০০ টাকায় সেইসব জোতদারের কাছে বিক্রি করতে হয়। মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মা এক জায়গায় বলেছেন যে কন্‌সেনট্রেট করে রাখতে হবে ট্রাইবেলদের। সেটা যদি করতে পারেন তাহলে তাদের মতবাদ তারা প্রচার করতে পারবেন এবং তাদের কুক্ষিগত করে রাখতে পারবে এবং তাদের লাল ঝাণ্ডা উড়াতে পারবেন। আমরা দেখেছি গতকাল যে প্রস্তাব এসেছিল ইন্দিরা গান্ধী যে নীতিগতভাবে ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং শীঘ্রই এই ব্যাপারে বিল আনার জন্য অনুরোধ জানিয়ে যে প্রস্তাব আনা হয়েছিল এই প্রস্তাবের আলোচনার সময়ে তারা গণ্ডগোল করেছেন। তারা কমপ্যাক্ট এরিয়া চাইছেন, কারণ সেটা যদি হয় তাহলে কমপ্যাক্ট এরিয়ার ট্রাইবেলদের কুক্ষিগত করে রাখতে পারবে না। পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেলে তাদের তারা কুক্ষিগত করে রাখতে পারবে না। এইজন্য ট্রাইবেল এবং নন্‌-ট্রাইবেলদের মধ্যে তারা একটা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে রাখতে চায়। আর একটা কথা বলেছেন মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু। এটা আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই, আমরা পি. এ. সি. থেকে ভিজিট করতে গিয়েছিলাম লালছড়া কলোনী। মাননীয় অঘোর বাবু হিংসা পরবশ হয়ে বলছেন যে কংগ্রেসী পাণ্ডারা লুটপাট করে খাচ্ছে। কিন্তু আমরা পরিষ্কারভাবে তাদের সাথে সব কিছু আলোচনা করেছি এবং জেনেছি যে তাদের মধ্যে থেকে সরকারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় যে লালছড়া কলোনীতে ১৭২ জন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে থেকে অনেকেই বলেছেন যে তাদের রেশন কার্ডের প্রয়োজন নাই। কারণ তারা বলেছেন যে আমরা যেভাবে সরকারী সাহায্য পেয়েছি তাতে আমরা নিজেরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছি নিজের কানে এই কথা শুনে যদি তিনি হাউসে মুখে অন্য কথা বলে থাকেন যে কংগ্রেসী পাণ্ডারা লুটে পুটে খাচ্ছে তাহলে আমি এর প্রতিবাদ করি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা কথা হচ্ছে এই যে আমাদের অজেন্দ্র বাজার, জিরানীয়াতে একটা ট্রাইবেল কনফারেন্স হয়েছে, সেই কনফারেন্সে তারা প্রস্তাব নিয়েছিল যে ত্রিপুরাতে আরও ট্রাইবেল ডেভলাপমেন্ট ব্লক করা হউক। কিন্তু তখনও আমরা দেখেছি আজকে যারা ট্রাইবেলের প্রতি দরদী হয়ে কথা বলেছেন তাদের ভূমিকা সেখানে কি ছিল এবং তারা কি কাজ করেছেন। কারণ তখন সেই ট্রাইবেলদের কনফারেন্স যাতে না হতে পারে, তাতে যাতে কোন মূল্যবান প্রস্তাব না নিতে পারে তার জন্য তারা, বিশেষ করে আমি শ্রীঅভিরাম দেববর্মা মহাশয়ের নাম বলব, বাধার সৃষ্টি করেছিল। ট্রাইবেল কলোনি গঠন করে সেখানে ভূমিহীন ট্রাইবেলদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য জিরানীয়া এলাকাতে যেটা অভিরাম বাবুরও কনষ্টীটিউএন্সী, নির্বাচন কেন্দ্র সেখানে যখন ভূমিহীন আদিবাসীদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সুষ্ঠু ভাবে জমি বণ্টনে মাধ্যমে করা হচ্ছিল, তখন সেখানে তিনি অমর্থের সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করেছিলেন, তারা যাতে সেখানে

বসবাস করতে না পারে তার জন্য তাদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি করেছিলেন, ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তারা যে আদিবাসীদের কল্যাণ চান, সমস্ত দিক থেকে সুযোগ সুবিধা দিতে চান, সেটা তাদের কার্যক্রম দেখেই বুঝা যায়। অনর্থক বিধান সভায় এসে গরম গরম বক্তৃতা দিলে ট্রাইবেলদের উন্নতি হবে না। আজকে যেখানে টি, ডি, ব্লক করার জন্য প্রস্তাব এসেছে সেটা খুবই ভাল প্রস্তাব, কিন্তু তারা এর সমর্থন-তো করলেনই না, প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন। তারা বরাবরই এখানে বলছেন যে আমাদের জনসাধারণের সামনে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আমরা জানি তারা বিধান সভায় যা বলছেন তা বাইরে গিয়ে বলেন না। এই টি, ডি, ব্লকের যে উনারা বিরোধিতা করছেন, তার কোন যৌক্তিকতা তারা দেখাতে পারেননি, কিন্তু আজকে তারা এখানেই তার বিরোধিতা করছেন, বাইরে কোন সভা সমিতিতে বলার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। তাই আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ট্রাইবেলদের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে আজকে তাদের মাঠের কাজে যোগদানের জন্য সচেষ্ট হতে হবে এই কথা বলে রাধিকা বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করছি। আরেকটা দিকে আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে যে, আগেও আমি বলেছিলাম জিরানীয়ার কয়েক মাইল এলাকা ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা আছে, গাঁ সভা আছে, সেটা যাতে সেখানকার টি, ডি, ব্লকের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। কারণ বহুবার আমি এই এ্যাসেম্বলীতে বলেছি এবং মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে পোস্ট স্টেজ—২ ব্লক-এ ট্রাইবেল যারা আছে তারা টি, ডি, ব্লক না হলে পরে, পোস্ট স্টেজ—২ ব্লকের ইনটেনসিভ ব্লকের যে সুযোগ সুবিধা কিছুই পাচ্ছে না, নরমেল যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সেটা পাচ্ছে। সেখানে কোন রাস্তা ঘাট হচ্ছে না, তাই এই যে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা আছে তাদের সুষ্ঠুভাবে উন্নতি করতে হলে, ট্রাইবেলদের সামনে এগিয়ে নিতে হলে, এই যে সামনা যে টি, ডি, ব্লক, তার সংগে জিরানীয়া ব্লকে যে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা আছে, যেখানে পাচ ছয়টি গাঁও সভা আছে রেভিনু্য ভিলেজ আছে, সেটা যাতে যোগ করে দেওয়া হয়, সেই অনুরোধ রেখে বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টি, ডি, ব্লক সম্বন্ধে সরকার একটা নির্দিষ্ট ধারণা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ধেবর কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অলটারনেটিভ হিসাবে। এবং সেই অনুসারে সেই ব্লকের কাজ আমরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, সিড্যুল কাস্ট এবং ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি, ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মধ্য দিয়ে করে আসছি। এইবার সেটার একটা আলাদা ডাইরেক্টরেট করা হয়েছে। কারণ এই হাউসের অভিমত ছিল যে ট্রাইবেল, সিড্যুল কাস্ট এবং ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির ডেভলাপমেন্টের জন্য একটা সেপারেট ডাইরেক্টরেট করা হউক। কেন ? কারণ তাদের ডিপার্টমেন্ট হলে পরে এবং ডাইরেক্টরেট হলে পরে তারা সরাসরি সেই কার্য্যগুলি করতে পারবেন এবং জিলে হবে না। সেই ডিপার্টমেন্টের মধ্য দিয়ে আমরা কি কি কার্য্য করে যাচ্ছি প্রত্যেক সদস্যই অবগত আছেন।

এবং সেই অনুসারে প্রাথমিক একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যে যারা জুমিয়া এবং ল্যাণ্ডলেস তাদেরকে জমি দেওয়া হবে এবং সেই অনুসারে যখন সেই কার্য্য সুরু হয়, তখন কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা কি ছিল। কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা ছিল যাতে সেই কার্য গ্রহণ না করে, সরকার তাদের সহায়তা না করে। কেন ছিল? আমরা জানি ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া, জুমিয়াকে জমি দেওয়া এই হচ্ছে আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং কনষ্টিটিউশন্যালি আমরা দিতে বাধ্য। সেই অনুসারে ত্রিপুরাতে যারা সিডুল কাষ্ট- ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি এবং ল্যাণ্ডলেস আদার হ্যান দিস, তাদের জমিতে বসানো এবং সেটা সুপরিকল্পিত ভাবে করতে হলে সেটা হল সেই কলোনীতে কো-অপারেটিভের মধ্য দিয়ে তাদেরকে বসাতে হবে। কারণ আমরা জানি পাঁচ শত বা তিন শত টাকা এর জন্য পর্যাপ্ত নয়। যারা জমিতে নামছে না, তাদেরকে জমিতে নামানো-এটা করতে হলে পরে সাইকলজিক্যাল দৃষ্টি থাকা দরকার। তাদের যে মনস্তাত্বিক চিন্তা ধারা তার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করে নূতন চিন্তা ধারায় নিয়ে আসতে গেলে তার মধ্যে অনেক বাধা বিপত্তি আছে এবং সেই কার্যাকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টি সুপরিকল্পিত ভাবে প্রচার কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচার করার কারণ কি? কারণ হল যে তারা চায় না দেশের মধ্যে ইন্টিগ্রিটি গড়ে উঠুক। যতই দেশকে ডিসইন্টিগ্রেট করা যাবে ততই তাদের সুবিধা। ভারতবর্ষের কনষ্টিটিউশান যে রচিত হয়েছে তারা সেই কনষ্টিটিউশান চায় না, কনষ্টিটিউশান বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তাদের কার্য্যে, তাদের বাক্যের দ্বারা এবং তাদের পরিকল্পনার দ্বারা। কারণ আমরা দেখছি তারা যেই যেই জায়গাতে তাদের পকেট ছিল সেই খোয়াই, তেলিয়ামুড়া কল্যাণপুর, টাকারজলা, জিরানীয়া, প্রভৃতি অঞ্চল তারা বলেন লেলিনগ্রাড, পার্ট লেনিনগ্রাড। দেখা গেল এই যে তারা বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল। জনসাধারণ, জুমিয়া যারা ভূমিহীন, আদিবাসী, ভূমিহীন উদ্বাস্তু, ভূমিহীন সিডুল কাষ্ট, ভূমিহীন আগ্রহ প্রতিটি মানুষের, তার জীবন ধারণের জন্য আগ্রহ নয় তার বাঁচার জন্য আগ্রহ, সেই আগ্রহ নিয়ে জনসাধারণ অগ্রসর হচ্ছে। তাকে বাধা দিচ্ছেন, অতএব জনসাধারণের ক্ষতির চিন্তা যারা করবেন, তারা ইতিহাসে কলংকিত অধ্যায় রচনা করবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করব, নৃপেন্দ্র এখানে নেই। খোয়াইতে তারা সব সময়ে বলতেন যে মেহনতী জনতার হাতে আসবে জমি, মেহনতী জনতার হাতে আসবে ফ্যাক্টরী। আমি জিজ্ঞাসা করব ত্রিপুরাতে কোন মেহনতী জনতা তাদের হাতে আছে? আজকে টি, গার্ডেনের মেহনতী জনতা তাদের হাতে নেই, মোটর ওয়ার্কারস তাদের হাতে নেই, রিক্সা ওয়ার্কারস তাদের হাতে নেই, ভূমিহীনরা তাদের হাতে নেই, বর্গাদারেরা তাদের হাতে নেই এবং জুমিয়ারাও তাদের হাতে নেই, নেই তাদের হাতে সেইসব ল্যাণ্ডলেসেরা। কারণ কি? আমরা বলেছি যে, টিলার্স উইল হ্যাভ দি ল্যাণ্ড এবং সেই অনুসারেই আমরা আইন রচনা করেছি। আর সেজন্য বর্ত্তমানে যে আইন আছে যেটা ১৯৫৮ সালে আমরা একবার রচনা করেছিলাম ত্রিপুরার ভূমিহীন মানুষের উপর লক্ষ্য রেখে, যারা ক্ষেতেখামারে পরিশ্রম করছে, যারা উৎপাদন করছে তাদের দিকে দৃষ্টি রেখে। আমরা বর্গাদারদের জন্যও একটা আইন করেছি,

তারা সেগুলি সম্পর্কে কিছুই অবগত নন? নিশ্চয় অবগত আছেন। যারা উত্তরাধিকারীসূত্রে বর্গাদার, তাদের সেই সূত্র থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করতে চাইছে, কিন্তু তাদের কথামতো আর উচ্ছেদ করা চলবে না। যদি করতে হয় তাহলে তারা যাতে সেখানে ঘর বেঁধে নিজেদের হাতে হালচাষ করতে পারে সেই ব্যবস্থা তাদের করে দিতে হবে। একথা কেন বলছি? বলছি এই কারণে যে মেহনতী মানুষ যারা তারাই হবে জমির মালিক। কিন্তু তারাতো সেই কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। যারা উৎপাদন করবে সেই মানুষই হবে জমির মালিক। আজকে কেন সেই কথা বলছে না? আর এর নামই কি সমাজবাদের কথা? কোথা থেকে তারা এসব এনেছেন, সেটা তারা জানেন। কিন্তু জানলে কি হবে, আজ যে তাদের হাতে ভূমিহীন নেই, জুমিয়া নেই, নেই বর্গাদার। তাই আজকে তাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, কেন তাদের মধ্যে এই আতঙ্ক দেখা দিয়েছে? তার কারণ হল যারা বড় বড় জোতদার, তাদেরকে শোষণ করে, তাদের সেই শোষিত রক্তের উপর তারা তাদের জয়ডঙ্কা চালাতে চায়, এই 'চম্পাধরা নিয়েই তারা আছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনে, জুমিয়াদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে, ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন ভূমিকা কি তারা ত্রিপুরার মানুষের কাছে রাখতে পেরেছে? না তারা রাখতে পারে নি। তারা ত্রিপুরার মেহনতী মানুষকে বিশ্বাস করেন নি বলেই তাদের আজ এই অধোগতি, তারা আজ নেমে এসেছে একেবারে তিনে, সেও আবার দুই পার্টিতে মিলিয়ে। আবার এই দুই পার্টির মধ্যে একদল বলেছেন যে আমরা আঞ্চলিক কমিটি চাই, এটা বলছে সি, পি, আই (এম)। আর একদল সি, পি, আই বলছে না আমরা ফিফ্‌থ সিডিউল চাই। আর সেটা বলতে গিয়ে অঘোরবাবু বলেছেন যে আমরাও আঞ্চলিক কমিটি চাই, তাও আবার এখানে এই হাউসে, বাইরে কিন্তু এসব কথা তারা বলছেন না। তারা সেখানে কি বলছেন? বলছেন তাদের পার্টির তরফ থেকে যে আমরা স্টেটহুড চাই, আর চাই ফিফ্‌থ সিডিউল তাও আবার পত্র পত্রিকার মাধ্যমে। কাজেই আমি এখানে বলতে চাই যে তাদের কোন ভূমিকা ঠিক আছে? আমাদের আগে তাদের সেইসব ভূমিকার কথা জানতে হবে। কাদের তরফ থেকে তারা আজ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, এই মনোভাব গ্রহণ করেছেন, আর সেজন্য কোন ভূমিহীন মানুষেরা তাদেরকে সমর্থন জানিয়েছেন, কোন বর্গাদার তাদেরকে সমর্থন জানিয়েছেন। তাহলে তারা কেন এসব করছেন? তারও কারণ আছে। কারণ হল তাদের বড় বড় জোতদার, তারা যদি এই টিলাস উইল হ্যাভ দি ল্যাণ্ড এই কথা বলে তাহলে তারা যে তাদের সেইসব জমি থেকে চ্যুত হয়ে যাবেন, তারা যে আর শোষিত মানুষকে শোষণ করে পুষ্ট হতে পারবে না। তাই আমার মনে হচ্ছে এর জন্যই তারা এখানে এইসব ভূমিকা গ্রহণ করছেন। কেন করছেন? করছেন এজন্য যে তারা জানে যে ত্রিপুরার মহারাজা পঞ্চ জাতির জন্য একটা আইন করেছিলেন, এখন তারা সেই আইনকে সমর্থন করে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা বলব ত্রিপুরার মহারাজার সেই আইন বে-আইনি আইন। কেন বে-আইনি বলছি? তার কারণ হল এই পঞ্চ জাতি ছাড়া কি ত্রিপুরাতে তখন আর কোন জাত ছিলনা? আর কোন ট্রাইবেল ছিল না? মগ ছিল না, চাকমা ছিলনা, ছিলনা গারো, লুসাই আর

মুণ্ডা, ছিল না সাওতাল? তাহলে কেন তারা সেই আইন করেছিল? সেই আইন করারও একটা কারণ ছিল। কারণটা হল তাদের ছিল ডিভাইড এণ্ড রুল, ট্রাইবেলে ট্রাইবেলে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে তারা তাদের সেই শোষণকে কায়েম করতে চেয়েছিল। তাই তারাও এখানে তাদের সেই শোষণকে কায়েম রাখবার জন্য এসব কথা এখানে বলছেন। কারণ কনষ্টিটিউশান্যালী আমরা যদি গণ্য করি যে ধান বিক্রি করার- ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট দেওয়ার মানে হল এই যে ধান বিক্রি করার অধিকার ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষেরই আছে, এটা তাদের কনষ্টিটিউশান্যাল রাইট। কিন্তু তারা সেখানে কি করছেন? তারা মানুষের কনষ্টিটিউশান্যাল রাইট থেকে তাদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করছেন। অতএব কনষ্টিটিউশানের বিরোধী, মানুষের ফ্রীডমের বিরোধী হল তারা। আর এই যে ফ্রীডম অব স্পীচ, এর মধ্যে দিয়ে তারা যে সুযোগ সুবিধা পাবে, তাকে হরণ করে নিয়ে যারা তাদের মধ্যে জোতদার, তালুকদার, সর্দ্দার আর মাতব্বর আছেন, তাদের সেই সর্দ্দারী বজায় রাখবার জন্য, তাদেরকে শোষণ করবার জন্য, তাদের পরণ থেকে কাপড় ছিনিয়ে নেবার জন্য, তাদেরকে অশিক্ষিত করে রাখবার জন্য তারা এসব করছেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাস করব যে ১৩৬০ বছরতো ত্রিপুরার মহারাজারা রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু তো তারাই করেছিলেন কিন্তু তখন তাদের জন্য কি করা হয়েছিল? আমরা দেখেছি যে তাদের শাসনে এবং শোষণে ত্রিপুরার মানুষের লেখাপড়া ছিল না, ছিল না কোন শিক্ষা, ছিল না কোন স্বাস্থ্য, ছিল না কোন রাস্তাঘাট। সেই সময়ে তো তারা নিজেরাই ত্রিপুরাকে শাসন করেছিল, তাদের আত্মীয়-স্বজনরাই শাসন করেছিল। কিন্তু তাদের সেই শাসনের নামে ত্রিপুরার মানুষেরা পাগল হয়ে গিয়েছিল, তাইতো তারা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। রিয়াং জাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, ত্রিপুরার চাকমারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং তারা তাদের সেই শোষণের বিরুদ্ধে, তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের সেই শাসনকে বরবাদ করে দিয়েছিল। তাই তারা তাদের সেই শোষণের হাতিয়ারকে আবার হাতে রাখতে চাইছে এই ট্রাইবেলদের দোহাই দিয়ে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করব যারা এই বলছেন, তাদের কার কোথায় কত জমি আছে? কিন্তু তারা যে এখন এখানে হাজির নেই। বিদ্যাবাবু নেই, অঘোর বাবু নেই, নেই অভিরাম বাবু, নেই দশরথ, নেই কেউ নেই। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করব তাদের জমি কে চাষ করছে। কত জমি আছে তাদের, সেই জমি ভূমিহীনদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে কিনা, বর্গাদারদের হাতে আইনে থাকা সত্বেও দিয়েছে কিনা, আইনকে ফাঁকি দিয়ে ট্রাইবেলদের দোহাই দিয়ে শোষণকে কায়েম করতে যাচ্ছে কিনা? সেজন্যই আমরা ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড কমিটি থেকে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছি ভারত সরকারের কাছে যে যারা বর্গাদার তারা যাতে তাদের স্বত্ব বিক্রি করতে পারে। কারণ বর্ত্তমান আইনে কো-অপারেটিভে মর্টগেজ দেওয়ার অধিকার আছে। সুতরাং বিক্রি করবার অধিকারের জন্য আমরা বলেছি। আর এই ভাবে যারা জোতদার, সেই আইনকে উপেক্ষা করছে সেই আইনকে ঠিক ঠিক ভাবে চালু করার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি, আবার সিলিঙের জন্যও আমরা অনুরোধ করেছি ২৫ একর পার ফ্যামিলি। ফ্যামেলিতে ৫ জন হবে। তার বেশী যদি ১০০ জনও হয় তবু ২৫ একর পাবে। বেনামী হলেও জমি রেখে দেব। আইনের বিরুদ্ধে

জনসাধারণের মধ্যে ভূমিহীনের জমি বন্টন করে এবং সেটাকে বেঁধে দিয়ে শোষণকে কায়েম করার জন্য তারা যে কাজ করছে সেই কাজের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে আতংক হয়েছে। তাই তাদের নানারকম চীৎকার সুরু হয়েছে। আমরা ষ্টেটহুড চাই, আঞ্চলিক পরিষদ যদি হয়, ফিফ্‌থ সিডিউল যদি হয়। ত্রিপুরার ২৯ লক্ষ জনতাকে তারা বিশ্বাস করে না। ষ্টেটহুড হলে পরে সেটা জনসাধারনই ঠিক করবে ত্রিপুরার কি আইন হবে। কারণ জনতা তাদের লাথি দিয়েছে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জন্য। শোষণকে যারা কায়েম রাখতে চায় তাদিগকে ত্রিপুরার জনতা লাথি দিয়েছে। কারণ তারা নানা প্রকার হিংসাত্মক কার্য্য করেছিলেন। সেজন্য তারা হিংস্র। তারা ঠিকই বলেছেন। সোজা কথায় তারা হিংস্র, তাদের প্রকৃতি হিংস্র। এটা তারা নিজেরাই বলেছেন তারা হিংস্র। কিন্তু আমি জানি ত্রিপুরার জনতা ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল, মেহনতী মানুষ, বর্গাদার, ক্ষেত মজুর তারা আজকে সঙ্ঘবদ্ধ হবে শোষণের বিরুদ্ধে আর কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাই তারা আজ সেই ধ্বনি তুলছে। কারণ গত ২২ বৎসরগুলির শিক্ষা তাই দেখছি। তাই তারা ইন্টিগ্রেটেড হয়ে উঠুক এটা চায় না। যদি সমাজবাদের বিপ্লবী কারেক্ট হয়ে থাকে তাহলে আমরা বিশ্বাস করি যে যারা স্রষ্টা, সৃষ্টির অধিকারের জন্য সংগ্রাম করবেই। তারা তাদের হিংস্র মনোভাবকে পায়ের তলায় পিষে দিয়ে তাকে দলন করবে। কারণ বাঘ হিংস্র। মানুষ তাকে শমিত করেছে, দমিত করেছে। অতএব তারা এই তিনজন মানুষ হিংস্র হতে পারে। কিন্তু যারা মানুষ তারা নিজের শিশুকে হত্যা করে না। কিন্তু তারা শিশুকে হত্যা করেন, ভ্রূণ হত্যা করেন। কারণ আমরা জানি প্রতিটি পরিবারের সম্পর্ক। তারা স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, মা সন্তানকে স্নেহ করেন। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি জৈন, কি পার্শী। প্রতিটি পরিবার সমান। সেই পরিবার এমন পরিবার যারা স্নেহের বন্ধনে, প্রেমের বন্ধনে, ভালবাসার বন্ধনে ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর সর্বত্র মানব সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ। এই জন্য তাদের সাইকোলজি। অতএব তারা যে সাম্যবাদ চাচ্ছেন কেন চাচ্ছেন? তারা কোনদিন কোন মানুষকে শোষণ করে নাই, অত্যাচার করে নাই যারা প্রডিউসার তারা পরিশ্রমী মেহনতী মানুষ। তারা শোষিত হয়েছে। তাই শোষিত মানবগোষ্ঠিকে দাঁড় করাবার জন্য সমাজবাদ। তারা প্রেমিক। তারা প্রেমের বন্ধনে প্রতিটি পরিবার আবদ্ধ। তারা তিনজন হিংস্র লোক ছাড়া। তবে তাদের তিনজনকে আমি বলব যে তাদের মনোভাবকে তারা ব্যক্ত করেছেন ব্যাঘ্রের মত। ব্যাঘ্ররা সর্বদাই মানুষের পর্য্যুদস্ত। তাই হিংসায় মনোভাবাপন্ন যে দল সেই দলের অভিব্যক্তি করেছেন। কারণ তারা কোনদিনই ভাল কাজ করেন নি। তাই তারা প্রেমিক মানুষের দ্বারা পর্য্যুদস্ত হয়েছেন, তিন-এ এসে পৌঁছেছেন। পার্লামেন্টে একটিও সীট নাই। কারণ হিংস্র পশুকে মানুষ— "ব্যাঘ্র সনে নখ-দন্তে নাহিক সমাজ, তাই বলে ধনুশরে বধি তার প্রাণ।" কেউ তাতে লজ্জা পায় না। তাই তাদিগকে মেরে শেষ করে দিয়েছে। কারো কোন দিন তাতে লজ্জা অনুভব হয় নাই। তাই ত্রিপুরার মানুষ তাদিগকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কোনদিন কোন সময়ে কার্পণ্য করবে না। অতএব সেই দিক দিয়ে আমরা তাদিগকে স্মরণ করিয়ে দেব। অতএব তারা তাদের মনোভাব ব্যক্ত

করেছেন নানা দিক দিয়ে। জুমিয়া সেটেলমেন্টের কথা বললাম। কলোনীতে টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল দিতে হবে, তাদের রাস্তা ঘাট গড়ে তুলতে হবে। ২৩ হাজার জুমিয়া পুনর্বাসন হয়েছে। তাদের জন্য ডিসপেনসারী গড়ে তুলতে হবে। তাতে কেবল ট্রাইবেলই উপকৃত হবেনা। একটা স্কুল করলে ট্রাইবেলদের উপকার হবে, নন-ট্রাইবেলদেরও উপকার হবে। তারা কি তাই চান যে ঐ স্কুলে ট্রাইবেল ছাড়া আর কেউ যেতে পারবে না কারণ তারা ট্রাইবেল দরদী? হসপিটাল করলে ট্রাইবেল ছাড়া কেউ যেতে পারবে না। তারা তাই প্রচার করেছেন মনে হয়। কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থাতে ট্রাইবেলই হোক আর নন- ট্রাইবেলই হোক তাকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে এবং বিশেষ অধিকারে ভূষিত করতে হবে যারা সিডিউল কাষ্ট, যারা ট্রাইবেল তাদের এবং সেই অনুসারে সংবিধানে তাদের বিশেষ ব্যবস্থাকে অনুসরন করে কি চাকুরীতে, কি লেখাপড়ার দিক দিয়ে, কি স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে বা প্রি-প্রাইমারী এড়কেশনের পূর্ব্বে তাদের মধ্যে বিশেষ কতগুলি ব্যবস্থা করতে হবে তাতে তাদের শিশু সন্তানেরা প্রি-প্রাইমারী এডুকেশনের জন্য সেখানে একত্রিত হবে এবং প্রাইমারী এডুকেশনের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, হায়ার এডুকেশনের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং কলেজ এড়কেশনে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং সেই হারে আমরা তাদের দিয়ে চলেছি।

অতএব সেইদিক দিয়ে তাদেরকে চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব। হিংস্র মনোবৃত্তি নিয়ে চিন্তা করতে বলব না, তাদেরকে আবার অনুধাবন করতে বলব, তারাও হিংস্র নয়। তারা যদি পরিবারভুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে তারা কি তাদের মাকে খুন করেছেন, তারা কি তাদের বাচ্চা খেয়ে ফেলেছেন, ছেলেকে খেয়ে ফেলেছেন? বাঘ কি করে? বাঘ তার সন্তানকে খেয়ে ফেলে, তাই বাঘিনী তার বাচ্চা নিয়ে দৌঁড়াতে থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় তারা হয়তো সেই ভাবাপন্ন, তাদের স্ত্রীও হয়তো যখন প্রসব করেন তখন বাচ্চা নিয়ে পালাতে থাকেন সন্তান রক্ষা করার জন্য। তাই অনুরোধ করব হিংস্র ভাব পরিবর্ত্তন করে সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীকে আশ্বস্ত করুন, যে তাকে হত্যা করবেন না, হত্যা করে হস্ত কলঙ্কিত করবেন না, বাঘের পর্যায়ে বা বিড়ালের পর্যায়ে যাবেন না। বিড়ালের মধ্যে যে হুলো বিড়াল আছে, সে তার বাচ্চা খেয়ে ফেলে কাজেই আমি তাদেরকে সেইদিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব। তাদের স্ত্রী নিশ্চয়ই দৌঁড়ে পালায় নয়তো একথা বলবেন কেন? কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ বাঘ, বিড়াল নয়, তারা প্রেমিক মানুষ, পরিবারভুক্ত মানুষ, অতএব তারা স্নেহের বন্ধনে, প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ সম্প্রদায়। সেইদিকে দৃষ্টি রেখে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে কো-অপারেটিভ গড়ে তুলতে হবে, সেইজন্য ট্রাইবেল ডাইরেক্টরেট হয়েছে। কারণ আমরা জানি যে কোন কলোনি গড়ে তোলা হলে, তারা সেখানে বাধা দিচ্ছেন। কেন বাধা দিচ্ছেন, কেন তারা সরে গেলেন জনমন থেকে? কারণ হিংস্র ভাবাপন্ন হয়ে তারা কাজ করেছেন, লুটতরাজ করেছেন, বাড়ী পুড়িয়েছেন, হত্যা করেছেন এবং হিংস্র ভাবে সেই হিংস্র কাজ করেছেন, তাই ত্রিপুরার ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল তাদেরকে চিনেছে, বুঝেছে। কেবল এখানে নয়, ভারতবর্ষের মানুষ আজ বুঝেছে তারা কারা, তারা কেন কাজ করছে? তাই আমি বলেছিলাম, কালকেও বলেছিলাম আমরা গৃহবাসী মানুষ, গরু বাছুর রেখে কৃষকরা তার সংবর্ধনের চেষ্টা করে। তার মধ্যে হিংসাত্মক মানুষ যারা

আছে তারা সেই গৃহে আগুন লাগিয়ে দেয়, সেখানকার মানুষের উপর অত্যাচার চালায়। কারণ তাদের মাংসের উপর তাদের রক্তের উপর তারা নাচবে। অতএব সেই দিক দিয়ে তারা অনবরত সেই সমস্ত কার্য করছেন। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ আজকে সজাগ, তাই তাদের ডাকে আর সাড়া দেয়না। তাই তারা আজকে নানারকমের ফন্দি আঁটছেন ত্রিপুরার ইনটিগ্রিটিকে কি করে ধ্বংস করা যায় এবং কি করে নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে বজায় রেখে শাসন কায়েম করা যায় মানুষকে অশিক্ষিত রেখে। তাই তারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। তাই আমরা নির্দিষ্ট ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এই জন্য যে তাদের উন্নতির জন্য ডিপার্টমেন্ট করা হবে, এবং তার সাথে সাথে তাদের সমস্ত কাজগুলি ইনটিগ্রেটেড ভাবে সিড্যুল কাষ্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবেল কলোনী গড়ে উঠবে। আণ্ডার ডেভেলাপড যারা আছে যেমন কপালি, মণিপুরী আছে এবং তাঁতি আছে, পান তাঁতি আছে, ঢোলী আছে, ডিফারেন্ট আন ডেভলাপড যারা আছে তাদেরকে আমাদের সমপর্যায়ে টেনে তুলতে হবে তার জন্য এই পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে ট্রাইবেল ব্লক আমরা করেছি। সেই জায়গাতে যিনি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি তার কাছে অনুরোধ জানাব যে এখানে বর্তমানে পাঁচটি ব্লক আছে। আরও পাঁচটি ব্লক আমাদের গড়ে তুলার জন্য একটা পরিকল্পনা আছে এবং সেটা আমরা ভারত সরকারের নিকট পাঠিয়েছি। ভারত সরকারের নির্দেশ হল যেখানে ৬৬ পারসেণ্ট ট্রাইবেল কনসেণ্ট্রেশান আছে সেই জায়গাতে টি, ডি, ব্লক করতে হবে। আমরা সেখানে এই করেছি যে ৫০ পারসেণ্ট যেখানে আছে সেই জায়গাতে তা গড়ে তুলতে হবে এবং সেই অনুসারে কাজ আমরা করব। জিরানিয়া সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয়েছে। ৫০ পারসেণ্ট ট্রাইবেল যেখানে কন্সেণ্ট্রেশান আছে সেই জায়গাতে এই ব্লকগুলি করা হবে এই চিন্তা রেখে আমরা সেটা করব। তবে আমরা জানি ৫০ পারসেণ্ট তেলিয়ামুড়া ব্লকে আছে, কল্যাণপুর ব্লকে আছে, চড়িলাম আছে, টাকারজলা আছে, বিলোনীয়া টি, ডি, ব্লকে যেটা আছে, সেখানেও আছে। আরেকটা টি, ডি, ব্লক গড়ে তুলতে হলে পরে সেখানে ৫০ পারসেণ্ট কন্সেণ্ট্রেশান হতে হবে, ৬৬ পারসেণ্ট হলে পরে হবে না। কারণ আমাদের সেইরকম কন্সেণ্ট্রেশান নো-হোয়্যার উই ফাউণ্ড ইন ত্রিপুরা। সেইদিক দিয়ে একটা কথা হয়তো বলতে পারেন যে ত্রিপুরায় আমরা ছিলাম মেজরিটি কমিউনিটি। নাউ উই হ্যাভ টারণ্ড টু মাইনরীটি কমিউনিটি ডিউ টু ইনফ্লাক্স। আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেব যে সার্ভে অব ইণ্ডিয়া রিপোর্টে রাজার আমলে আমরা দেখেছি যে তাদের পারসেণ্টেজ কি ছিল। অল ওভার ত্রিপুরা তারা ৪৫ জন প্রতি হাজার ছিল সেটা আজকে বেড়ে চার লক্ষ হয়েছে। কংগ্রেসের আমলে তা গড়ে উঠেছে, এই কংগ্রেস শাসনে গড়ে উঠেছে। আর ৬০ বৎসর মহারাজার শাসনে তাদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার। তাই আমরা বলব এই ২০ বছরে তাদের যে পারসেণ্টেজ অব গ্রোথ নো-হোয়ার ইন ইণ্ডিয়া ইট ইজ ফাউণ্ড। ইণ্ডিয়ার কোন জায়গায় এই গ্রোথ দেখা যায় না। আমরা তাদের গ্রোথ অব পারসেণ্টেজ বাড়িয়েছি এই ২২ বৎসরের শাসনে। সেইজন্য আমরা গর্ব অনুভব করছি এবং যাতে তাদের মৃত্যু হার আরও কমে, বৃদ্ধি হতে পারে তার জন্য আজকে বিশেষ করে টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে, হেলথ, সেনিটেশান, কমিউনিকেশান, এডুকেশান যাতে তাদের কন্সেণ্ট্রেট করে তাদের মৃত্যুহারকে আমরা কমিয়ে

দিতে পারি এমন প্রচেষ্টা আমাদের করতে হবে এবং তার সাথে ফলন বৃদ্ধি করার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনকে জোরদার করব এই নীতি নিয়ে জুমিয়া পুনর্বাসন দিচ্ছি এবং ল্যাণ্ডলেসদের ল্যাণ্ড দেওয়ার কার্যে অগ্রসর হচ্ছি। কারণ উইদাউট দি ল্যাণ্ড দেয়ার ইজ নো ডেভেলপমেন্ট। ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভূমি, আমরা জানি সেটা পাহাড় হউক, সেটা লুঙ্গা হউক এমন কোন কিছু নেই যা আমরা এখানে উৎপাদন করতে পারি না। সে দিক দিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য আমরা হাইডেল স্কীম গড়ে তুলছি, অমিয়াম থেকে পাওয়ার আনার চেষ্টা করছি এবং ফ্লাড প্রোটেকশানের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং কেমিক্যাল মেনয়ুর কি করে প্রয়োগ করা যায় তারও আমরা চেষ্টা করে চলছি। যার জন্য তাইচুং এর চাষ, আই আর এইট এর চাষ করা চলে এবং কি করে কটন কাল্টিভেশান, রাবার কাল্টিভেশান, কেশো কাল্টিভেশান প্রভৃতি করা যায় তারও ব্যবস্থা আমরা করছি.। তারপরে স্মল মার্জিন্যাল ফারমার স্কীম যেটা আমরা গ্রহণ করেছি সেখানে প্রায় ২০ হাজার পরিবারকে আমরা পুনর্বাসন দিতে পারব। আর একটা স্কীম, সেটা হল স্মল ফারমার স্কীম, সেটাও আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেটা যাতে কনসেন্টিভ না হয় টু অল অভার দি ডিষ্ট্রে- স্‌ড পিপল, যারা নাকি মজুর তাদের জীবন ধারণের মান যাতে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, সে দিকে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এবং আমরা সে দিক দিয়ে সচেষ্ট আছি। কিন্তু ক্ষেত মজদুর কি তাদের মধ্যে নেই? তাদের মধ্যেও আছে, বিপুল সংখ্যায় আছে। এই তিনজন সদস্য যারা এখানে আছেন তাদের জমিনের কাজে যাতে নিয়োজিত হয়, সেটাও আমরা দেখব। কিন্তু সেজন্য তারা কোন জমির অধিকারী হতে পারবে না, আর সেই কারণে তারা আমাদের এই পরিকল্পনাকে বাদ দিতে চাইছে, এই স্কীমগুলিকে বাদ দিতে চাইছে। আমি তাদেরকে বলব, এজন্য আপনাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ আপনারা হিংসার ভাব পরিত্যাগ করে সমাজের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করে নিজেদের জীবনকে স্বার্থক করে তুলুন। কাজেই এদিক দিয়ে যিনি এই প্রস্তাবটা এখানে উত্থাপন করেছেন তিনি যদি এই কথাটা না বলে যেখানে ফিফ্‌টি পার্সেন্ট আছে যেটা নাকি আমরাও ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছি—ফর সেটিং আপ ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট ব্লক এ্যাণ্ড ছাট হ্যাজ বীন এ্যাক্সেপ্টেড বাই দি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, সাবজেক্ট টু দি কণ্ডিশান দি এ্যাক্‌সপেণ্ডিচার দেয়ার অন ইজ মেট-আউট অভ সেভিংগস উইদিন দি টোটাল প্লেন এ্যালোকেশান ফর ত্রিপুরা। এ্যাণ্ড ছাট হ্যাজ নট বীন পসিব্যাল টু লোকেট দি এ্যাক্‌জিষ্টিং সেভিংস অব দি প্লেন আউট-লে, the Govt. of India have been moved to provide additional fund required for implementation of the scheme. The matter is now under the consideration of the Govt. of India. এটা যে সময়ে স্যাংকশান হয়ে আসবে ফিফ্‌টি পার্সেন্টের উপর নির্ভর করে, তখন আমরা এই ৫টি ব্লক করতে পারব, এই আশ্বাস আমি এই হাউসকে দিচ্ছি। তারপরে যদি কোন প্রকার এ্যাডজাষ্ট করে নিতে হয় তাও আমরা পারে করে নিতে পারব। এই কথাগুলি বলে এখানে যে নামগুলি মেনশান করা হয়েছে সেগুলি মেনশান না করে ফিফ্‌টি পার্সেন্ট কথাটা দেওয়ার জন্য আমি এই হাউসকে বলব। কারণ আমরা ফিফ্‌টি পার্সেন্ট এর

উপর দিয়ে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়াকে লিখেছি এবং কোন সেভিংস থেকে আমরা এটা করতে পারব না। অতএব গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়াকে সেপারেট ফাণ্ড এ্যালোকেশান করবার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি। অতএব এই প্রস্তাবটা যদি সেভাবে রাখা হয়, তাহলে সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে বলে আমি মনে করি, আর সেজন্য আমি মুভার অব দি মোশানকে এদিকে দৃষ্টী দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের আমার রিজলিউশানটা হল ৫টি টি, ডি ব্লক স্থাপন করার জন্য। আমার এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ তার বিরোধীতা করেছেন। তবে আমরা জানি যে সমগ্র ত্রিপুরার নেশান্যাল এ্যাক্সটেনশান সার্ভিসেস ব্লকের আওতার ভিতরে। প্রত্যেকে একটা না একটা ব্লকের অধীনে। কিন্তু সেখানে মাত্র কয়েকটা টি, ডি ব্লক আছে। এই টি, ডি ব্লকের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ আদিবাসীরা আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে সব চাইতে অনুন্নত। কাজেই তাদের দ্রুত উন্নয়নের জন্য, তাদের প্রতি যাতে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া যায়, তারই ব্যবস্থা করা আজকে আমাদের দরকার। কিন্তু তাদের উন্নয়নের জন্য যে টি, ডি ব্লক স্থাপনের প্রস্তাব আমি এখানে রেখেছি, উনারা সেটার বিরোধীতা করছেন। তার মানে হল তারা আদিবাসীদের উন্নয়নের বিরোধীতা করছেন। তাদের বক্তব্যের মধ্যে যেটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, সেটা হল তারা ঐ আদিবাসীদের কোন উন্নয়নই চান না, তারা যেটা চান সেটা হল তাদের উন্নয়নের নামে তারা একটা এজেন্সী পেতে চান। কিন্তু সেই এজেন্সীতো আমরা আর তাদের দিতে পারি না, সে এজেন্সী দিতে পারে একমাত্র ত্রিপুরার জনসাধারণ। কাজেই সেই জনসাধারণের মূল যে সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধানের দিকে দৃষ্টি না রেখে তারা যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এখানে বক্তব্য রাখেন তাহলে আমি জানি যে তাদের সেই বক্তব্য ত্রিপুরার মানুষের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারবে না এবং তাতে করে তাদের বর্ত্তমান যে রাজনৈতিক অবস্থা, সেটা আরও খারাপ হতে বাধ্য। কারণ আমি জানি যে আদিবাসাদের এই টি, ডি ব্লকের মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব এবং তারই জন্য ফটিকরায় এলাকায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার আদিবাসী আমার কাছে এক দরখাস্ত দিয়ে অনুরোধ করেছে যে সেই এলাকাতে যেন অবিলম্বে একটা টি, ডি ব্লক স্থাপন করা হয় এবং এই টি, ডি ব্লক স্থাপন করার জন্য তারা নিজেরাও বিশেষভাবে উদ্যোগী হবেন। কাজেই আমি পরিশেষে এখানে এই কথা বলতে চাই যে এই হাউসের মধ্যে যে সব মাননীয় সদস্য আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে তাদের বক্তব্য রেখেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও ত্রিপুরাতে এই টি, ডি ব্লক স্থাপন করার যে নীতি, সেটা নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছেন বলে এখানে বলেছেন। কারণ ত্রিপুরাতে যদি আদিবাসীদের উন্নয়ন করতেই হয়, তাহলে এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমেই করতে হবে। এর আগেও আমি এই হাউসে অনেক আলোচনা করেছি এবং অন্যান্য সদস্যগণ এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের এই বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা সেদিনও বলেছিলেন ফিফথ সিডিউলের কথা, আঞ্চলিক পরিষদের কথা, তারা আজকেও আবার এখানে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে তারা নিজেরাও সঠিকভাবে জানেন না যে কি করলে পরে এই

আদিবাসীদের উন্নতি হতে পারে। তারই জন্য তারা একবার বলছেন ফিফ্‌থ সিডিউল কর, আবার বলছেন না আঞ্চলিক পরিষদ কর। কাজেই পরিশেষে এটাকে যাতে শীঘ্র বাস্তবে রূপায়িত করা হয়, এই আশা নিয়ে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে যে কমিটমেণ্ট করেছেন যে ভারত সরকারের কাছে টি, ডি, ব্লক স্থাপনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আমি এখানে যে প্রস্তাব এনেছিলাম কয়েকটি জায়গার নাম দিয়ে তাতে হয়ত অনেক অসুবিধা হতে পারে। ইতিমধ্যে এই নাম নিয়েও অনেক জায়গাতে গোলমাল হয়েছে, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটা দেখতে পেয়েছি। কাজেই ব্লক কোথায় হবে এই রকম নির্দিষ্ট জায়গার নাম দিয়ে আমি সেটাকে ঘোরালো করে তুলতে চাই না। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আশ্বাস দিয়েছেন যে ফিফ্‌টি পার্সেণ্টের উপর যেখানে ট্রাইবেল পপুলেশান থাকবে, সেখানে এটা করা হবে। এই আশ্বাসের উপর আমি আমার উত্থাপিত প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

Mr. Speaker—Now, withdrawal of the resolution requires sense of the House.

The question before the House is that the leave of the House to withdraw the resolution moved by Shri Radhika Ranjan Gupta be granted.

As many as are of that opinion will please say—AYES.

Voices—AYES.

As many as are of contrary opinion will please say—NOES.

No Voice.

I think AYES have it, AYES have it, AYES have it.

The leave is granted. The resolution is withdrawn.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday, the 17th September, 1970.

APPENDIX—"A"

PAPERS LAID ON THE TABLE

STARRED QUESTION NO. 595.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। ত্রিপুরা ম্যাচ কোম্পানী কি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ;

২। যদি বন্ধ করা হইয়া থাকে, তাহাতে কত শ্রমিক-কর্মচারী কর্মহীন হইয়াছে ;

৩। এই কারখানা চালু রাখার জন্য সরকার কিভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন ;

৪। এই কারখানার মালিক সরকার হইতে কোন ঋণ লইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। আনুমানিক ৩৫ জন শ্রমিক।

৩। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৪। বর্তমানে মালীক শিল্প অধিকার হইতে কোন ঋণ নেন নাই কিন্তু তিনি পূর্ব মালিকের সমস্ত আসবাব পত্র ও দেনার দায়িত্ব নিয়াছেন। পূর্ব মালিককে এই শিল্প অধিকার হইতে মং ৬৯,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল।

STARRED QUESTION NO. 609

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। সদর কাতলামারা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের স্কুল কমিটি নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া অভিভাবকরা কোন দরখাস্ত করিয়াছেন কি ; যদি করিয়া থাকেন, কতজন অভিভাবক তাহাতে স্বাক্ষর করেন ;

২। কাতলামারা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের স্কুল কমিটি নির্বাচনে মোট কতজন মাষ্টার অংশ গ্রহণ করেন তাহাদের নাম ; এবং

৩। এই অবৈধ স্কুল কমিটিকে সরকার বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কি, না করিয়া থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

১। হঁ্যা। সঠিক সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

২। জানা নাই।

৩। বাতিল ঘোষণার প্রশ্ন উঠে না। কারণ নূতন কমিটি এখনও নির্বাচিত হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 637.

By Shri Jatindra Kr. Majumder.

QUESTION

১। ১৯৬৭-৬৮, ৬৮-৬৯ এবং ৬৯-৭০ সনে কতজন সরকারী কর্মচারী children allowance এবং ঘর ভাড়ার টাকা পেয়েছেন ;

২। ঐ বাবত কত অর্থ ব্যয় হয়েছে ?

ANSWER

তথ্যাদি সংগৃহীত হইতেছে। সংগ্রহ শেষ হইলেই উত্তর প্রদত্ত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 764.
By Shri Promode Ranjan Das Gupta.

QUESTION

1. Whether the service of Shri Sujit Brahma a Lecturer, in Ramthakur College has been terminated ;
2. if so, the reason therefor ?

ANSWER

1 Yes.
2. As per terms and conditions of his service.

STARRED QUESTION NO. 806.
By Shri Kshitish Ch. Das.

QUESTION

a) Whether it is a fact that Govt. have invited applications from Industrialists to establish Sugar Mills or Paper Mills in the Private Sector ;
b) If so, the number of applications received and the names of the applicants ;
c) Whether Govt. have adopted any policy in this connection ; and
d) If so, the details thereof ?

ANSWER

a) No.
b) Does not arise.
c) No.
d) Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 822.
By Shri Kshitish Ch. Das.

QUESTION

ক) ইহা কি সত্য যে তপশিলভুক্ত জাতির ৩০/৩৫ জন H.S. পাশ ও S. F. পাশ ছাত্র কলেজে admission লইতে পারে নাই ;
খ) কলেজে ভর্তির জন্য তপশিলভুক্ত ছাত্রদের selection এর ভিত্তি কি ছিল ?

ANSWER

ক) কেবলমাত্র এম, বি, বি, কলেজেই ৯ জন তপশিলভুক্ত জাতির ছাত্র ভর্তির সুযোগ পায় নাই।

খ) কলেজসমূহের প্রতিটি ক্লাশের মোট আসন সংখ্যার শতকরা ১০·৫টি তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

STARRED QUESTION NO. 829.
By Shri Baju Ban Reang.

QUESTION

১। চলতি আর্থিক বৎসরে অমরপুর বিভাগ হইতে কতজন সহ-শিক্ষকের পদে offer পাইয়াছেন ও কতজন Join করেন নাই ;

২। offer পাইয়াও Join না করার কারণ কি ;

৩। যাঁহারা Join করেন নাই তাহাদের স্থলে অন্য প্রার্থীদের offer দেওয়া হইয়াছে কি ; এবং

৪। দেওয়া না হইয়া থাকিলে কবে পর্যান্ত দেওয়া যাইবে ?

ANSWER

১। offer দেওয়া হইয়াছে Join করেন নাই

২। অমরপুর বিভাগের স্থায়ী বাসিন্দার নিদর্শন দাখিল করিতে না পারায়।

৩। না।

৪। বিবেচনাধীন।

APPENDIX "B"
UNSTARRED QUESTION NO. 225
By Shri Aghore Deb Barma

QUESTION

1. Total number of Gazetted officers who submitted medical reimbursement bills and the total amount drawn by them during the calendar year of 1969 ;
2. Total number of Non-Gazetted officers who submitted medical re-imbursement bills and the total amount drawn by them during the calendar year of 1969 ;
3. Total number of medical re-imbursement bills submitted by Gazetted Officers during the said calendar year are still pending ;
4. Total number of medical re-imbursement bills submitted by the Non-Gazetted officers during the calendar year 1969 which are still pending ?

ANSWER

1. Total No. of Gazetted Officers. 395
   Total amount drawn during 1969 54,213.38

2.	Total No. of Non-Gazetted Officers	8,458
	Total amount drawn during 1969	12,02,116.21
3.	Total number of bills submitted during 1969 by Gazetted officers and are still pending.	11
4.	Total number of bills submitted by non-Gazetted officer are still pending.	983.

UNSTARRED QUESTION NO. 488.

By Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal.

QUESTION

১। তেলিয়ামুড়া-হাওয়াইবাড়ী মডেল কার্পেন্টি ইউনিট চালু করা হইয়াছে কি ?

২। হইয়া থাকিলে উক্ত ইউনিট-এ কতজন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন ; এবং

৩। উক্ত ইউনিটের গড়পড়তা মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। একজন অনিশ্চিত কর্মচারী সহ ৭ জন।

৩। কর্মচারীদের বেতনাদি বাবৎ মাসিক ব্যয় মং ২০৫৬ টাকা। কোন আয় নাই (১৯৬৯-৭০ ইং সনের হিসাব)।

UNSTARRED QUESTION NO. 510

By Shri Abhiram Deb Barma,

QUESTION

১। ১৯৫৯ হইতে ১৯৬৯ এর মধ্যে কোন কোন local Body বা Non-Government Institutionকে grant-in-aid দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ।

২। ঐ টাকার খরচ সম্পর্কে যে utilisation certificate দেওয়া দরকার তাহা কোন কোন সংস্থা এখনও দেয় নাই।

৩। যাহারা utilisation certificate দেন নাই, তাহাদের সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ?

ANSWER

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে এবং উহা সংগৃহীত হওয়া মাত্র পরিষদে উপস্থাপিত করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 514.

By Shri Kshitish Ch. Das.

QUESTION

ক) ১৯৬৮ইং-১৯৬৯ইং সনে R.I.P. Loan কমিটিতে যে সব ঋণ প্রার্থীকে লোন দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে তাহাদের লোন দেওয়া শেষ হইয়াছে কি ?

খ) "ক" প্রশ্নে উল্লেখিত সনে ২০০০্ হইতে ৫০০০্ টাকা পর্য্যন্ত লোন দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা নাম উল্লেখক্রমে (Sub-Division wise) প্রার্থীর against-এ টাকার পরিমাণ ?

ANSWER

ক) না।

খ) ১৯৬৮ইং-১৯৬৯ইং সনে ২০০০৲ হইতে ৫০০০৲ টাকা পর্যন্ত যাহাদের ঋণ দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে তাহাদের মহকুমা ভিত্তিক নাম ও ঋণের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

ঋণ প্রার্থীর নাম	ঋণের পরিমাণ
ধর্মনগর মহকুমা	
১। শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র নাথ	মং ২,৫০০৲ টাকা
কৈলাসহর মহকুমা	
১। শ্রীদীনবন্ধু সিংহ	৫,০০৬৲ টাকা
২। শ্রীকুমুদ রঞ্জন চৌধুরী	মং ২,০০০৲ টাকা
৩। শ্রীঅবনী কুমার পাল	মং ৩,০০০ টাকা
কমলপুর মহকুমা	
১। শ্রীজেতবিজয় কুমার রাংখল	মং ৫,০০০৲ টাকা
২। শ্রীউমেশ চন্দ্র দেববর্মা	মং ২,৫০০৲ টাকা
৩। শ্রীসূর্য্য কুমার বিশ্বাস	মং ৫,০০০৲ টাকা

UNSTARRED QUESTION NO. 608.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। ত্রিপুরার কোন কোন হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে বোর্ডের নতুন নিয়মাবলী অনুসারে এখনো স্কুল কমিটি নির্বাচিত হয় নাই—তাহাদের নাম, এবং

২। ঐ সকল স্কুলে স্কুল কমিটি নির্বাচনের জন্য সরকার হইতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে ?

ANSWER

যে সকল বেসরকারী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে বোর্ডের নতুন নিয়মাবলী অনুসারে স্কুল কমিটি নির্বাচিত হয় নাই তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রগতি বিদ্যাভবন। ii) নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন। iii) বড়দোয়ালী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। iv) মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। v) বিশালগড় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। vi) স্বামী দয়ালানন্দ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। vii) প্রাচ্য ভারতী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। viii) কাঞ্চনমালা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। ix) কড়ইমুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। x) ঈশানচন্দ্রনগর পরগণা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। xi) বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ। xii) রামঠাকুর পাঠশালা (বয়েজ) হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। xiii) রামঠাকুর পাঠশালা (বালিকা) হায়ার সেকেণ্ডারী

স্কুল। xiv) শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন। xv) রাণীরবাজার বিদ্যামন্দির। xvi) বিবেকানন্দ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। xvii) জুলাইবাড়ী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল

২। এ ব্যাপারে বেসরকারী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 610.

By Shri Bidya Chadra Deb Barma & Shri Aghore Deb Barma

QUESTION

১। গত এক বছর ত্রিপুরার স্কুল কলেজে কয়টি ধর্মঘট হইয়াছে (১৯৭০ এর জুলাই পর্যান্ত) তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব, এবং

২। এই সকল ধর্মঘটের কারণ কি ?

ANSWER

১।

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

২।

UNSTARRED QUESTION NO. 631

By—Shri Jatindra Kumar Majumdar.

QUESTION

ক) ১৯৬৮-৬৯, ১৯৬৯-৭০ইং সনে (Education yearএ) আগরতলা Women's College এর কতজন ছাত্রী L. I. G. Stipend পেয়েছেন ;

খ) তাদের নাম ও অভিভাবকের নাম ?

ANSWER

ক) ১৯৬৮-৬৯ ও ১৯৬৯-৭০ইং সনে আগরতলা Women's College এ যথাক্রমে ২৭৮ ও ৩০৮ জন ছাত্রীর জন্য L. I. G. Stipend মঞ্জুরিকৃত হইয়াছে।

খ) ছাত্রীদের নাম ও অভিভাবকের নামের তালিকা সঙ্গে দেওয়া হইল।

Names of the L. I. G. students of the Women's College, Agartala who have been awarded Lower Income Group Scholarships during the year 1969-70.

Sl. No. Name of the student. Name of guardian.

1. Rama Chakraborty—Himangshu Sekhar Chakraborty.
2. Namita Chaudhury—Lal Mohan Choudhury.
3. Pramila Deb—Mahendra Ch. Deb.
4. Rina Rani Saha—Lalit Mohan Saha.
5. Sabitri Roy—Promode Bandhu Roy.
6. Nirmala Sinha—Nani Sinha.
7. Sikha Chattopadhyay—Rabindra Narayan Chattopadhyay.
8. Sandhya Chakraborty—Surendra Lal Chakraborty.
9. Amita Datta—Jatindra Mohan Datta,
10. Maya Baisnuab—Aswini Kr. Baisnab,

11. Sipra Bhattacharjee—Sarada Charan Bhattacharjee.
12. Gouri Roy--Nityananda Deb.
13. Chhabi Bhattacharjee—Ashotosh Bhattacharya,
14. Dali Paul—Raj Lakshmi Paul.
15. Niva Talapatra—Renu Talapatra.
16. Kana Lahiri—Prasanta Ch. Lahiri,
17. Arati Datta—Nani Gopal Datta.
18. Atasi Chakraborty—Jogesh Ch. Chakraborty.
19. Namita Debnath—Sukumar Ch. Debnath.
20. Leena Mukhopadhyay—Bela Mukherjee.
21. Kiranprabha Sarkar--Balaram Sarkar.
22. Ajanta Saha—Abani Mohan Saha.
23. Pramila Rani Saha—Brajendra Ch. Saha.
24. Nurjahan Begam—Monjar Ali.
25. Sikha Das Gupta—Monmohan Das Gupta.
26. Sneha Kana Saha—Gopi Mohan Saha.
27. Pukhi Das—Nagendra Ch. Das.
28. Mira Rani Deb—Sachindra Ch. Deb.
29. Puspa Saha—Sudhamani Saha.
30. Gita Bhadra—Sukhada Bardra.
31. Jhunu Ghatak—Kusum Kumari Deb.
32. Rita Sen Gupta—Hemchandra Sen Gupta.
33. Sabita Banik—Suchitra Sundari Banik.
34. Bela Roy Barman—Pramada Barman.
35. Sandhya Banik—Brajendra Lal Banik.
35. Sova Saha—Morani Bala Shaha.
37. Nilima Ghosh—Rajendra Ch. Ghosh.
38. Joyasree Sen Gupta—Nalani Mohan Sen Gupta.
39. Puspali Roy—Parimal Roy
40. Dipali Saha Roy—Kunja Behari Saha Roy.
41. Kalpana Saha—Balai Charan Saha
42. Gita Chakraborty—Satish Ch. Chakraborty.
43. Sudha Deb—Hemendra Deb.
44. Sabita Chaudhuri—Sitesh Ch. Choudhuri.
45. Mani Lodh—Rebati Mohan Lodh.
46. Chameli Chakraborty—Sashi Bhusan Chakraborty.
47. Swapna Chakraborty—Sumangala Chakraborty.
48. Chhaya Podder—Gouranga Podder.
49. Jharna Saha—Surendra Ch. Saha.
50. Rubi Deb—Nirode Rn. Deb.
51. Niyati Chauduri—Bimala Sundari Choudhury.
52. Anjali Gupta—Nihar Bala Gupta.

53. Tapati Banerjee—Lathika Banerjee.
54. Sadhana Bhattacharyya—Charu Prava Bhattacharjee
55. Kalpana Chatterjee—Sudhir Ch. Chatterjee.
56, Kajal Das—Nagendra Ch. Das.
57. Bijali Rakhit—Sudhir Rn. Rakhit.
58. Anjali Bhattacherjee—Kamala Rn. Bhattacherjee,
59. Kalpana Das—Atul Ch. Das.
60. Rita Bhattacharjee—Jatindra Mohan Bhattacharjee.
61. Sipra Ghosh—Sudhangshu Sekhar Ghosh
62. Santa Dey—Bipul Kumar Dey.
63. Mina Paul—Sachindra Ch. Paul.
64. Shima Choudhury—Dhirendra Ch. Choudhuri.
65. Bishnu Maya Roy—Asroo Kana Roy.
66. Gita Debnath—Nerendra Debnath.
67. Rikta Deb Roy—Mari Lal Deb Roy.
68. Putul Sen—Suresh Ch. Sen Cupta.
69. Anjana Sarker—Mrinalini Sarker.
70. Chhanda Banik—Parul Chapa Banik.
71. Anima Choudhury—Jnan Chandra Choudhury.
72. Gita Roy—Probodh Chandra Roy.
73. Minati Bhattacharjee—Chanchala Bhattacharjee.
74. Jayanti Bhattacharjee—Chanchala Bhattacharjee.
75. Shefalika Dey—Priyalata Dey.
76. Alpana Gupta—Pritilata Gupta.
77. Arundhuti Ghosh—Baji Rao Narayan Ghosh.
78. Anjali Chakraborty—Subodh Ch. Chakraborty.
79. Bithi Ghosh—Nepal Chandra Ghosh.
80. Aditi Bhattacharjee—Santi Bhattacharjee.
81. Niyati Banik—Haralal Banik.
82. Kalpana Saha—Dhirendra Ch. Saha.
83. Mina Rani Saha—Haralal Saha.
84. Ratna Saha—Hari Narayan Saha.
85. Sandhya Rani Podder—Makhan Lal Podder.
86. Puspa Chanda—Kamini Bala Chanda
87. Gopa Gupta Roy—Hridi Ranjan Gupta Roy.
88. Bharati Saha—Kumudini Saha.
89. Anjali Saha—Makhanlal Saha.
90. Madhabi Bhattacharjya—Sashi Sekhar Bhattacharya.
91. Kalpana Chakraborty—Amalesh Chandra Chakraborty.
92. Radha Rani Datta—Suniti Bala Datta.
93. Banani Dhar—Birendra Ch. Dhar.
94. Pratima Bhattachurya—Debendra Ch. Bhattacharya.

95. Jharna Pal—Nalini Kanta Pal.
96. Ira Bhattacharya—Utama Bhattacharya.
97. Gita Debnath—Sarada Charan Debnath.
98. Gouri Rani Datta—Kali Mohan Datta.
99. Manuj Deb—Paresh Ch. Deb.
100. Rekha Bhattacharjee—Hemalata Debi.
101. Gouri Rani Pal—Hemalata Pal.
102. Renuka Roy—Banikanta Roy.
103. Anima Bhattacharjee—Ashalata Bhattacharjee.
104. Jhanu Choudhury—Sitanath Choudhurh.
105. Dipali Bhowmik—Suryya Kanta Bhowmik.
106. Anjali Bhattacharjee—Amarendra Bhattacharjee.
107. Shefali Bhowmik—Rohini Kumar Bhowmik.
108. Shefali Saha—Rasamoy Saha..
109. Nirmala Dey (Roy)—Ranjit Kumar Dey Roy,
110. Kalyani Debnath—Raj Behari Debnath.
111. Jayanti Das—Satish Ch. Das.
112. Helen Datta—Krishna Kumar Datta.
113. Sabita Saha—Hiralal Saha.
114. Lakshmi Bhowmik—Kiran Bala Bhowmik.
115. Reba Datta—Kshirode Behari Datta.
116. Sukla Sen Gupta—Sudhir Rn. Sen Gupta.
117. Bakul Paul—Aswini Kumar Paul.
118. Sandhya Datta Gupta—Harendra Nath Datta Gupta.
119. Bulu Ghosh—Jnanendra Chandra Ghosh.
120. Baby Podder—Birendra Lal Podder.
121. Sandhya Roy Choudhury (Sarkar)—Satyendra Ch. Sarkar.
122. Sheuli Das—Narendra Ch. Das.
123. Sabita Chakraborty—Jatindra Mohan Chakraborty.
124. Swapna Chakraborty—Jagadish Ch. Chakraborty.
125. Ratna Majumder—Nibaran Ch. Majumder.
126. Gayatri Datta Gupta—Harendra Nath Datta Gupta.
127. Kanan Prava Nath—Prabinyanath Choudhury.
128. Purnalakshmi Pal—Gopal Ch Pal.
129. Dipti Bhattacharya—Amulya Ch. Bhattacharya.
130. Jaya Datta—Saliendra Kr. Dutta.
131. Subhra Roy Barman—Santi Roy Barman.
132. Rina Ganguly—Sudhindra Mohan Ganguly.
133. Gouri Das Gupta—Prafulla Ch. Das Gupta.
134. Jhulan Choudhury—Chapala Choudhury.
135. Kalpana Bhattacharyya—Katrik Ch. Bhattacharyya.
136. Pratima Das—Surendra Ch. Das.

137. Archana Chakraborty—Phanindra Kr. Chakraborty.
138. Kalpana Banik—Bharat Kr. Banik.
139. Basana De—Birendra Ch. De.
140. Jharna Kar—Narendra Ch. Kar.
141. Malati Bhattacharjee—Gangesh Ch. Bhattacharjee.
142. Kajal Ghosh—Suresh Ch. Ghosh.
143. Santi Sen—Debendra Kr. Sen.
144. Dipali Deb—Ranjit Kr. Deb.
145. Ashoka Bhattacharya—Girish Ch. Bhattacharya.
146. Sabita Saha—Kshitish Ch. Saha.
147. Pramila Deb—Dhirendra Ch. Deb.
148. Rama Bhowmik—Sachindra Bhowmik.
149. Dipali Saha—Kula Chandra Saha.
150. Lila Deb—Kamakhya Kr. Deb.
151. Shila Majumder—Nalini Kanta Majumder.
152. Jhunu Choudhury—Sachindra Ch. Choudhury.
153. Krishna Datta—Sudhir Datta.
154. Ila Rani Banik—Nikunja Behari Banik.
155. Bhul Dey—Nripendra Ch. Dey.
156. Khana Chakraborty—Mahesh Ch. Chakraborty.
157. Karuna Saha—Jogendra Ch. Saha.
158. Kajal Roy—Ashalata Roy.
159. Sabita Choudhury—Ramesh Ch. Choudhury.
160. Dipali Roy Choudhury—Monomohini Debi.
161. Usha Paul—Ashotosh Paul.
162. Ashalata Banik—Bharat Ch. Banik.
163. Sukla Bardhan—Sashi Sekhar Bardhan.
164. Mira Banik—Sudha Rani Banik.
165. Mira Kar—Sachindra Mohan Kar.
166. Rita Roy—Sashi Roy.
167. Swapna Lodh—Jiban Lal Lodh.
168. Sukla Deb—Haripada Deb.
169. Anju Bhattacharyya—Katrik Ch. Bhattacharyya.
170. Gouri Singha—Rajpati Singha.
171. Kalyani Paul—Manindra Ch. Paul.
172. Gouri Talapatra—Birendra Ch. Talapatra.
173. Bhabani Paul—Sudhir Ch. Paul.
174. Manju Chakraborty—Matilal Chakraborty.
175. Gita Gupta Roy—Hridi. Rn. Gupta Roy.
176. Sudipta Kar—Phani Bhusan Kar.
177. Krishna Deb—Giri Bala Deb.
178. Mira Roy—Jyoti Bhusan Roy.

179. Ruby Chakraborty—Purnendu Bhusan Chakraborty.
180. Dipali Bardhan—Salindra Ch. Bardhan.
181. Kalpana Majumder—Jagabandhu Majumder.
182. Shima Datta Choudhury—Sudhir Datta Choudhury.
183. Supti Datta—Rasamoy Dutta.
184. Anjali Das Gupta—Kusum Kamani Das Gupta.
185. Chandana Sen--Kali Mohan Sen.
186. Shila Rani Dey—Hashi Bala Dey.
187. Anupama Das—Mahananda Das,
188. Tripti Chakraborty—Jogendra Ch. Chakraborty.
189. Arati Kar (Dhar)--Prabhat Kr. Dhar.
190. Namita Nng—Shir Kana Nag.
191. Hiran Banik—Rabindra Ch. Banik.
192. Kukila Sarma—Braja Gopal Sarma.
193. Purabi Chakraborty—Bishnu Charan Chakraborty.
194. Anjana Chakraborty—Jyotirmoy Chakraborty.
195. Shefali Nandi—Rabindra Kr. Nandi.
196. Manju Majumder—Atul Ch. Majumder.
197. Helen Chakraborty—Lal Mohan Chakraborty,
198. Rama Choudhury—Sudhir Choudhury.
199. Suniti Paul—Kunja Basi Paul.
200. Jalpana Bhowmik—Birendra Ch. Bhowmik.
201. Dipti Lodh—Jatindra Ch. Lodh.
202. Sakuntala Gurung—Nar Bahadur Gurung.
203. Rina Roy—Rebati Mohan Roy.
204. Anima Chakraborty--Manada Rn. Chakraborty.
205. Ira Ghosh—Priya Nath Ghosh.
206. Anima Banik—Nagendralal Banik.
207. Chhaya Roy Sarkar—Charu Bala Roy Sarkar.
208. Sabita Purkaystha—Lalit Purkaystha.
209. Shubhra Bandopadhyay—Nihar Kanna Bandyopadhyay.
210. Mamata Nandi Choudhury—Hiralal Nandi Choudhury.
211. Animita Bhowmik—Suresh Ch. Bhowmik.
212. Manju Banik—Debendra Ch. Banik.
213. Rekha Deb Roy—Snehalata Deb Roy.
214. Aruna Das—Birendra Ch. Datta.
215, Debika Kar—Annanda Charan Kar.
216. Puspa Rani Biswas—Kripesh Ch. Biswas.
217. Jharna Chakraborty—Biswa Rn. Chakraborty.
218. Mira Das Gupta - Satya Bhusan Das Gupta.
219. Dali Deb—Sarada Charan Deb.
220, Bithika Datta—Bakul Ghosh.

1	2	3
221.	Archana Das—Rakhal Ch. Das.	
222.	Shefali Bhattacharjee—Kshirode Behari Bhattacharjee.	
223.	Supriti Datta Majumder—Fulla Rani Datta Majumder,	
224.	Amili Majumder—Sachindra Kr. Majumder.	
225.	Nirupama Sinha—Brajalal Sinha.	
226.	Gopa Saha—Girindra Ch. Saha.	
227.	Basana Rani Saha—Rakhal Ch. Saha.	
228.	Shima Bhattacharyya—Surjya Kr. Bhattacharyya.	
229.	Minati Lodh—Makhan Lal Lodh.	
230.	Malati Sarkar—Kumudini Sarkar.	
231.	Pratima Bhowmik—Hemnalini Bhowmik.	
232.	Gita Rani Saha—Basanta Kr. Saha.	
233.	Eva Ghosh—Praswanath Ghosh.	
234.	Kankan Sen Gupta—Anath Bandhu Sen Gupta.	
235.	Rekha Deb Choudhury—Prafulla Deb Choudhury.	
236.	Chhabi Das—Pramoda Bala Das.	
237.	Kaveri Sen Gupta—Asha Rani Sen Gupta.	
238.	Dipali Sarkar—Renuka Sarkar.	
239.	Shipra Bhattacharjee—Amar Ch. Bhattacharjee.	
240.	Shibani Saha—Hari Prasana Saha.	
241.	Gaytri Chakraborty—Kamendra Ch. Chakraborty.	
242.	Anjali Deb Roy—Nirode Mohan Deb Roy.	
243.	Ilora Sen—Jagneswar Sen.	
244.	Maya Shyam Roy—Shanti Rn. Shyam Roy,	
245.	Kalyani Biswas—Amulya Ch. Biswas.	
246.	Debika Baidya—Ranjit Baidya.	
247.	Santi Roy—Suresh Ch. Roy,	
248.	Sandhya Deb—Nepal Deb.	
249.	Suniti Biswas—Prabhat Ch. Biswas.	
250.	Maya Rani Roy—Sova Rani Roy.	
251.	Gouri Chakraborty—Jitendra Ch. Chakraborty,	
252.	Ashalata Paul—Brajendra Ch. Paul.	
253.	Rama Chakraborty—Sasadhar Chakraborty.	
254.	Sati Bhattacharjee—Srish Ch. Bhattacharjee.	
255.	Sreeparna Majumder—Jyotika Majumder.	
256,	Kanan Roy Choudhury—Chapala Roy Choudhury.	
257.	Gita Rani Saha—Sudharshan Saha.	
258.	Snehalata Debnath—Mahendra Kr. Debnath.	
259.	Minati Bhowmik—Nil Krishna Bhowmik.	
260.	Shefali Bhowmik—Behari Lal Bhowmik.	
261.	Rekha Bhowmik—Lal Mohan Bhowmik.	
262.	Uma Deb—Amulya Charan Deb.	

1	2	3
263.	Swapna Rani Ghosh—Sachindra Mohan Ghosh.	
264.	Arati Bala Bhowmik—Sachindra Kr. Bhowmik.	
265,	Minati Choudhury—Chandroday Choudhury.	
266.	Jyotirmoyee Debnath—Debendra Ch. Debnath.	
267.	Binata Choudhury—Rai Kishori Devi.	
268.	Kiran Debnath—Kashi Kanta Debnath.	
269.	Gita Bhowmik—Dhananjoy Bhowmik.	
270.	Swapna Bhowmik—Lal Mohan Bhowmik.	
271.	Mina Sinha—Radha Binode Sinha.	
272.	Anima Bhattacharjee—Sukuntala Debi.	
273.	Chitra Chakraborty—Sasanka Jiban Chakraborty.	
274.	Kunja Bati Datta—Chandra Kumar Datta.	
275.	Swetangini Pal—Manindra Ch. Pal.	
276.	Indu Prava Goswami—Girish Ch. Goswami.	
277.	Ratna Mazumder—Rajendra Ch. Majumder.	
278.	Arati Chakraborty—Krishna Kanta Chakraborty.	
279.	Pratima Sen (Bhowmik)—Arun Ch. Bhowmik.	
280.	Baby Deb—Nilima Deb.	
281.	Sikta Barman—Krishna Dhan Chakraborty.	
282.	Laxmi Sinha Roy—Srish Chandra Sinha Roy.	
283.	Sukla Deb—Sitesh Ch. Deb.	
284.	Bhulu Rani Deb—Dilip Kr. Deb.	
285.	Gita Saha—Krishna Kumar Saha.	
286.	Krishna Roy—Sunity Roy.	
287.	Sandhya Bhattacharjee—Chinu Rani Bhattacharjee.	
288.	Sukla Deb Roy—Mrinalini Deb Roy.	
289.	Gita Yadab—Nandi Yadab.	
280.	Shefali Das Gupta—Bireswar Das Gupta.	
291.	Jyotsna Deb—Dhiresh Ch. Deb.	
292.	Shefali Podder—Surendra Ch. Podder.	
293.	Manju Paul—Anil Ch. Paul.	
294.	Minakshi Kar—Sindhu Rani Kar.	
295.	Sipra Rani Sen Gupta—Suprava Sen Gupta.	
296.	Pratima Roy—Braja Ballab Roy.	
297.	Nilima Sinha—Chandrajini Sinha.	
298.	Kamalini Sinha—Chandrajini Sinha.	
299.	Shyamali Khasagir—Amal Kanti Das.	
300.	Kanak Choudhury—Anand Mohan Choudhury.	
301,	Manisa Das Gupta—Agani Kumar Das Gupta.	

1	2	3
302.	Putul Rani Dey (Majumder) –Ananda Ch. Majumder.	
303.	Mira Dey—Chandra Nath Dey.	
304.	Rani Bhowmik—Jogendra Narayan Bhowmik.	
305.	Chitra Roy—Sudhir Kumar Roy.	
306.	Anjali Ghosh—Saila Bala Ghosh.	
307.	Radha Guha—Krishna Ch. Guha.	
308.	Niva Majumder—Palai Majumder.	

Names of the L.I.G. Students of the Women's College, Agartala who have been awarded Lower Income Group scholarships during the year 1968-69.

Sl. No.	Name of the student	Name of the Guardian.
1.	Shikha Chattopadhyaya –Rabindra Narayan Chattopadhayaya.	
2.	Sandhya Chakraborty –Surendra Lal Chakraborty.	
3.	Helen Dutta—Krishna Kumar Dutta.	
4.	Gopa Goswami—Jyotsnamoye Goswami.	
5.	Chameli Chakraborty—Sashi Bhusan Chakraborty.	
6.	Chhaya Ghosh--Nipendra Ch. Ghosh.	
7.	Purnima Roy—Makhan Bala Roy.	
8.	Anjali Rani Karmakar—Lili Rani Karmakar.	
9.	Shipra Bhattacharjee –Sarada Charan Bhattacherjee.	
10.	Milan Deb—Niroda Deb.	
11.	Jyotsna Bhattacharya—Kali Prasana Bhattacharya.	
12.	Tripti Chakraborty—Jogendra Ch. Chakraborty.	
13.	Maya Rani Shome Bhowmick—Sunil Ch. Shome Bhowmick.	
14.	Niva Rani Das—Biva Rani Das.	
15.	Malati Bhattacharyya—Gangesh Ch. Bhattacharyya.	
16.	Mira Chakraborty—Kamendra Chakraborty.	
17.	Parul Rani Saha—Kula Ch. Saha.	
18.	Sandhya Lodh—Sudhangshu Lodh.	
19.	Lakshmi Dutta –Golap Datta.	
20.	Sucheta Bhattacharyya—Pramila Bhattacharyya.	
21.	Dali Paul—Raj Laxmi Paul.	
22.	Archana Bhattacharjee—Amiya Madhab Bhattacharjee.	
23.	Ashalata Sutradhar—Nibaran Ch. Sutradhar.	
24.	Alaka Nanda Roy—Ava Roy.	
25.	Prativa Rani Roy—Phani Bhusan Saha.	
26.	Sankari Saha—Parimal Ch. Saha.	
27.	Maya Majumder—Rebati Mohan Mrjumder.	

1	2	3
28.	Rekha Sen Gupta—Manindra Kr. Sen Gupta.	
29.	Prativa Deb—Pulin Behari Deb.	
30.	Rekha Bhattacharyya—Bhudan Mohan Bhattacharyya.	
31.	Sathi Ghosh—Nepal Ch. Ghosh.	
32.	Niroda Dutta—Radha Rani Dutta,	
33.	Anjali Chakraborty—Charu Bala Chakraborty.	
34.	Sikha Das Gupta—Monmohan Das Gupta.	
35.	Kunja Rani Dutta—Chandra Kumar Dutta.	
36.	Mridula Saha—Abani Mohan Saha.	
37.	Arati Rani Saha—Nani Gopal Saha.	
38.	Bani Saha—Narendra Rumar Saha.	
39.	Bharati Chakraborty—Charu Bala Chakraborty.	
40.	Sandhya Sen Gupta—Matilal Sen Gupta.	
41.	Jebunnisa Begam—Momtajuddam Ahmed.	
42.	Anima Deb—Monoranjan Deb.	
43.	Chhabi Rani Paul—Bamkim Ch. Paul.	
44.	Nilima Debnath—Lal Mohan Bhowmik.	
45.	Ratna Dey—Dwarakanath Dey.	
46.	Shipra Saha—Dinesh Ch. Saha.	
47.	Bijaya Choudhuri—Adityatash Choudhuri.	
48.	Anita Das—Indu Bhusan Das.	
49.	Chhaya Paul—Subash Ch. Paul.	
50.	Rekha Chakraborty—Srinath Bhattacharjee.	
51.	Nilima Bhattacharjee—Jogesh Ch. Bhattacharjee.	
52.	Debala Deb—Dhirendra Ch. Deb.	
53.	Pranati Deb—Rebati Rn. Deb.	
54.	Swapna Biswas—Narendra Kishore Biswas.	
55.	Prativa Rani Saha—Jogesh Ch, Saha.	
56.	Sathi Chakraborty—Biswa Rn. Chakraborty.	
57.	Chinu Pal—Binode Ch. Pal.	
58.	Binapani Pal—Mahim Ch. Pal.	
59.	Nani Prabha Debnath—Bhuban Mohan Debnath.	
60.	Arati Bhattacharyya—Nikhil Bandhu Bhattacharyya.	
61.	Sabita Rani Majumder—Sunil Ch. Dutta.	
62.	Mira Bhowmik—Amulya Rn. Bhowmik.	
63.	Suniti Chaudhuri—Chandroday Chaudhuri.	
64.	Gita Rani Mukherjee—Sukumar Mukherjee.	
65.	Gita Chakraborty—Ramananda Chakraborty.	
66.	Pratima Dey—Hari Charan Dey.	
67.	Basanti Bhattacharyya—Nishi Kanta Bhattacharyya.	
68.	Mallika Roy—Hem Chandra Roy.	

1	2	3
69.	Ratna Majumder—Chandra Hari Majumder.	
70.	Gita Chaudhuri—Gour Gopal Chaudhuri.	
71.	Purnima Chakraborty—Jogesh Ch. Chakraborty.	
72.	Ratna Deb Sarkar—Upendra Ch. Deb Sarkar.	
73.	Tama Chakraborty—Prafulla Rn. Chakraborty.	
74.	Panna Banerjee—Annapurna Banerjee.	
75.	Gouri Bhattacharjee—Ramani Mohan Bhattacharjee.	
76.	Maya Roy—Jadu Bhusan Roy.	
77.	Sukla Chattopadhyay—Himnagshu Rn. Acharjee.	
78.	Bela De—Hari Mohan De.	
79.	Maya Deb—Dina Bandhn Deb.	
80.	Bijali Majumder—Saila Rani Majumder.	
81.	Rashmani Bhattacharyya—Sashi Sekhar Bhattacharyya.	
82.	Maya Rani Deb (Nath)—Sudhir Rn. Nath.	
83.	Sabita Rani Majumder—Nandalal Majumder.	
84.	Manju Ghosh—Pyarimohan Ghosh.	
85.	Supriti Ghosh—Nagesh Ch. Ghosh.	
86.	Chhaya Rani Ghosh—Premananda Ghosh.	
87.	Bhabani Bhattacharyya—Lakshmi Kamal Bhattacharyya.	
88.	Pranati Das—Satish Ch. Das.	
89.	Ila Majumder—Jyostna Rani Majumder.	
90.	Namita Chaudhuri—Indu Bhusan Choudhuri.	
91.	Dipali Saha—Aswini Kr. Saha.	
92.	Manju Deb Roy—Charu Bala Deb Roy.	
93.	Khuku Majumder—Usha Rn. Majumder.	
94.	Fulu Paul—Dhirenda Ch. Paul.	
95.	Nandita Bhattacharyya—Subrana Bala Debi.	
96.	Fulu Rani Deb—Priya Bala Deb	
97.	Lakshmi Bhattacharyya—Sudhamoy Bhattacharyya.	
98.	Nandita Roy Chaudhuri Jitendra Lal Roy Chaudhuri.	
99.	Debajani Nag—Binode Behari Nag.	
100.	Bandana Sen—Dhirendra Kr. Sen.	
101.	Hirabati Paul—Upendra Ch. Paul.	
102.	Sukla Das Gupta—Narendra Nath Das Gupta.	
103.	Anjali Sarkar—Saroj Bala Sarkar.	
104.	Manju Paul—Monmohan Paul.	
105.	Dharitri Chakraborty—Priya Rn. Chakraborty.	
106.	Bithika Sharma—Ghaneswar Sharma.	
107.	Anjali Saha—Matilal Saha.	
108.	Bithi Das Gupta—Kumud Behari Das Gupta.	
109.	Jyotsna Saha—Nityananda Saha.	

1	2	3
110.	Sefali Chakraborty	Niroda Sundari Debi.
111.	Gita Chakraborty	Kishori Mohan Chakraborty.
112.	Rama Bhattacharyya	Kalipada Bhattacharyya.
113.	Uma Banerjee	Swadesh Rn. Banerjee.
114.	Bibha Chanda	Biraja Bala Chanda.
115.	Jyotsna Das	Hemanta Kr. Das
116.	Namita Sen Gupta	Jitendra Ch. Sen Gupta.
117.	Kanan Prabha Deb	Debendra Ch. Deb.
118.	Shipra Barman	Jogananda Roy Barman.
119.	Swapna Nandi	Saiba Bala Nandi.
120.	Smriti Dutta, (Das)	Manik Lal Das.
121.	Gopa Ghosh	Himangshumoy Ghosh.
122.	Sabita Das Chaudhuri	Monoranjan Das Chaudhuri.
123.	Bithika Deb	Prafulla Kumar Deb.
124.	Himani Sarkar	Saraswati Sarkar.
125.	Krishna Biswas	Monmohan Biswas.
126.	Shibani Chakraborty	Gitanjali Chakraborty.
127.	Purnima Roy	Brajendra Ch. Roy.
128.	Anju Roy	Niranjan Roy.
129.	Swapna Deb Roy	Ananda Charan Deb Roy.
130.	Kumkum Chaudhuri	Sasanka Sekhar Chaudhuri.
131.	Maya Das	Jatindar Nath Das.
132.	Rekha Bhowmik	Subodh Lal Bhowmik.
133.	Purnima Majumder	Nalini Kr. Majumder.
134.	Archana Deb, (Raha)	Santosh Ch. Raha.
135.	Chitra Sarkar	Gopal Ch. Sarkar.
136.	Swagata Paul	Nani Bala Paul.
137.	Bibha Kar	Gopal Ch. Kar.
138.	Fulkumari Roy	Debendra Ch. Roy.
139.	Tripti Chakraborty	Anath Bandhu Chakraborty.
140.	Sila Chakraborty	Atish Ch. Chakraborty.
141.	Madhusree Deb	Krishnadhan Deb.
142.	Kalyani Podder	Gouranga Podder.
143.	Gouri Bardhan Roy	Chinta Haran Bardhan Roy.
144.	Sabita Bhowmik	Nani Gopal Bhowmik.
145.	Gita Rani Roy	Gurudas Roy.
146.	Parbati Das Gupta	Joytirmoyee Das Gupta.
147.	Milan Dutta	Aswini Kumar Dutta.
148.	Smriti Roy Choudhury	Jnandra Narayan Roy Choudhury.
149.	Priti Roy Chaudhuri	Jnandra Narayan Roy Choudhury.
150.	Chhanda Chakraborty	Bhuban Mohan Chakraborty.

1	2	3
151.	Mamata Dutta—Nikunja Behari Dutta.	
152.	Bharati Mitra—Snehalata Mitra.	
153.	Safali Dutta Bhowmik—Mahendra Ch. Dutta Bhowmik.	
154.	Sadhana Das—Jatindranath Das.	
155.	Sita Saha—Banamali Saha.	
156.	Tapati Naha Biswas—Bidhu Bhusan Naha Biswas.	
157.	Rita Chakraborty—Jyotsnamoyee Chakraborty.	
158.	Chhanda Barman—Hirmanmoyee Barman.	
159.	Pratima Bhowmik—Sachindra Bhowmik	
160.	Mukul Singha Roy—Hemaprava Singha Roy.	
161.	Ajanta Dutta—Bhupesh Ch. Dutta.	
162.	Sumita Bhowmik—Abani Mohan Das Bhowmik.	
163.	Dipali Bhattacharjee—Raman Ch Bhattacharee.	
164.	Jyotsna Chakraborty—Manoranjan Chakraborty.	
165.	Debika Dhar Chaudhuri—Sukumar Nandi.	
166.	Ratna Dutta—Debendra Ch. Dutta.	
167.	Minati Chakraborty—Usha Bala Chakraborty.	
168.	Sobha Acharjee—Gopal Ch. Acharjee.	
169.	Dipika Banik—Ranga Mohan Banik.	
170.	Khuku Dutta—Praul Prava Dutta.	
171.	Bela Deb Roy—Birendra Kishore Deb Roy.	
172.	Gita Bhowmik—Lakshmi Kanta Bhowmik.	
173.	Kajal Gosh—Ramani Mohan Ghosh.	
174.	Bidyut Prabha Bhattacharjee—Basanti Prabha Bhattacharjee.	
175	Jibana Saha—Mahendralal Saha.	
176.	Amiya Roy—Matilal Roy.	
177.	Supriya Sen Gupta—Maya Sen Gupta.	
178.	Gita Roy—Hiranmoy Roy.	
179.	Mitra Sen Gupta—Kamal Sen Gupta.	
180.	Niva Das—Gouranga Rn, Das.	
181.	Namita Dhar—Priya Bala Dhar.	
182.	Puspa Roy—Chanchala Roy.	
183.	Rekha Majumder—Atul Ch. Majumder.	
184.	Mamata Dutta—Hemalata Datta.	
185.	Dipali Dhar Roy—Prafulla Kr. Dhar Roy.	
186.	Maya Dey—Hari Har Dey.	
187.	Shibani Sen Gupta—Parul Rani Sen Gupta.	
188.	Manimanjuri Chakraborty—Jyotinmoy Chakraborty.	
189.	Bhakti Bhattacharjee—Prafulla Kr. Bhattacharjee.	
190.	Swastika Das Gupta—Hemendra Kr. Das Gupta.	
191.	Manju Chakraborty—Sachindra Ch. Chakraborty.	

1	2	3
192.	Nihar Kana Dutta—Manoranjan Dutta.	
193.	Dipali Das Gupta Pradesh Das Gupta.	
194.	Gayatri Chakraborty—Satish Ch. Chakraborty.	
195.	Dali Sarkar—Debendra Ch. Sarkar.	
196.	Priti Roy—Gobindalal Roy.	
197.	Lila Chakraborty—Nani Gopal Chakraborty,	
198.	Bijali Chakraborty—Dinesh Ch. Chakraborty.	
199.	Sefali Chakraborty—Sailen Chakraborty.	
200.	Minati Bhadra—Bakul Rani Bhadra.	
201.	Maya Chakraborty—Mrinalini Chakraborty.	
202.	Suniti Sinha—Khelendra Ch. Sinha.	
203.	Jamuna Saha—Jogendra Ch. Saha.	
204.	Sikha Dutta—Hem Kumar Dutta.	
205.	Minati Rani Bhattacharjee—Dayal Bandhu Bhattacharjee.	
206.	Gouri Paul—Harendra Ch. Paul.	
207.	Jayanti Roy Barman—Naresh Ch. Roy Barman.	
208.	Chanda Roy Barman—Amrita Roy Barman.	
209.	Jharna Dutta—Sudhir Kr. Dutta.	
210.	Subrata Mukhopadhyay—Subodh Ch. Mukhopadhyay.	
211.	Manju Saha—Mahendra Ch. Saha.	
212.	Bakul Rani Dey—Arjun Behari Dey.	
213.	Geeta Roy—Gour Ch. Roy.	
214.	Gouri Bhowmik—Abala Bhowmik.	
215,	Bijali Rani Dey—Hridya Ch. Dey.	
216.	Kanan Roy—Atal Behari Roy.	
217.	Chandana Roy Choudhury—Rasamoy Roy Choudhury.	
218.	Mala Das—Haripada Das.	
219.	Mira Chaudhuri—Susama Sundari Chaudhuri.	
220.	Baby Chaudhuri—Sunil Ch. Bhowmik.	
221.	Manoj Rani Dutta—Gobindalal Dutta.	
222.	Rama Chanda—Birendra Kr. Chanda.	
223.	Sabita Sen Gupta--Pritimoy Sen Gupta.	
224.	Rina Das—Chandan Das.	
225.	Manikuntala Dutta—Krishna Kumar Dutta.	
226.	Aruna Roy, (Das)—Pratul Ch. Roy,	
227.	Nilima Rani Saha—Nikhil Baran Saha.	
228.	Malina Paul—Amiya Bala Paul.	
229.	Gouri Sen—Himanshumoy Ghosh.	
230.	Arati Chakraborty—Sitanath Chakraborty.	
231.	Shila Rani Chaudhuri—Dipak Kanti Chaudhuri.	
232.	Namita Banik—Santalal Banik,	

1	2	3

233. Abha Bhuiyan—Ruhini Kumar Bhuiyan.
234. Nilima Roy—Debendra Kr. Roy.
235. Anjana Bhattacharjee—Jogesh Ch. Bhattacharjee.
236. Sikha Bhattacharjee—Bhopal Ch. Bhattacharjee.
237. Tulshi Bhattacharjee—Bholanath Bhattacharjee.
238. Pranati Laskar—Nakul Ch. Laskar.
239. Arati Saha—Nagendra Ch. Saha.
240, Manorama Debnath—Dhirendra Kr. Debnath.
241. Alaka Chakraborty—Hiranmoy Chakraborty.
242. Rukmini Chetri—Alaka Chetri.
243. Geeta Debnath—Makhan Ch. Debnath.
244. Kalyani Bhattacharjee—Haripada Bhattacharjee.
245. Mira Roy—Hemendra Ch. Roy.
246. Malina Chakraborty—Phanindra Kr. Chakraborty.
247. Pratima Chakraborty—Birendranath Chakraborty.
248, Bharati Nath—Lal Mohan Nath,
249. Sabita Biswas—Kumud Behari Biswas.
250. Anjali Roy—Paresh Ch. Roy.
251. Aruna Roy—Paresh Ch. Roy.
252. Malati Deb—Sachindra Ch. Deb.
253. Chhanda Ghosh—Hemaprava Ghosh.
254. Renu Ghosh—Akhil Ch. Ghosh.
255, Ila Chaudhuri—Sailendra Ch. Chaudhuri.
256. Parama Prakriti Sen Gupta—Ajit Kumar Sen Gupta.
257. Chhaya Bhattacharjee—Gouranga Ch. Bhattacharjee.
258. Jharna Deb—Kalipada Deb.
259. Rekha Paul—Nani Gopal Paul.
260. Prabha Barma—Girija Bhusan Roy Barman.
261. Ratna Chanda—Haridas Chanda.
262. Dipti Deb Choudhury—Mitambini Deb Choudhury.
263. Chitrita Kar—Phani Bhusan Kar.
264. Nanda Bhowmik—Hemendra Ch. Bhowmik.
265. Sucharita Sen Gupta—Birendra Kishore Sen Gupta.
266. Subrata Sen Gupta—Birendra Kishore Sen Gupta.
267. Archana Pal—Biswanath Pal.
268. Dali Pal—Basanta Kr. Pal.
269. Manjusree Nag—Paresh Ch. Nag.
270. Sumita Saha—Prasanna Kr. Saha.
271. Namita Sinha Roy—Lina Sinha Roy.
272. Gayetri Roy Choudhury—Benoy Bhusan Roy Choudhury.
273. Shefali Kana Nath—Benode Behari Debnath.

1	2	3
274.	Sulata De—Kaliprasanna De.	
275.	Manashi Bhattacharjee—Nuniti Bhattacharjee.	
276.	Dip ali Roy—Sunil Roy.	
277.	Aruna Banik—Nagendralal Banik.	
278.	Mina Mahalanabish—Anukuleswar Mahalanabish.	

UNSTARRED QUESTION NO. 666.

By—Shri Aghore Deb Barma

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান বৎসরে ত্রিপুরায় মোট কত জন ছাত্রছাত্রী হাইয়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ;

২। ইহার মধ্যে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কত ; এবং

৩। বিভাগ ও স্কুল ভিত্তিক সংখ্যা কত ?

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে
৩।

UNSTARRED QUESTION NO. 729.

By—Shri Aghore Deh Barma.

প্রশ্ন

১। অরুন্ধুতিনগরে মোট কতটি শিল্প ইউনিট আছে ?

২। এই শিল্প ইউনিট পরিচালনা করার জন্য রাজ্য সরকারের মোট কতজন কর্ম্মচারী কি কি পদে নিযুক্ত আছেন ? এবং skilled workerএর মোট সংখ্যা কত এবং তাদের বেতন, ভাতা এবং আনুসঙ্গিক বাৎসরিক খরচ কত ?

৩। বর্ত্তমানে মোট ইউনিটের মধ্যে সরকারী কিংবা বেসরকারী কতটি চালু আছে

৪। যে সমস্ত ইউনিট বন্ধ হয়ে আছে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। ১৩টী।

২। মোট ২৪ জন সরকারী কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত পদগুলিতে নিযুক্ত আছেন—

কর্ম্মচারীর পদের নাম—

ক) ১। মহাল ব্যবস্থাপক (এষ্টেট ম্যানেজার)

২। ব্যবস্থাপক উপদর্শক (ম্যানেজার কাম ওভারসিয়ার)

৩। শিল্প শিক্ষক (ইন্‌ট্রাক্টার)

৪। যন্ত্র শিল্পী (মেকানিক)

৫। যন্ত্র চালক (মেসিনম্যান)

৬। সহকারী শিল্প শিক্ষক (এসিষ্ট্যাণ্ট ইনষ্ট্রাক্টার)

৭। শ্রমিক সর্দ্দার (চার্জ্জম্যান)

৮। ভ্রাম্যমান শিল্প সহকারী (পি, এসিষ্ট্যাণ্ট)

৯। শিল্প পর্য্যবেক্ষক (ভিউয়ার)

১০। প্রধান মিস্ত্রী (মাষ্টার আর্টিসান)

১১। হিসাব রক্ষক (একাউন্টেণ্ট)

১২। উচ্চতর করণিক (আপার ডিভিসন ক্লার্ক)

১৩। নিম্নতর করনিক (লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক)

১৪। ভাণ্ডারী (ষ্টোর কিপার)

খ) দক্ষ কর্মীর মোট সংখ্যা— ১২০ জন

গ) সরকারী কর্ম্মচারীগণের বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাবৎ

বাৎসরিক খরচ— মং ১,২৬,৭৮৭·৩১ পঃ

দক্ষ কর্মীদের মজুরী বাবত

বাৎসরিক খরচ— মং ১,৫১,২২২·২০ পঃ

৩। বর্ত্তমানে মোট ইউনিটের মধ্যে

সরকারী—২টী এবং

বেসরকারী—১১টী চালু আছে।

৪। কাঁচামালের অভাব ও শ্রমিক অশান্তির দরুণ ত্রিপুরা ম্যাচ্ কোঃএর উৎপাদনের কাজ বন্ধ আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 740.

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

১। আগরতলায় T. T. Instituteএ বর্ত্তমানে Skilled Worker কতজন ;

২। Skilled Workerদের মধ্যে কাহার কত বৎসর কার্য্যকাল চলছে নাম সহ ;

৩। তাহাদের Regularise করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

৪। না থাকিলে ইহার কারণ ?

ANSWER

১। ১০ (দশ) জন।

২। শ্রীসারদা কুমার দাস—১১ বৎসর ৬ মাস।

,, নির্ম্মল কুমার দাস—১১ বৎসর ৩ মাস।

,, অতুল চন্দ্র সরকার—১১ বৎসর ৬ মাস।

,, গোপাল চন্দ্র সূত্রধর—১১ বৎসর ৬ মাস।

,, নীলমোহন সূত্রধর—১১ বৎসর ১ মাস।

,, শচীন্দ্র চন্দ্র দেব—১১ বৎসর।

,, মহেশ চৌধুরী—১০ বৎসর ১১ মাস।

,, হরিমোহন দেবনাথ—১০ বৎসর।

,, সুকুমার সূত্রধর—৮ বৎসর ৭ মাস।

শ্রীমতী কল্যানী দাস—৬ বৎসর ১১ মাস।

৩। আপাততঃ নাই।

৪। বেতন হারের কাঠামো উন্নিত করণে নিষেধ আরোপ বলবৎ থাকায়।

UNSTARRED QUESTION NO. 783.

By Shri Ersad Ali Choudhury.

QUESTION

১। সংস্কৃত টোল ও মক্তব মাদ্রাসাগুলিতে বাৎসরিক আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ; এবং

২। বর্ত্তমান বৎসর কতগুলি সংস্কৃত টোল ও মক্তব মাদ্রাসাতে ঐরূপ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ; তাহাদের নাম ও বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ?

ANSWER

১। না।

২। বর্ত্তমান বৎসরের সাহায্য যোগ্য সংস্কৃত টোল ও মক্তব মাদ্রাসার তালিকা প্রস্তুত হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 789.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। ত্রিপুরার ছাত্রাবাসসমূহের মধ্যে কোন কোন ছাত্রাবাসে (ক) সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, (খ) পাচক এবং (গ) মেডিকেল Attendent নাই ;

২। ইহা কি সত্য যে, অনেক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই দাবীর উপর আন্দোলন করিতেছেন ; এবং যদি সত্য হয়, ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইতেছে না কেন ?

ANSWER

1. Materials are under collection.
2, Materials are under collection.

UNSTARRED QUESTION NO. 793.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। শিক্ষা দপ্তরে কোন্ কোন্ পদ এখনো শূন্য পড়িয়া আছে

২। শূন্য পড়িয়া থাকার কারণ ?

ANSWER

১। তথ্য সংগীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

২। প্রধানতঃ (ক) অধিক ক্ষেত্রেই যোগ্য প্রার্থীর অভাব এবং (খ) উপযুক্ত বেতন হার নির্ধারণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা।

Statement giving information in respect of part (I) of Assembly Unstarred Question No. 793.

GAZETTED POSTS :

	Name of the Post.	No. of vacant post.
1.	District Inspector of Schools.	3
2.	Science Consultant	1
3.	Guidance Officer	1
4.	Senior Lecturer in Technology	2
5.	Senior Research Officer	1
6.	Chief Organiser of Child Welfare	1
7.	Lecturers, Govt. Degree College	14
8.	Sr. Lecturers, Govt. Degree College	15
9.	Vice-Principals	2
10.	Lecturer (Gr. I), Polytechnic Institute	2
11.	Readers- Post Graduate Wing	3
12.	Head of Department, Polytechnic Institute	2
13.	Professors, Tripura Engg. College	2
14.	Asstt. Professors, Tripura Engg. College	2
15.	Lecturers, Triyura Engg. College	6
16	Sr. Lecturer, Music College	2
17	Sr. Lecturers, Basic Trg. College	1
18.	Lecturers, B. T. (S. T. T.) College	6
19.	Sr. Lecturers. B. T. (S. T. T.) College	5
20.	Principal. Janata College	1
21.	Principal, Hindi Teachers' Trg. College (Affiliated to B. T. Standard)	1
22.	Sr. Lecturer, Hindi Teachers' Trg. Callege (Affiliated to B. T. Standard)	1
23.	Headmasters/Headmistresses, H. S. Schools	2
24.	Headmasters/Headmistresses, High Schools	5
NON-GAZETTED POSTS :		
25.	Asst. Headmasters, H. S. Schools	2
26.	Asstt. Headmaster of High Srhools	3
27.	Headmaster, Sr. Basic School	0
28.	Classical Teachers	38

1		
29.	Adhyapak, Tripura Sanskrit College	1
30.	Lecturer, Music College	6
31.	Drawing Teacher	6
32.	Craft Instructor	50
33.	Psychologist	1
34.	Librarian	1
35.	Supervisor	2
36.	Asstt. Inspector of Schools	2
37.	Asstt. Inspector of Social Education	2
38.	Tutor (Children Home)	1
39.	Draftsman	2
40.	Asstt. Lecturer, Polytechnic Institute	1
41.	Headmaster, Pry. Schools	77
42.	Travelling Auditor	2
43.	Head Clerk	10
44.	U. D. Clerk	6
45.	Statistical Asstt.	2
46.	Superintendent, Infirmary	1
47.	Social Education Worker	8
48.	Mukhya Sevika	3
49.	Gram Sevika	5
50.	Health Visitor	1
51.	Compounder-Cum-Clerk	1
52.	Class IV staff	25

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

17th September, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 17th September, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, three Ministers, Dy. Minister, the Deputy Speaker, & Twenty-three members.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER.

Mr. Speaker :—I have got an announcement to make in the House today.

Hon'ble Members, I received a letter yesterday signed by Shri Sunil Chandra Dutta, M. L. A. and 7 other members in which they demanded separate seats in the House. It was intimated to me under the letter that they had formed a separate block known as Cengress Legislature Party (Socialist). In reply to the above mentioned letter a clarification was sought for if they had left the party to which they had been members, i, e, Congress party (R), It has been contended that they have not left the Congress party but they have left Congress Legislature Party. The members of the Congress Legislature Party in Tripura Legislative Assembly belong to the Congress led by Shri Jagjiban Ram and the said 8 members also belonged to the Congress Party led by Shri Jagjiban Ram. A separate block being earmarked of the Congress Legislative block in this House, it does not seen permissible under any rule to re-allot seats as requested by Shri Dutta and others. However, yesterday when they raised the matter I had hope to make some re-adjustment to the allotment of seats. But on consultation of the Parliamentary procedures regarding re-allocation of seats I am of opinion that re-allocation of seats is permissible only when the members concerned bring to the notice of the Speaker any change in the party affiliation through a written communication. From the request received from Shri Sunil Ch. Datta and 7 other members the position has not been made clear. Therefore, I have now decided to make a reference to Loksabha Secretariat for clarification before a final decision is announced. I would also inform the Hon'ble Members that I made a reference to the Hon'ble Member, Shri Sunil Ch. Dutta clarifying the position. But the

letter concerned was not received by him though our Superintendent attached to the Parliamentary Section went to him personally.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, গতকাল আপনি এই হাউসে ডিক-লারেশন দিয়েছেন আমরা সীট পাব এবং যে যে ফরমে দিলে অনারেবল স্পীকারের কাছে ডিক্লারেশন দিলে সীট পাওয়া যায় সেই সমস্ত কণ্ডিশান আমরা ফুলফিল করেছি। অনারেবল স্পীকার জানতে চেয়েছিলেন যে আমরা কংগ্রেস রুলিং পার্টি ছেড়েছি কিনা? তার উত্তরে আমরা জানিয়েছি যে আমরা কংগ্রেস লেজিস্‌লেচার পার্টি হেডেড বাই শ্রী এস, এল, সিংহ ছেড়ে দিয়েছি এবং আইনে পার্লামেন্টারী প্র্যাক্টিস থ্রু আউট ইণ্ডিয়া যেটা আছে তাতে আমাদের পারমিট করে এবং অনারেবল স্পীকার কালকে ডিক্লারেশন দেওয়ার পর আজকে সেই জায়গা থেকে সরে যাওয়ার কোন কারণ নাই। আর কংগ্রেস (আর) ছেড়েছি কিনা that is not to be questioned in the House to which party I belong or whether I leave any party or form separate party that is not to be questioned whether I belong to Congress (R) or Congress (0). Strictly speaking there is no political party as Congress (R). It is papers who announced this Congress (R) and Congress (0) and in the Parliament also nowhere it is demanded from the members to which political party they belong. We are elected members and we have formed a definite group with a definite ideology and I had given my reply to your letter yesterday and accordingly we are entitled to get seats in the House separately. If Hon'ble Speaker wants further clarification—

Mr. Speaker :—I have stated in my statement what I have got to say. I have made my position clear, I would request the Hon'ble Members to take their seats.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমাদের যে কংগ্রেস লেজিসলেচার পার্টি (সোশ্যালিষ্ট) সেই সীট আপনি দেবেন, সেখানে আমরা বসব। আপনি গতকাল বলেছেন যে আপনি আমাদের সীট এলট করবেন।

মিঃ স্পীকার :—আমার যা বক্তব্য আমি পরিষ্কারভাবে তা বলেছি আমার স্টেটমেণ্টে। আপনারা বসুন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার বক্তব্য আপনার শুনতে হবে। আই ক্যান নট এলাউ দি হাউস টু গো ইন্‌ দিস ওয়ে। আমার বক্তব্য আপনার শুনতে হবে। উই আর মেম্বার্স, উই হ্যাভ গট রাইট টু—

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অনারেবল স্পীকার স্যার, আই ড্র ইউর অ্যাটেনশান—

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমাদের কথা আগে শুনতে হবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমাদের কথা আগে শুনতে হবে।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—আমি পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর কনসাল্ট করেই এই ষ্টেটমেন্ট দিয়েছি। I would request you to maintain the decorum of the House.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir.—

Mr. Speaker :—He has raised a point of order. I would request the Hon'ble members to maintain the decotum of the House. I have already given my ruling as to the allotment of seats in the House.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—পার্লামেন্টের কোন ক্ষমতা নাই। এটা আপনার ক্ষমতা।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—আপনি গতকাল রুলিং দিয়েছেন—

Mr. Speaker :—I did not give any ruling yesterday.

(Interruption)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members to maintain discipline and decorum of the House.

(Interruption)

Mr. Speaker :—The House is adjourned for 15 minutes.

(Interruption)

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business are the following qestions to be answered by the Ministers concerned. Shri Aghore Deb Barma.

(At that stage Shri Sunil Ch. Datta and 7 other members occupied the seats of the opposition members).

Shri Aghore Beb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার তো সীট নাই বসার। আমি কোথায় বসব ?

Shri Sunil Ch. Dutta :—Sir, please refer to page 88 and page 161 of Kaul.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I would request them to maintain the decorum of the House.

Mr. Speaker :—I would again request the Hon'ble Members to maintain the decorum of the House, otherwise I shall name them.

Shri Sunil Ch. Dutta :—আমরা মিঃ স্পীকারকে চিঠি দিয়েছি। আমাদের অস্বীকার করার অর্থ ডেমোক্রেসীকে অস্বীকার করা।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এটা একটা অমানুষিক অত্যাচার।

(নয়েজ)

Mr. Speaker :—I name Sarbasree S. C. Dutta, P. Dasgupta, D. K. Choudhury, M. M. Deb Barman, B. B. Riyan, Abdul Wazid, U. K. Ray.

(Shri S. L. Singh moved a motion of suspension of the viz Sarbasrhi P. R. Dasgupta, Sunil Ch. Dutta, U. K. Roy, D. K, Choudhuri, Monomohan Deb Barma, Bajuban Riyan and Abdul Wazid for the

remaining days of the session and the Speaker put it to vote which was passed by the House.

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members to withdraw themselves from the House.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Mr. Speaker, Sir—

Shri Sunil Ch. Dutta :—Who is he sir ?

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—রুলস আছে স্যার। আপনারা যেমন রুলস দেখান, আমরাও রুলস্ দেখাই নমিনেটেড মেম্বার পারে না।

(নয়েজ)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members to withdraw from the House because they are suspended for the remaining days of the Session. Chief Minister has already moved a motion for their suspension and they are suspended for the rest of the days of the Session.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—আমরা স্পীকারকে বাইরের কোন প্রভাবে প্রভাবিত করুক এটা চাই না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—স্পীকার স্যার—

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আবার নমিনেটেড মেম্বার বলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমরা কেন আমাদের সীট পাচ্ছি না স্যার ?

Mr. Speaker :—Then I shall have to take an unpleasant step for your withdrawal from the House with the help of the Marshal.

Shri Sunil Ch. Dutta :—Please allot our seats, please,

(The Speaker then ordered the Marshal to remove the suspended members from the House and accordingly they were removed from the House by the Marshal amidst noise)

(While the pendomonium was going in the House the mace of the Speaker was removed by some member)

Shri Aghore Dab Barma :—স্যার, আপনার তো এখন আর কোন পাওয়ার নাই। মেইস তো এখন এখানে নাই।

Mr. Speaker :—Why you have taken the mace ? You should not take this.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কি করব যেভাবে গণ্ডগোল চলছে, আমাদের বসবার সীট নাই।

মিঃ স্পীকার :—আপনার মেইস নেওয়া ঠিক হয় নাই।

(The mace was then again put on the Table of the House by the Marshal).

Mr. Speaker :—Now, it is question hour. Let me take the business of the day.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুঃখিত যে আমাকে মেইস সরাতে হয়েছে ; আমি মনে করেছিলাম যে অন্য কেহ হয়ত মেইস নিয়ে যাবে এবং এতে মেইসের অবমাননা হবে। এই কারণে আমি মেইস নিয়ে সেক্রেটারীর অফিসে রেখে এসেছি।

Mr. Speaker :—It is question hour. Let us proceed with the business of the House.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের মধ্যে যে ঘটনা ঘটল, কেন এটা ঘটলো এটা আমাদের বোঝা উচিত। আমরা পত্র পত্রিকায় আরও দেখেছি যে ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পদত্যাগ করেছেন। কেন করেছেন, কি কারণে করেছেন এই সম্বন্ধে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা বিবৃতি চাই।

Mr. Speaker :—The Minister concerned will make a statement.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কবে দিবেন ?

Mr. Speaker :—If you like you may give notice. Then he will make a statement.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—নোটিশের তো অপেক্ষা রাখে না। ঘটনা তো এখনকার—

Shri S L. Singh :—As soon as it is possible on my part then I shall give a statement in the House.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতবড় একটা ঘটনা বিধানসভায় ঘটে গেল সেজন্য আমরা মনে করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীই এরজন্য দায়ী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে এই বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেছেন তার প্রতিবাদে আমরা সারাদিনের জন্য এই কক্ষ ত্যাগ করলাম।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি অস্বীকার করিনি। আমি বলেছি—অ্যাজ সুন এজ পসিবল্ আই স্যাল মেক দি ষ্টেটমেন্ট।

Mr. Speaker :—To-day, in the list of business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred question—Shri Jatindra Kr. Majumdar.

Shri Jatindra Kr Majumdar :—Starred Question No. 213.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ঘটনা এই হাউসে ঘটেছে, তারজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে হাউস আর চলতে পারে না। কাজেই এই দুঃখজনক ঘটনার প্রতিবাদে আমি আজকের দিনের জন্য হাউস ত্যাগ করে যাচ্ছি।

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 213, Sir.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the P. W. Department be pleased to state—

১) সদরের পুরাতন আগরতলা তহশীলাধীন এলাকার রাণীরবাজার চান্দাইবাড়ী রাস্তায় কতটি পুল ভগ্ন অবস্থায় আছে ?

২) কতদিন পর্য্যন্ত এই পুলগুলি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে ?

৩) উক্ত পুলগুলি কবে পর্য্যন্ত মেরামত বা নূতনভাবে তৈরী করা হবে ?

ANSWER

১, ২ ও ৩। ইহা পূর্ত্ত বিভাগ অবগত নহেন, ইহা পূর্ত্ত বিভাগের রাস্তা নহে।

It is however gathered that there is a road from Ranirbazar to North Chadaibari (Not Chandaibari) The bridges on the road is under the Block. It is also gathered that there are five nos. of bridges and they are in broken condition. These bridges are not being maintained by the Block. Now, P. W. Department will try their best to take roads according to their funds available.

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Starred Question No. 246.

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 246, Sir.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১) ময়নামা ফিসারী লেইকটি শুকনো ও মেরামত বিহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে সরকার অবগত আছেন কি না ?

২) যদি অবগত থাকেন, তবে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন কি ?

ANSWER

১) হ্যাঁ।

২) মেরামতের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

The fishery land at Mainama was bid out to the tribal persons through the Revenue Department in the year 1964-65 when the lake was in a good condition. Due to default in payment of the security money by the bidder concerned the lake was again made khas by the Revenue Department and its possession has been handed over to the Agriculture Deptt. on 16-5-69 ; Agriculture Department has been ordered to take necessary estimate for repairing of the lake. Now the estimate has been finalised and the tender being invited to take the work immediately. It is hoped that the repairing work will be completed during the year 1970-71.

Mr, Speaker :—Shri Binoy Bushan Banerjee.

Shri Binoy Bhusan Banerjee :—Starred Question No. 844.

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 844, Sir.

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে পানিসাগর (ধর্মনগর) বি, ডি, সি হইতে ড্রেইনেজ স্কীমে সরকারের নিকট পুনঃ পুনঃ স্কীম পাঠানো সত্বেও আজ পর্য্যন্ত কোন কাজের মঞ্জুরী পাওয়া যায় নাই ; এবং

২) সত্য হইলে মঞ্জুরী না পাওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

১ ও ২। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Starred Question No. 572.

Shri S. L. Singh—Started Question No. 572, Sir.

QUESTION

১) তেলিয়ামুড়া অমরপুর রাস্তায় শনগাং নদীর উপর পুল দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে, কবে পর্যান্ত ঐ নদীর উপর পুল দেওয়া হইবে ?

৩) ঐ রাস্তার উপর পুরাতন এবং ভগ্ন পুলগুলি কবে পর্য্যন্ত মেরামত করা হবে ?

ANSWER

১) হঁ্যা।

২) কাজের মঞ্জুরী গত জুলাই মাসে পাওয়া গিয়াছে। দরপত্র আহ্বান করার পর ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ কখন শেষ হইবে তাহা এখন সঠিক বলা সম্ভব নহে। রাস্তাটি ইতিপূর্ব্বে মেটেলিং করা হইয়াছে, তবে আবার ইহার ব্রেক টপিং ও রি-মেটেলিং হওয়া দরকার, এই কাজে ইতিমধ্যে হাত দেওয়া হইয়াছে। পুল মেরামতের কাজেও ইতিপূর্ব্বে হাত দেওয়া হইয়াছে। এবং শীঘ্রই এই কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Mr. Speaker :—Question hour ts over. There is one Unstarred Question to-day. The minister may lay on the Table of the house the reply of the Unstarred Question and also the replies of the starred questions which are not answered on the floor of the House.

(The replies were laid on the Table of the House)

RULING ON THE QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGE

Mr. Speaker :—Hon'ble Members,

I received a notice of a motion of breach of privileges from Shri Promode Rn. Dasgupta, M. L. A, on 15-9-70. The question raised by Shri Das Gupta was in respect of breach of privilege by the Editor 'Jagaran' and 'Tripura' for their act of publishing a report of the Privilege Committee before submission to the House.

I am inclined to refer the case to the Committee on Privileges under Rule 154 of the Rules of Procedure in the Tripura Legislative Assembly.

(2) Shri Jatindra Kumar Majumder, M. L. A. raised a question of breach of privilege in the House against Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A. for his act of using the Microphone on the Speaker's table without his permission.

Shri Bidya Chandra Deb Barma along with others created pendamenium in the House and for that offence being named Shri Deb Barma was suspended from the House for the rest of the day.

As the incident was part of the entire show for which he was already suspended and punished I am not inclined to give my consent to the motion being moved.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—I have received the Calling Attention Notice from the following members viz. Shri P. R. Dasgupta and Shri Aghore Deb Barma regarding Mizo attack in Kanchanpur area on 14-9-70, I have given consent to the notice of Shri Promode Rn. Dasgupta and Shri Aghore Deb Barma. I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date on which the Calling Attention notices will be shown on order papers.

Shri S. L. Singh :—Yes, Sir, I am giving the statement now.—

Shri S. L. Singh :—On the 14th morning information was received from one of our units about encounter with Mizo hostiles in a jhum area near Theramaba towards the border 14 KM South East of Vanghmun. Information about death of three civilians and killing of 2 hostiles was also received. A good quantity of arms and ammunition were recovered from the hostiles.

2. Just on receipt of the above information the District Magistrate & Collector, North and the Supdt. of Police, North rushed to the spot, for making thorough enquiry and for extending relief to the wounded persons.

3. The encounter was between one of our units and the MNF hostiles near Kathalbari under Damcherra P. S. It is further understood that in the evening of 13th 7 MNF hostiles armed with Tomy and Sten Guns, ample granade detonators, entered a jhum hut of Satrugna Reang at Tharmaduar, 2/3 miles off Kathalbari. They took food, shelter for night under intimidation. At about 1900 hrs. on the 13th one Officer of our security personnel with a party of 40 proceeded to encounter the MNF hostiles on receipt of the intelligence.They could trace the hostiles at Tharmaduar at about 0020 hrs. on 14th September. They surrounded jhum hut of Satrugna Reang when suddenly the hostiles opened fire and threw granades injuring one Havildar of our unit on the shoulder. The security unit returned fire and the firing between the hostiles and the security units continued for 15/20 minutes. Six hostiles then

fled away to jungle. But they coutinued firing while they were fleeing. Thereafter security personnel entred the hut and found the dead body of one hostile and 3 civilians. Names of the civilians are Shri Satrugna Reang, Shri Dhanajoy Reang, Smt. Patirong Reang. Two others injured were later moved to Vanghmun hospital. There one of the injured namely Samati Reang died. Smt. Damati Reang who was also injured is being attended in Dharmanagar hospital. She was evacuated by helicopter from Vanghmun to Dharmanagar on 16th September. Subedar of the Security Unit chased the retreaters recovering one more dead body of the MNF hostiles 400 yrds. off from t e actual place of encounter. Thus 2 dead bodies on the hostile side have been recovered The following arms and ammunition where recovered by our men from the hostiles :—

1	Tommy Gun	...	1
2.	Magazine Tommy Gun	...	4
3.	Magazines SAF	...	2
4.	Magazines SMC	...	1
5.	Ammunition ·303 BDR	...	80
6.	Ammunition 9 MM	...	165
7.	Ammunition Tommy Gun	...	120
8,	Granade Hand	...	3
9.	Binocular	...	1

Some clothings and documents.

Cash relief @ Rs. 100/- for each dead has been paid to the widow of the deceased and further instalments will be paid hereafter, while Rs. 100/- also has been paid to Smt. Dahati Reang who was also injured. All the killed persons belonged to one family.

The Inspector General of Police also visited the area. So I convey my heart-felt sorrow for the death of these of ours citizens surrounded by the hostiles.

REPORT OF THE COMMITTEES

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business, the 6th Report of the Committee on Petitions is to be adopted. I would call on Shri Umesh Lal Singh, Chairman of the Committee to move Motion for adoption of the Report

Shri Umesh Lal Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Sixth Report of the Committee on Petitions be adopted.

The motion was put to Vote and carried.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business, the Tenth Report of the Committee on Privilleges is to be taken into consideration. Now I call on Shri Monoranjan Nath, Chairman of the Committee to move his motion for consideration of the Report.

Shri Monoranjan Nath :—Mr, Speaker, Sir, I beg to move that the Tenth Report of the Committee on Privileges be taken into consideration forthwith.

The motion was put to vote and carried.

Mr. Speaker :—Now, I would call on Shri Monoranjan Nath, Chairman of the Committee to move his motion that this House agrees with the recommendations contained in the Tenth Report of the Committee on Privileges.

Shri Manoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this House agrees with the recommendations contained in the Tenth Report of the Committee on Privileges.

The motion was put to vote and carried.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS (MOTION).

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Private Members' Motion. I would call on Shri Suresh Ch. Choudhury to Move his motion that—

"the necessity of solving acute unemployment problem in Tripura be taken into consideration."

The Hon'ble Member is absent.

Now I am passing on to the next item.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS
(RESOLUTION)

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Kshitish Ch. Das to move his Resolution that—

"ত্রিপুরার মৎস্যজীবীগণের আর্থিক অবস্থা উন্নতিকল্পে ও 'জাল যার জল তার' আন্দোলনকে সফল রূপদানের উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষোপযোগী যে সব জলাশয় খাসে আছে, ঐসব জলাশয়ে মৎস্য ধরার ও মৎস্য চাষ করার অধিকার মৎস্যজীবীগণকে দেওয়ার জন্য এই বিধানসভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।"

The Hon'ble Member is absent so his resolution falls through.

There is another resolution of Shri Suresh Ch. Choudhury. I would call on Shri Choudhury to move his Resolution that—

"যেহেতু ত্রিপুরায় চাকুরীর ক্ষেত্র সীমিত এবং অনেক বেকার যুবকের কর্ম্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম রেজিষ্ট্রি করাইয়া বৎসরের পর বৎসর বসিয়া থাকার ফলে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের নির্ধারিত বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে।

সেইহেতু এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের বর্তমান ঊর্দ্ধতম বয়ঃসীমা বাড়াইয়া ৩০ বৎসর করা হউক।"

Mr. Speaker :— As the Member is absent, the resolution falls through ;

Next Resolution is of Shri Nishi Kanta Sarkar. I would call on Shri Sarkar to move his Resolution that—

"এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, বাগান করার জন্য এবং মৎস্য চাষের জন্য সরকার হইতে ১৯৬৯ইং পর্যন্ত যে ঋণ দেওয়া হইয়াছে, যাহার পরিমাণ দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত তাহা সম্পূর্ণ মকুব করা হউক।"

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউসের সামনে একটা রিজল্যুশান রেখেছি সেটা হচ্ছে—

"এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, বাগান করার জন্য এবং মৎস্য চাষের জন্য সরকার হইতে ১৯৬৯ইং পর্যন্ত যে ঋণ দেওয়া হইয়াছে, যাহার পরিমাণ দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত তাহা সম্পূর্ণ মকুব করা হউক।"

আমার এই বক্তব্য এখানে রাখার কতকগুলি যুক্তি আমি হাউসের সামনে রাখছি। ইতিমধ্যে—ভারত যখন স্বাধীন হয়, তারপর থেকে সরকার গ্রাম্য শিল্প, কুটির শিল্প এবং বিভিন্ন শিল্প ডেভলাপমেন্টের জন্য কৃষকদের বা সুতার, তাঁতী, কামার, কুমার, কর্ম্মকার ইত্যাদি তাদের কিছু কিছু টাকা ঋণ দিয়েছে। এখন ঐ যে দুই শত, তিন শত বা চার শত টাকা মৎস্য চাষীরা ঋণ নিয়েছে, আজকে ১৫/২০/২২ বৎসর হয়ে গেছে তার আদায়ের কোন চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু এটা যখন সরকার দেন, গ্রাম্য শিল্পকে, কুটির শিল্পকে, মৎস্য চাষ বা ফলের বাগান করার জন্য আমরা যখন ছোট ছোট ব্যবসায়ীর এবং কৃষকের কাছে গেছি এবং আদায়ের জন্য বলেছি, তখন তাদের মনোভাবে আমরা বুঝেছি যে এই টাকা যেন তাদের ডেভলাপমেন্টের জন্য দেওয়া হয়েছে, আদায় করা হবে এটা তাদের ধারণা ছিল না। কারণ ঐ টাকা আদায়ের জন্য ১০/১৫ বছরও তাদের কাছে কেউ যায় নাই। ফলে হয়েছে সামান্য টাকা সুদে প্রায় পাঁচ শত টাকা ১৫ শত টাকা হয়ে গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৩/৪ শত টাকা ১৫/২২/২৩ শত টাকাও হয়ে গেছে। কারণ সময় একদিন দুইদিনের নয়, অনেকে মনে করেছেন এটা ফেরত নেওয়া হবে না। আইনেও বলে যে ১০/১২ বছর হয়ে গেলে সেটা তমাদি হয়ে যায়। যেহেতু সরকার এটাকে আদায়ের চেষ্টা করেন নাই, এখন দেখা গেছে যে ঋণ নিয়েছে সে হয়তো মারা গেছে—আমি দুই একটা দৃষ্টান্ত এখানে রাখছি। নগর রাই রিয়ান সে মারা গেছে, তার কেউ নাই, তার সম্পত্তি তার নাতি, পুতিকে রিকম্যাণ্ড করে দিয়ে গেছে। তারা জানতনা যে সে মৎস্য চাষের জন্য সরকার থেকে টাকা নিয়েছে। যখন নোটিশ দেওয়া হয়েছে তখন দেখা গেল যে সেখানে ২৩ শত টাকা ঋণ হয়ে আছে। আমাদের ফুলকুমারীর শ্যামদাশ, সুতারের কাজ করে, মিস্ত্রি সে পাঁচ/সাত শত টাকা নিয়েছে, সে মারা গেছে। তার স্ত্রী পুত্র খুবই গরীব সরকারী নোটিশ যেয়ে উপস্থিত তাকে চার শত টাকা দিতে হবে। এইভাবে মৎস্য চাষী থেকে আরম্ভ করে, বাগান থেকে আরম্ভ করে অনেক আছে যে ২/৩ শত টাকা হয়তো তারা ঋণ নিয়েছিল, সেগুলি আজকে সুদে ১৫।২০ বছরে অনেক হয়ে গেছে।

কাজেই আজকে এই যে রিজল্যুশান আমি এনেছি প্রত্যেক সদস্যই এটা অনুভব করবেন, কারণ তারা গ্রামে থাকেন, এই যে সুদ সমেত টাকা সরকার যদি আদায় করতে চায়, তাহলে তার যে জায়গা টুকু আছে, সেই জায়গা বন্ধক রাখতে হবে নতুবা সেটা বিক্রী করতে হবে, নয়ত তাদের সাধ্য নাই সেই টাকা তারা শোধ করতে পারে। কাজেই এই সামান্য টাকা ১৯৫০ইং সন থেকে ১৯৬৯ইং সন পর্যন্ত এক হাজার, দেড় হাজার টাকা মকুব দেওয়ার জন্য আমি রিজল্যুশান রেখেছি। কেন রেখেছি কারণ দুই/চার/পাঁচ শতের উপর খুব কমই আছে, কাজেই সুদে যেয়ে এক হাজার এবং দেড় হাজার টাকার বেশী হবেনা। কাজেই গ্রামের উন্নয়নের জন্য, ছোট ছোট কুটির শিল্পের জন্য তারা হয়তো এক শত বা দুই শত টাকা নিয়েছে, সেই টাকা যদি সরকার এখন আদায় করতে চায়, তাহলে তাদের শিল্প গড়ে তোলা দূরে থাকুক তাদের যে ভিটে মাটি আছে সেটা তাদের বিক্রী করতে হবে। তাই আমি আবেদন রাখছি ১৯৬৯ ইং সন পর্যন্ত তাদের ঋণ মকুব করে দিয়ে সরকার তাদের যদি আগামী দিনে বাঁচবার সুযোগ করে দেন তাহলে তাদের সরকারের উপর সাংঘাতিক ভাল ধারণা হবে।

ফুলকুমারীতে আমি জানি একজন ১৫ শত টাকা নিয়েছে সরকার থেকে তাকে বলা হল তুমি দেড় কানি জায়গা রেজিষ্ট্রি করে দাও তাহলে সরকার পুকুর কেটে দেবে। সেই পনের শত টাকার আর তাগাদা নাই, পনের শত টাকা এখন ৪৩ শত টাকা হয়ে গেছে, তার দরুণ তার সমস্ত সম্পত্তি নিলামে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত সে দেখে তার সব গেল, এদিকে তার সংগে কণ্ডিশন ছিল যে কৃষক যদি তার পুকুর থেকে জল নিতে চায় তাহলে তাকে জল দিতে হবে। এখন সে আদিবাসী তার পরিবার নিয়ে একদিন আমার কাছে এসে উপস্থিত যে বাবু আমার সম্পত্তি সব ডাক হয়ে যাচ্ছে আমি কি করি এখন। আমি তাড়াতাড়ি এস, ডি, ও অফিসে যাই, তার সংগে দেখা করে বলি যে আরে তারতো সর্ব্বনাশ, তার সমস্ত সম্পত্তি ডাকে উঠে গেছে এখন কি করা। তার দুই কানি আড়াই কানি যে জমি আছে সবই প্রায় নিলামে যাওয়ার অবস্থা। তখন এস, ডি, ও আমাকে বললেন যে তাকে কিছু টাকা দাখিল করে দিয়ে সময় চাইতে বলেন, আমি কিস্তি করে দেব। শেষ পর্যন্ত তার একটা গরু ছিল, সেটা বিক্রী করে কিছু টাকা জমা দিল, এই হচ্ছে অবস্থা। শুধু ফুলকুমারী নয়, ত্রিপুরার রাজ্যের সর্ব্বত্র এই অবস্থা। ত্রিপুরার প্রত্যেক জায়গায়ই হয়তো কিছু কিছু এই ধরণের ঋণ নিয়েছে। পুকুর কাটার জন্য হয়তো নিয়েছে, এমন অনেক পুকুর আছে যে এখন ভেংগে চুড়ে গেছে, তদ্বীর করা হয় নাই সরকার থেকে, তার হয়তো এখন দশজন মালিক। যেটুকু জল আছে তার কাছে দাবী করে কারণ এই ধরণের কণ্ডিশন ছিল। আজকে এক দুই বছর নয়— ধরুন ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ২০ বছর হয়ে গেছে এতদিন থাকলে পরে ঋণের জন্য তাদের যে সুদ জমা হয়েছে, সেটা দিতে গেলেও তাদের এখন গরু বাছুর থেকে আরম্ভ করে সম্পত্তি বিক্রি করেও দেওয়া সম্ভব নয়। তারা হচ্ছে গ্রামের লোক, তাদের আর্থিক অবস্থাটা বা এমন কি? তাই আমি এখানে আবেদন রাখব যে প্রত্যেক সাব ডিভিশনে তাদের যে ঋণ আছে সেটা যেন সুদ সহ কিছু কিছু মকুব করে দেওয়া হয়। এই বলে আমি আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান:— মাননীয় স্পীকার স্যার, নিশি বাবু এখানে এই যে প্রস্তাব এনেছেন, এটা অত্যন্ত মূল্যবান প্রস্তাব। যারা কৃষির জন্য ঋণ নিয়েছে, যারা মৎস্য চাষ করবার জন্য ঋণ নিয়েছে, আমি জানি আমার কৈলাশহরে অনেক লোক বাগান করবার জন্য এই ঋণ নিয়েছিল। কেন নিয়েছিল, তার কারণ হল তখনকার সময়ে কাজু বাদাম চাষ করবার জন্য সরকার থেকে চাষীদের উৎসাহ দেওয়া হত যে চাষীরা যদি কাজু বাদামের চাষ করে, তাহলে তারা নিজেরা লাভবান হতে পারে, তাদের পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ করতে কোন অসুবিধা হবে না ঐ কাজু বাদাম বিক্রি করে। তাই সেখানকার লোকেরা এই ঋণ নিয়ে কাজু বাদামের চাষ করেছিল। কিন্তু পর মূহুর্ত্তে দেখা গেল, তারা যখন প্রচুর পরিমানে কাজু বাদাম উৎপাদন করতে আরম্ভ করল, তখন আর সেগুলি বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। তখন সরকারও আর তাদের থেকে সেগুলি কিনতে চাইছে না এবং অন্য কেউ সেগুলি কিনতে চাইছে না। ফলে তাদের কাজু বাদাম চাষ করে লাভবান হওয়া তো দূরের কথা, তারা যে এই কাজু বাদাম চাষ করবার জন্য ঋণ নিয়েছিল সরকার থেকে সেগুলি ফেরৎ দেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। তারপরে কৃষি কাজেও জলের অভাবে তারা সেখানে ভালভাবে চাষাবাদ করতে পারেনি। বৃষ্টিও ঠিক মত হচ্ছে না। এসব মিলিয়ে দেখা যায় যে আমাদের কৃষকভাইদের মধ্যে প্রত্যেক বছরই মরশুমের সময়ে একটা হাহাকার উঠে। কাজেই তারা যে ঋণ নিয়েছিল, সেগুলি যদি আবার ফেরৎ দিতে হয় তাহলে তাদের কাছে বর্ত্তমানে যে জায়গা জমি আছে, সেগুলি বিক্রি করে দিয়েও তারা সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। তার উপর আমাদের এই ত্রিপুরাতে দিনের পর দিন যেভাবে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে, তাতে করে ত্রিপুরার গরীব লোকদের পক্ষে, তাদের পরিবারের ভরণ পোষণ করা আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। সুতরাং আমি নিশি বাবুর এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করছি এবং সরকারের কাছে আমার অনুরোধ, সরকার যাতে তাদের কথা বিচার বিবেচনা করে তাদের ঋণগুলি সুদ সহ মকুব করে দেন। আর তা না হলে পরে তারা যে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল, আবার সেই উদ্বাস্তু হয়ে যাবে এবং যে ট্রাইবেল ছিল, সে আবার ট্রাইবেল হয়ে যাবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী এস, এল, সিংহ:— এই প্রস্তাবটা যিনি উত্থাপন করেছেন, তাঁকে আমি অনুরোধ করব, বাগান করবার জন্য, মৎস্য চাষ করবার জন্য সরকার থেকে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে ১৯৬৯ সাল পর্য্যন্ত তার সব মকুব হয়ে যাবে এই যে প্রস্তাব তিনি এখানে এনেছেন, তাতে কত সাল থেকে কত সাল এর কোন উল্লেখ নেই। তিনি যদি সেটা উল্লেখ করতেন তাহলে ভাল হত। যা হউক ১৯ বছরের ঋণের পরিমাণ কত লক্ষ কত কোটি টাকা হবে তা আমরা জানি না। এই প্রস্তাবের মধ্যে কৃষকের কথা বলা হচ্ছে তারা গরীব আমরা এই যে ঋণ দিচ্ছি. এটাও তো আবার সেই গরীবদের কাছ থেকে নিয়ে উৎপাদনের কাজে লাগাচ্ছি যাতে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই ঋণ দেওয়াতে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়নি। এই নন-ইউটিলাইজেশান অব ক্যাপিটেল ইজ ডেঞ্জার টু দি সোসাইটি, আর এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে আমরা সেটাকে এনকারেজ করতে যাচ্ছি। এখন কোন লোক যদি ঋণ নিয়ে সেটা ফেরৎ না দেয়

তাহলে সরকার বা কি করে আবার তাদের ঋণ দেবে, সেটা তো বিবেচনা করে দেখা দরকার। এই ভাবে ঋণ নিয়ে যদি তার আর ফেরৎ না দেওয়া হয়, তাহলে তো আমাদের ট্রেজারী এ্যাকজষ্টেড হয়ে যাবে। আমরা কি এমন কোন লোককে ঋণ দিতে পারি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে আমি শুধু ঋণই নেব কিন্তু এই ঋণকে কাজে লাগিয়ে কিছুই উৎপাদন করব না। কাজেই আমি এটার ব্যাপকতা সম্পর্কে অনুধাবন করবার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করব এবং তাদেরও সেটা চিন্তা করে দেখা উচিত যে এই রকম একটা প্রস্তাবের ফলে আমাদের রাজকোষ বলে যে জিনিষটা আছে সেটা এ্যাকজষ্টেড হয়ে যাব। এদিকে লক্ষ্য রেখে আমি প্রস্তাবককে অনুরোধ করব তিনি যেন এটাকে একটা রিজলিউশান আকারে না রেখে, মোশানের আকারে রাখেন যাতে আমরা সবাই এটার উপর আলোচনা করতে পারি। আর সেই সংগে যারা এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব তারাও যেন এই ব্যাপকতা সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখেন। এমনও হতে পারে বাগান যাদের আছে, তারা হল জোতদার, মৎস্য চাষের জন্য যারা ঋণ নিয়েছে তারাও জোতদার হতে পারেন। কাজেই কোন মৎস্যজীবি নিয়েছে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে সেই সঙ্গে আমাদের এও দেখতে হবে যে বড় বড় লোকেরা মৎস্যজীবি কিনা। না কোন লোক সখ করে মৎস্য চাষ করবার জন্য এই ঋণ নিয়েছে এবং পরে তা অন্য খাতে নিয়োগ করেছে বা কোন ব্যাংকে জমা রেখে দিয়েছে। আর কত পার্সেণ্ট লোক বড় বড় জোতদার আছে। সাধারণতঃ গরীবদের ঋণ পেতে গেলে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়, আমার যেটুকু অভিজ্ঞতায় আছে তা দিয়ে আমি এটা বলছি। অনেক এমন বড় লোক আছেন, যারা বাগান করবার জন্য ঋণ নিয়ে, মৎস্য চাষ করবার জন্য ঋণ নিয়ে অন্য কোথাও জমা রেখে দেন কাজেই প্রকৃত ল্যাণ্ডলেস যারা তারা এই ঋণটা নিয়েছে কিনা, যাদের জমি মোটেই নেই, তারা নিয়েছে কিনা, বর্গদার নিয়েছে কিনা, সেখানে তার কোন মালিকানা আছে কিনা এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করে আমাদের একটা বিলকে বা প্রস্তাবকে আনার জন্য আমি প্রত্যেকটি সদস্য এর কাছে অনুরোধ করব। তখনই আমরা চিন্তা করতে পারি যে কত পার্সেণ্ট জোতদার আছে এখানে যারা এই ঋণ নিয়েছিল, যাদের জমি আছে সঙ্গতি আছে। আমরা কি তাদের ঋণ মকুব করে দেব? আমরা শুধু তাদেরটাই মকুব করতে পারি বা মকুবের জন্য চিন্তা করতে পারি যারা নাকি সঙ্গতিবিহীন আছেন। এই সমস্ত কথা চিন্তা করে আমি যিনি এই প্রস্তাবটা এনেছেন, তাঁকে এটা মোশানের আকারে রাখার জন্য অনুরোধ করব নট এ্যাজ এ রিজলিউশান।

শ্রীনিশিকান্ত সরকারঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাবটি এনেছিলাম আমার ভাষায় আছে, যারা সামান্যতম সূতার, মিস্ত্রী, কুমার এই জাতীয় বা যারা নাকি ৪০০ বা ২০০ টাকা নিয়েছিল, আমি বড় বড় জোতদার বা বড় দিঘীওয়ালার কথা বলছি না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বলেছেন, আমি সন্তুষ্ট হলাম যে উনি যে কথা দিয়েছেন সেটা গরীব চাষী যারা গরীব মিস্ত্রী যাদের গরুগুলিকে বিক্রি করতে বাধ্য হয় তাদের কথা। আর এই ঋণটা বেশী নয়। এখন যেমন ঋণ দেওয়া হয় সেই স্কীম ধরে ১০।২০ হাজার টাকার প্রশ্ন গিয়ে দাঁড়ায়। আর তখন ছিল কি, আমরা বলতাম, আমার একটা নাল আছে এটাকে আর

একটু বাড়াবার প্রশ্ন তখন ছিল। এটা ২।৪ শত টাকার প্রশ্ন। আর একটা ছিল ২০ বছর পরে তার যে সুদ—এখন আমি বলছি তার যে ইন্টারেষ্ট হয়েছে এটা সাংঘাতিক রকমের। আমি আমার ভাষায় এই কথা বলছি। যাই হোক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এই ধরণের ঋণের জন্য অন্তত যাতে সুদটাও মকুব পায়, এই যে চক্রবৃদ্ধি সুদের সুদ ৫০ টাকা রইল, সামনের বছর এটা ডাবল হয়ে গেল। অন্ততঃ যদি সুদটাও মকুব পায় তবে তারা বাঁচতে পারে। আর মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন গভর্ণমেন্টের টাকা বিভিন্ন স্কীমের ধারা মতে দেয়। তখন টি, টী, সি,এর আমলে আমরা দিতাম যেমন ১৪০ টাকার, এই ধরণের কেসগুলির কথা বলেছি। যাই হোক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে একটা এনকোয়ারী করবেন এবং টাকাটা মকুব যদি করেন তাহলে আমি আশা করব, যাদের ২০/২২ কানি জমি আছে আমি তাদের কথা তো বলছি না, আমি ছোট ছোট চাষীদের কথা বলছি। তবে এই আশা রাখছি গরীবের যাতে মংগল হয়, সুদ যাতে মকুব হয় এই আশা রেখে উইথড্র করছি।

Mr. Speaker:— Withdrawal of the motion requires the leave of the House.

Now, the question before the House is that the leave of the House to withdraw the Resolution moved by Shri Nishi Kanta Sarkar be granted.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Veices – AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No voice)

Mr. Speaker:— I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

The leave is granted.

The Resolution is withdrawn.

Mr. Speaker:— The House stands adjourned till 11 A. M, on Friday, the 18th September, 1970.

Appendix—"A"

PAPERS LAID ON THE TABLE

STARRED QUESTION NO. 4 (POSTPONED)

By **Shri Aghore Deb Barma**

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Irrigation Department be pleased to state :—

1. Total acres of land brought under Minor Irrigation Scheme till now ;
2. Percentage of irrigated land to the total acres of land under cultivation ?

ANSWER

1. 6,650 acres (Fstimated).
2. 1.16 per cent.

STARRED QUESTION NO 12

By Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর বিভাগের তুলামুড়া হইতে বিলোনীয়া বিভাগের বড়পাথারী পর্য্যন্ত রাস্তাটি কোন সনে করা হইয়াছিল।

২। বর্ত্তমানে রাস্তাটি জীপগাড়ী কিংবা যে কোন যানবাহন চলাচলের উপযোগী কিনা ;

৩। যদি যানবাহন চলাচলের উপযোগী না হয়ে থাকে তাহার কারণ ?

(১, ২ এবং ৩) পূর্ত্ত বিভাগ অবগত নহেন ; ইহা পূর্ত্ত বিভাগের রাস্তা নহে

STARRED QUESTION NO. 209 (POSTPONED)

By—Shri Jatindra Kumar Majumder

QUESTION

ক) সদরের জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত এলাকায় কৃষি উন্নয়ন ব্যাপারে কোন কোন মাঠের জন্য লিফট ইরিগেশান প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে ?

খ) ঐ প্রকল্পের কাজ কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ করা হইবে ?

ANSWER

ক) চম্পকনগর মাঠ এবং জিরানীয়া মাঠ।

খ) দুইটি প্রকল্পই চালু করা হইয়াছে এবং উভয় মাঠেই জল সরবরাহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 232

By Shri Sunil Ch. Dutta

প্রশ্ন

ক) আগরতলা-খোয়াই-কমলপুর-কৈলাসহর-ধর্ম্মনগর রাস্তার নির্ম্মাণকার্য্য বর্ত্তমানে বন্ধ আছে কি ?

খ) বন্ধ না থাকিলে কোন অংশের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে ?

গ) এই রাস্তা সম্পূর্ণ হইতে আর কত সময় লাগিবে ?

উত্তর

ক) আগরতলা হইতে খোয়াই এবং কৈলাসহর হইতে ধর্ম্মনগর রাস্তা আছে। খোয়াই হইতে কমলপুর এবং কমলপুর হইতে কৈলাসহর রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

খ, গ) ক প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 255

By—Shri Promode Ranjan Das Gupta

QUESTION

1. Whether the Survey work has been completed and estimates prepared for the construction of a bund on Lokracherra (near Megli Bund Tea Garden) under Mohanpur Block, Sadar ;
2. Whether the estimate has been approved and sanctioned, and
3. If so, when the work will be taken up.

ANSWER

1. Yes.
2. No.
3. Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 338

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

প্রশ্ন

১। Dumboor Hydel Project এর কাজের জন্য Engineering Department এর কয়খানা গাড়ী আছে তাহার হিসাব ;

২। ঐ সকল গাড়ী মেরামত ও তৈল খরচ বাবত গড়ে মাসিক খরচ কত ;

৩। গাড়ী মেরামতের জন্য যতনবাড়ী সরকারের যে কারখানা আছে তাহার বাইরে আগরতলায় ও গাড়ী মেরামত হয় কিনা ? যদি হয় তবে তার কারণ কি ?

৪। টি, আর, এল, ৮৩১ কতদিন আউট অব অর্ডার ছিল এবং উহা আউট অব অর্ডার থাকায় সরকারের ক্ষতির পরিমান কি ?

উত্তর

১। ১৭ (সতের) খানি।

৩। মাসিক গড়ে ১২০০০/- টাকা।

৩। যতনবাড়ীতে ত্রিপুরা সরকারের কোন workshop নাই।

৪। প্রায় ছয়মাস এবং ইহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই।

STRRED QUESTION NO. 341

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

প্রশ্ন

১। এন, পি. সি, সি, কি অমরপুরে কোন ব্রীজ construction এর কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে, যদি দেওয়া হইয়া থাকে সেই ব্রীজের নাম ?

২। এই ব্রীজ এন, পি, সি, সিকে কন্ট্রাক্ট দেওয়ার কারণ কি ?

৩। এ ব্রীজ কবে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে এবং কবে শেষ হইবার কথা ;

৪। যদি বিলম্ব হইয়া থাকে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কাওয়ামারাঘাট ব্রীজ এবং নভুনবাজার ব্রীজ

২। এই পুলগুলি করার জন্য বিশিষ্ট ধরণের যন্ত্রপাতি দরকার। এগুলি কেবল এন, পি, সি, সি, এর নিকট আছে। এইজন্য কাজগুলি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

৩। কাজটি ১৯৬৮ইং ডিসেম্বর মাসে দেওয়া হইয়াছে। উহা ১৯৬৯ইং মে মাসে শেষ হওয়ার কথা।

৪। লোহার বীমের অভাবের দরুন কাজের বিলম্ব হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 355

By—Shri Abdul Wazid

প্রশ্ন

ক) ধর্মনগর বিভাগের কামেশ্বর হইতে হেড়ুয়া কলোনীর মধ্য দিয়া কালাছড়া বাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা বিদ্যমান আছে তাহার maintenance করার জন্য বর্ত্তমান বৎসরে কোন টাকা বরাদ্দ আছে কিনা ;

খ) থাকিলে টাকার পরিমাণ কত ?

উত্তর

ক-খ) ইহা পূর্ত্ত বিভাগের রাস্তা নহে, সুতরাং পূর্ত বিভাগের বাজেট হইতে এই রাস্ত রক্ষনা-বেক্ষনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 372 (POSTPONED)

By—Shri Benoy Bhusan Benerjee

QUESTION

ক) ধর্মনগর সাবডিভিসনে 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে আজ পর্য্যন্ত 'মাইনর ইরিগেশন' হইতে বন্যা নিয়ন্ত্রনে ও জলসেচ বাবত কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে :

খ) পানিসাগর ব্লক এবং কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লক এলাকার ব্যয়ের পৃথক পৃথক হিসাব ; এবং

গ) ব্যয় না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

ক) ধর্মনগর সাবডিভিসনে 'মাইনর ইরিগেশন' হইতে ১৯৭০ইং মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত খরচের হিসাব নিম্নরূপ :—

বন্যা নিয়ন্ত্রণ—কিছুই না।

জলসেচ—টা ২০,৪৮৩·০০

খ) জলসেচ বাবত টা ২০,৪৮৩·০০ শুধু পানিসাগর ব্লক এলাকায়ই ব্যয় করা হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লক এলাকায় ব্যয়ের কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

গ) কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লক এলাকায় কোন বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প না থাকায় এ বাবত কোনও অর্থব্যয় হয় নাই। ১৯৬৯-৭০ইং সনে ৯ (নয়) টি সিজনেল বাঁধ পানিসাগর ব্লকে এবং ৫ (পাচ) টি সিজনেল বাধ কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লকে জলসেচের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে ব্যয়ের রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

QUESTION NO. 419 (POSTPONED)

By—Shri Jatindra Kumar Majumder

QUESTION

১) জিরানীয়া ব্লক এলাকার দুধপাতিল মাঠে জলসেচের জন্য একটি Lift Irrigation মেসিন বসাইবার কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ?

ANSWER

১) দুধপাতিল মাঠে লিফট ইরিগেশন মেশিন বসাইবার জন্য একটি প্রস্তাব আছে। ইহা মাইনর ইরিগেশন ডিভিসনের তদন্তাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 473

By—Shri Abdul Wazid

QUESTION

১) পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত কী পরিমাণ ভূমিতে সিজনেল ক্রপ্স করা হইয়াছে ?

২) এই বাবত বিভিন্ন কাজে কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ?

ANSWER

১) ১৯৬৯-৭০ইং সনে পানিসাগর ব্লক এলাকায় সরকারী সাহায্যে মোট ১০৩.১ একর পরিমাণ ভূমিতে বিভিন্ন মরশুমী ফসল করা হইয়াছে।

২) বিভিন্ন ফসল চাষে ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

গম	টাঃ ৫,৩৫৫.৯৩
আলু	টাঃ ৩৮৮.৮৯
বোরধান	টাঃ ৩,৬৬১.৪৯
আমন ধান	টাঃ ৩,৬৭৪.৭১
সরিষা	টাঃ ১৭৬.৮৬
ইক্ষু	টাঃ ২,৫৫০.৯৫
মটর	টাঃ ২১৬.১৬
ছোলা	টাঃ ১০৪.৫০
ভুট্টা	টাঃ ২০৪.০০
মোট—	টাঃ ১৬,৩৩৩.৭৫

STARRED QUESTION NO. 521 (POSTPONED).

By Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

QUESTION

ক) অমরপুর ব্লক, ডুম্বুরনগর টি, ডি, ব্লক ও তেলিয়ামুড়া ব্লক-এ বর্তমান আর্থিক বৎসরে বরোধান করার সাহায্যে কতটি সাময়িক (Seasonal) বাঁধ দেওয়া হইয়াছে ;

খ) যে সমস্ত স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে উক্ত বাঁধগুলি বাবত কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

গ) কত জমি উক্ত বাঁধ দ্বারা উপকৃত হইবে ?

ANSWER

ক) ১৯৬৯-৭০ ইং সনে উক্ত ব্লকগুলিতে বুরো ফসল উৎপাদনের জন্য সাময়িক বাঁধ দেওয়ার সংখ্যা নিম্নরূপ :—

অমরপুর ব্লক — ১টি

ডম্বুরনগর টি, ডি, ব্লক — ২০টি

তেলিয়ামুড়া ব্লক — ৩৩টি

খ) বাঁধগুলি বাবত ব্লক ভিত্তিক মোট খরচের হিসাব নিম্নরূপ :—

অমরপুর ব্লক—টা ৭৯৫.৫০

ডম্বুরনগর টি, ডি, ব্লক—টা ৪,০৭০.০০

তেলিয়ামুড়া ব্লক—টা. ১১,৬২৯.০০

গ) বাঁধগুলি দ্বারা উপকৃত হইয়াছে এমন জমির আনুমানিক হিসাব ব্লক ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া গেল :—

অমরপুর ব্লক— ৬০ একর

ডম্বুরনগর ব্লক— ৫৩ একর

তেলিয়ামুড়া ব্লক—১,১০১ একর

Starred Question No. 538.

By Shri Rabinbra Ch. Deb Rankhal.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state-

প্রশ্ন

১। আসাম আগরতলা রাস্তার ২৪ মাইল হইতে ২৭ মাইল ৬ ফার্লং পর্যন্ত যে ৪টী স্থায়ী সেতুর নির্মান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল ঐ সেতুগুলির কাজ কবে পর্য্যন্ত শেষ হইবে ;

২। ইহা কি সত্য যে উপরোক্ত সেতুগুলির কাজ মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে ;

৩। সত্য হইলে কারণ কি ?

উত্তর

১। আগামী কাজের মরশুমে কাজগুলি সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

2 & 3. Technical matter এর জন্য মাঝে মাঝে কাজ স্থগিত রাখতে হয়েছে।

STARRED QUESTION NO. 586.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১) Dumbur Hydel Project এর বাহিরে ঠিকাদার N.P.C.C. কে সরকার কি কি কাজ দিয়াছেন—তাহার বিবরণ ;

২) ঐ সকল কাজ তাহাদের দেওয়ার কারণ কি ; এবং

৩) ঐ কাজ কবে দেওয়া হইয়াছে এবং কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ?

উত্তর

১—৩) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 587.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১) Dumbur Hydel Project এলাকায় Mizo/Sankrak আক্রমনের জন্য ঠিকাদার N.P.C.C. কি কোন ক্ষতি পূরণ দাবী করিয়াছেন ;

২) যদি ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া থাকেন, তাহার বিবরণ ;

৩) ঐ আক্রমণের ফলে Project এর কাজ কি বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যদি থাকে ঐ সম্পর্কে N.P.C.C.র বক্তব্য কি ?

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 590.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

QUESTION

১) Soil Conservation and Land Utilisation Committee Reserve Forest হইতে যে সকল জমি মুক্ত করার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন সেই সকল জমি রিজার্ভ মুক্ত করা হইয়াছে কি ?

২) কোথায় কোথায় মুক্ত করা হইয়াছে, কোথায় করা হয় নাই এবং রিজার্ভ মুক্ত না হওয়ার কারণ ?

৩) এই কমিটি অন্যান্য Forest Reserve সম্পর্কে কবে তদন্ত করিবেন ?

ANSWER

১) কতক ক্ষেত্রে হইয়াছে।

২) নিম্নলিখিত রিজার্ভ ফরেষ্ট ৩) প্রস্তাবিত রিজার্ভ ফরেষ্ট হইতে মুক্ত করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ফরেষ্ট	প্রস্তাবিত রিজার্ভ ফরেষ্ট
১) উনকোটি	১) দেও
২) বড়মূড়া-দেওতামূড়া	২) মনু চৈলেংটা
৩) সেন্ট্রাল কেচমেন্ট	৩) সত্রু হালাই
	৪) উল্টা ছড়া
	৫) চোরাই বাড়ী
	৬) তুলাকোনা
	৭) শান্তি পাড়া
	৮) কাচিগাং
	৯) রাধাকিশোরপুর
	১০) তুলাতলি বাড়ী
	১১) মুহুরীপুর
	১২) বেতাগা লুধুয়া

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মুক্ত করা হয় নাই, ঐগুলি সরকারের বিচেনাধীন আছে।

১) কালাগংরাই
২) তৃষ্ণা
৩) সাউথ সোনামোড়া
৪) লংথরাই
৫) চন্দ্রপুর
৬) তেলিয়ামুড়া
৭) চড়িলাম

৩) কমিটি যখন সাব্যস্ত করিবে তইনই তদন্ত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 620.

By Shri Abhiram Ded Barma.

প্রশ্ন

১। আসাম হইতে বিদ্যুৎ আনার ব্যবস্থা কতখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিবরণ ;

২। এই কাজে বিলম্ব হইয়া থাকিলে তাহার কারণ এবং

৩। এই বিলম্বের জন্য ত্রিপুরা সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হইয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ।

১। চোরাই বাড়ী হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত ১৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কে, ভি, লাইনের এবং ধর্ম্মনগর ১৩২ কে. ভি, সাব-ষ্টেশন এর নির্মান কার্য্য যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে এবং আগামী বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে কাজটি সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আগরতলা সাব-ষ্টেশন এর কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে এবং আগামী বৎসরের শেষের দিকে ইহার নির্মান কার্য্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। ১) ১৩২ কে, ভি, লাইন নির্মানের কাজে নিযুক্ত ঠিকাদার কাজ সম্পন্ন করিতে অপারগ হওয়ায় ২) ১৩২ কে, ভি, সাব-ষ্টেশনের কাজে নিযুক্ত ঠিকাদার যন্ত্রপাতি সরবরাহে অপারগ হওয়ায় এবং ৩) আসাম বিদ্যুৎ পর্ষৎ ১৩২ কে, ভি, লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে অপারগ হওয়ায় বিলম্ব হইয়াছে।

৩। সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 626.
By Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১) Extension and widening of Belonia Town Embankment (Group —I & II) এর কা॰ কি শ্রীলালমোহন ভৌমিককে দেওয়া হইয়াছে ;

২) যদি দেওয়া হইয়া থাকে তবে ঐ ঠিকাদারকে মোট কত টাকা Payment করা হইয়াছে ;

৩) ঐ কাজের অনুপাতে অনেক বেশী টাকা Payment করা হইয়াছে বলিয়া সরকার কোন অভিযোগ পাইয়াছেন কি ;

৪) যদি অভিযোগ পাইয়া থাকেন, ঐ সম্পর্কে কি করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) ১৯,৩১০ টাকা।

৩) হঁ্যা।

৪) বিষয়টি তদন্ত করা হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা পরীক্ষা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 638.
By Shri Jatindra Kumar Majumder.

প্রশ্ন

(ক) জিরানিয়া, ব্লক এলাকার রাস্তাগুলি এখনো পর্য্যন্ত পি, ডব্লিউ, ডি কর্ত্তৃক টেক-আপ-না করার কারণ কি ;

(খ) অতি সত্বর এ রাস্তাগুলি পি, ডব্লিউ, ডি কর্ত্তৃক টেক-আপ-করা হইবে কি ?

উত্তর

(ক) এবং (খ) রাস্তাগুলি পূর্ত্তবিভাগের রাস্তার মান অনুযায়ী নহে বলিয়া রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব পূর্ত্তবিভাগ গ্রহণ করতে অপারগ। রাস্তাগুলি পূর্ত্তবিভাগের মান অনুযায়ী উন্নয়ন করিতে হইলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। টাকার অভাবে রাস্তাগুলির দায়িত্ব পূর্ত্তবিভাগ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

STARRED QUESTION NO. 640.

By Shri Jatindra Kumar Majumder.

প্রশ্ন

(ক) টি, টি, সি এর আমলে পূর্ত্তবিভাগ জিরানিয়া, ব্লক এলাকার বর্ত্তমান নলগড়িয়া রেডিও ষ্টেশন হইতে পূর্ব্ব নোয়াগাঁও গ্রাম পর্য্যন্ত কোন রাস্তা করিয়াছে কি?

(খ) যদি করিয়া থাকেন তবে এ রাস্তায় কত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল এবং

(গ) 'ক' এর উত্তর হাঁ্যা হইলে কোন সনে করা হইয়াছিল এবং এখন এ রাস্তাটি ব্লক এর রোড্ রেজিষ্টারে না পি, ডব্লিউ, ডি এর রেজিষ্টারে রক্ষিত হইতেছে?

উত্তর

(ক এবং খ) টি. টি, সি এর পূর্ত্তবিভাগ এই রাস্তাটি করিয়াছিলেন বলিয়া কোন রেকর্ড পাওয়া যায় নাই।

(গ) রাস্তাটি পূর্ত্তবিভাগের রেজিষ্টারে রক্ষিত হইতেছে না।

STARRED QUESTION NO. 643.

By Shri Jatindra Kumar Majumder.

প্রশ্ন

১। রাণীরগাঁও জারুল বাচাই রাস্তায় কতটি পুল ভগ্ন অবস্থায় আছে;

২। এই রাস্তায় মোট পুলের (এস্, পি, টি ব্রীজ) সংখ্যা কত;

৩। কতদিন ধরিয়া এই রাস্তার মেরামতের কাজ বন্ধ আছে এবং

৪। বিগত ১৯৬৮-৬৯ ইং সনের বন্যার পর রাস্তাটিতে চলাফেরা করিতে কি ধরণের অসুবিধা হইতেছে।

উত্তর

১। ৪টী।

২। ৪টী।

৩। রাস্তাটি ডিপার্টমেন্টের Casual labours দিয়া মেরামত করা হইতেছে।

৪। বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়া মটর গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে না।

STARRED QUESTION NO. 644.

By Shri Monoranjan Nath.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কৈলাসহর সাব-ডিভিশনের তেলিয়া এবং ভাগ্যপুর মৌজার বিরাট মাঠে (marshy land) drainage এর অভাবে জনসাধারণ ফসল করিতে পারেন না ;

২। সত্য হইলে সরকারের নিকট উক্ত এলাকার জনসাধারণের আবেদন এবং উক্ত এলাকার জনপ্রতিনিধির অনুরোধ সত্বেও কোন পরিকল্পনা বা কাজ না করার কারণ কি ?

১—২। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

STARRED QUESTION NO. 645.

By Shri Monoranjan Nath.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সাব-ডিভিসনে পেচারথলের নিকট সোনালা এলাকার বাঁধ রিক্লেমেশন স্কীম এবং কৈলাসহর সাব-ডিভিশনে নাটিংছড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বাঁধ রিক্লেমেশন স্কীম এর জন্য কত টাকার এষ্টিমেট করা হইয়াছে।

২। উক্ত কাজগুলি কখন আরম্ভ করা হইবে এবং বর্ত্তমান বৎসরে কত টাকার কাজ করা হইবে।

৩। ইহা কি সত্য যে সোনালা বাঁধ রিক্লেমশন স্কীমে ইতিপূর্ব্বে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ অপচয় হইয়াছে। এবং

৪। সত্য হইয়া থাকিলে উহার কারণ ?

উত্তর

১। সোনালার জন্য ১,১১,৪০০ টাকাব এবং নাটিংছড়া এলাকার জন্য ১,৫৭,৮০০ টাকার এষ্টিমেট তৈরী হইয়াছে।

২। এখনই এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে।

৩। সরকারের জানা নাই।

৪। ৩নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 646.

By Shri Monoranjan Nath.

প্রশ্ন

(ক) ইহা কি সত্য কাঞ্চনপুর তহশীলাধীন ধনীছড়া মৌজার ২১৯টি খাস ভূমি বন্দোবস্ত

পাওয়ার (proceeding) কেইস সেটেলমেন্ট বিভাগ তদন্তাদি শেষ করতঃ উক্ত ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার পক্ষে রিপোর্ট দিয়া বিগত ১৯৬৮ ইং সনের নভেম্বর মাসে C.F.O. অফিসে প্রেরণ করা হয়, ঐ সমস্ত প্রস্তাবিত জায়গার বৃক্ষাদির মাশুল ইত্যাদি ধার্য্যক্রমে D.M. & Collector এর নিকট পাঠানোর জন্য ও এবং

(খ) ইহা কি সত্য অদ্যাবধি ঐ ২৭১টি কেইস্ সম্পর্কে C.F.O. অফিসে কিছুই করা হয় নাই বা D.M. & Collector এর নিকট পাঠান হয় নাই ?

উত্তর

(ক) হাঁ।

(খ) না।

STARRED QUESTION NO. 651.

By Shri Naresh Roy.

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট পর্য্যন্ত পীচের রাস্তায় Electric light এর ব্যবস্থা আছে কি ?

২। থাকিলে ঐ রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলিতে Electric Supply পাওয়ার জন্য কতগুলি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে ;

৩। এই পর্য্যন্ত কতগুলি দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে ?

উত্তর

১—৩। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

STARRED QUESTION NO. 667.

By Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

১। অমরপুর নূতন বাজার রাস্তার কাউয়ামারা ঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থান থেকে চেলাগাং হয়ে জলাইয়া রাস্তা পর্য্যন্ত যে মটর রাস্তা তাহা কোন্ সনে আরম্ভ হইয়াছিল ;

২। এই রাস্তার কাজে ১৯৭০ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে ;

৩। বর্ত্তমানে এই রাস্তা দিয়ে কোন রকম মটর জীপ চলাচল করে কিনা ; এবং

৪। যদি না করে থাকে, উহার কারণ ?

১—৪। তথ্য সংগ্রহ হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 673.

By Shri Debendra Krishore Choudhury.

প্রশ্ন

(ক) কলমচোরা বক্সনগর কামথানা রাস্তার জন্য জনসাধারণের কোন দাবী আছে কি ?

(খ) ইহার নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ কবে পর্যান্ত আশা করা যাইতে পারে ?

(ক এবং খ) সোনামুড়া হইতে মতিনগর হইয়া কলমচোরা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আছে উহার সোলিং এর কাজ শেষ হইয়াছে এবং মেটেলিং এর কাজ চলিতেছে কলমচোরা হইতে রহিমপুর পর্য্যান্ত একটি কাঁচা রাস্তা আছে। রহিমপুর হইতে কাম থানা পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণের দাবী সম্বন্ধে পূর্ত্ত বিভাগ অবগত নহেন।

STARRED QUESTION NO. 676.

By Shri Debendra Kishore Choudhury.

প্রশ্ন

(ক) কলমচোরা দুর্গানগর রাস্তার নির্ম্মান কার্য্যের work order কোন তারিখে দেওয়া হইয়াছিল।

(খ) ঐ রাস্তায় নির্ম্মিত bridge গুলি কি অবস্থায় আছে।

(গ) এখন পর্য্যন্ত রাস্তার কার্য্য শেষ না হওয়ার জন্য দায়ী কে ?

উত্তর

(ক) ১৯৬৫ সনের ৩১শে মার্চ।

(খ) পুলগুলির মেরামত প্রয়োজন।

(গ) কেহই দায়ী নহে।

STARRED QUESTION NO. 677.

By Shri Sunil Ch. Dutta.

QUESTION

ক) ইহা কি সত্য যে, বন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে Reserve ও Protected Forest হইতে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে এবং

খ) সত্য হইলে কি কারণে এইরূপ বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে ?

ANSWER

ক) } কতিপয় ভূমিহীন বন কর্ম্মচারীকে Proposed Reserve Forest এবং Protected
খ) } Forestএ বাসস্থানের জন্য তদুপযোগী ভূমি দেওয়ার প্রচেষ্টা চলিতেছে। সংস্পৃষ্ট কর্ম্মচারীরা ভূমিহীন বিধায় ঐরূপ প্রচেষ্টা নেওয়া হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 680.

By Shri Sunil Ch. Dutta.

QUESTION

ক) খোয়াই শহরের দক্ষিণাংশ শহর রক্ষার জন্য যে বাঁধ আছে তাহার বাইরে অবস্থিত কিনা ;

খ) শহরের দক্ষিণাংশকে বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষার জন্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা ;

গ) থাকিলে তাহা কি এবং তাহা কখন কার্য্যে রূপায়িত হইবে ?

ANSWER

ক) লালছড়ার পরে খোয়াই শহরের নূতন পরিবর্দ্ধিত এলাকা খোয়াই বন্যা নিরোধ বাঁধের বাহিরে।

খ) এইরূপ একটি পরিকল্পনা নেওয়া যায় কিনা তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে।

গ) উদ্দিষ্ট পরিকল্পনা হইল উজান হইতে (সিঙ্গিছড়া হইতে) লালছড়ার গতিপথ পরিবর্ত্তন করা। এই পরিকল্পনা কখন রূপায়িত হইবে তাহা এখনই নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নহে।

STARRED QUESTION NO. 683.

By Shri Sunil Ch. Dutta.

QUESTION

ক) বন বিভাগ চলতি আর্থিক বৎসরে সমগ্র ত্রিপুরায় কতটি মামলা দায়ের করিয়াছেন ;

খ) খোয়াই মহকুমার দায়ের করা মামলার সংখ্যা কত ?

ANSWER

ক) ৪৫৬টি।

খ) ৮৪টি।

STARRED QUESTION NO. 710.

By Shri Promode Ranjan Dasgupta.

QUESTION

1. Whether the Katcha Road with ditches here and there from Mohanpur Bazar to Dakshin Taranagar has passed through most thickly populated area under Mohanpur Block.
2. If so, the steps taken to improve the same by solling and metalling.

ANSWER

1 & 2. No such road is borne in the books of the P. W. D.

STARRED QUESTION NO. 712.

By Shri Promode Ranjan Dasgupta.

QUESTION

1. Whether Hashermatha Road under Mohanpur Block has been completed in conformity with the plan and estimate ;
2. if not, the reason therefor ?

ANSWER

1-2) Materials under collection.

STARRED QUESTION NO. 757.

By Shri Benoy Bhusan Banerjee.

QUESTION

ক) ইহা কি সত্য যে, বাগনা সার্কেলের জন্য ডি, এল, ডব্লু কোয়ার্টার এবং বীজাগারের জন্য যে দুইটি ঘর দীর্ঘদিন পূর্বে তৈয়ার করা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আজও সম্পূর্ণ হয় নাই ?

খ) উক্ত কোয়ার্টার দুইটির জায়গার মালিকানা সরকার পাইয়াছেন কি ?

গ) যদি মালিকানা না পাইয়া থাকেন তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর সরকারী ঘর তোলার কারণ কি ?

ANSWER

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 779.

By Shri Ershad Ali Choudhury.

QUESTION

১। কাকড়াবন টু বড়পাথারী ভায়া মির্জ্জা প্রস্তাবিত রাস্তাটির কার্য্য বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে আরম্ভ হইবে কিনা ? না হইলে কবে পর্য্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

ANSWER

১। না ; অর্থাভাবে কাজটি করা যাইতে পারিতেছে না।

STARRED QUESTION NO. 780.

By Shri Ershad Ali Choudhury.

QUESTION

১) উদয়পুর বিভাগের ভাগমা জলার শিংগড়িয়া ছড়াতে যে স্লুইস্ গেট করার পরিকল্পনা সরকারের আছে তাহা কার্যকরী হইতে আর কতকাল সময় লাগিবে।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে উহার কার্য্য আরম্ভ হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি ?

ANSWER

(১ এবং ২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 784.

By Shri Ershad Ali Choudhury.

QUESTION

Gumti Hydro Electric Projectএ M/S N.P.C.C.তে বর্ত্তমানে কতসংখ্যক কর্মচারী কার্য্যরত আছে ? উহাদের মধ্যে Local people কতজনকে নেওয়া হয়েছে এবং বাহিরের কতসংখ্যক কর্মচারী আছে ?

ANSWER

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 809.

By Shri Promode Ranjan Dasgupta.

QUESTION

1. Whether it is a fact that the bund construction on Dainachara at Mantala Colony under Mohanpur Block has been washed away because of week construction with bricks of inferior quality.
2. If so, total expenditure incurred for its construction and the step taken against the contractor ?

ANSWER

(1 & 2) Materials are under Collection.

STARRED QUESTION NO. 852.

By Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal.

QUESTION

১। তেলিয়ামুড়ায় মটরষ্ট্যাণ্ড করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

২। গ্রহণ করিয়া থাকিলে কতদিনের মধ্যে উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে।

ANSWER

১। এখন পর্য্যন্ত নয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 853.

By Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, A. A. Road এর ৩৯ মাইল পোষ্টের নিকট পুলটি ২ বৎসর পূর্ব্বে নির্মিত হওয়া সত্বেও approachএ earth filling না হওয়ায় যানবাহন চলাচলের অসুবিধা হইতেছে। এবং

২) যদি সত্য হয় earth filling না করার কারণ কি ?

উত্তর

(১ এবং ২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে ।

STARRED QUESTION NO. 854.

By Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া-অমরপুর রাস্তার Construction করার জন্য ১ বৎসর পূর্বে Tender Call করা হইয়াছে কি ?

২) হইয়া থাকিলে এখন পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

(১ এবং ২) তথ্য সংগ্রহ হইতেছে ।

APPENDIX—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 698.

By Shri Kshitish Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

QUESTION

ক) ইহা কি সত্য যে Forest Department এর বিরুদ্ধে Forest Departmentএর কর্ম্মচারীগণ মামলা করিয়াছেন ?

খ) যদি সত্য হয় তবে ১৯৬৭-৬৮ ইং ১৯৬৮-৬৯ ইং ১৯৬৯-৭০, ১৯৭০-৭১ ইং আগষ্ট পর্য্যন্ত কতটা এই ধরণের মামলা হইয়াছে তাহার সংখ্যা;

গ) ঐ সব মামলায় সরকার পক্ষ খরচ বাবত কত টাকা ব্যয় করিয়াছে তাহার মোকদ্দমা ভিত্তিক টাকার পরিমান ?

ANSWER

ক) হাঁ ।

খ) ৬টি ।

গ) ১)	শ্রীপ্রাণেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক দায়ের করা মোকদ্দমা—			টাকা	২৯৫·৪৫
২)	শ্রীশীতল ভৌমিক	,,	,, —	টাকা	১৫৭.৫৫
৩)	শ্রীনারায়ণ চৌধুরী	,,	,, —	টাকা	৪.৭৫
৪)	শ্রীসুব্রত কুমার দেব	,,	,, —	টাকা	১.০৫
৫)	শ্রীরমেশ চন্দ্র দেব	,,	,, —	টাকা	৫.৬৫
৬)	শ্রীঅরুণবন্ধু ভট্টাচার্য্য	,,	,, —	টাকা	৬.১০

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 18th September, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 18th September, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, three Ministers, Deputy Speaker, Dy. Minister and twenty one Members.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের রুলস অব প্রসিডিউরের ২১২ নং এবং ২১৩ নং'এ আছে—

* * * * * * * * * *

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Member to take his seat and let me start the business of the House.

Shri Aghore Deb Barma :—Speaker may .. * * * *

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Member to maintain the decorum of the House. His entire speech should be expunged from the proceedings of the House to-day.

Shri Aghore Deb Barma :— * * * * *

তার প্রতিবাদে আজকের দিনের জন্য হাউস থেকে ওয়ক আউট করছি।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 89 Sir.

Shri S. L. Singh :—Question No. 89 Sir.

QUESTION	ANSWER
1) How many Estates (Talukdars/ Jaminders) were there in Tripura before the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 came into force.	23,424 Estates (Taluks).

* *(EXPUNGED AS PER ORDER OF THE SPEAKER)

2) What was the quantity of land held or owned by those Estates (Talukdars or Jaminders).	1,91,503.57 acres.
3) What was the nnmber of such Estates or Talukdars etc. whose land or area were within fully or partly in the Tribal Reserved area as declared by the Maharaja.	There were no Taluks within the Tribal Reserve area according to para 2 of the Tribal Reserve order No, 325 dated the 1st Aswin 1353 T.E.
4) Who were the tenants or Raiyats in those area.	Does not arise in view of reply to item 3 above.

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Question No. 133.

Shri S. L. Singh :—Question No. 133 Sir.

প্রশ্ন

১) সাব্রুমের ছোটখিলের বিনিময়কারী ২১টি উদ্বাস্তু পরিবারের জমি সংক্রান্ত বিরোধের মিমাংসা হইয়াছে কি ?

২) যদি না হইয়া থাকে উহা মীমাংসার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

৩) ইহা কি সত্য যে বিরোধের জন্য অনেক জমি দীর্ঘদিন অনাবাদ পড়িয়া আছে ?

উত্তর

১) না।

২) বিলোনীয়া মুন্সেফ্ আদালতে বিচারাধীন আছে।

৩) মাত্র ৬ ৮২ শতাংশ ভূমি কোর্ট হইতে ইনজাংশান জারী হওয়াতে পতিত আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই জমির বিরোধ কতদিন ধরে চলেছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে যে ১৯৫০ ইং সন হইতে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই জমি বিরোধ মীমাংসার জন্য খাস জমি রিকুইজিশান করে তাদের পুনর্বাসন'এর ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ : -মামলা চলাকালীন আমরা এইরকম কোন ব্যবস্থা করতে পারব না। কারণ এটা আইন ঘটিত ব্যাপার। বিলোনীয়া মুনসেফ আদালতে বিচারাধীন আছে। মাত্র ৬.৮২ শতাংশ জমি কোর্ট হইতে ইনজাংশান জারী হওয়াতে পতিত আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী। শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৫।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৫ স্যার।

প্রশ্ন

ক) সদর বিভাগের জিরাণীয়া ব্লক অন্তর্গত কতটি রেভিনিউ মৌজা ট্রাইবেল রিজার্ভভুক্ত ?

খ) কিসের ভিত্তিতে মৌজাগুলিকে সম্পূর্ণ অথবা অংশত ট্রাইবেল রিজার্ভভুক্ত করা হইয়াছে ?

গ) রিজার্ভভুক্ত মৌজার অ-উপজাতি জনসাধারণ স্বকার্যে তাহাদের জোতের জমি বিক্রি করিতে তাহাদিগকে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় কি ?

উত্তর

ক) বর্তমান সার্ভে সেটেলমেণ্ট মতে আংশিকভাবে নয়টি রেভিনিউ মৌজা।

খ) ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ ও ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দের তদানিন্তন মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ গঠন সম্পর্কিত ঘোষণা এবং ১৩৫৮ ত্রিপুরাব্দের তদানিন্তন রিজেণ্ট মাতা মহারাণীর রিজার্ভের কিছু স্থান রিজার্ভ মুক্তির ঘোষণার ভিত্তিতে।

গ) ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দের ট্রাইবেল রিজার্ভ আদেশের তৃতীয় প্যারা মতে পুরাতন ত্রিপুরা, নোয়াতীয়া, জমাতিয়া, রিয়াং ও হালাম সম্প্রদায় ভুক্ত পার্ব্বত্য প্রজা উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত পার্ব্বত্য প্রজা ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায় ভুক্ত পার্ব্বত্য প্রজা কিম্বা অপার্ব্বত্য প্রজার নিকট তাহাদের ট্রাইবেল রিজার্ভস্থিত জমি বিক্রয় করিতে পারেনা।

অপরাপর সম্প্রদায় ভুক্ত পার্ব্বত্য প্রজা ও অপার্ব্বত্য প্রজা উক্ত ট্রাইবেল রিজার্ভ আদেশ মতে ট্রাইবেল রিজার্ভস্থিত কোন জমির মালিক হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের ট্রাইবেল রিজার্ভভুক্ত কোন জমি বিক্রয়ের প্রশ্ন উঠে না।

১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দের ট্রাইবেল রিজার্ভ আদেশের তারিখে ট্রাইবেল রিজার্ভ সিমানাভ্যন্তরে যে সমস্ত জমি উপরোক্ত পাঁচ সম্প্রদায় ভুক্ত পার্ব্বত্য প্রজার ভিন্ন অপর সম্প্রদায়ভুক্ত পার্বত্য প্রজা অথবা অপার্ব্বত্য প্রজার জোত অথবা তালুকী সত্বে দখলে ছিল ঐ সমস্ত জমি ট্রাইবেল রিজার্ভের সিমানাভ্যন্তরে পতিত হওয়া সত্বেও ঐ আদেশের ২য় প্যারা অনুযায়ী ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়ার বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ঐ সমস্ত পার্ব্বত্য ও অ-পার্ব্বত্য প্রজা ঐ প্রকার দখলীয় ভূমি সরকারের অনুমতি গ্রহণে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অপর সম্প্রদায়ভুক্ত পার্বত্য ও অপার্বত্য প্রজার নিকট বিক্রয় করিতে পারে। ট্রাইবেল রিজার্ভের উল্লিখিত উক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির নিকট তাহারা সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকেই জমি বিক্রয় করিতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, ট্রাইবেল রিজার্ভ ভুক্ত কিছু বসতি এবং অংশত ট্রাইবেল রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণ নিজের কাজে যখন তখন তাদের জমি বিক্রী করার সুবিধা পাচ্ছে না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— ডিফিকালটি টু সাম এক্সটেন্ট আছে এবং সেই ডিফিকালটি আইন ঘটিত। ডিফিকালটি নানাদিক থেকে হতে পারে। আজকাল আমাদের একটা ট্রাইবেল এডভাইসরী বোর্ড আছে, প্রথমে তাদের কাছে সেটা পাঠাতে হয়, তারা স্ক্রুটিনি করে।

আফটার স্ক্রুটিনি এটা ডি, এম'এর কাছে যায়, ডি, এম, তখন অর্ডার দেয়। এই এ্যাসেম্বলী থেকেই আমরা এই ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী বোর্ডের জন্য রিজল্যুশান পাশ করিয়ে নিয়েছি এবং সেই অনুশাসন বলেই সেটা ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী বোর্ডের কাছে যায়। সেই ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী বোর্ড স্ক্রুটিনি করে তারপর সেটা ডি, এম-এর কাছে পাঠায়, অতএব স্বাভাবিক কারণেই বিলম্ব হয়। এটা আইন ঘটিত ব্যাপার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ট্রাইবেল সেখানে ওয়ান পারসেণ্ট নেই, এমন মৌজাও ট্রাইবেল রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— ট্রাইবেল রিজার্ভ হল একটা এরিয়াকে সংযুক্ত করা। যতক্ষন পর্য্যন্ত এই এরিয়া ট্রাইবেল রিজার্ভ হিসাবে ঘোষণা করা হচ্ছে না ততক্ষণ আমরা কোন কিছুই করতে পারি না এবং কোন কাজও করতে পারি না। জিরানীয়া ব্লকে ২৯টি রেভিনিউ মৌজা আছে এ্যাজ পার প্রেজেণ্ট সার্ভে সেটেলমেণ্ট অপারেশান যেমন রাধাকিশোরপুর, মেথলিপাড়া, পূর্ব দেবেন্দ্রনগর, তুলাকোণা, জয়নগর, মান্দাইনগর, কাশীরামপাড়া, শিবনগর, আমলীঘাট, চম্পকনগর, পশ্চিমবড়জলা, জিরানীয়া, দীনবন্ধুনগর, যোগেন্দ্রনগর, রামচন্দ্রনগর, নোয়াবাদী, পূর্ববড়জলা, চাম্পামুড়া, জন্মজয়নগর লক্ষীপুর, পূর্বনওয়াগাঁও, বৃদ্ধনগর, দীনদাসবাড়ী, রাধামোহনপুর, রাধাপুর, বেলবাড়ী, মজলিষপুর এবং বঙ্কিমনগর এ্যাণ্ড দি ফলোয়িং মৌজাস আর পার্টলী ফল্স ইনটু দি ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া যেমন মেথলীপাড়া, কাশীরামবাড়ী, দীনবন্ধুনগর, জন্মজয়নগর, পূর্ব্ব নোয়াগাঁও, রাধামোহনপুর, রাধাপুর ও বেলবাড়ী।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি যার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে যে পূর্বনওয়াগাঁও, মেথলীপাড়া এই দুইটি মৌজা অংশত ট্রাইবেল রিজার্ভ বলে আপনার উত্তর পেয়েছি। এখন আমার কথা হল এখানে এক পার্সেণ্টও ট্রাইবেল পিপুল নেই, যেখানে হানড্রেড পার্সেণ্ট থাকার কথা। কাজেই যেসব মৌজাতে ওয়ান পার্সেণ্ট ট্রাইবেল পিপুল নেই, সেইসব মৌজাকে ট্রাইবেল রিজার্ভ থেকে মুক্ত করার কোন প্রচেষ্টা হবে কিনা, আমি জানতে চাই।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— যতক্ষণ পর্য্যন্ত সংশোধন করা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এটা করা আমাদের পক্ষে পসিবল হবে না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সব এলাকার ট্রাইবেল-দের জমি বিক্রি করতে অনেক অসুবিধা হয়, এটা স্বীকার করবেন কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— একটু আগেই আমি একটা লিষ্ট পড়ে শুনিয়েছি পার্টলী রিজার্ভ এবং পার্টলী নন-রিজার্ভ সম্পর্কে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি যে ট্রাইবেল রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত ট্রাইবেল ও নন-ট্রাইবেলদের কো-অপারেটিভ থেকে লোন নেওয়া সময় তাদের মর্টগেজ দিতে হয়, ৮০০ টাকার উপর হলে বা সরকার থেকে লোন নেওয়ার সময় তারা ঠিকমত প্রমাণ না দেওয়ার দরুণ লোন নেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। কাজেই এটার কোন ইক্তিয়ার পন্থা বের করার সুবিধা আছে কিনা, সেটাই আমি জানতে চাই?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে লোন নিতে হলে টু দি প্রেজেন্ট লিগেল পজিশান ট্রাইবেলরাও ওনার্স অব দি ষ্টেট। অতএব তারা ঋণ যে কোন জায়গা থেকে নিতে পারেন। সেই সম্পর্কে এবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে যারা এসেছিলেন, সরকার যদি কোন গ্যারান্টি না দেন তাহলে তাদেরকে ঋণ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের যে বিরাট অসুবিধা হচ্ছে, সেটা আমরা জানি। কাজেই তারা যাতে ঋণ পেতে পারে সেজন্য কি করা যায়, আমরা সেটা চিন্তা করছি। আর একটা অসুবিধা হচ্ছে, সেটা হল এখানে যারা ৫ সম্প্রদায়ভুক্ত নয় এমন ট্রাইবেলও আছেন এবং সেজন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে আমরা এ্যাডভাইসরী কমিটির থেকে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছি যাতে ইণ্ডিয়ান সিডিউলকে অর্থাৎ আমাদের ত্রিপুরাতে যে সব ট্রাইবেল আছে, তাদের সবাইকে যাতে লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা সেই লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সব সুবিধাগুলি তারা আইনত পাচ্ছে না। তাহলে পরে কোন পার্সিয়াল এ্যাক্ট থাকলে পরে সেটাকে ট্রাইবেলরা পাবে না। কেননা আমরা আছি ডেমোক্রেটিক ওয়ার্লডে, এখানে এই রকম চলতে পারে না। তাই আমাদের সেদিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে। এসব সুবিধার কথা আমরা বুঝি। আর উইদাউট লোন আমাদের এগ্রিকালচারেল ডেভেলাপমেন্ট কি করে হবে? এখন এখানে আরও নানারকম প্রশ্ন উঠেছে যে ট্রাইবেলরা পাচ্ছে না অথচ নন-ট্রাইবেল বা বাঙ্গালীরা পাচ্ছে এই রকম বৈষম্যমূলক অবস্থা আমরা আর কোন মতেই চলতে দিতে পারি না, এটার অবসান ঘটাতে হবে। কারণ আমরা সব সময়ে বলে আসছি যে টিলার্স উইল বি দি ওনার্স অব দি ল্যাণ্ড এবং আমাদের আইনও সেভাবে রচিত হবে। কাজেই এই হাউসের সমর্থন যদি পাই তাহলে আমরা সেই আইন রচনা করতে পারব এবং এই হাউস এদিক দিয়ে মত দিবেন বলে আমার বিশ্বাস আছে। আর সেই অনুসারে আমরা এখানে একটা কমিটি করেছি, সেটা হল ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ক কমিটি। এই আইনটাকে সংশোধন করবার জন্য আমরা সেই কমিটি থেকে একটা প্রস্তাবও গ্রহণ করেছি এবং সেটাকে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠিয়েছি, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার এ্যাকসেপ্ট করলে আমরা আশা করি যে অতি দ্রুত যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা আছে, সেটাকে দূর করতে পারব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সব ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে যে সব ট্রাইবেলের জমি আছে, সেগুলি নন-ট্রাইবেলদের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে? সেখানে ট্রাইবেলরা দারিদ্রের মধ্যে পড়ে তাদের জমিগুলি অন্যের হাতে হস্তান্তরিত করছে। কাজেই তাদেরকে সেগুলি ফেরত পাইয়ে দেওয়ার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে কিনা?

মিঃ স্পীকার ঃ—ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি রিজার্ভ এলাকার মধ্যে যে সব জমি আছে, সেগুলি খাস জমি না ট্রাইবেলদের জমি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ট্রাইবেল রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত যে সব জমি আছে সেগুলি ট্রাইবেলদের নয়, সেগুলি হল সরকারের। কেননা সরকার যদি ওনার না হয় তাহলে তাদের জমি বিক্রি করতে পার্মিশান লাগাবে কেন? হস্তান্তরিত করতে পার্মিশান লাগবে কেন?

Mr. Speaker :—Shri Manoranjan Nath.

Shri Manoranjan Nath :—Question No. 528.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 528.

প্রশ্ন

ক) ধর্মনগর তহশীলাধীন পদ্মাবিল মৌজায় ৫৫ নং জোতের মোং এক দ্রোন তেরগণ্ডা ১৪৯/১৯৫৮ নং মোকদ্দমা এবং ৩৩৫ নং জোতের মোং ৮০ বার কানি ১৪/১৯৫৭ নং মোকদ্দমা Certificate Case মূলে কোন সনে নীলাম হইয়াছিল?

খ) উক্ত নীলামের জায়গার দখল নীলাম খরিদ্দারগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে কি?

গ) যদি বুঝাইয়া না দেওয়া হইয়া থাকে ইহার কারণ কি?

ঘ) যদি বুঝাইয়া না দেওয়া হয় তবে উক্ত নীলাম খরিদ্দারগণকে সুদসহ নীলাম ডাকের টাকা অবিলম্বে ফেরৎ দেওয়া হইবে কি?

উত্তর

ক) ১৯৬৬ইং।

খ) না।

গ) যে পুরাতন সার্ভে সেটেলমেন্ট রেকর্ডের ভিত্তিতে সংসৃষ্ট ভূমি নীলামে দেওয়া হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান সার্ভে সেটেলমেন্ট অফিসে স্থানান্তরিত করায় এবং নূতন সার্ভে সেটেলমেন্ট রেকর্ড অব রাইটস চুড়ান্ত তজদিক উপলক্ষে সার্ভে সেটেলমেন্ট অফিসে থাকায় নিলামী ভূমি দখল নীলাম খরিদ্দারকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য এতদিন পর্য্যন্ত সরেজমিনে ভূমির অবস্থান নির্ণয় করার সুবিধা হয় নাই।

ঘ) নীলাম রহিত হইলে নীলাম ডাকের টাকা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে। সুদ হিসাবে টাকা ফেরত দেওয়ার বিধান নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সার্টিফিকেট কেসগুলি যে নীলাম হল তখন জায়গা দখল সমঝাইয়া দিবে সরকার এই কথা ছিল। কিন্তু সমঝাইয়া না দেওয়ার কারণটা কি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে নীলাম রহিত হইলে ডাকের টাকা ফেরত দেওয়া যাইতে পারে। সুদ হিসাবে টাকা ফেরত দেওয়ার কোন বিধান নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি জানতে চাইছি যে একটা লোক সে নীলাম খরিদ করেছে। সে জায়গা দখল পাবে না কেন? তা না হলে লোকটাকে ডিসিভ করা হচ্ছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নীলাম রহিত হলে নীলামের টাকা ফেরত দেওয়া যাবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—নীলাম রহিত হয়েছে সেই উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিচ্ছেন নাকি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নীলাম রহিত হয় নাই। নীলাম রহিত হলে নীলামের জায়গার টাকা ফেরত দেওয়া যাবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাই সে নীলাম খরিদ করল জায়গা পাওয়ার জন্য। কিন্তু তাকে জায়গা বুঝাইয়া দেওয়া হল না কেন? আজকে ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯ এবং ৭০ ইং চলছে।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমোক্ত (গ) নম্বর প্রশ্নের উত্তরে সেটা বিবৃতি করেছি যে পুরাতন সার্ভে সেটেলমেন্ট রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভূমি নীলামে দেওয়া হইয়াছিল তাহা বর্তমান সার্ভে সেটেলমেন্ট অফিসে স্থানান্তরিত করায় এবং নূতন সার্ভে সেটেলমেন্টে রেকর্ড অব রাইটস চূড়ান্ত তজদিক উপলক্ষে সার্ভে সেটেলমেন্ট অফিসে থাকায় নিলামী ভূমি দখল নীলাম খরিদ্দারকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য এতদিন পর্য্যন্ত সরেজমিনে ভূমির অবস্থান নির্ণয় করার সুবিধা হয় নাই। আর (ঘ) নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে—'যদি বুঝাইয়া না দেওয়া হয় তবে উক্ত নীলাম খরিদ্দারগণকে সুদসহ নীলাম ডাকের টাকা অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হইবে কি?' তার উত্তরে আমি বলেছি—'নীলাম রহিত হইলে নীলাম ডাকের টাকা ফেরত দেওয়া যাইতে পারে। সুদ হিসাবে টাকা ফেরত দেওয়ার বিধান নাই।'

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কেসগুলি কি নীলাম রহিত হয়েছে?

Shri S. L. Singh :— As the final record of rights of the area has in the mean time been finalised both the old and new Survey Settlement record will have to be consulted for ascertaining the exact location of the land required to be given the possession through the auction pertaining. As soon as those are completed, further necessary action in the matter will be taken by the Revenue Officer concerned.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ধর্মনগরে এইরকম হাজার হাজার কেস আছে যে লোক নীলাম ডেকে জায়গা পায় নাই এবং টাকাও ফেরত পায় নাই। মানুষকে এইরকমভাবে ডিসিভ করা হচ্ছে।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি কোন কিছু হয় তবে আইন সংগতভাবেই সেটা করা হচ্ছে এবং আইনসংগতভাবে যদি না হয় তা হলে দে মে গো টু দি কোর্ট অ্যাণ্ড কোর্ট ইজ দেয়ার। অতএব এখানে কথা হল যে যেখানে ওল্ড সার্ভে ছিল সেখানে নিউ সার্ভে হয়েছে। সেই জায়গাতে অলটারেশন কিছুটা হতে পারে। সেটা ফাইনালাইজ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ঠিক করে বলতে পারব না যে কোথায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ৬৬ইং ফেব্রুয়ারী মাসে নীলাম হল। কিন্তু আজ ৩ বছর পরেও সেই জায়গা তাকে বুঝাইয়া নেওয়া হয় নি। কিন্তু টাকা তার খাটছে। সেটেলমেন্ট যদি অন্য রকম হয়ে থাকে, জায়গার যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে তার টাকা তো ফেরত দিলে লোকটা পেত কিছু। কিন্তু এই অবস্থাতে লোকটাকে টানা হেঁচড়া করার কি মানে থাকতে পারে?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— যদি টাকা ফেরত না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আইনসঙ্গত ভাবেই তা হচ্ছে না মনে হয়। বে-আইনী করছেন না। অতএব যদি বে-আইনী কাজ হয়ে থাকে তাহলে দে যে লজ কেস ইন দি কোর্ট।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে জায়গাতে পজেসন নাই সেটা নীলাম করলে পজেসান পাওয়া যাবে কিনা সেটা নীলাম সম্পর্কিত অফিসারের দেখা উচিত ছিল।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— উচিত সেটা আমি অস্বীকার করছি না। তবে অনুচিত যদি কোন কার্য কেউ করে তাহলে তার জন্য আইন আছে। সেই অনুসারে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমার ধর্মনগর সাবডিভিসনে অনেকগুলি লোক এইভাবে টানা হেঁচড়ার মধ্যে আছে। এই সম্পর্কে তদন্ত করবেন কি ?

Shri S. L. Singh :— If I get semething from the Hon'ble Members, then certainly I shall go through that.

Mr. Speaker :— Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :— Question No. 623.

Shri S. L. Singh— Mr. Speaker, Sir, Question No. 623,

QUESTION

১) কৈলাসহর পশ্চিম মাছলিতে শ্রীগঙ্গাচরণ মুণ্ডা এবং আরও ২৪ জন উপজাতির ভূমিহীন কৃষক সরকারের নিকট এই মর্মে কি আবেদন করিয়াছেন যে তাহাদের পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত জমি হইতে অ-উপজাতির কিছু লোক তাহাদের উচ্ছেদ করিতেছে :

২) ইহা কি সত্য যে শ্রীননী মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিরা বলপূর্বক ঐ উপজাতি কৃষকদের পুনর্ব্বাসনের জমি দখল করিতেছেন ; এবং

৩) যদি সত্য হয় তবে সরকার ঐ উপজাতি ভূমিহীন কৃষকদের জমি হস্তান্তর রুখিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

ANSWER

১) দেখা যায় প্রশ্নকর্ত্তার মতে করিতেছে, এখনও করা হয় নি। যেখানে করা হয় নি সেখানে তার প্রশ্নের উত্তর কি দিব আমি বুঝতে পারছি না।

২) এখানেও দেখা যায় যে এখনও করা হয় নি। অতএব সেই সম্বন্ধে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি কেউ বলপূর্ব্বক জমি দখল করে তাহলে দেয়ার ইজ কোর্ট। দে মে লজ কেস দেয়ার।

৩) দেখা যাচ্ছে প্রশ্ন যারাই যে ইহা অর্ধ সত্য। অতএব সেই সম্বন্ধে সত্যাসত্য বলাও মুস্কিল। অতএব সেই জায়গায় আমি এই উত্তরেই আমাদের মাননীয় মেম্বারকে চেয়ারের থ..তে নিবেদন করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অর্দ্ধ সত্য, একথা বলেন নাই যে সম্পূর্ণ অসত্য। কাজেই এ ঘটনা সত্য। গঙ্গাচরণ মুণ্ডা এবং আরও ২৪ জন আবেদন করেছেন সেই আবেদন পেয়েছেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— মুণ্ডা ট্রাইবেল লিষ্টের অন্তভূ'ক্ত হয় নি। তারা এখনও অ-উপজাতি। সেইদিক থেকে প্রশ্ন কর্ত্তার হুশিয়ার থাকা উচিত। কাজেই যেখানে প্রশ্ন অর্দ্ধ সত্য সেখানে আমি উত্তর কি করে দেব। আর ২৪ জন ল্যাণ্ডলেস পিটিশন করেছেন, পিটিশন করবে। কিন্তু পিটিশন করার সাথে সাথে ভূমি দিয়ে দেওয়া যায় না। তার ডিমারকেশান এবং প্লটিং অব ল্যাণ্ড হবে তারপর সেই জায়গাতে তাদের বসাতে হবে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি ষ্টেটমেণ্ট করছেন...

শ্রী এস এল সিংহ— আমি ষ্টেটমেণ্ট করছিনা। আমি এখানে বলেছি প্রশ্নটি অর্দ্ধসত্য। যেখানে প্রশ্ন অর্দ্ধসত্য সেখানে আমি কি করে সত্য বলব। এটা যদি ষ্টেটমেণ্ট হয়ে থাকে তাহলে আমি বাধ্য হয়েছি ষ্টেটমেণ্ট করতে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে মুণ্ডা এবং আরও ২৪ জন ট্রাইবেল, কাজেই সেখানে মুণ্ডা নন-ট্রাইবেল বলা হয় নাই। এদিকে উনার কথাটা সত্য নয়। কাজেই এই সম্পর্কে দরখাস্ত পেয়ে কোনকিছু করেছেন কিনা সন্দেহ, তার জন্যই বিভিন্ন ধরণের ষ্টেটমেন্ট করছেন।

মিঃ স্পীকার— অনার‍্যাবল মেম্বার ইউ আর অলসো মেকিং এ ষ্টেটমেন্ট। শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায়— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫৪ স্যার।

শ্রী এস, এল, সিংহ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিন্যু এন্ড ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট'এর সিলিং অনুসারে ত্রিপুরায় কতটি পরিবারের জমি উদ্বৃত্ত পাওয়া গিয়াছে এবং ২) উক্ত জমির পরিমাণ কোন বিভাগে কত ?	তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে

মিঃ স্পীকার— শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী। শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ। শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪৬।

শ্রী এস, এল, সিংহ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪৬।

প্রশ্ন

ক) ধর্ম্মনগর ফটীকুলী বাজার উন্নয়নের কাজ কখন আরম্ভ হইবে ;

খ) উক্ত কাজের জন্য কোন Plan ও Estimate গ্রহণ করা হইয়াছে কি ; এবং

গ) গ্রহণ করা হইলে কত টাকা Sanction করা হইয়াছে ?

উত্তর

ক) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে

খ) হঁ্যা

গ) টাকা মঞ্জুর করা হয় নাই।

শ্রী রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খ নং প্রশ্নের উত্তরে কত টাকার এসটিমেট গ্রহণ করা হয়েছে সেটা আমি বুঝতে পারি নাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এসটিমেট হয়ে তারপর সেটা গভর্ণমেন্ট থেকে এডমিনিষ্ট্রেটিভ স্যাংশান এবং টেকনিক্যাল স্যাংশান হয়ে আসে। সেই জন্যই আমি এখানে বলেছি যে টাকা মঞ্জুর করা এখনও হয় নাই। এসটিমেটেড কষ্ট আমি বলতে পারি সেটা হচ্ছে ১৯,৫০০ টাকা।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এষ্টিমেট কখন হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যাতে অবিলম্বে টাকা স্যাংশান হয় তার ব্যবস্থা করবেন কি ?

Shri S. L. Singh :—I shall try my best to get it done.

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 604.

Shri S. L. Singh :—Question No. 604 Sir.

Question

১) ইহা কি সত্য যে এই বছর সরকারী গুদামে কিছু চাউল Math-eaten বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ; যদি সত্য হয় উহার পরিমান ;

২) ইহা কি সত্য যে ঐ চাউল আগরতলার কিছু কিছু Ration Shop মাধ্যমে বিলি করায় জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় ;

৩) যদি সত্য হয়, ঐ Math-eaten চাউল সরকার কি ভাবে ব্যবহার করার কথা চিন্তা করিতেছেন ?

Answer

১) হঁা, ১,৪৪৭ মেট্রিক টন চাউল (বেগমী)।

২) হঁা।

৩) এই চাউলের মান টেকনিকেল প্রক্রিয়ার দ্বারা উন্নত করিয়া ফেয়ার প্রাইস সপের মাধ্যমে বিলি করা হইয়াছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই চাউল কোথায় পোকায় খেয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এই চাউল আমরা ইমপোর্ট করে আনি। ত্রিপুরা রাজ্যে বেগমী চাউল উৎপন্ন হয় না। তাই এই চাউল ইমপোর্ট করে এনে সরকারী গুদামে রাখা হয় এবং বিভিন্ন জায়গাতে, বিভিন্ন সময়ে ইণ্ডেণ্ট অনুসারে প্রেরন করা হয়ে থাকে। অতএব টোটাল চাউলের পরিমাণ ছিল ১,৪৪৭ মেট্রিক টন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই চাউল গোদামজাত করবার পর পোকায় খেয়েছে না গোদামজাত করবার আগেই পোকায় খেয়েছে, বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই চাউল আমাদের ইমপোর্ট করে আনতে হয়। আমরা বিশেষ করে এই চাউল সাউথ বা নর্থ ইণ্ডিয়া থেকে এনে থাকি। তারপরে সেই চাউল যখন এখানে পৌছায় তখন তাকে আমাদের সরকারী গুদামে রাখা হয়। এখানে যে প্রশ্ন ছিল সরকারী গুদামে অবস্থিত চাউল কেরীতে খেয়েছে, তার পরিমাণ কত ? আমি সেই জায়গাতে বলেছি যে তার পরিমান হল ১,৪৪৭ মেট্রিক টন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি জানতে চাই এই চাউল গুদামে থাকাকালীন সময়ে পোকায় খেয়েছে না গুদামে আসার আগেই সেগুলিকে পোকায় খেয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ফর দীস আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮৫।

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 585. Sir.

Question

১) ১৯৬৯-৭০এ যে সকল ঠিকেদার Carrying Contractorএর কাজ করিতেছেন তাহাদের নাম এবং Contract এর পরিমাণ, (Department ভিত্তিক হিসাব) :

২) এই সকল Carrying Contractorএর মধ্যে যদি কাহারো বিরুদ্ধে মালপত্রের Loss in transit এর অভিযোগ থাকে তাহাদের নাম এবং ঐ lossএর পরিমাণ ;

৩) ঐ loss সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

১)
২) } Material is under collection.
৩)

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Starred Question No. 671.

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 671 Sir.

Question

ক) ত্রিপুরার কতটি পরিবার ২৫ একরের উর্দ্ধে জমির মালিক আছেন তাহার সাব-ডিভিসন ভিত্তিক সংখ্যা ?

Answer

ক) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker :— Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :— Starred Question No, 625.

Shri S. L. Singh :— Starred Question No. 625. Sir.

QUESTION NO. 625.

১) কৈলাশহর তারাবনছড়া জুমিয়া কলোনীর সমবায় সমিতির সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে সরকার কি কোন দুর্নীতির অভিযোগ পাইয়াছেন ;

২) ইহা কি সত্য যে ঐ সমবায় সমিতির কোন হিসাব পত্র তিনি দিতে পারিতেছেন না । এবং

৩) ঐ সমবায় সমিতির আয় ব্যয়ের হিসাবে ক্ষতির পরিমান ১৯৬৮-৬৯ পর্য্যন্ত কত দাঁড়াইয়াছে ?

ANSWER

১) হ্যাঁ, শ্রীবৈষ্ণ মাণিক রূপিনী নামক সমিতির একজন সভ্যের নিকট হইতে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

১) সত্য নহে।

৩) অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৬৮-৬৯ পর্য্যন্ত সমিতি লাভে চলিতেছে। ক্ষতির প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে শ্রীবৈষ্ণ মাণিক রূপিনী কি কি অভিযোগ পেশ করেছিলেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

অভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই তারাবন ট্রাইবেল কলোনীর সমবায় সমিতির সম্পাদক, শ্রীহেমেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তিনি কিসের ভিত্তিতে এই ট্রাইবেল কলোনীর সমবায় সমিতির সম্পাদক হয়েছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সম্পাদক যে আইন অনুসারে হয়ে থাকে, সেই আইন অনুসারে হয়েছেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য তারাবন ট্রাইবেল কলোনী ডেভেলপমেন্ট কমিটিরও সম্পাদক ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে কবে তদন্ত করিয়াছেন বলতে পারেন কি ?

Shri S. L. Singh :—The accumulated net profit of the society as per audit upto the year ending 1968-69. এই পর্য্যন্ত হয়েছে। তারপরে আর অডিট হয় নি। অতএব সেটা বলতে পারব না। নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন অডিট কবে হয়েছে এবং কোন অডিটার করেছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি বলেছি the accumulated net profit of the Society as per audit report upto the year ending, 68-69 was Rs. 443.33 P.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই কলোনীতে কোন রাস্তাঘাট হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সমিতির মাধ্যমে হয় কিনা আমার জানা নেই। তবে প্রত্যেকের কনট্রাক্ট নেওয়ার অধিকার আছে, কনট্রাক্ট ডাকতে পারেন, করতে পারেন। অ্যাজ সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া দে হ্যাভ দি রাইট টু গিভ টেণ্ডার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই সমবায় সমিতি রাস্তার কনট্রাক্ট নিয়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে কত টাকা লাভ করেছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার। তাদের যে লাভ হয়েছে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্য্যন্ত তা আমি বলেছি। Taraban Jumia Colony Co-operative Society has been audited and there is no complaint of the auditor for non-production of accounts. The accumulated net profit of the society as per audit report upto the year ending 1968-69 was Rs. 443.33 P.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই তারাবন ছড়া জুমিয়া কলোনী সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা কত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তাদের শেয়ার ক্যাপিট্যাল কত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch, Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Question No. 720.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 720,

QUESTION

১) গত বছর প্রচুর আটা ও সুজি খাদ্যের অযোগ্য বিবেচিত ঘোষণা করে শিলচরে বিক্রয় করে উহা পুনরায় ক্রয় করিয়া ত্রিপুরায় আমদানী করায় কোন অভিযোগ সরকার পাইয়াছেন কি ;

২) যদি পাইয়া থাকেন, এ সম্পর্কে কোন তদন্ত হইয়াছে কি ;

৩) তদন্তের ফলাফল এবং এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম এবং

৪) ইহার ফলে সরকারের আনুমানিক কত টাকা ক্ষতি হইয়াছে ?

ANSWER

Materials are under collection.

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 627.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 627.

QUESTION

১) সাব্রুম সাতচাঁদ টী, ডি, ব্লকের কর্মচারী শ্রীনরোত্তম বণিক কি পি, ই, ও, শ্রীবীরহরি রায়ের বিরুদ্ধে গত ২৭-৬-৭০, ১৩-৭-৭০ ও ২৭-৭-৭০ এ কোন অভিযোগ করিয়াছেন ;

২) অভিযোগ করিয়া থাকিলে তাহার সারমর্ম কি ; এবং

৩) ঐ অভিযোগ সম্পর্কে কোন তদন্ত হইয়া থাকিলে তাহার ফলাফল কি ?

ANSWER

Materials are under collection.

Mr. Speaker—There are 19 Unstarred Questions to-day. The ministers may lay on the Table of the House the replies of the Unstarred Questions and also the starred questions which are not orally answered.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনারা যে দমনমূলক এবং জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছেন—

Shri Jatindra Kr. Majumder—I am interested in the question of Shri Khitish Ch. Das.

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, একজন সদস্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন অথচ—

Mr. Speaker—Question hour is already over.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—আপনারা যে সকলের ভাষাকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য চেষ্টা করছেন সেজন্য আমরা (নয়েজ)—

মিঃ স্পীকার—আই উড রিকোয়েষ্ট দি অনারেবল মেম্বার টু টেক সীট। মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে বসুন।

Shri S. L. Singh—I would draw the attention of the Hon'ble Speaker. It is an aspersion on the Hon'ble Speaker. So I think—(Noise).

Mr. Speaker—He should not speak.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,—(নয়েজ)

Mr. Speaker - Please take your seat.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—আমার একটা বক্তব্য আছে স্যার। বক্তব্যটা হচ্ছে গতকাল বিধানসভায়—(নয়েজ)* * * * * * * *

* * (Expunged as per order of the Chair).

Shri S. L. Singh—I would draw the attention of the Speaker. It is an aspertion on the Speaker. So I think.......

Mr. Speaker—I have already expunged his speech.

Hon'ble Member please take your seat.

Shri Abhiram Deb Barma— * * * * * *

(Expunged as per order of the Speaker).

Shri Jatindra Kr. Majumder—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল আমাদের হাউসে যথন পেনডামনিয়াম চলছিল, মাননীয় সদস্ত শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় আমাদের মেস্ নিয়ে বেরিয়ে যায় সংসদীয় কার্যের বিরোধিতা করে। আপনার কাছ থেকে সেই বিষয়ে রুলিং চাইছি।

Mr. Speaker—Yesterday after the pandemonium in the House when the Members suspended by the House were being removed, Secretary reported to me that the Mace was missing. Immediately thereafter Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma entered into the House and confessed to the Chair with apology that he had removed the Mace as he was apprehending that the Members who were creating disturbance might damage the Mace. He, therefore, removed the Mace to the Secretary's Room with a view to protect the Mace from damage and disgrace. I do not doubt the intention of the Member, but I feel that the action of the Member was wrong. I hope such action will not be repeated in the House.

In view of this I wish to drop the matter and not to proceed further.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is discussion & Voting on Demands for Excess Grants for 1966-67. To day 8 Demands viz. Demand Nos. 2—Land Revenue, 3—State Excise Duties, 8—Parliament, State/Union Territory Ligislature, 9—General Administration. 11—Jails, 15—Medical, 16—Public Health and 27—Public Works (including roads) are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix—'A' showing demands to be moved by the Finance Minister. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands and there will be discussion on the Demands. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 8 & 9—together and Demand Nos. 15 & 16—together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

* * * * (Expunged as per order of the Speaker).

Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 2—Land Revenue.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 3,09,736/- be granted to meet the excess in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

Mr. Speaker :—Is there any Member to discuss ?

I am putting this Demand for Grant No. 2 to vote. There is no Motion for reduction of Grant.

(The demand was put to vote and passed by voice vote)

Now I would call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 3—State Excise Duties.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 268/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in repsect of Demand No. 3—State Excise Duties.

Mr. Speaker :—There is no Motion for reduction of Grant. I am putting the Demand to vote.

(The Demand was put to vote and passed).

Now I would call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 8 & 9 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 30,502/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in respect of Demand No. 8—Parliament/State/Union Territory Legislature.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir. on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 5,876/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in respect of Demand No. 9—General Administration.

Mr. Speaker :—There is no motion for reduction on grant. No. 8. So I am putting the Demand to vote.

The Demand was put to vote and passed.

There is no motion for reduction on grant No. 9—I am now putting the Demand to vote.

The Demand was put to vote and passed.

Now I would call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 11—Jails.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommenda-

tion of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 377/- be granted to meet the exceess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in respect of Demand No. 11—Jails.

Mr. Speaker :—Now, I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his demand for grant No. 11—Jails.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 377/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in respect of Demand No. 11—Jails.

Mr. Speaker :—There is no motion for reduction of grant. So, I am putting the motion to vote.

Now, the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 377/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in respect of Demand No. 11—Jails, was put and agreed to.

Now, I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant Nos. 15 & 16 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 3,24,765/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in respect of Demand No. 15—Medical.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator. I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 50,792/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in respect of Demand No. 16—Public Health.

Mr. Speaker :—There is no moton for reduction of grant. So, I am the putting motion to vote.

The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 3,24,765/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in respect of Demand No. 15—Medical.

The motion was put to vote and agreed to.

Mr. Speaker :—There is no motion for reduction of grant on Demand No. 16. So, I am putting the motion to vote.

The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 50,792/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in respect of Demand No. 16—Public Heath.

The motion was put to vote and agreed to.

Mr. Speaker :—Now I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion for Demand No. 27—Public Works (including Roads).

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding

Rs. 33,25,333/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in respect of Demand No. 27— Public Works (including Roads).

Mr. Speaker :—There is no motion for reduction of grant. So, I am putting the motion to vote.

The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 33,25,333/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1966-67 in respect of Demand No. 27— Public Works (including Roads).

The motion was put to vote and agreed to.

Next item in the List of Business, the Appropriation (No. 5) Bill, 1970 (Bill No. 10 of 1970) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation (No. 5) Bill, 1970 (Bill No. 10 of 1970).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Finance Minister for leave to introduce the Appropriation (No. 5) Bill, 1970 (Bill No. 10 of 1970).

The motion was put to vote and agreed to.

SECRETARY—A BILL to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Tripura to meet the amounts spent on certain services during the financial year 1966-67 in excess of the amount granted for those services and for that year.

Mr. Speaker :—Now, I shall call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion to introduce the Appropriation (No. 5) Bill, 1970 (Bill No. 10 of 1970).

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 5) Bill, 1970 (Bill No. 10 of 1970) be introduced.

Mr. Speaker :—The question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Appropriation (No. 5) Bill, 1970. (Bill No. 10 of 1970) be introduced.

The motion was put to vote and agreed to.

Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice Office.

Next consideration & passing of the Appropriation (No. 5) Bill 1970 (Bill No. 10 of 1970).

Now, the business of the House, the Appropriation (No. 5) Bill, 1970 (Bill No. 10 of 1970) is to . e taken into consideration. I shall request the Hon'ble Finance Minisier to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 5) Bill, 1970 (Bill No. 10 of 1970) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—The question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Appropriation (No. 5) Bill, 1970 (Bill No. 10 of 1970) be taken into consideration at once.

The motion was put to vote and agreed to.

Mr. Speaker :—CL_2 do stand part of the Bill.

The motion was put to vote and agreed to.

Mr. Speaker :—CL_3 do stand part of the Bill.

The motion was put to vote and agreed to.

Mr Speaker :—Schedule do stand part of the Bill.

The motion was put to vote and agreed to.

Mr. Speaker :—CL_1 do stand part of the Bill.

The motion was put to vote and agreed to

Mr. Speaker :—The Title do stand part of the Bill,

The motion was put to vote and agreed to.

Mr. Speaker :—Next business is the Passing of the Appropriation (No. 5) Bill, 1970 (Bill No. 10 of 1970). I shall request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for Passing of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Appropriation (No 5) Bill, 1970 (Bill No. 10 of 1970) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Appropriation (No. 5) Bill, 1970 (Bill No. 10 of 1970) as settled in the Assembly be passed.

The motion was put to vote and agreed to.

Mr. Speaker :—I am now passing to the next item. Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Bidya Ch. Deb Barma to move his Resolution that—"ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, মহাজনী শোষণের ফলে কিভাবে গরীব কৃষকের জমি মহাজনের হাতে হস্তান্তরিত হইতেছে তাহা তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক।" The Hon'ble Member is absent. So this resolution falls through.

There is another resolution of Shri Abiram Deb Barma. I would call on Shri Abiram Deb Barma to move his resolution that—"ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, ত্রিপুরার চা-শ্রমিক ও চা শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক।" The Hon'ble Member is absent. So his resolution falls through. Next resolution is of Shri Abdul Wazid. It should not be included in the List of Business as the Hon'ble Member has already been suspended.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, আমি একটা বিবৃতি কালকের ইনসিডেন্টের উপর দিতে চাই। কালকে যে ঘটনা এখানে হয়েছে সেটা মর্মন্তুদ। মর্মন্তুদ এই জন্য যে যারা কংগ্রেস 'আর' সংসদীয় দলের সদস্য, যারা সোয়ার করে, প্রতিজ্ঞা করে এই দলের অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করেছেন তারা এখানে ব্লক হিসাবে আলাদা সীট চেয়েছিলেন এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর সুচিন্তিত অভিমত হাউসের সামনে জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও আমাদের এই দলের অন্তর্ভুক্ত তারা এই পেণ্ডামনিয়াম সৃষ্টি করেছেন। সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং যারা কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন তারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে তাদের সীট দখল করে বসেছে এবং তারা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। সেটা আরও মর্মন্তুদ যে ঘোষণার আগে সুচিন্তিত পরিকল্পনা করে তারা তিনজন মেম্বার আছে বলেই তাদিগকে জোর করে সেখান থেকে ডিস্‌লজ করে এই জায়গাতে বসেছিলেন স্পীকারের রুলিং-এর আগেই। তাহলে বুঝা যায় যে তারা সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিতভাবে এই হাউসে এই পেণ্ডামনিয়াম সৃষ্টি করতে এসেছিলেন। তাই আমি বাধ্য হয়ে তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য একটা মোশন লীডার অব দি হাউস হিসাবে আমার কর্তব্যে বাধ্য হয়ে আমাকে করতে হয়েছে টু মেন্টেন ডিসিপ্লিন অব দি হাউস এবং সেই অনুসারে অধ্যক্ষ মহোদয় আমার এই মোশনকে এলাও করেছেন। সেজন্য তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। তার পরের যে ঘটনা সেটা আরও মর্মন্তুদ। ইন্দিরা গান্ধীর দলভুক্ত হয়ে স্পীকারের রুলিংএর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানান। তখন মার্শাল সেখানে যান এবং তখন তাকে চেয়ার উত্তোলন করে আঘাত করার যে চেষ্টা করেছেন সেটা আরও মারাত্মক, আরও মর্ম্মন্তুদ। তাই লীডার হিসাবে, ইন্দিরা গান্ধীর দলভুক্ত হিসাবে, 'আর' কংগ্রেস দলভুক্ত হিসাবে তাদের এই আচরণে আমি অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত। তাই আমি আমার অভিমত কালকে বলেছিলাম যে জ্ঞাপন করব। সেই অনুসারে আমি সেটা জ্ঞাপন করেছি এবং আমি আশা করব যাতে তারা তাদের ভুল বুঝে ইন্দিরা গান্ধী সম্মান ও শ্রদ্ধা হিসাবে আমরা যারা দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, অ্যাফিডেবিট করে, সোয়ার করে তাঁর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়ে এখানে ৩০টা আসনে পৌঁছেছি। তাই আমি আবেদন করব যে যতক্ষণ তারা দলভুক্ত, ততক্ষণ পর্যন্ত রি-এলকেশান অব সীটের প্রশ্ন উঠতে পারে না। স্পীকার যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন উনি তা রেফার করেছেন পার্লামেন্টে সেটাকে আমি অভিনন্দন জানাই।

Mr. Speaker :—I have in my command from the Lt. Governor that the House do now stand prorogued.

APPENDIX—"A".

STARRED QUESTION NO 2.

By Shri Bajuban Riyan.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ২৯/১২/৬৯ ইং তারিখে অমরপুর কারবুক আদর্শ আদিবাসী কলোনীর অধিবাসীবৃন্দ মুখ্য প্রশাসকের নিকট গণদরখাস্ত দিয়াছিল ও দরখাস্তের বিষয় ছিল। নিজ লুংগা জমির সংলগ্ন টিলাভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার প্রার্থনা।

২) যদি সত্য হয় এ বিষয়ে সরকার কি চিন্তা করিতেছেন।

উত্তর

১) হাঁ।

২) বিষয়টি তদন্তাধীনে আছে।

STARRED QUESTION NO. 25.

Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ভাটি অভয়নগর কবরখলা প্রায় এক বৎসর যাবত কোন এক হিন্দু পরিবার কর্তৃক জোরপূর্ব্বক গৃহনির্মাণ করে বসবাস করার ব্যাপারে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক উক্ত কারখানা রক্ষার আবেদন করে জেলা শাসকের নিকট একাধিকবার দরখাস্ত ও Representation দিয়েছে কিনা ;

২) যদি এই ব্যাপারে কোন দরখাস্ত ও Representation দেওয়া হয়ে থাকে, উক্ত কবরখলা রক্ষার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ;

৩) যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়ে থাকে তার বিস্তৃত বিবরণ ?

উত্তর

১) একটি দরখাস্ত।

২) অবৈধ দখলকারীকে উচ্ছেদের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 69.

By Shri Bajuban Riyan

প্রশ্ন

১) অমরপুর বাজার সংস্কারের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) অমরপুর বাজার পরিবর্দ্ধন করার জন্য সরকার কোন দরখাস্ত পাইয়াছেন কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 159.

By Shri S. C. Dutta.

প্রশ্ন

ক) ১৯৬৯ সালে কমলপুর মৌজার কৃষক শ্রীপ্রতাপ গোস্বামীকে সরকারী খাসভূমি হইতে উচ্ছেদ করার পর ঐ জমির প্রতাপ গোস্বামীর ফলায়িত ফসলের মূল্য বাবত কত টাকা কমলপুর তহশীল অফিসে জমা আছে ;

খ) ঐ ফসল কাটাইতে ও সংগ্রহ করিতে সরকারী ব্যয় কত টাকা হইয়াছে ;

গ) শ্রীপ্রতাপ গোস্বামী সরকারী সর্ত্তে তাহার ফলায়িত ফসল কাটিবার ও সংগ্রহ করিবার জন্য কমলপুর এস, ডি, ও, অফিসে প্রার্থনা দাখিল করিয়াছেন কি না ?

উত্তর

ক) টাঃ ১০৯.৬০ পঃ।

খ) টাঃ ৯২.০০

গ) সরকারী সর্ত্তে ফসল কাটিবার জন্য কোন দরখাস্ত করে নাই।

STARRED QUESTION NO. 166.

By Shri Ersad Ali Choudhury.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

1. Total Number of petitions received from the landless people of Tripura for their rehabilitation during the year 1968 to 1969 ;

2. Number of villages or localities in which landless families have been settled during the year 1968-69 in Tripura ?

ANSWER

1) 7,712 petitions.

2) 72 villages and 3 colonies. (Excluding the figure of Sadar Sub-Division).

STARRED QUESTION NO. 173.

By Shri Ersad Ali Choudhury.

QUESTION

1) Total number of Govt. Bazars in Tripura ;

2) Total number of Private Bazars in Tripura ;

3) Total number of Private Bazars taken up by the Government under Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 ;

4) Total Revenue Collected from Govt. Bazars ?

ANSWER

1) 114 Numbers.

2) 125 numbers.

3) So far 29 numbers.

4) Rs. 96,219.46p.

STARRED QUESTION NO. 412.

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

1) Whether an amount of around Rs. 30,000/- was sanctioned during the year 1969-70 for the extension and development of Amarpur market ;

2) if so, whether the said amount has been spent ; and

3) if not, the reasons therefor ?

ANSWER

1) No.

2) Does not arise.

3) Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 575.

By Shri P. R. Dasgupta.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) গত ১৮।২।৭০ তারিখে সদর সাবডিভিসনের সিধাই থানার কাতলামারা গ্রামের ভাগচাষী শ্রীসূর্য্য দেব তাহার জমির মালিক শ্রীরাখাল রায়ের বিরুদ্ধে তাহাকে তাহার ভাগচাষের প্রাপ্য ধান না দিয়ে জোর পূর্বক আটক করে রাখার অভিযোগ জানিয়ে সদর S. D. O. এর নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন কি ;

২) দরখাস্ত করিয়া থাকিলে ভাগচাষী শ্রীসূর্য্য দেব অভিযোগ তদন্তক্রমে তাহাকে তাহার ভাগচাষের প্রাপ্য ধান দেওয়ার কোন ব্যবস্থা Sadar S. D. O. এ পর্য্যন্ত নিয়াছেন কি ;

৩) এ পর্য্যন্ত কোন step না নেওয়া হইলে তাহার কারণ ?

Answer

১) শ্রীরাখাল রায়ের জমির ভাগচাষী উল্লেখে শ্রীসূর্য্য দেব সদর এস, ডি, ও, নিকট এরূপ একটি দরখাস্ত করিয়াছেন।

২) শ্রীসূর্য্য দেবের অভিযোগ তদন্তক্রমে সদর এস, ডি, ও, এই প্রকার দরখাস্তমূলে

প্রার্থিত বিষয়ে প্রতিকার দেওয়ার সুবিধা না থাকায় বিষয়টি আপোষ মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি শ্রীসূর্য্য দেবকে এই ব্যাপারে উপযুক্ত আদালতের আশ্রয় নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন।

৩) ২নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 663.

By Shri Aghore Deb Barma.

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে ভূমি সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব পাস করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন কি না ?

২) যদি পাঠান হয়ে থাকে সেই প্রস্তাবের পূর্ণ বয়ান ;

৩) উক্ত কমিটির সদস্যদের নাম ?

Answer

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড কমিটীর সদস্যদের নাম :—

১।	শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মুখ্যমন্ত্রী	চেয়ারম্যান
২।	শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরী—মন্ত্রী	মেম্বার
৩।	,, কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মন্ত্রী	,,
৪।	,, প্রফুল্ল কুমার দাস—মন্ত্রী	,,
৫।	,, মুনছর আলী—উপমন্ত্রী	,,
৬।	,, মনোরঞ্জন নাথ—এম, এল, এ	,,
৭।	,, উমেশ লাল সিংহ—এম, এল, এ	,,
৮।	,, সুনীল চন্দ্র দত্ত—এম, এল, এ	,,
৯।	,, নিশিকান্ত সরকার—এম, এল, এ	,,
১০।	,, রবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল—এম, এল, এ	,,
১১।	,, ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—এম, এল, এ	,,
১২।	,, রাজকুমার কমলজিত সিংহ—এম, এল, এ	,,
১৩।	শ্রীমতী রেনু চক্রবর্তী—এম, এল, এ	,,
১৪।	শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জি—এম, এল, এ	,,
১৫।	,, রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত—এম, এল, এ	,,
১৬।	মুখ্য সচিব	,,
১৭।	জেলা শাসক ও সমহর্তা	,,

১৮।	ডিরেক্টর অব সেটেলমেন্ট এণ্ড ল্যাণ্ড রেকর্ডস	মেম্বার
১৯।	আণ্ডার সেক্রেটারী, রেভিনিউ	,,
২০।	কনজারভেটার অব ফরেষ্ট	,,
২১।	শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—এম, এল, এ	,,
২২।	,, যতীন্দ্র মজুমদার—এম, এল, এ	,,
২৩।	,, রমেশ ভট্টাচার্য্য—এডভোকেট	,,
২৪।	,, জ্ঞানদা কিশোর রায়—এডভোকেট	,,

STARRED QUESTION NO. 675.

By Shri Debendra Kishore Choudhury.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

ক) কখন সোনামুড়া এবং মেলাঘর বাজারের উন্নতির কাজ শুরু হইবে ?

খ) বাজার দুইটার developmentএর জন্য কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে (বাজার ভিত্তিক) ; এবং

গ) Development এর জন্য জমি acquisition এর প্রয়োজন আছে কি এবং তজ্জন্য acquisition এর notice দেওয়া হইয়াছে কি ?

ANSWER

ক)
খ) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
গ)

STARRED QUESTION NO. 682.

By Shri Sunil Ch. Dutta.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

ক) ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য খোয়াই মহকুমায় Certificate case এর সংখ্যা কত ?

খ) কত সংখ্যক Certificate case এ পাওনা আদায়ের জন্য দায়িকদের জোতভূমি নীলামের আদেশ দেওয়া হইয়াছে ;

গ) সরকারী পাওনা আদায়ের জন্য কৃষকদের অস্থাবর মালামাল ক্রোকের সময় হালের গরু ক্রোক করা হয় কিনা ?

ANSWER

ক)
খ) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
গ)

STARRED QUESTION NO. 684.

By Shri Suresh Chandra Choudury.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) বকয়া খাজনা মকুবের কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে কোন্ কোন্ সনের খাজনা মকুব করা হইবে ;

২) বকেয়া খাজনার দায়ে যে সকল জমি নালিশ হইতেছে উহা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা সরকার করিবেন কি ; এবং

৩) বিলোনীয়া বিভাগে ১৯৭০ইং সনে বকেয়া খাজনার দায়ে কতটা মামলা দায়ের করা হইয়াছে ?

ANSWER

১) যে সমস্ত সনের বকয়া ভূমি রাজস্ব মকুব করা সরকারের বিবেচনাধীন আছে ঐ সমস্ত সনের বকয়া ভূমি রাজস্বের পরিমাণ নির্ণয় করা হইতেছে। ১৩৭২ বাংলা ১৩৭৩ বাংলা ও ১৩৭৫ বাংলা সনের ভূমি রাজস্ব মকুব করার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) ঐরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

৩) ৫০টী মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 691

By Shri Suresh Ch. Choudhury

QUESTION

১। ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ইং সনের মধ্যে কোন মহকুমায় কত জনকে Rice Mill এর Huller licence দেওয়া হইয়াছে ;

২। এই licence দেওয়ার পদ্ধতি কি; এবং

৩। Huller licence এর জন্য সরকারের নিকট কোন প্রার্থীর দরখাস্ত সরকারের নিকট আছে কিনা ? যদি থাকে তবে ইহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব কি ?

ANSWER

১।
২। } Material is under collection.
৩।

STARRED QUESTION NO. 693

By Shri Kshitish Chandra Das

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে দেশী মদের Whole sale dealershipএর জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল—বিগত ১৯।৮।৭০ইং-তে মাননীয় ডি, এম, এণ্ড কালেক্টার মহোদয়ের অফিসে তাহা open করা হয় ;

২। ইহা যদি সত্য হইয়া থাকে কোন Sub-divisionএ কে lowest হইয়াছে জানাইবেন কি (Sub-Division wise) ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। তিন জিলার জন্য দেশী মদের Whole sale dealership এর জন্য tender আহ্বান করা হইয়াছিল নিম্নে কোন জিলায় কে lowest tender দিয়াছে তাহাদের নাম দেওয়া গেল—

১। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা,
শ্রীউপানন্দ দাস
ধলেশ্বর, আগরতলা।

২। উত্তর ত্রিপুরা জিলা
শ্রীকৃষ্ণধন নাগ
নেতাজী সুভাষ রোড, আগরতলা

৩। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা
শ্রীকৃষ্ণধন নাগ
নেতাজী সুভাষ রোড, আগরতলা।

STARRED QUESTION NO. 701

By Shri Kshitish Ch. Das.

QUESTION

১। জাতীয়করণ ব্যাঙ্কগুলির শাখা ত্রিপুরার কোন্ কোন্ স্থানে আছে ?

ANSWER

১। আগরতলা, কৈলাসহর, বিলোনীয়া, উদয়পুর, ধর্ম্মনগর।

STARRED QUESTION NO. 702

By Shri Kshitish Ch. Das.

QUESTION

ক) প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২৩ বৎসর চাকুরীর কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়ার পরেও Sweeper (contingent menial) শ্রীশশীমোহন শব্দকারকে regular না করার কারণ কি ;

খ) মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন ?

উত্তর

(ক) এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। ১৭।৪।৭০ ইং তারিখে ৫২৯ নং ষ্টার্ড কোশ্চেনের উত্তর দেওয়ার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল যে এটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

(খ) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 708.

By Shri P. R. Das Gupta.

QUESTION

1. Whether the Mohanpur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd., Mohanpur Block has been audited in the year 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68 and 1968-69 ;
2. If so, whether there is any adverse remark by the audit ?

ANSWER

1. No.
2. Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 713.

By Shri P. R. Das Gupta.

QUESTION

1. Total area of Pratapgarh Tea Estate ;
2. Area of land acquired by the Govt. upto 1969 ;
3. Total amount of compensation paid against acquisition ; and
4. To whom the compensation money has been paid.

ANSWER

1.
2. } Materials are under collection.
3.
4.

STARRED QUESTION NO. 735.

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

1. What is the total amount of grant for rehabilitation of Scheduled Caste Landless peasantry ?
2. Whether the Government has any scheme to increase the said amount ?
3. If so, the details scheme of the said grant ?

ANSWER

1. . Amount of grant-in-aid to landless Sch. Castes for their settlement is Rs. 300/- per family.
2. Yes.
3. Under the revised scheme each family of landless Sch. Castes/Sch. Tribes to be settled is proposed to be allotted land not less than 2 acres but not exceeding 6 acres and a grant @ Rs. 1910/- payable as follows :—
   (i) Grant-in-aid for reclamation of land @ not exceeding Rs. 250/- per acre.
   (ii) Grant-in-aid for purchase of one pair of bullocks per family not exceeding Rs. 400/- per family.
   (iii) Grant-in-aid for purchase of agricultural implements @ not exceeding Rs. 30/- per family.
   (iv) Grant-in-aid for purchase of seeds and fruit plants, grafts etc. for horticulture @ not exceeding Rs. 150/- per family.
   (v) Grant-in-aid for fertilizer and plant protection Chemicals not exceeding Rs. 200/- per family.
   (vi) Grant-in-aid for purchase of House building materials @ not exceeding Rs. 200/- per family.
   (vii) Subsistance allowance @ not exceeding Rs. 50/- per month durning the cultivating season.

STARRED QUESTION NO. 751.

By Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

১। গত আর্থিক বৎসরে বিশ্রামগঞ্জ বাজার উন্নয়নের জন্য কত টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল ?

উত্তর

১। কোন টাকা বরাদ্দ করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 772.

By Shri Suresh Ch. Choudhury.

প্রশ্ন

১। ১৯৭০-৭১ সনে সরকার কোন ভূমিহীন কলোনী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন কি ;

২। যদি করার ইচ্ছা থাকে তবে কোন্ কোন্ মহকুমায় ইহা করিবেন ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 782.

By Shri Ersad Ali Choudhury.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কি পরিমাণ ওয়াকফ্ সম্পত্তি আছে ?

২) মুসলমানদের পরিত্যক্ত কি পরিমাণ ওয়াকফ্ সম্পত্তি আছে ?

৩) পরিত্যক্ত ওয়াকফ্ সম্পত্তিগুলি এখন কি অবস্থায় আছে ?

৪) ত্রিপুরায় কোন ওয়াকফ্ বোর্ড আছে কি ?

৫) না থাকিলে Board গঠন হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি ?

উত্তর

১), ২), ৩) এবং ৪) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 801.

By Shri Abdul Wazid.

QUESTION

1) Total number of Muslims left for Pakistan in the year 1965 under Brojendranagar Tehsil, Dharmanagar ;

2) Whether it is a fact that the landed properties left behind by those Muslims have been sold to different persons on fictitions registered deeds ?

ANSWER

১ }
২ } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে

STARRED QUESTION NO. 808.

By Shri P. R. Das Gupta.

QUESTION

1) Whether Kalagachia Pound Keeper Shri Thakurdas Debnath submitted a Bill for Rs. 644.00 to S. D. O., Sadar through o/c. Sidhai Police Station for keeping Sidhai P. S. seized cattle which was forwarded to S. D. O., by Sidhai P. S. vide No. 3841 dated 2. 12. 66 ;

2) Whether it is a fact that the pound keeper was asked to resubmit the bill in duplicate by S. D. O., vide letter No. 462/S. D. R./Estt/ 22-29/77, dated 12. 4. 66 ;

3. if so, the reason of with-holding the payment till now ?

ANSWER

1) }
2) } Materials are under collection.
3) }

STARRED QUESTION NO. 831

By Shri Debendra Kishore Choudhury

QUESTION

1) Is it a fact that Shri Satish Chandra Majumder, Officer-in-charge of Amarpur M. P. Block called upon an urgent meeting to be held on Friday, the 22nd May, (8th Jaistha) under letter No. 1175-99/F. 3(114)-AMP/69-70 ?

2) If so, what is the contents of the letter ; and

3) Was the meeting called upon according to the advise of the Chairman of B. D. C.

ANSWER

1)
2) Materials under collection.
3)

APPENDIX—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 104.

By Shri Abhiram Deb Barma

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা মহকুমা সহরের বাজারগুলির উন্নয়নের জন্য ১৯৬০ হইতে '৬৯এর মধ্যে কোন বাজারের জন্য কত টাকা খরচ করা হইয়াছে তাহার বাজার ভিত্তিক হিসাব।

২) এই অর্থ বরাদ্দ যথেষ্ট কিনা ?

৩) খোয়াই বাজারের এক অংশ সুভাষ পার্কে স্থানান্তরিত হওয়ায় তাহার জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করিবেন কি ?

উত্তর

১) পাবিয়াছড়া বাজার, কৈলাসহর ৯৮০৬ টাকা।

২) প্রশ্ন উঠে না (১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে)।

৩) না।

UNSTARRED QUESTION NO. 540.

By Shri Kshitish Chandra Das

প্রশ্ন

ক) ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ ইং ১৯৬৮-৬৯ ইং ১৯৭০-৭১ ইং ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কমলপুরের গিরিঘাট গোদারা ডাক হইয়াছে কিনা ?

খ) ডাক হইলে উল্লিখিত সনগুলির মধ্যে কোন সনে কত টাকা ডাক হইয়াছে ; এবং

গ) ডাক না হইলে তাহার কারণ কি ?

ক) হ্যাঁ।

খ) ১৯৬৬-৬৭ ইং=টা ১৯৫৩.০০
১৯৬৭-৬৮ ইং=টা ২০২৫.০০
১৯৬৮-৬৯ ইং=টা ১০০০.০০
১৯৭০-৭১ ইং=টা ১০০৫.০০

গ) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 589

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কোন মহকুমায় কত জিরাতিয়া জমি আছে এবং তাহার মধ্যে কত জমি সরকার খাস করিয়া লইয়াছেন ;

২) ঐ সকল খাস জমি কি ভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে ; এবং

৩) ঐ ধরণের জমি বন্দোবস্তের জন্য কুর্ত্তী তহশীলে ভূমিহীনরা কোন আবেদন করিয়াছেন কি ; করিয়া থাকিলে তাহা কবে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১)
২) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩)

UNSTARRED QUESTION NO. 600.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন চা-বাগানে সরকারের vested জমির পরিমাণ কত এবং উহার মধ্যে কত জমি বে-আইনী দখলে এবং অনুমতি দখলে আছে তাহার হিসাব ;

২) সদরের কালাছড়া চা-বাগান কর্ত্তৃপক্ষ অনেক সরকারী vested land বিক্রয় করিয়াছেন—সরকার এই মর্মে কোন অভিযোগ পাইয়াছেন কি ; এবং

৩) যদি পাইয়া থাকেন , ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১।	বাগানের নাম	Vested জমির পরিমাণ	বে-আইনী দখলীয় ভূমির পরিমাণ	অনুমতি দখলীয় ভূমির পরিমাণ
১।	বড় সুরমা	৫৮·২৬ একর	১·৪৮ একর	—
২।	রামদুর্লভপুর	৩৫·৩৪ ,,	—	—
৩।	দারংটীলা	১৯৬·৬৮ ,,	৩৫·০৬ ,,	৭·৮৪
৪।	মহাবীর	১৪৪·৮০ ,,	৩·৫৪ ,,	১১·২৫
৫।	কল্যাণপুর	২৮·২৬ ,,	৭·৮১ ,,	—
৬।	সীমনাছড়া	১৪৪·৯০ ,,	—	—
৭।	কৃষ্ণপুর	১০৪·৩৪ ,,	০·৫২ ,,	—

৮। হরিশনগর	৫০৪·৮৪ ,,	১৯·২৯ ,,	১·৩০
৯। মেঘলীপাড়া	১৭০·০২ ,,	৫২·৬৬ ,,	
১০। ঐ	৪২৭·২৫ ,,	৪১·৯৭ ,,	১৩·৩৫

অবশিষ্ট ৪৫টী চা বাগানের Vested ভূমির পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

২) না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 607.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। যে সকল সমবায় সমিতির হিসাব পত্র গত ৫ বছর ধরিয়া কোন অডিট হয় না তাহাদের নাম ;

২) যে সকল সমবায় সমিতি লিকুইডেশন এ গিয়াছে তাহাদের নাম ; এবং

৩) সমবায় সমিতির কাজকর্ম্মে ব্যাপক দুর্নীতির যে অভিযোগ অডিট রিপোর্ট ১৯৬৮-৬৯এ আছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কোন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবেন কি ?

উত্তর

১) সংশ্লিষ্ট তালিকা দ্রষ্টব্য।

২) সংশ্লিষ্ট তালিকা দ্রষ্টব্য।

৩) সমবায় বিষয়ক আইন যাহা ত্রিপুরায় বলবৎ আছে তদনুযায়ী সমবায় সমিতিগুলি রেজিষ্টারীকৃত এবং সেই কারণে উহাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও আইনানুযায়ী সীমাবদ্ধ। সমবায় সমিতি বিষয়ক আইনে কোন তদন্ত কমিটি গঠনের বিধান নাই। অডিট রিপোর্টে কোন গুরুতর ত্রুটী বিচ্যুতি থাকিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির গোচরীভূত করা হয়। তাহা ছাড়া যদি প্রয়োজন হয় তবে ত্রিপুরায় সম্প্রসারিত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গে সমবায় বিষয়ক আইনের ৪৩ নং ধারা বলে সমিতির কার্য্যকলাপ তদন্ত করা হয়।

ANNEXTURE.

যে সকল সমবায় সমিতির হিসাবপত্র গত ৫ বছর ধরিয়া কোন অডিট হয় নাই তাদের নাম।

১। অরুন্ধুতিনগর কো-অপারেটিভ উইভিং সোসাইটি লিঃ

২। জনশিক্ষা কো-অপারেটিভ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ

৩। অপরাজিতা কো-অপারেটিভ উইভিং সোসাইটি লিঃ

৪। ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এসোসিয়েশান লিঃ

৫। রণজিৎনগর খাদি ও গ্রাম উদ্যোগ সমবায় সমিতি লিঃ

৬। তারাপুর সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৭। পাণ্ডবপুর সমবায় বয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠান লিঃ

৮। রাধামাধব ছাত্র বস্ত্র শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

৯। ত্রিপুরা মার্চেন্টস্ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

১০। উত্তর দেবেন্দ্রনগর সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লি

১১। জয়হিন্দ সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

১২। চারিপাড়া সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

১৩। দি গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ সোনামুড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

১৪। মহিলা সংঘ সমবায় সমিতি লিঃ

১৫। শচীন্দ্রনগর মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

১৬। ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ্ ট্রেন্সপোর্ট সার্ভিস সোসাইটি লিঃ

১৭। তকসাপাড়া সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

১৮। নৃপেন্দ্রনগর সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

১৯। হাতিরলেটা সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

২০। পশ্চিম তমাকারি সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

২১। বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী সমবায় কৃষি সমিতি লিঃ

২২। কৃষক কল্যাণ সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

২৩। টেবারিয়া সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

২৪। কানাইবাড়ী সার্ভিস কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি লিঃ

২৫। নেতাজী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

২৬। কারুশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

২৭। রবীন্দ্রনগর সার্ভিস্কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি লিঃ

২৮। জম্মেজয়নগর সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

২৯। ত্রিপুরা মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

৩০। পুরাতন আগরতলা সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৩১। জনকল্যাণ সামুদায়িক কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

৩২। ত্রিপুরা হোম ইণ্ডাষ্ট্রি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

৩৩। ত্রিপুরা সেন্ট্রাল উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

৩৪। সোপ্ মেকিং ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

৩৫। মাষ্টার টেইলর্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

৩৬। নাগিছড়া প্রাক্তন সৈনিক সমবায় সমিতি লিঃ

৩৭। যোগেন্দ্রনগর চর্ম্মকার সমবায় সমিতি লিঃ

৩৮। শান্তি সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

৩৯। কাশীপুর খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সমবায় সমিতি লিঃ

৪০। কামানমোড়া সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৪১। পুরাতন আগরতলা মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

৪২। কৃষক সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৪৩। সাংকুংমাবাড়ী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৪৪। করইমোরা কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ
৪৫। ঠাকুরবাপানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
৪৬। রাধানগর সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৪৭। আদিবাসী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৪৮। দুর্জয়নগর বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৪৯। জনকল্যাণ সমবায় তাঁতি সমিতি লিঃ
৫০। কবরাখামার সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৫১। মেলাঘর সুত্রধর সমবায় সমিতি লিঃ
৫২। তৈবাণ্ডল সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৫৩। কুলুবাড়ী সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৫৪। মাইক্রোসাপাড়া নারী তাঁতি শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৫৫। কাঁচিগাঁও তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৫৬। কেরোসিন হকার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৫৭। নূতননগর সমবায় তাঁতি সমিতি লিঃ
৫৮। স্মিলিতা নারী ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৫৯। ত্রিপুরীশ্বরী সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৬০। মেলাঘর কনজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ
৬১। তুইসামা সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৬২। আদর্শ সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিঃ
৬৩। রাগনা কার্পেন্টি ট্রি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৬৪। গোবিন্দপুর তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৬৫। মহেশপুর কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ
৬৬। কদমতলা কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ
৬৭। বাঘবাসা সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিলি লিঃ
৬৮। সূচী শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৬৯। গঙ্গানগর সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৭০। আদর্শ উপজাতি সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৭১। ছামনু সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৭২। ফতিকরায় শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৭৩। কৈলাশহর চর্ম্ম শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৭৪। নিউ রাজনগর প্রটো টাইপ মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৭৫। যুগের আলো কৃষি খামার সমবায় সমিতি লিঃ
৭৬। কৈলাসহর শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৭৭। লালছড়া সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৭৮। শিকারীবাড়ী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৭৯। বাউলিয়া বস্তী আদিবাসী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৮০। গান্ধীগ্রাম মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

৮১। পাথাবেরী খাদি গ্রামোদ্যোগ সমবায় সমিতি লিঃ

৮২। জামথুংবাড়ী সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

৮৩। বাস্তুত্যাগী সমবায় সমিতি লিঃ

৮৪। সালেমা সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৮৫। আভাঙ্গা সর্ব্বার্থ সাধক সমায় সমিতি লিঃ

৮৬। হিরাপুর লার্জ সাইজড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

৮৭। বিলোনীয়া বাস্তহারা সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৮৮। সাক্রম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

৮৯। মহাত্মাজী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৯০। বগাফা আদিবাসী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৯১। জুলাইবাড়ী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৯২। পুরাতন রাজবাড়ী মালটি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

৯৩। শান্তিরবাজার সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৯৪। ত্রিপুরীশ্বরী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

৯৫। গোয়ার্চাদ তাঁতি সমবায় সমিতি লিঃ

৯৬। চেলাগাং আদিবাসী পারচেজ এণ্ড সেইল সোসাইটি লিঃ

৯৭। রাইমা কো-অপারেটিভ পারচেজ এণ্ড সেইল সোসাইটি লিঃ

৯৮। তীর্থমুখ কো-অপারেটিভ পারচেজ এণ্ড সেইল সোসাইটি লিঃ

৯৯। অম্পিনগর কো-অপারেটিভ পারচেজ এণ্ড সেইল সোসাইটি লিঃ

১০০। বঙ্করাইবাড়ী আদিবাসী লৌহা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

১০১। বেতেল লিফ গ্রোয়ার্স কো-অপারেটিভ ফার্মিং সোসাইটি লিঃ

১০২। উদ্বাস্তু মহিলা খাদি গ্রামোদ্যোগ সমবায় সমিতি লিঃ

১০৩। কাঠালিয়াছড়া কো-অপারেটিভ পারচেজ এণ্ড সেইল সোসাইটি লিঃ

১০৪। বগাফা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

ANNEXTURE.

যে সকল সমবায় সমিতি লিকুইডেশনএ গিয়াছে তাহাদের নাম—

১। এম, বি, বি কলেজ কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ

২। জারুলবাচাই শিফটিং কালটিভেটরস সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

৩। ত্রিপুরা সেন্ট্রাল উইভারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

৪। ত্রিপুরা হোম ইণ্ডাষ্ট্রি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড।

৫। প্রতাপগড় মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

৬। ধানপুর কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৭। ইষ্টার্ণ ট্রান্সপোর্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৮। চম্পকনগর বেত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৯। নারীশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
১০। ত্রিপুর উদ্বাস্তু কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
১১। নারায়ণ খামার খাদী গ্রামোদ্যোগ শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
১২। রামকৃষ্ণনগর খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সমবায় সমিতি লিঃ
১৩। রামুনিনগর কো-অপারেটিভ ফার্মিং সোসাইটি লিঃ
১৪। মেলাঘর সমবায় তাঁতি সমিতি লিঃ
১৫। ফুট ওয়ের এণ্ড লেদার গুডস ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সার্ভিস সোসাইটি লিঃ
১৬। মডেল কার্পেন্ট্রি কো-অপারেটিভ সার্ভিস ইউনিট লিঃ
১৭। ট্রেনিং কো-অপারেটিভ সার্ভিস ইউনিট লিঃ
১৮। ভিলেজ ব্লেকস্মিথি সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
১৯। বোর্ড, পেপার এণ্ড পাল্প মেকিং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সার্ভিস সোসাইটি লিঃ
২০। খোয়াই আসারামবাড়ী সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
২১। শচীন্দ্রনগর মালটি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
২২। ত্রিপুরা ষ্টেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ
২৩। হাতিরলেটা সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
২৪। সোপ মেকিং ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কো-অপারেটিভ সার্ভিস সোসাইটি লিঃ
২৫। কো-অপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি লিঃ
২৬। বিশ্রামগঞ্জ কো-অপারেটিভ পারচেস এণ্ড সেল সোসাইটি লিঃ
২৭। ত্রিপুরা ইষ্টক শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
২৮। জিরাণীয়া কমিউনিটি প্রজেক্ট এমপ্লইজ কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ লিঃ
২৯। রাধামাধব পোল্ট্রি এণ্ড ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৩০। উত্তর ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড
৩১। চর্ম শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৩২। জিরাণীয়া সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৩৩। সমবায় তেলি সমিতি লিঃ
৩৪। জনতা কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ষ্টোরস লিঃ
৩৫। দেশপ্রিয় কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ষ্টোরস লিঃ
৩৬। জয়নগর কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ষ্টোরস লিঃ
৩৭। সূর্য্যমনীনগর সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৪৮। অরুন্ধুতিনগর কো-অপারেটিভ উইভিং সোসাইটি লিঃ
৩৯। অরুন্ধুতিনগর ব্যবহারিক সমবায় সমিতি লিঃ
৪০। ভারতলক্ষ্মী কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

৪১। গোপালনগর সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৪২। সীমনা সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৪৩। রঞ্জননগর সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৪৪। ভট্টপুকুর খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সমবায় সমিতি লিঃ
৪৫। আরালিয়া খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সমবায় সমিতি লিঃ
৪৬। চন্দ্রপুর সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৪৭। পদ্মপুর কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ
৪৮। তিলথৈ বৈরাগী বাড়ী কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি
৪৯। চুরাইবাড়ী কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি
৫০। হরুয়া কৃষি ঋণদান সমবায়. সমিতি
৫১। বাগান কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি
৫২। রাজবাড়ী তন্ত্র শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৫৩। ইয়াকুবনগর সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৫৪। উপ্তাখালী সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৫৫। সৎসঙ্গ কো-অপারেটিভ ফার্মিং সোসাইটি লিঃ
৫৬। কৈলাসহর ডেয়ারি এণ্ড পোলট্রি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৫৭। কৈলাশহর তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৫৮। ইসবপুর ফ্রেণ্ডস ফ্রুট গ্রোয়ার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৫৯। গকুলনগর প্রটোটাইপ মালটি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৬০। মৈনামা উপজাতী নারী তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড
৬১। কৈলাশহর গভর্ণমেন্ট এমপ্লইজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
৬২। কমলপুর মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৬৩। হালাহালি সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৬৪। শ্রীগুরু সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৬৫। জামথুং ফলচাষ সমবায় সমিতি লিঃ
৬৬। সালেমা সেবা সমবায় সমিতি লিঃ
৬৭। ধলাই জনকল্যাণ সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৬৮। খিলোনীয়া গভর্ণমেন্ট এমপ্লইজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
৬৯। মুহরীপুর ফরেষ্ট লেবারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৭০। মহারাজী সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৭১। অগ্রগামী সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৭২। [illegible] সমবায় ক্রয় বিক্রয় সমিতি লিঃ
৭৩। [illegible]

UNSTARRED QUESTION NO. 618

By Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

১) বকেয়া ভূমি রাজস্ব মকুব করা এবং সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমির রাজস্ব রহিত করার বিষয়ে সরকার কি কোন সিদ্ধান্ত লইয়াছেন, যদি সিদ্ধান্ত লইয়া থাকেন তাহার বিবরণ ;

২) বকেয়া ভূমি রাজস্বের জন্য সংশিত নোটিশ জারী হইয়া থাকিলে মহকুমা ভিত্তিক তাহার সংখ্যা ; এবং

৩) বকেয়া ভূমি রাজস্বের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব (১৯৬৯এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) ?

ANSWER

১)
২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩)

UNSTARRED QUESTION NO. 621

By Shri Abhiram Deb Barma. M. L. A.

QUESTION

১) ১৯৭০ এর জুলাই পর্য্যন্ত কোন মহকুমায় কতজন জুমিয়া এবং ভূমিহীন খাস জমিতে পুনর্বাসনের জন্য জমি বন্দোবস্তের প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে তাহাদের দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া খাস জমি তাহাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে কি ;

৩) জুমিয়া ও ভূমিহীনদের মধ্যে যাহারা ইতিমধ্যে খাস জমি দখল করিয়া আছেন তাহাদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব, এবং

৪) বন্দোবস্ত পাওয়ার ক্ষেত্রে তাহারা অগ্রাধিকার পাইবেন কি ?

ANSWER

১)
২)
৩) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৪)

UNSTARRED QUESTION NO. 635

By Shri Jatindra Kr. Majumder, M. L. A.

QUESTION

ক) জিরানীয়া ব্লক এলাকার বোরাখা, শিবনগর অঞ্চলে কত পরিবার ভূমিহীন খাস পতিত জমি দখল করিয়া আবাদক্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন ?

ANSWER

ক) জিরানীয়া ব্লক এলাকায় পাটনীপাড়া অঞ্চলে ১৮০জন ব্যক্তি ও শিবনগর অঞ্চলে ২৩৬ জন ব্যক্তি মোট ৪১৬ জন ব্যক্তি সরকারী খাস ভূমি বেআইনীভাবে দখল করিতেছে। পাটনীপাড়া প্রকাশ্যে বোরাখা নামে পরিচিত।

UNSTARRED QUESTION NO. 636

By Shri Jatindra Kr. Majumder M. L. A

QUESTION

ক) উদয়পুর ব্লক-এর বগাবাসা, বাগমা, কালাটানা, কাকড়াবন, এলাকায় কতজন কৃষক ১৯৬৭-৬৮, ১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৭০ আর্থিক বৎসরে কৃষিঋণ পাইয়াছেন এবং

খ) উল্লিখিত এলাকাগুলিতে ২ কানি বা তদূর্দ্ধ জমির মালিক এমন কৃষক-এর সংখ্যা কত ?

ANSWER

ক)
খ) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 650.

By Shri Jatindra Kumar Majumder.

QUESTION

ক) ত্রিপুরা Sadar Sub-divisionএর পশ্চিম সীমানা গাঁওসভা এলাকায় ৬১ ১/২ কাণি অথবা তদূর্দ্ধ ভূমির মালিকের সংখ্যা কত; এবং

খ) ঐ মালিকদের নাম কি ?

ANSWER

ক)
খ) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 657.

By Shri Monoranjan Nath.

QUESTION

১। ধর্মনগর সাব-ডিভিসনে বর্ত্তমান বৎসরে টেষ্টরিলিফ ও দাদন বাবত কত টাকা দেওয়া হইয়াছে; তন্মধ্যে কাঞ্চনপুর T. D. ব্লকের অধীন কত টাকা এবং পাণিসাগর ব্লকের অধীন কত টাকা; এবং

২। কাঞ্চনপুর T. D. ব্লকের অধীন গাঁওসভা ভিত্তিক টাকার সংখ্যা ?

ANSWER

১। ধর্মনগর সাব-ডিভিসন—টেষ্ট রিলিফ—৬০,০০০ টাঃ
দাদন—২০,০০০ টাঃ

কাঞ্চনপুর T. D. ব্লক—টেষ্ট রিলিফ—৩৫,০০০ টাঃ
দাদন—১১,০০০ টাঃ

পাণিসাগর ব্লক—টেষ্ট রিলিফ— ২৫,০০০ টাঃ
দাদন— ৮,০০০ টাঃ

২। গাঁওসভা ভিত্তিক টাকার পরিমান সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 658.

By Shri Monoranjan Nath.

QUESTION

কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর সাব-ডিভিসনে বর্ত্তমান বৎসরে কতজন কৃষককে কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে ; গাঁওসভা ভিত্তিক সংখ্যা ?

ANSWER

ক্রমিক নং	সাব-ডিভিসনের নাম	গাঁওসভার নাম	কৃষিঋণ প্রদত্ত কৃষকের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১।	ধর্ম্মনগর	ফুলবাড়ী—	১
		লক্ষীগোল—	১
		পাণিসাগর.—	৮
		কামেশ্বর—	১
		দেওছড়া—	১
		শনিছড়া—	৫
		পদ্মবিল—	৩
		হুরুয়া—	৬
		দামছড়া R. F.	১
		নলকাটা—	৪
		ব্রজেন্দ্রনগর—	৪
		ধর্ম্মনগর—	৩
		জলেবাসা—	২
		নবীনছড়া—	৪
		বাগনা—	২
		তিলথৈ—	৩
		বরোয়াকান্দি—	১
		বাগপাশা—	২
		কড়ইছড়া—	১
		লালজুরী—	১৩
		সাতনালা—	৬
		দেওয়ানপাশা—	১
		হাফলং—	৬
		তুইছামা—	১
		মাছমারা—	২
			৮২
	কৈলাসহর	গাঁওসভা ভিত্তিক রেকর্ড রাখা হয় নাই—	৪৫

UNSTARRED QUESTION NO. 692.
By Shri Kshitish Ch. Das.

QUESTION

(ক) ১৯৬৭ ইং হইতে ১৯৭০ ইং আগষ্ট পর্য্যন্ত A. C. C. Cementএর Permit কোন কোন ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইয়াছে ;

(খ) "ক" প্রশ্নে উল্লিখিত সনগুলিতে Permit প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা ?

ANSWER

(ক) কোন Permit দেওয়া হয় নাই, কারণ ১৯৬৬ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে সিমেন্টের উপর হইতে কনট্রোল উঠিয়া গিয়াছে।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 696.
By Shri Kshitish Ch. Das.

QUESTION

(ক) সমগ্র ত্রিপুরায় ১৯৬৯-৭০, ১৯৭০-৭১ ইং সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত কত হাজার বাণ্ডেল ঢেউ টিনের পারমিট সরকার হইতে দেওয়া হইয়াছে ;

(খ) Civil Supply Deptt. উক্ত সময় যে সকল ব্যক্তিগণকে Permit দিয়াছেন তাহাদের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এবং বাণ্ডেলের পরিমাণ ?

ANSWER

(ক) ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭০-৭১ ইং সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত সরকার হইতে কোন ঢেউ টিনের পারমিট দেওয়া হয় নাই, কারণ ১৯৬৭ ইং সনের ১লা মে হইতে কেন্দ্রীয় সরকার সকল প্রকার লৌহজাত দ্রব্যের মূল্য এবং বন্টন হইতে কন্ট্রোল তুলিয়া দিয়াছেন।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 699.
By Shri Kshitish Ch. Das.

QUESTION

ক) ১৯৬৯-৭০ ইং সনের আর্থিক বৎসরে তফশীলভুক্ত জাতিসমূহের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি ও আর্থিক সাহায্য যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

ANSWER

(ক) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 730.
By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

1. **What is the number of applicants in each Department of this Government who have been employed since 1st January to 15th August, 1970;**

2. What is the number of persons beleonging to Backward Community, Scheduled Caste Community and Scheduled Tribe Community appointed Departmentwise with posts :
3. Whether quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are duly filled ;
4. If not, the reasons therefor ?

ANSWER

1.
2.
3.
4.
} Materials are under Collcction.

UNSTARRED QUESTION NO. 736.

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

1. Whether there is any scheme to provide loan to the Scheduled landless peasentry ?
2. If so, what are the details scheme ?

ANSWER

1. There is no scheme for giving loan to landless Scheduled Caste peasents. But they can take loans through the Cooperative Societies.
2. Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 773.

By Shri Ershad Ali Choudhury.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর ব্লকের অধীনে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কত টাকার Test Relief এর কাজ এই পর্য্যন্ত করা হইয়াছে? এবং যে যে স্থানে Test Relief এর কাজ হইয়াছে তাহাদের নাম ও অর্থের পরিমাণ ?.

উত্তর

১। ৪২,৫০০ টাকা। নিম্নে টেষ্ট রিলিফের কার্যের নাম এবং অর্থের পরিমাণ দেওয়া গেল।

কার্য্যের নাম		টাকার পরিমাণ
১। বাম্পাইবাড়ী হইতে ধজিশিং বাড়ী রাস্তা	...	৪,৩০০·০০ টাকা
২। কাইমাই বাড়ীতে রিক্লেমেশন	...	২,৫০২·০০ ,,
৩। কালাবন হইতে পাতিছড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা	...	১,৫১৭·০০ ,,
৪। পতিছড়ী হইতে গারো কলোনী পর্য্যন্ত রাস্তা	...	২,৬৮৭·০০ ,,

৫।	তুলাবুড়া মামুকছড়া পর্য্যন্ত রাস্তা	...	১,০৭৮·০০	,,
৬।	পদরামবাড়ী হইতে খরাংশিং	...	৯০০·০০	,,
৭।	কালাবাড়ী হইতে জৈনবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা	...	১,৬১০·০০	,,
৮।	পবিত্রবাড়ী হইতে ধার্জ্জিলিং বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা	...	১,৫০০·০০	,,
৯।	কাইসিবাড়ী হইতে কাইয়াবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা	...	২,৪০০·০০	,,
১০।	দকবাড়ী হইতে কুশীবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা	...	৩,৩৫৬·০০	,,
১১।	শুক্রমণি কালীবাড়ী হইতে তুইবাখাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা	...	২,০৪২·০০	,,
১২।	কাচিগাংএ রিক্লেমেশন	...	৩,০০০·০০	,,
১৩।	রাণী কিল্লা হইতে মডেল ত্রিপুরা কলোনী পর্য্যন্ত রাস্তা	...	২,০০০·০০	,,
১৪।	শিলিঘাটীতে রাস্তা	...	২,০০০·০০	,,
১৫।	জুলাইবাড়ীতে রাস্তা	...	২,০০০·০০	,,
১৬।	তৈকলাবাড়ী হইতে তৈরূপাবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা	...	২,১০৮·০০	,,
১৭।	হালাখাতে রাস্তা	...	১,০০০·০০	,,
১৮।	গকুলপুরে খাল ও রাস্তা	...	১,০০০·০০	,,
১৯।	বগাবাসাতে খাল ও রাস্তা	...	৫০০·০০	,,
২০।	শালগড়া খেলার মাঠ	...	৫,০০০·০০	,,

UNSTARRED QUESTION NO. 777.

By Shri Ershad Ali Choudhury.

প্রশ্ন

১। "ভূমি হীনকে ভূমি দেওয়া হইবে" এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ত্রিপুরার ১৯৭০ ইং সনের ৩১শে আগষ্টের মধ্যে বিভিন্ন মহকুমা অফিসগুলিতে কি পরিমাণ ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তের দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে-এর মধ্যে কোথাও কোন ভূমিহীনকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে কি না ?

উত্তর

১। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।